

পুরাতন নিয়মের ইতিহাস।

রেভাঃ জি, এফ্, মাকলিয়ার্ ডি, ডি, কর্ত্তৃক প্রণীত।



A CLASS-BOOK

OF

OLD TESTAMENT HISTORY.

BY THE

REV. G. F. MACLEAR, D. D.



PUBLISHED BY THE CHRISTIAN TRACT & BOOK SOCIETY.
23, CHOWRINGHEE, CALCUTTA.

1904.

Printed at the M. P. House, 46, Dharamtala Street, Calcutta

বিজ্ঞাপন।

—:-০-:—

দয়াময় পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক। তাঁহার অসীম দয়াতে পুরাতন নিয়মের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইল। ইহা যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, তাহা বলিতে সাহস করি না। নানাবিধ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও, এই গুরুতর কার্য্য যে এত দিনে সমাপ্ত হইল, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়; তজ্জন্য পিতা ঈশ্বরের সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। এখন, ইহা দ্বারা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর আত্মিক উপকার হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। বালক বালিকাদিগের সাহায্যার্থে যথাসাধ্য সহজ ও সরল কথা ব্যবহার করা হইয়াছে। ভরসা করি, আমাদের বিদ্যালয়স্থ বালক বালিকাদিগের বিশেষ উপকার হইবে। বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ হইতে কতিপয়, গুরুতর বিষয় সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকের শেষ ভাগে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা খ্রীষ্টীয় কর্ম্মচারীদেরও বিশেষ সাহায্য হইতে পারিবে। এই পুস্তকের দ্বারা সাধারণের মঙ্গল হউক, ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

অনুবাদকগণ।

বিষয়-নির্ঘণ্ট

৬ষ্ঠ খণ্ড।

যিহোশূয় ও পালেষ্টাইনের পশ্চিম অঞ্চল জয়।

৭ম খণ্ড।

বিচারকর্ত্তৃগণের কাল।

৮ম খণ্ড।

শমূয়েলের সময় হইতে দায়ূদের রাজা হওন পর্য্যন্ত।

অধ্যায়। পৃষ্ঠা।

২য় ভাগ।

পরস্পরের মধ্যে মিত্রতা ও অরামীয়দের প্রতি শত্রুতা।

৩য় ভাগ।

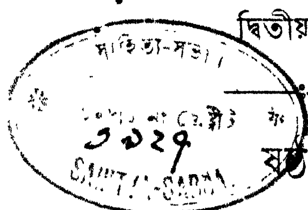
পরস্পরের মধ্যে পুনরায় শত্রুতার আরম্ভ; অশূরের দ্বারা উভয় রাজ্যের অবনতি।

অধ্যায়। পৃষ্ঠা।

ইস্রায়েল সম্বন্ধীয় চতুর্দ্দিকস্থ জাতিগণ

পুরাতন নিয়মের ইতিহাস।

দ্বিতীয় পুস্তক।





ষষ্ঠ খণ্ড।

যিহোশূয় ও পালেষ্টাইনের পশ্চিম অঞ্চল জয়।

প্রথম অধ্যায়।

যর্দ্দন নদী পার হওন ও যিরীহোর পতন।

যিহো ১—৬ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ১৪৫১।

ক্ষমতাশালী ইফ্রয়িম গোষ্ঠী জাত নূনের পুত্র যিহোশূয় মোশির উত্তরাধিকারী ও ইস্রায়েলের বাহিনীর অধ্যক্ষরূপে মনোনীত হন, আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহা পাঠ করিয়াছি। অতএব ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর সেই খ্যাতাপন্ন পরিচারক মোশির নিমিত্ত ৩০ দিন শোক করিলে পর (দ্বিঃ বিঃ ৩৪; ৮) দেশ অধিকারার্থে অগ্রসর হইতে সদাপ্রভু যিহোশূয়কে উৎসাহ প্রদান করেন। এই কার্য্যের ভার তাঁহার উপরে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে এই আশ্বাস দেওয়া হইল যে, যদি তিনি ব্যবস্থা গ্রন্থে লিখিত বিধি ও আজ্ঞা সকল যত্ন পূর্ব্বক পালন করেন, তবে এই বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইবেন। তদনুসারে এই মহৎ কার্য্যোপলক্ষে অবিলম্বে আয়োজন করা হইল। বাহিনীর প্রত্যেকের জন্য ৩ দিনের খাদ্য সামগ্রী দেওয়া গেল, এবং যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে যে আড়াই গোষ্ঠী অর্থাৎ রূবেণ, গাদ ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশ

অধিকার পাইয়াছিল, তাহাদের ভ্রাতৃগণের সহিত যাত্রা ঘটিত নানা বিপদ ও ক্লেশের ভাগী হইয়া গমন বিষয়ক তাহাদের কৃত প্রতিজ্ঞা এখন যিহোশূয় তাহাদিগকে স্মরণ করিতে কহিলেন।

কোন্ কোন্ জাতি পালেষ্টাইনের পশ্চিম অঞ্চল অধিকার করিয়া কোন্ কোন্ স্থানে বসতি করিত, তাহা ইতিপূর্ব্বে সাধারণ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রকৃত কনানীয় জাতি যর্দ্দনের উপত্যকা ও ইজড্রায়েলন (যিষ্রিয়েল) তলভূমির অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া বসতি করিত। তদ্ভিন্ন, বোধ হয়, সমুদ্রতীরেও ইহাদের বসতি ছিল। ইহাদিগকে নিম্নভূমিবাসী বলা যায়। যিবূষের (বর্ত্তমান যিরূশালেম) সুরক্ষিত দুর্গ যিবূষীয়দের হস্তে ছিল; হিব্রোণ ও তাহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে হিত্তীয় জাতী; ইহাদের অধিকার ও মৃত সাগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পরাক্রান্ত ও যুদ্ধপ্রিয় ইমোরীয় জাতি বাস করিত। ইহাদিগকে পর্ব্বতবাসীও বলা যায়। গিবিয়োনের চতুষ্পার্শ্বস্থ ও হর্ম্মোন পর্ব্বতের নিম্নস্থ অঞ্চল হিব্বীয়দের অধিকার; কর্ম্মিল পর্ব্বত শ্রেণীর নিম্নস্থ উচ্চ সমতলে পরিষীয় জাতির বাস এবং সকলের উত্তরে একজন পরাক্রান্ত অধ্যক্ষ বাস করিত। ইহার কৌলিক উপাধি যাবীন (জ্ঞানী)। হাৎসোরে তাহার যে দুর্গ ছিল, তাহা মেরোম জলাশয়ের নিকটস্থ পর্ব্বতশৃঙ্গে অতি দৃঢ় ও সুরক্ষিত ভাবে অবস্থিত এবং সমস্ত দেশের প্রধান রাজধানী স্বরূপ।

দেশ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিবার নিমিত্তে বিখ্যাত যিরীহো নগর হস্তগত করাই প্রথম কার্য্য। ইহা যিহোশূয়ের শিবিরের ঠিক বিপরীত দিকে প্রায় ৪ ক্রোশ দীর্ঘ ও দেড় ক্রোশ প্রস্থ, বৃহৎ খর্জ্জুর বৃক্ষের উদ্যান মধ্যে অবস্থিত। ইহা দেখিয়া মিসর দেশস্থ খর্জ্জুর বৃক্ষের মনোহর উদ্যানের কথা ইস্রায়েলীয় কয়েক প্রাচীনের মনে যে উদয় হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও মেম্ফিস নগরে নীল নদীর

উভয় তীরে সেইরূপ অনেক খর্জ্জুর বৃক্ষ দেখা যায়। 'যিরীহো একটী প্রকাণ্ড প্রাচীর বেষ্টিত নগর; এখানে এক জন রাজার বাস; বহু-সংখ্যক গোমেষাদির পাল ছাড়া বিস্তর স্বর্ণ রৌপ্যাদিতে এবং অসংখ্য পিত্তল ও লৌহময় পাত্রে ইহা পরিপূর্ণ ছিল (যিহো ৬; ২৪)। নগরের অবস্থান অনুসারে ইহা পশ্চিম পালেষ্টাইনের চাবিস্বরূপ বলা যায়; কারণ দেশের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রধান দুই গিরি পথের সন্ধি স্থলে ইহা স্থাপিত। ইহার বর্ত্তমান নাম এরীহা।

অতএব এই প্রধান স্থানের অবস্থা ভালরূপে অবগত হইবার জন্য দুই জন চর প্রেরণ করা যিহোশূয়ের প্রথম কার্য্য। শিটীম (ব্যবলা ক্ষেত্র) হইতে তাহারা যাত্রা করিয়া যর্দ্দন পার হইল এবং নগর প্রাচীরের উপরে রাহব নাম্নী স্ত্রীলোকের যে ঘর ছিল, তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের আগমন বার্ত্তা অপ্রকাশ রহিল না। ইহা রাজার কর্ণ গোচর হইলে চরদিগকে অর্পণ করিতে তিনি দূতের দ্বারা রাহবকে বলিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু সেই স্ত্রীলোক ইতিপূর্ব্বে আপন অতিথিদ্বয়কে ছাদের উপরে সাজান মসিনার ডাঁটার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। অতএব রাজার প্রেরিত লোকেরা উপস্থিত হইলে, সে তাহাদিগকে কহিল, তোমরা যাহাদের অন্বেষণ করিতেছ, তাহারা এখানে নাই, চলিয়া গিয়াছে, শীঘ্র তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাও। রাজার লোকেরা এই কথায় প্রবঞ্চিত হইয়া তাহাদের অন্বেষণে ধাবমান হইলে স্ত্রীলোকটী ছাদে গিয়া চরদিগকে সবিশেষ জানাইল। সে কহিল, সূফসাগর আশ্চর্য্যরূপে তোমাদের পার হওনের বৃত্তান্ত ও যর্দ্দনের পূর্ব্ব-দেশবাসী পরাক্রান্ত ইমোরীয় রাজগণকে পরাজিত করণ বিষয়ে নগরবাসীগণ শুনিয়াছে এবং উপরিস্থ স্বর্গে ও অধঃস্থ পৃথিবীতে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের দ্বারা যে জাতি প্রত্যক্ষভাবে সুরক্ষিত, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আপনাদিগকে অক্ষম জানিয়া তাহারা নিরাশ হইয়াছে (যিহো ২;

১১)। অপিচ আমিও ইহাতে ভীত হওয়াতে এখন তোমাদের প্রাণ-রক্ষার্থে সাহায্য করিতে প্রস্তুত (ইব্রী ১১; ৩১ যাকো ২: ২৫); আর এই অভিপ্রায়ে আমি তোমাদিগকে জানালা দিয়া রজ্জু দ্বারা নামাইয়া দিব, যেন তোমরা পলায়ন করিয়া নগরের পশ্চাৎস্থিত খড়ি-মাটীর পাহাড়ে ৩ দিন লুকাইয়া থাকিতে ও অনুধাবনকারীগণ ফিরিয়া আসিলে আপনাদের স্থানে নিরাপদে পঁহুছিতে পার। সে তাহা-দিগকে আরো বিনতি করিয়া কহিল, তোমাদের প্রতি প্রদর্শিত আমার এই অনুগ্রহের পরিবর্ত্তে নগর অধিকার করণকালে, যেন আমার ও আমার পিতামাতা ও আত্মীয়বর্গের প্রাণ রক্ষা করা হয়। চরদ্বয় এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহাকে কহিল, যে জানালা দিয়া আমাদিগকে নামাইয়া দিবে, এই সিন্দুর বর্ণ রজ্জু তাহাতে বাঁধিয়া রাখিবে। তাহা দেখিলে ইস্রায়েলের সন্তানগণ ঘরটা চিনিয়া তাহাতে বাসকারী সকলকে রক্ষা করিবে। এই সমস্ত কথা সাঙ্গ হইলে তাহারা তথা হইতে নামিয়া গিয়া, পর্ব্বতে ৩ দিন লুকাইয়া থাকিল এবং পরে যর্দ্দন পার হইয়া, যিরীহো বাসীগণের ভয়ের কথা যিহোশূয়কে জানাইল।

পরদিন প্রত্যূষে, যিহোশূয় শিটীমের নিকটস্থ উচ্চ ভূমি হইতে যাত্রা করিয়া, যর্দ্দনের নিম্ন তীরে শিবির স্থাপন করিলেন। তথায় লোকদিগকে শুচি করণার্থে ব্যবস্থা পালন ও যর্দ্দন পার হওনার্থে প্রস্তুত করণ কার্য্যে, ৩ দিন ব্যস্ত থাকিলেন। পরে লোকদিগকে এই আজ্ঞা করিলেন যে, যাজকগণ নিয়মসিন্দুক অগ্রে অগ্রে বহন করিবে ও লোকেরা দুই সহস্র হস্ত বা অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিত ভূমি ব্যবধান রাখিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। তাহাদিগকে আরো বলা হইল যে, নিয়মসিন্দুকবাহী যাজকদের পদতল নদীর জল স্পর্শ করিবা মাত্রেই; ঊর্দ্ধস্থান হইতে প্রবাহিত জল, দক্ষিণ দিকস্থ জল হইতে ছিন্ন হইবে এবং এক রাশি হইয়া দণ্ডায়মান থাকিবে ও

এইরূপে পার হওনার্থে তৎক্ষণাৎ একটী পথ প্রস্তুত হইবে। আর ইহা কনানীয় সমস্ত জাতির উপর তাহাদের ভবিষ্যৎ জয়লাভের বায়না স্বরূপ হইবে,(যিহো ৩; ১-১৩)।

এখন শস্যাচ্ছেদনের সময় ছিল। যিরীহোর তলভূমিস্থিত শস্যাদি, পালেষ্টাইনের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা প্রায় ৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে পরিপক্ক হইত। যৰ্দ্দনের বিস্তার এইস্থানে সচরাচর প্রায় ১৮০০ হস্ত। আবার এই সময়, জলবৃদ্ধি হওয়াতে, নদী উভয় তীর মগ্ন করিয়া আরো বিস্তৃত ভাবে প্রবাহিত হইতেছিল। পবিত্র নীষন্ মাসের ১০ই অর্থাৎ নিস্তার পর্ব্বীয় ভোজের ৪ দিন পূর্ব্বে, নদী পার হইবার আজ্ঞা ঘোষণা করা হইল। যাজকগণ নিয়মসিন্দুক বহন করত লোকদের অগ্রবর্ত্তী হইয়া, অনতিবিলম্বে যৰ্দ্দন সমীপে "ভগ্নতীরে" উপস্থিত হইল (যিহো ৩; ১৫)। কিন্তু জলে তাহাদের পাদস্পর্শ হইবামাত্র, অতি দূরে, সৰ্ত্তনের নিকটবর্ত্তী আদম নগরে অর্থাৎ ইস্রায়েলের শিবির হইতে ১৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী নগরের নিকট, নদীর জল রাশীকৃত হইয়া উঠিয়া রহিল এবং লবণ সমুদ্রগামী জল সম্পূর্ণ ছিন্ন হইল (যিহো ৩; ১৬)। অতএব জলরাশি, উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে বহিয়া যাওয়াতে, নদী শুষ্ক হইয়া গেল (গীত ১১৪; ৩)। তাহাতে যাজকেরা নিয়মসিন্দুক বহন করিয়া যৰ্দ্দনের মধ্যে শুষ্ক ভূমিতে স্থির হইয়া, দাঁড়াইয়া থাকিল এবং সম্ভবতঃ ইহার নিম্ন দিকে, নানাস্থানে লোক সকল ইতিমধ্যে শীঘ্র শীঘ্র পার হইয়া গেল (যিহো ৪; ১০) এবং রূবেণ, গাদ ও মনঃশির অৰ্দ্ধ বংশের সুসজ্জিত ন্যূনাধিক ৪ সহস্র লোক, তাহাদের অগ্রে অগ্রে পার হইল (যিহো ৪; ১২)। অবশেষে নদীর গভীর তল হইতে, সকলে অপর পারে উত্তীর্ণ হইলে পর, যিহোশূয় যাজকগণকে তীরে উঠিতে ও সেই সঙ্গে প্রত্যেক গোষ্ঠী হইতে এক এক জনকে লইয়া, এইরূপে ১২ জন অধ্যক্ষকে

যর্দ্দনের তল হইতে, ১২টা বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড স্কন্ধে করিয়া তীরে লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন। তাহা যর্দ্দনের ওপারস্থ উচ্চতীরে, স্মরণার্থক চিহ্ন স্বরূপে স্থাপিত হইল। পরে যাজকগণ অন্যতীরে উঠিবা মাত্র, জল রাশি পূর্ব্বের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া, উভয় তীর জলমগ্ন করিল (যিহো ৪; ১৮)।

এই অদ্ভুত ঘটনার বৃত্তান্ত, কেবল পর্ব্বতবাসী ইমোরীয় অধ্যক্ষবর্গের কর্ণগোচর হইল, তাহা নহে, কিন্তু সমুদ্রতীরস্থ নিম্নভূমিবাসী কনানীয় অধ্যক্ষগণও শুনিতে পাইল। ইহা শুনিয়া, তাহারা অত্যন্ত ভীত হইল। তাহাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইল; তাহাদের আর সাহস রহিল না। এই হেতু, আর কেহই ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আক্রমণ করিতে সাহস করিল না। তাহারা, যর্দ্দনের পশ্চিম পারে, নিরাপদে স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিল। প্রান্তরে ভ্রমণ কাল হইতে, এ পর্য্যন্ত ত্বক্‌ছেদ বিধি পালিত হয় নাই। তাহা এই সময়ে এখানে পালন করা হইল। এ পর্য্যন্ত তাহাদের অচ্ছিন্নত্বক অবস্থা হেতু, যে দোষ ছিল, তাহা এখানে অপসারিত হওয়ায়, এই উচ্চ স্থানের নাম গিলগল (অপসারণ) রাখা হইল (যিহো ৫; ৯)। তাহারা এখন নিস্তার পর্ব্ব পালন করিতে উপযুক্ত হইল। অতএব তাহারা যিরীহোর তলভূমিতে, মাসের ১৪ই তারিখের সন্ধ্যাকালে, নিস্তার পর্ব্ব নিয়মিতরূপে পালন করিল। তাহারা এই উৎসবের জন্য তাড়ীশূন্য রুটী মান্না দ্বারা প্রস্তুত না করিয়া, দেশোৎপন্ন পুরাতন শস্যে প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিল। ইহার পরদিন হইতে মান্না বর্ষণ সম্পূর্ণরূপে স্থগিত হইল। এইরূপে তাহাদের প্রান্তরে ভ্রমণকালীন জীবন প্রকৃত পক্ষে সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হইল (যিহো ৫, ১০-১২)।

অতঃপর যিরীহো নগর অধিকার করাই প্রধান কার্য্য। বোধহয় যিহোশূয় যখন এই বিষয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময়ে

নিষ্কোষখড়্গধারী এক পুরুষকে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিতে পান। আপনি কে? আমাদের পক্ষ বা আমাদের বিপক্ষদের পক্ষ? যিহোশূয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি কহিলেন, "আমি যিহোবার সৈন্যের সেনাপতি *"। ইহা শুনিবা মাত্র প্রগাঢ় ভক্তির সহিত যিহো-শূয় ভূমিতে উবুড় হইয়া পড়িয়া, প্রণিপাত করিলেন। তখন সেই আশ্চর্য্যপুরুষ তাঁহাকে কহিলেন, "তোমার পদ হইতে, পাদুকা খুলিয়া ফেল, কেননা যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, ঐ স্থান পবিত্র"। নগরটী কিরূপে হস্তগত করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে যিহোশূয়কে পরামর্শ দেওয়া হইল। এই যুদ্ধ যাত্রা অন্যান্য যাত্রা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ইহার প্রমাণার্থে যর্দ্দনের উপত্যকাস্থ সুদৃঢ় প্রধান দুর্গ এমন আশ্চর্য্যরূপে পতিত হইবে যে, তাহা দেখিয়া সকলেই স্পষ্ট বুঝিবে ও স্বীকার করিবে যে, "সদাপ্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন"। ছয়দিন ধরিয়া প্রত্যহ এক এক বার বাহিনী নগর বেষ্টন করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে; তাহাদের অগ্রে অগ্রে পবিত্র নিয়মসিন্দুক ও সিন্দুকের অগ্রে অগ্রে সাত জন যাজক মেষশৃঙ্গনির্ম্মিত মহাশব্দকারী শিঙ্গা বহন করিবে। সপ্তম দিনে তাহারা সাত বার নগর প্রদক্ষিণ করিলে পর, যাজকগণ শিঙ্গা বাজাইবে। ইহা শুনিয়া সমস্ত লোক মহাসিংহনাদ করিয়া উঠিবে। তাহাতে যিরীহোর সমস্ত প্রাচীর ভূমিসাৎ হইবে। তখন বাহিনীর সমস্ত লোক সম্মুখ পথে অভিশপ্ত নগরে প্রবেশ করিবে। প্রবেশ করিলে, প্রত্যেক ইস্রায়েলীয় সন্তান, যিহোবার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট বলিয়া রাহব ও তাহার পরিবার এবং গৃহাদি ভিন্ন, আর সমস্তই বর্জ্জিত বস্তু জ্ঞান করিবে। স্ত্রী ও পুরুষ, যুবা ও বৃদ্ধ, মেষ ও বৃষ সমস্তই সম্পূর্ণরূপে

---

* যিহোবার সৈন্যের সেনাপতি সম্বন্ধে নানা মত আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, তিনি একজন সৃষ্ট জীব অর্থাৎ স্বর্গীয় দূত। আবার অন্যেরা মনে করেন, তিনি অসৃষ্ট দূত অর্থাৎ ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র (তুলনা কর আদি ১৮; ১৭। বিচার ৬; ২২-২৩ ইত্যাদি)।

বিনষ্ট করিবে। নগর ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তু অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা যাইবে; কিন্তু সমুদায় স্বর্ণ রৌপ্য এবং পিত্তল ও লৌহের সমস্ত পাত্র, সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র হইবে।

অতএব পরদিন প্রত্যূষে, এই অদ্ভুত যাত্রা আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ মনোনীত এক দল সসজ্জ সৈন্য (যিহো ৬; ৯), পরে শিঙ্গাধারী যাজকগণ, তাহাদের পশ্চাতে নিয়মসিন্দুক ও সকলের শেষে অবশিষ্ট লোক সমূহ যাত্রা করিল। শিঙ্গার শব্দ ব্যতিরেকে আর কোন শব্দ শুনা গেল না। যোদ্ধৃবর্গের জয়ধ্বনি রব বা কোন লোকের একটী স্বর পর্য্যন্ত, কিছুই শুনা গেল না। এইরূপে তাহারা ছয় দিন ধরিয়া, প্রত্যহ এক এক বার নগরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিল। ইস্রায়েল-সন্তানগণের খড়্গের ক্ষমতা কিরূপ, তাহা ইতিপূর্ব্বে সীহোন ও ওগ্ রাজার সহিত যুদ্ধে দেখান হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সেই সমস্ত খড়্গ এখন কোষের মধ্যে থাকিয়া, অকর্ম্মণ্য অবস্থায় ঝুলিতে লাগিল। সপ্তম দিবসে, তাহারা অতি প্রত্যূষে আরম্ভ করিয়া, এক বার নয়, কিন্তু সাত বার নগর প্রদক্ষিণ করিল। এই সপ্তমবার সমাপ্ত হইলে, যাজকগণ এক সঙ্গে শিঙ্গা বাজাইল এবং যিহোশূয়ের আদেশানুসারে সমস্ত বাহিনীর সিংহনাদ গগন ভেদ করিয়া উপরে উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ যিরীহোর সমস্ত প্রাচীর পড়িয়া ভূমিসাৎ হইল। লোকেরা প্রত্যেকে সম্মুখ পথে নগরে প্রবেশ করিয়া, তাহা হস্তগত করিল। চরদিগের পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে, রাহবের ঘরে তাহার পিতা মাতাও অন্যান্য আত্মীয় বর্গ সমাগত হইয়াছিল। চরদ্বয় তথা হইতে তাহাদিগকে আনিয়া, ইস্রায়েলের শিবিরের বাহিরে, কোন নিরাপদ স্থানে রাখিল। কিন্তু নগরের অবশিষ্ট সমস্ত প্রাণী খড়্গ দ্বারা হত হইল। নগর ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু, অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা হইল। স্বর্ণ রৌপ্য এবং পিত্তল ও লৌহ নির্ম্মিত পাত্র ভিন্ন আর কিছুই রক্ষা করিল না।

এইরূপে এই উন্নতশির খর্জ্জুর বৃক্ষপূর্ণ নগর সমূলে উৎপাটিত হইল। এই সময়ে যিহোশূয় শপথ করিয়া কহিলেন, "যে কেহ উঠিয়া পুনর্ব্বার এই নগর * পত্তন করিবে, সে নগরের ভিত্তিমূল স্থাপনের দণ্ডরূপে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ও তাহার কপাট স্থাপনের দণ্ডরূপে আপন কনিষ্ঠ পুত্রকে দিবে" (যিহো ৬ ; ২৬)। দেশ অধিকার করণের প্রথম উদ্যমে, যিহোশূয় এইরূপে কৃতকার্য্য হইলেন এবং ইহা দ্বারা যর্দ্দনের উপত্যকার প্রধান নগর অর্থাৎ পশ্চিম পালেষ্টাইনের দ্বার খুলিবার চাবি স্বরূপ স্থান ইস্রায়েলের হস্তগত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দক্ষিণও মধ্যপ্রদেশস্থ পর্ব্বত গুলি হস্তগত করণ।

যিহো ৭—১১ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ১৪৫১।

মধ্যপ্রদেশগামী গিরি পথ সকল এইরূপে অধিকৃত হইলে, যিহোশূয় অবিলম্বে বৈথেলের পূর্ব্বদিকস্থিত বৈথাবনের পার্শ্বস্থ সুদৃঢ় রাজসম্পর্কীয় অয় নগর দেখিবার জন্য, লোক প্রেরণ করিলেন। যর্দ্দনের উপত্যকা হইতে, উন্নত পর্ব্বত পৃষ্ঠে স্থানে স্থানে লম্বা গর্ত্ত ছিল। এই নগর সেই সমস্তের শিরোভাগে অবস্থিত। চরেরা নগরটী দেখিয়া আসিয়া, যিহোশূয়কে সমাচার দিল যে, তাহা সহজেই অধিকার করা যাইবে। আরো কহিল দুই বা তিন সহস্র লোক প্রেরণ করিলে যথেষ্ট

---

* যিরীহো আর কখনও প্রাচীরবেষ্টিত নগর হয় নাই। পল্লীগ্রামের ন্যায়, ইহা বিন্যামীন গোষ্ঠীকে দও হয় (যিহো ১৮ ; ২১) ; লোকে সেখানে বসতিও করিত (বিচার ৩ ; ১৩। ২ শমূ ১০ ; ৫)। কিন্তু পরে আহাব রাজার সময়ে, বৈথেলীয় হীয়েল যখন একবার নগর পত্তন করিলে (১ রাজা ১৬ ; ৩৪), যিহোশূয়ের উক্ত অভিশাপবাণী পূর্ণ হইল, অর্থাৎ ভিত্তিমূল স্থাপন কালে, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিরাম, ও প্রবেশ দ্বার নির্ম্মাণ সময়ে, তাহার কনিষ্ঠ পুত্র সগূব হত হইল।

হইবে। যিহোশূয় তাহাদের পরামর্শানুসারে, ন্যূনাধিক তিন সহস্র লোককে তথায় প্রেরণ করিলে, তাহারা সাহসপূর্ব্বক লম্বালম্বি গড় দিয়া উপরে উঠিল; কিন্তু এমন পরাজিত হইল যে, তাহার বিষয় তাহারা কখনও মনে ভাবেও নাই। অয় নিবাসীগণ, আপনাদের উচ্চ স্থানে দৃঢ়রূপে অবস্থিতি করিয়া, নগর দ্বার হইতে, তাহাদিগকে অধোগামী পথে তাড়াইয়া দিল ও তাহাদের ছত্রিশ জনকে আঘাত করিল।

এই ভয়ানক পরাজয় হেতু, ইস্রায়েলের শিবির মধ্যে অত্যন্ত নিরাশ ভাব দেখা গেল। যিহোশূয় ও প্রাচীনবর্গ আপনাপন মস্তকে ধূলি ছড়াইয়া, নিয়মসিন্দুকের সম্মুখে অধোমুখ হইয়া, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভূমিতে পড়িয়া থাকিলেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে, এই নিয়মসিন্দুক যিরীহোর চারিদিকে তাহাদের অগ্রে অগ্রে, জয়ধ্বনি সহকারে নীত হইয়াছিল। এখন তাহাদের পরাজয়ের কথা শুনিয়া, কনানীয় জাতি সকল এক সঙ্গে মিলিয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে, এরূপ বোধ হইল। এই সময়ে সদাপ্রভুর সৈন্যের সেনাপতির রব, তাহাদিগকে জাগ্রত করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণ নিজেই এই পরাজয়ের মূল কারণ। তাহারা যিরীহো নগরের বর্জ্জিত দ্রব্যের বিষয়ে সাবধান হয় নাই; বরং লুট দ্রব্যের একাংশ লইয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে। অতএব যাবৎ এই পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা না হয়, তাবৎ তাহাদের জয়লাভের কোনও সম্ভাবনা নাই।

অতএব পরদিন প্রাতঃকালে ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠী একত্র হইয়া পবিত্র গুলিবাঁট দ্বারা দোষী ব্যক্তিকে ধরিতে স্থির করিল। প্রথমতঃ যিহূদা বংশ নির্ণীত হইল, পরে তাহার গোষ্ঠী, কুল ও প্রত্যেক পরিবারস্থ পুরুষগণ উপস্থিত হইলে, অবশেষে কর্ম্মির পুত্র আখন দোষী বলিয়া নির্ণীত হইল। যিহোশূয় তাহাকে আপন পাপ সম্পূর্ণরূপে

স্বীকার করিতে পরামর্শ দিলে, সে কহিল, আমি যিরীহোর লুটদ্রব্যের মধ্য হইতে উত্তম একখানি বাবিলীয় বা অশূরীয় শাল, ২০০ শেকল রৌপ্য ও ৫০ শেকল পরিমিত এক খান স্বর্ণ দেখিয়া চুরি করিয়াছি; সে সকল আমার তাম্বুতে ভূমির মধ্যে লুকান আছে। তৎক্ষণাৎ তথায় দূত প্রেরণ করিলে, তাহারা অপহৃত দ্রব্য গুলি পাইল এবং সে গুলি আনিয়া মণ্ডলীর সম্মুখে বিস্তার করিল। পরে যিরীহোর দক্ষিণ বা দক্ষিণপশ্চিমস্থ একটী উপত্যকায় আখনকে লইয়া গিয়া, তাহার স্ত্রী পুত্র ও কন্যাগণের সহিত তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিল ও তাহার তাম্বু, অপহৃত দ্রব্য ও সমস্ত বিষয় সম্পত্তি অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করা গেল। অতঃপর এই দণ্ড দিবার স্থানে প্রস্তরের বৃহৎ রাশি করিল। সেই অবধি ঐ উপত্যকা আখোর (ব্যাকুলতা) তলভূমি নামে খ্যাত আছে।

অয় নগর আক্রমণ করিতে ইস্রায়েলের বাহিনী এখন উপযুক্ত হইল। অতএব যিহোশূয় ত্রিশ সহস্র লোক মনোনীত করিয়া গিলগল হইতে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন এবং নগরের নিকটবর্ত্তী হইলে রাত্রি-কালে পাঁচ সহস্র লোককে নগরের পশ্চাদ্ভাগে লুকাইয়া থাকিতে আজ্ঞা করিলেন। ইতিমধ্যে তিনি অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া, নগরের উত্তরস্থ একটী পর্ব্বত শৃঙ্গে অবস্থিতি করিলেন। পরদিন অতি প্রত্যুষে তিনি উপত্যকায় নামিয়া অয়ের দিকে যেমন যাত্রা করিতেছিলেন, অমনি অয়ের রাজা আপন দলবল লইয়া ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ করিতে বহির্গত হইল। ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাহাদের সম্মুখে আপনাদিগকে পরাজিতের ন্যায় দেখাইল; তাহাতে শত্রুগণ যর্দ্দনের প্রান্তর পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। এই সময়ে যিহোশূয় আপন হস্তস্থিত বড়শা উত্তোলন করিলে, লুক্কায়িত দল দ্রুতবেগে বাহির হইয়া অয় নগরে অগ্নি লাগাইয়া দিল; তাহাতে নগরের ধূমরাশি

আকাশে উঠিতে দেখিয়া, অয়ের লোকেরা বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের নগর এবার ইস্রায়েলীয়দের হস্তগত হইয়াছে। তাহারা এইরূপে সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিকে আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইল। পরে নগর নিবাসী সমস্ত লোক অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ সর্ব্বশুদ্ধ বার সহস্র লোক খড়্গাঘাতে হত হইল। নগরটা দগ্ধ করা হইল ও তাহার রাজাকে বন্দী করিয়া সূর্য্যাস্ত সময় পর্য্যন্ত বৃক্ষে টাঙ্গাইয়া রাখা হইল। পরে তাহার মৃতদেহ নামাইয়া তাহার উপর প্রস্তরের এক বৃহৎ ঢিবি করা গেল।

এই স্পষ্ট জয় লাভের পর, ইস্রায়েলের অধ্যক্ষ স্থির করিলেন যে, তাহাদের এই জয়লাভ দেখিয়া কনানীয়েরা যেরূপ ভীত হইয়াছে, তাহাতে তাহারা আর আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না। অতএব মোশির আজ্ঞানুসারে এবল ও গরিষীম পর্ব্বতে অতি গম্ভীর ভাবে ব্যবস্থা পাঠ ও নিয়ম পুনঃস্থাপন করিতে বিহিত মনে করিলেন। অয় নগরের উত্তরে দশ ক্রোশ দূরে এবল পর্ব্বত। অতএব সমস্ত বাহিনী তথায় যাত্রা করিয়া অতক্ষিত প্রস্তরে—যাহার উপরে কেহ কখনও কোন লৌহ উঠায় নাই, এমন প্রস্তরে যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করিল, তাহার উপরে যিহোবার উদ্দেশে হোম ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। পরে প্রস্তর গুলির পৃষ্ঠে চূণ লেপিয়া তাহার উপরে ব্যবস্থাবাক্য, সম্ভবতঃ দশ আজ্ঞা অথবা দ্বিঃ বিঃ ২৭ অঃ লিখিত আশীর্ব্বাদ ও শাপের কথা লিখিল। (এই প্রকার লেখা এখনও স্থানে স্থানে দেখা যায়। দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল স্থায়ী এইরূপ লেখার অনেক নমুনা পাওয়া গিয়াছে।) পরে তাহাদের অর্দ্ধাংশ এবল ও অপর অর্দ্ধাংশ গরিষীম পর্ব্বতের উপর দণ্ডায়মান হইল। এই উভয় স্থানের * মধ্যবর্ত্তী উপত্যকায় যিহোশূয়, প্রাচীন-

* এই স্থান এমন আশ্চর্য্য যে সাধারণ স্বরে কেহ কোন কথা কহিলে অতি

বর্গ, শাসকগণ ও বিচারকর্ত্তৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যাজকগণ নিয়ম সিন্দুকের নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন। লেবীয়গণ ব্যবস্থায় লিখিত আশীর্ব্বাদ ও শাপ বাক্য পাঠ করিলে, প্রত্যেক শাপ বাক্যের পরে এবল পর্ব্বতস্থ ছয় গোষ্ঠী উচ্চৈঃস্বরে "আমেন" বলিল এবং প্রত্যেক আশীর্ব্বাদ বাক্যের পরে গরিষীম পর্ব্বতস্থ সকলে তদ্রূপ "আমেন" বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিল।

এইরূপে নিয়মটী গুরুতর রূপে প্রতিপালিত হইলে পর, ইস্রায়েলীয়েরা গিলগলে পুনরায় উপস্থিত হইল। (কেহ কেহ অনুমান করেন, এই গিলগল শিখিম ও অয় নগরের মধ্যবর্ত্তী পথের পার্শ্বস্থিত অর্থাৎ বৈথেলের নিকটস্থ একটী স্থান, ও যিরীহোর নিকটস্থ গিলগল হইতে স্বতন্ত্র।) এখানে উপস্থিত হইলে, গিবিয়োন (বর্ত্তমান এলজীব) হইতে আগত কয়েকজন রাজদূতের সহিত সাক্ষাৎ হয়। গিবিয়োন একটী রাজধানী, অয় হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। তথাকার অধিবাসী হিব্বীয়গণ বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিল। ইহা কফীরা, বেরত ও

দূর হইতে তাহা স্পষ্ট শুনা যায়। পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্রে দুই তিন স্থানে ইহার উল্লেখ দেখা যায় (তুলনা যিহো ৮, ৩৩। বিচার ৯; ৭)। নূতন অধিকৃত দেশের ঠিক মধ্যস্থান বলিয়া এবং যিহোশূয়ের যেরূপ অভিপ্রায় ছিল, তদনুসারে ইহার মত উপযুক্ত স্থান দেশের মধ্যে আর ছিল না। এই স্থান চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত হওয়াতে এখানে একটী মাত্র স্বর সহস্র লোক শুনিতে পাইত। অতি প্রত্যূষে গরিষীম পর্ব্বতের উপর দাঁড়াইলে এবল পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থিত পথগামী লোকদিগকে অনায়াসে দেখা যায়; কেবল তাহা নহে, কিন্তু তাহারা গর্দ্দভ বা অশ্ব চালাইবার সময়, যে যে কথা উচ্চারণ করে, তাহাও স্পষ্ট শুনা যায়। কয়েকজন ভ্রমণকারী ইংরাজ, দুই দলে বিভক্ত হইয়া, এক দল এ পর্ব্বতে, ও অন্য দল অন্য পর্ব্বতে দাঁড়াইয়া দশ আজ্ঞা যথাক্রমে আবৃত্তি করিয়াছিলেন; ইহাতে তাঁহারা প্রত্যেকে উচ্চারিত শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ এই সময়ে, যোষেফের দুই গোষ্ঠী তাহাদের পিতৃপুরুষের রক্ষিত মৃতদেহ, হৈমরের সন্তানদিগের নিকট হইতে ক্রীত, শিখিমের নিকটস্থ যাকুবের কবর স্থানে কবর দিল (আদি ৩৩; ১৯। ৫০; ২৫)।

কিরিয়ৎযিয়ারীম এই তিন নগরের মস্তক স্বরূপ ছিল (যিহো ৯; ১৭)। যিহোশূয়ের জয়লাভ সংবাদে ভীত হইয়া পর্ব্বত ও নিম্ন-ভূমিবাসী এবং সমুদ্রের সমস্ত তীর নিবাসী কনানীয় রাজগণ একযোগে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমাগত হইল। কিন্তু গিবিয়োনীয়েরা তাহাদের সহিত যোগ না দিয়া, ইস্রায়েলের সহিত যতদূর সম্ভব, নিয়ম স্থাপন করিতে স্থির করিল। এই অভিপ্রায়ে তাহারা দূত-দিগকে ইস্রায়েলের শিবিরে প্রেরণ করিল। তাহারা অতি দূরদেশ হইতে আগত, ইহা দেখাইবার নিমিত্তে গাত্রে অতি পুরাতন ও জীর্ণ বস্ত্র ও পায়ে তালীযুক্ত ছিন্ন জুতা দিয়া, গর্দ্দভের পৃষ্ঠে পুরাতন ছালা ও জীর্ণ তালীযুক্ত ছাগ চর্ম্মের কুপা চাপাইয়া, সঙ্গে শুষ্ক ও ছাতা-পড়া রুটী লইয়া যিহোশূয়ের নিকট উপস্থিত হইল (যিহো ৯; ৩-১৩)।

তাহাদের এই চাতুর্য্যে সম্পূর্ণরূপে প্রবঞ্চিত হইয়া, যিহোশূয় ও অধ্যক্ষগণ সদাপ্রভুর পরামর্শ জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাহাদের সহিত নিয়ম স্থাপন করিলেন এবং যাহাতে তাহারা বাঁচে, গুরুতররূপে এমন শপথ করিলেন। তিন দিনের মধ্যে ইস্রায়েল-সন্তানগণ উহাদের নগরের নিকটে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিল যে, তাহারা দূরদেশবাসী লোক নহে; কিন্তু নিকটস্থ প্রতিবাসী। তখন সমস্ত সমাজ এইরূপে আপনাদিগকে প্রবঞ্চিত দেখিয়া অধ্যক্ষগণের প্রতিকূলে বচসা করিতে লাগিল; কিন্তু প্রধানবর্গ অতি সুবিবেচনা পূর্ব্বক আপনাদের কৃত শপথ রক্ষা করিলেন ও তাহাদিগকে নষ্ট না করিয়া ক্রীত দাস করিয়া রাখিলেন। সমস্ত মণ্ডলীর ও সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদীর নিমিত্ত তাহারা কাষ্ঠচ্ছেদক ও জল বাহকের কার্য্যে নিযুক্ত হইল (তুলনা ইস্রা ৮; ২০। ১ বংশা ৯; ২। গণ ৮; ১৬, ১৯)। শৌল রাজা এই নিয়ম ভঙ্গ করেন (তুলনা ২ শমূ ২১; ১-৫)।

ইতিমধ্যে গিবিয়োনীয়দের সন্ধি স্থাপনের বিষয়, দক্ষিণস্থ রাজগণের কর্ণগোচর হইলে, তাহারা এই ভীত ও কম্পিত নগর আক্রমণ করিতে স্থির করিয়া যিবূষের রাজা, হিব্রোণ বা কিরিয়ৎ অর্ব্বের-রাজা, যর্মূতের রাজা, লাখীশের রাজা, ও ইগ্লোনের রাজা, এই পাঁচ রাজা স্ব স্ব সৈন্যের সহিত একযোগে, তাহার প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিয়া, তাহা যথাবিহিত অবরোধ করিয়া থাকিল। ইহাতে গিবিয়োনীয়েরা ব্যাকুল হইয়া, যিহোশূয়ের নিকট গিলগলে লোক পাঠাইয়া কহিল, "আপনার এই দাসদের প্রতি হস্ত শিথিল করিবেন না, ত্বরায় আসিয়া আমাদের পরাক্রান্ত শত্রু হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করুন।" যিহোশূয় ক্ষণমাত্র বিলম্ব করা বিহিত মনে করিলেন না। তিনি সমস্ত বাহিনী সঙ্গে লইয়া, রাত্রিযোগে যাত্রা করিলেন ও নগরের সম্মুখে অবস্থিত ইমোরীয় রাজগণকে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। অপ্রস্তুত ভাবে থাকায় ইমোরীয় রাজগণ কিছুই করিতে পারিল না। ইস্রায়েলের অধ্যক্ষের সম্মুখে তাহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ছিন্নভিন্ন হইল। সদাপ্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে যুদ্ধ করিলেন। তাহাদের অনেকে গিবিয়োনে পতিত ও হত হইল এবং অনেকে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী উচ্চ বৈৎ-হোরোণ ঘাটের (গুহার গৃহ) পথ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু জয়ী ইস্রায়েল-সন্তানগণ তথা হইতে তাহাদিগকে তাড়না করিয়া নিম্ন বৈৎ-হোরোণ ও অবশেষে অসেকা ও মক্কেদা পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। এই সময়ে সেখানে মহাঝড় ও তুফান উপস্থিত হইল। সদাপ্রভু স্বর্গ হইতে তাহাদের উপরে মহাশিলা বর্ষাইলেন, তাহাতে তাহারা মারা পড়িল। এমন কি, ইস্রায়েল-সন্তানগণ যাহাদিগকে খড়্গাদ্বারা বধ করিল, তদপেক্ষা অধিক লোক শিলাতে মরিল (যিহো ১০ ; ১১) উচ্চ বৈৎ-হোরোণের পর্ব্বতশৃঙ্গে দাঁড়াইয়া যিহোশূয় শত্রুদিগকে ছিন্নভিন্ন অবস্থায় নিরুপায় ভাবে পশ্চিমস্থ নিম্ন পথে পলায়ন করিতে দেখিলেন। সদাপ্রভু তাহা-

দিগকে ইস্রায়েলের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন বটে; কিন্তু শত্রুগণকে সম্পূর্ণ রূপে বিনাশ করিতে এখন সময়ের প্রয়োজন। দিবস প্রায় অবসান হইল, বেলা নাই, কনানীয়েরা এখনও পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইতে পারে। ইহা দেখিয়া, যিহোশূয় সদাপ্রভুর কাছে নিবেদন করিলেন। সেই দিনে তিনি ইস্রায়েলের সাক্ষাতে কহিলেন, "সূর্য্য! তুমি গিবিয়োনের উপরে স্থগিত হও। চন্দ্র! তুমি অয়ালোনের (হরিণের স্থান) তলভূমিতে স্থগিত হও।" অতএব যে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তিনি আপন দাসের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন. তাহাতে সূর্য্য স্থগিত ও চন্দ্র স্থির থাকিল, ও এইরূপে অপরাহ্ন সময় দীর্ঘ হইল। এই অবসরে ইস্রায়েলীয়েরা বিশ্রাম না করিয়া মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিল। ইতিমধ্যে উক্ত পাঁচ জন রাজা সফেলা অর্থাৎ সমুদ্রকূলবর্ত্তী সমভূমিস্থ মক্কেদায় পলায়ন করিয়া বৃক্ষলতা পূর্ণ একটী গুহায় লুক্কায়িত হইল; কিন্তু যিহোশূয় যুদ্ধ করিতে করিতে সেখানেও গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আপনার সঙ্গীদিগকে গুহার মুখে কতকগুলিন বৃহৎ প্রস্তর গড়াইয়া দিয়া, তাহার মুখ বদ্ধ করিতে কহিলেন, ও তাহা রক্ষা করিতে কয়েকজন লোক নিযুক্ত করিয়া শত্রুপক্ষীয় কেহ যেন কোনরূপে আপনাপন নগরে প্রবেশ করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে, অবিলম্বে তিনি আপন বাহিনীর সহিত তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, যাবৎ কনানীয়দিগকে নিঃশেষে সংহার না করিল, তাবৎ মক্কেদায় ফিরিয়া আসিল না। অবশেষে এখানে শিবির স্থাপিত হইলে গুহার মুখ হইতে প্রস্তরগুলি সরাইয়া যিহোশূয় ও সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে সেই পাঁচ রাজাকে টানিয়া বাহির করা হইল। তাহারা ভূমির উপরে উবুড় হইয়া পড়িয়া থাকিলে, ইস্রায়েলের অধ্যক্ষ সেনাপতিদিগকে ডাকিয়া তাহাদের গ্রীবায় পদার্পণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তৎপরে

তাহাদিগকে আঘাত করিয়া বধ করিলেন ও পাঁচটী বৃক্ষে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। ইহার পূর্ব্বে বা পরে এমন আর কোন দিন হয় নাই। এই স্মরণীয় দিনে সূর্য্যাস্ত সময়ে লোকেরা তাহাদের মৃতদেহ বৃক্ষ হইতে নামাইয়া, ইতিপূর্ব্বে তাহারা যে গুহার মধ্যে আপনাদিগকে লুকাইতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারই মধ্যে নিক্ষেপ করিল এবং গুহার মুখে পুনরায় বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর গড়াইয়া দিয়া রাজাদের কবর দ্বার বন্ধ করিয়া দিল (যিহো ১০; ১৬-২৭)।

বৈৎহোরোণের বিখ্যাত যুদ্ধের বিবরণ এই। এই যুদ্ধ দ্বারা দক্ষিণ পালেষ্টাইনের প্রত্যেক প্রধান নগরের ভাগ্য পরীক্ষা করা হইল। ফলতঃ মক্কেদা ও লিব্না, লাখীশ ও ইগ্লোন, হিব্রোণ ও দবীর একের পর এক বিজয়ী ইস্রায়েলীয়দের সম্মুখে পতিত হইলে, তাহারাও এক নগরের পর অন্য নগর জয় করিতে করিতে অগ্রসর হইল। এইরূপে তাহারা দক্ষিণ প্রান্তরস্থ কাদেশবর্ণেয় অবধি ঘসা পর্য্যন্ত সমস্ত পর্ব্বতময় দেশ, দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণস্থ উপত্যকা ও সমস্ত উন্নই এবং তথা হইতে ইজদ্রোয়েলনের মধ্যস্থলভূমি পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান হস্তগত করিল (যিহো ১০; ৪১)।

—০-:-০-:-০—

তৃতীয় অধ্যায়।

মেরোমের যুদ্ধ ও দেশবিভাগ।

যিহো ১১—২১ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ১৪৫০—১৪৪৪।

বৈৎ-হোরণের ভীষণ যুদ্ধে, যিহোশূয়ের সম্পূর্ণ জয়লাভের সংবাদ, অনতিবিলম্বে পালেষ্টাইনের উত্তরবাসী পূর্ব্বোক্ত হাৎসোরের ক্ষমতাশালী রাজা যাবীনের কর্ণগোচর হইলে, তিনি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে পরাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে, এই শেষবার চেষ্টা করিতে স্থির করিয়া

কেবল আপন অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী অধ্যক্ষদিগকে আহ্বান করিলেন তাহা নহে, গালীল সমুদ্র অর্থাৎ সেই সময়ের কিন্নেরৎ সমুদ্রের দক্ষিণস্থ তলভূমি ও যর্দ্দনের উপত্যকা হইতে, সমুদ্রতীরস্থ দোরঅঞ্চল ও যিবূষের অজেয় দূর্গ হইতেও অধ্যক্ষগণকে একত্র করিলেন।

সদাপ্রভু এই যুদ্ধেও নিশ্চিত জয়লাভের বিষয়ে পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিয়া যিহোশূয়কে উৎসাহিত করিলেন। তাহাতে, তিনি মিলিত রাজগণের সহিত এই ভয়ানক যুদ্ধে অগ্রসর হইতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া, সমস্ত সৈন্যের সহিত দিবারাত্রি গমন করিয়া, মেরোম জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী শিবিরে উত্তরাঞ্চলস্থ রাজগণ ও তাহাদের সম্মিলিত বাহিনী অকস্মাৎ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার এই আক্রমণও পূর্ব্বের ন্যায় অনিবার্য্য ছিল; তাহারা কোনরূপে ইহার প্রতিরোধ করিতে পারিল না। সদাপ্রভু শত্রু পক্ষের অসংখ্য বাহিনী ইস্রায়েলের হস্তে সমর্পণ করাতে, তাহারা তাহাদিগকে মহাসংহারে সংহার করিয়া, পশ্চিমে মহাসীদোন ও পূর্ব্ব দিকে মিস্পীর তলভূমি পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেল। এই প্রথমবার তাহারা কনানীয়দের লৌহময় রথ ও অশ্বারোহী সেনার সহিত যুদ্ধ করিল। তাহাদের অধ্যক্ষের বিশেষ আদেশানুসারে (যিহো ১১; ৬) তাহারা এই সকল অশ্বের পায়ের শিরা ছেদন করিয়া তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিল ও রথ সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিল। হাৎসোরস্থ যাবীনের দৃঢ় দূর্গ হস্তগত করিয়া তাহা দগ্ধ এবং খড়্গ দ্বারা তাহার রাজা ও সমস্ত প্রজাকে নিঃশেষে বধ করিল। কেবল গো-মেঁষাদি পশুপাল লুট দ্রব্য বলিয়া রক্ষা পাইল।

মেরোমের এই যুদ্ধ যিহোশূয় গ্রন্থে উল্লিখিত প্রধান প্রধান যুদ্ধের মধ্যে শেষ যুদ্ধ। তথাপি এই সময় হইতে প্রায় সাত বৎসর ধরিয়া স্থানে, স্থানে নানা ক্ষুদ্র যুদ্ধে যিহোশূয়কে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল।

এইরূপে ইস্রায়েলের মহান ব্যবস্থাদাতার পরামর্শ সকল তিনি শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত রূপে পালন করিলেন। "সদাপ্রভু আপন দাস মোশীকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, মোশী যিহোশূয়কে তদ্রূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আর যিহোশূয় তদ্রূপ কর্ম্ম করিলেন।" অবশেষে ছয় মহাজাতি এবং সর্ব্বশুদ্ধ একত্রিশ জন রাজা পরাজিত হইলে, দেশে যুদ্ধ বিরাম হইল। (যিহো ১১ ; ১৮—২৩। ১২ ; ২৪)।

পরে যিহোশূয় বৃদ্ধ ও গত বয়স্ক হইলে, অধিকৃত সমস্ত দেশ নয় গোষ্ঠী ও মনঃশীর অর্দ্ধ বংশের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে তাঁহাকে আদেশ করা হয়।

বিভাগ করিবার প্রণালী দুই প্রকার ;—

(ক) প্রথমতঃ কোনও কোনও বীর পুরুষ বা অধ্যক্ষ আপন বীরত্ব প্রযুক্ত পুরস্কার স্বরূপ বিশেষ বিশেষ অঞ্চল লাভ করিল, কিম্বা কোন এক লুটকারী দলের নেতা স্বরূপ হইয়া, কোনও কোনও অঞ্চল অধিকার করিল। যিহোশূয়ের বৃদ্ধ সহচর যিফুন্নির পুত্র যে কালেব এই সময়ে আপন গোষ্ঠী যিহূদার নিমিত্তে সম্ভ্রম ও সুখ্যাতি লাভ করেন, তিনি এই বিষয়ের প্রধান দৃষ্টান্ত। পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, তিনি যিহোশূয়ের সহিত দেশ অনুসন্ধানকারী বার জন চরের মধ্যে গণিত হইয়া, যেখানে তাঁহারা দ্রাক্ষাফলের এক প্রকাণ্ড থলুয়া পাইয়াছিলেন, সেই ইস্কোল (থলুয়া) উপত্যকা হইতে বীর অর্ব্বের দুর্গ হিব্রোণে উপস্থিত হন। সেই স্মরণীয় দিবসে, মোশী তাঁহার আশ্চর্য্য বিশ্বস্ততা প্রযুক্ত পুরস্কার স্বরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন, "যে ভূমির উপরে তোমার পদার্পণ হইয়াছে, সেই ভূমি তোমার ও চিরকাল তোমার সন্তানগণের অধিকার হইবে" (গণ ১৪ ; ২৩-২৪। যিহো ১৪ ; ৯)। অতএব যে পর্ব্বত শৃঙ্গের উপরে অনাকের সন্তানদের দুর্গ ছিল, সেই ইস্কোল নামক বক্র উপত্যকাটি কালেব অধিকার

স্বরূপ চাহিলেন এবং ঈশ্বরের সাহায্য পাইলে, তন্নিবাসী বীরগণকে দূর করিয়া অঞ্চলটা অধিকার করিবেন, এরূপ প্রতিজ্ঞাও করিলেন।

যিহোশূয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিবেদন গ্রাহ্য করিলেন। তাহাতে যিহূদা গোষ্ঠীর সেই মহাবীর অর্ব্ব নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া শেশয়, অহীমান্ ও তল্‌ময় নামে অনাকের তিন পুত্রকে দূর করিয়া দিলেন। তথা হইতে দক্ষিণ দিকে দবীর অর্থাৎ কিরিয়ৎ-সেফরে (পুস্তকের নগর) যাত্রা করিলেন। এই সময় কালেব প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিলেন, "যে ব্যক্তি তাহা আক্রমণ করিয়া অধিকার করিবে, তাহার সহিত আমি আপন কন্যা অক্‌ষার বিবাহ দিব।" তাহাতে তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র অৎনীয়েল দুর্গটি আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিলে, অঙ্গীকৃত পুরস্কার লাভ করিলেন। অৎনীয়েলের বাটী যাইবার সময় অক্‌ষা গর্দ্দভ হইতে নামিয়া, আপন পিতার নিকট নিবেদন করিল, যেন তিনি প্রান্তরস্থ শুষ্ক ও জলহীন দেশ অপেক্ষা আরো উত্তম দেশ তাঁহাকে দেন। যে পর্ব্বত শৃঙ্গে নূতন অধিকৃত দুর্গটি ছিল, তাহার নিম্ন দিয়া একটী সুন্দর স্রোত উর্ব্বরা উপত্যকায় প্রবাহিত হইতেছিল। অতএব সে আপন পিতাকে কহিল, "আপনি দক্ষিণ অঞ্চলস্থ ভূমি আমাকে দিয়াছেন, এখন জলের উনুইও আমাকে দিউন। তাহাতে তিনি তাহাকে উচ্চতর উনুই ও নিম্নতর উনুইগুলি দান করিলেন।" এই রূপে হিব্রোণ ও দবীর ও তাহার নিম্নস্থ উর্ব্বরা উপত্যকা যিহূদা গোষ্ঠীর মহাবীরের অধিকার হইল, এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার নামে আখ্যাত থাকিল (১ শমূ ২৫ ; ৩। ৩০, ১৪)।

(খ) ঈশ্বরের আদেশানুসারে শিলোস্থিত নিয়ম তাম্বুর প্রাঙ্গণে, যিহোশূয়, মহাযাজক ও ইস্রায়েলের অধ্যক্ষগণের সাক্ষাতে গুলিবাট দ্বারা অধিকৃত দেশ সাধারণরূপে বিভাগ করা হইল। শিলো, বৈথেলের উত্তরে ও লিবনার দক্ষিণে এবং বৈথেল হইতে শিখিমগামী

রাজপথের পূর্ব্ব পার্শ্বে ছিল। ঠিক এই স্থানে বর্ত্তমান কালে একটী সহরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, তাহার নাম শৈলুম। রূবেণ, গাদ ও মনঃশীর অর্দ্ধ গোষ্ঠী যর্দ্দনের পূর্ব্ব পারে আপনাদের অধিকার পাইয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া, আমরা এখন কেবল পশ্চিম পারস্থ অবশিষ্ট কএক গোষ্ঠীর বিভাগের বিষয় আলোচনা করিব। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত; যথা—(১) দক্ষিণ (২) মধ্য ও (৩) উত্তর বিভাগ।

(১) দক্ষিণ বিভাগ।

(ক) সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চল সর্ব্বপ্রথমে যিহূদা গোষ্ঠীকে ও পরে শিমিয়োন গোষ্ঠীকে দত্ত হয় (যিহো ১৯; ৯) এবং শাস্ত্রে তাহা বার বার "দক্ষিণাঞ্চল" নামে অভিহিত হইয়াছে (যিহো ১০; ৪০। বিচার ১; ৯)। যর্দ্দনের পূর্ব্ব পারস্থ রূবেণ গোষ্ঠীর ন্যায় শিমিয়োনের প্রাধান্য সম্বন্ধে ইস্রায়েলের ইতিহাসে অল্পই দেখা যায়। সে "যাকোবে বিভক্ত ও ইস্রায়েলে ছিন্ন ভিন্ন ছিল" (আদি ৪৯; ৫-৭) এবং তাহার অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী অমালেকীয় ও অন্যান্য ভ্রমণকারী জাতি বার বার তাহাকে আক্রমণ করিত (১ বংশা ৪; ৩৯-৪৩)।

(খ) শিমিয়োন গোষ্ঠীর উত্তরে যিহূদার "সিংহ" অধিকার প্রাপ্ত হয়। ইহার দক্ষিণে উচ্চ নীচ রমণীয় চরাণীস্থান, পশ্চিমে উর্ব্বরা নিম্নভূমি, মধ্যে পাহাড়স্থিত দুর্গসমূহ এবং মরু সাগরের তীরে জঙ্গলাবৃত প্রান্তর ছিল। তাহার অধিকারের একাংশ উর্ব্বরা হওয়াতে শস্যক্ষেত্র ও দ্রাক্ষার উদ্যানে পূর্ণ ছিল। (আদি ৪৯; ১১)। অপরাংশ পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত পর্ব্বতগুহায় ও জঙ্গলে অনেক বন্য পশু বাস করিত। তাহাতে যিহূদা, যাকোবের আশীর্ব্বাদ বচনানুসারে সিংহের ন্যায় গুঁড়ি মারিয়া অঙ্গীকৃত দেশের প্রহরী কার্য্য করিতে সক্ষম হইল।

(গ) যিহূদার উত্তর পূর্ব্ব দিকে যুদ্ধপ্রিয় ক্ষুদ্র বিন্যামীনের অংশ (৬৮ গীত ২৭। ১ শমূ ৯; ২১)। এই গোষ্ঠী ধনুর্দ্ধারা (২ শমূ ১; ২২), ফিঙ্গাধারী (বিচার ২০; ১৬) ও বামহস্ত ব্যবসায়ী বলিয়া যুদ্ধ বিষয়ে বিখ্যাত ছিল (বিচার ৩; ১৫। ২০; ১৬)। ইংলণ্ডের মিডিল সেক্স্ বিভাগের ন্যায় এই ভাগ অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু ইহার অবস্থান অনুসারে অতিশয় শ্রেষ্ঠ। দুর্গ স্থাপনের উপযোগী অনেক গোলাকার পাহাড়ময় স্থান ছিল। এক দিকে দেশের মধ্যস্থ পর্ব্বত হইতে যর্দ্দনের দিকে যাইবার পথ ও অপর দিকে পলেষ্টীয় সমভূমিতে যাইবার প্রধান প্রধান গিরি পথ গুলি বিন্যামীনের অধিকার ভুক্ত ছিল। এই পর্ব্বতময় অঞ্চলে এই গোষ্ঠী, বিদারক নেকড়িয়ার ন্যায় যুদ্ধপ্রিয় ও অদম্য জাতি হইয়া দাঁড়াইল (আদি ৪৯; ২৭)।

(ঘ) যিহূদার উত্তর পশ্চিমস্থ পর্ব্বত ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ স্থান, দান গোষ্ঠীর অধিকার। যপ্পা হইতে ইক্রোণ পর্য্যন্ত সাত ক্রোশ ভূমি, দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা বলিয়া, দক্ষিণ পালেষ্টাইনের শস্যক্ষেত্রে ও সুন্দর সুন্দর উদ্যানে সুশোভিত ছিল; কিন্তু এই বহুমূল্য পুরস্কার লাভ করণার্থে প্রথমে ইমোরীয় (বিচার ১; ৩৪), পরে পলেষ্টীয়দের সহিত (বিচার ১৪;) তাহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তাহারা উত্তর দিকে গিয়া আপনাদের জন্য একটী নূতন বাসস্থান অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইল (বিচার ১৮; ২৭-২৯)।

(২) মধ্য বিভাগ।

পবিত্র দেশের মধ্য বিভাগ পরে শমরীয়া নামে আখ্যাত হয়। ইহা যোষেফ কুলের দুই গোষ্ঠী ইফ্রয়িম ও মনঃশীকে দত্ত হইল। এই ভাগ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে সাড়ে সাতাইশ ক্রোশ ও উত্তর হইতে দক্ষিণে পঁয়ত্রিশ ক্রোশ পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া ছিল। ইংলণ্ডের নর্ফোক্ ও সফোক্ প্রদেশের তুল্য। তাহার মধ্যেঃ—

(ক) দক্ষিণভাগ যিহোশূয়ের নিজ গোষ্ঠী ইফ্রয়িমকে দত্ত হইল। ইহা যিরূশালেম হইতে কয়েক মাইলের মধ্যে দক্ষিণে রামা ও বৈথেল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই ভাগ উচ্চ ও জলাশয়াদি-পূর্ণ পর্ব্বতের মধ্যস্থান, সুন্দর সমতল ক্ষেত্র; স্থানে স্থানে উর্ব্বরা ভূমি এবং তাহাতে শস্য-ক্ষেত্র ও ফলাদির উদ্যান অনেক ছিল। ইহার বিষয়ে ব্যবস্থা দাতাও বলিয়াছিলেন, "ইফ্রয়িমের অযুত অযুত লোককে পৃথিবীর উত্তম উত্তম দ্রব্য ও তাহার পূর্ণতা দত্ত হইবে" (দ্বিঃ বিঃ ৩৩; ১৩-১৭) এবং যাকোব বলিয়াছিলেন যে, তিনি "জল প্রবাহের পার্শ্বস্থিত ফলদায়ী তরুপল্লব" (আদি ৪৯; ২২)।

(খ) যর্দ্দনের পূর্ব্বস্থ উত্তরাঞ্চলের প্রহরী কার্য্য যেমন মনঃশীর একাংশকে দত্ত হইয়াছিল, তেমনি পশ্চিম দিকে যিষ্রিয়েলের তলভূমির প্রবেশ দ্বার রক্ষা করিবার ভার অপর অর্দ্ধাংশকে দেওয়া হইল তাহাঁর অঞ্চল পশ্চিম দিকে ভূমধ্যসাগর ও কর্ম্মিল পর্ব্বতের ঢালু স্থান পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বদিকে প্রায় যর্দ্দন নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

(৩) উত্তর বিভাগ।

পবিত্র দেশের উত্তর বিভাগ পরে গালীল নামে অভিহিত হয়। ইহা কর্ম্মিল পর্ব্বত শ্রেণী হইতে লিবানোন পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা চারি সহোদর অর্থাৎ ইষাখর, সবূলূন, আশের ও নপ্তালী গোষ্ঠীকে দত্ত হয়। প্রান্তরে ভ্রমণ কালে এই চারি গোষ্ঠী পরস্পর পাশাপাশি ভাবে যাত্রা করিত।

(ক) মনঃশীর বিভাগের উত্তরে ইষাখরের অংশ। সমগ্র ইজ্রা-য়েলন তলভূমি তাহার অধিকার; ইহার অন্য নাম যিষ্রিয়েল (ঈশ্বরের বীজ বপনের স্থান)। পালেষ্টাইনের এই যুদ্ধ ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বিষয়ে দেশপর্য্যটকগণ এক মুখে প্রশংসা গান করিয়া থাকে। এখানে শস্য, ডুমুর, দ্রাক্ষারস ও তৈল প্রচুর রূপে উৎপন্ন হইত (১ বংশা ১২; ৪০)

এবং প্রায় প্রত্যেক গ্রামে উচ্চ উচ্চ অনেক খেজুর গাছ দৃষ্ট হইত। বর্ত্তমানে উৎপন্ন বৃক্ষলতা ও তৃণাদি, ইহার উর্ব্বরতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এখানে ইষাখর আপন তাম্বুতে আনন্দ করিল (দ্বিঃ বিঃ ৩৩ ; ১৮-১৯)। বলবান গর্দ্দভের ন্যায় ভার বহন ও কৃষিকর্ম্ম করিতে আপন গ্রীবা পাতিয়া দিল (আদি ৪৯ ; ১৪-১৫) এবং উত্তম বিশ্রাম স্থান ও রমণীয় দেশ দেখিয়া স্কন্ধ নমন করিল ও করাধীন দাস হইল। কনানীয় (বিচার ৪ ; ৩, ৭), মিদিয়নীয়, অমালেকীয় (বিচার ৬ ; ৩—৪) ও পলেষ্টীয় প্রভৃতি (১ শমূ ২৯ ; ১) জাতিগণ পর পর আসিয়া, কর-স্বরূপ তাহার শস্যাদি লুট করিয়া লইয়া গেল। পশ্চিম ও পূর্ব্বদিক মুক্ত থাকায় শত্রুদিগকে প্রতিরোধ করিবার কোন উপায় ছিল না।

(খ) ইষাখরের ঠিক উত্তরে সবূলূনের বিভাগ। পূর্ব্বদিকে কিন্নেরত সমুদ্র বা গিনেষরৎ হ্রদ হইতে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের তীর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। হ্রদের নিকটবর্ত্তী উর্ব্বরা ভূমি ব্যতীত অন্ধ সমতলস্থ বাণিজ্য ব্যবসায়ীদের পথও তাহাদের অধিকার ভুক্ত ছিল। তাহাতে তাহারা "সমুদ্রের বহুল দ্রব্য ও বালুকার গুপ্তধন সকল শোষণ করিতে সক্ষম হইল" (দ্বিঃ বিঃ ৩৩ ; ১৮)।

(গ) নপ্তালীর বিভাগ কিন্নেরত সমুদ্র হইতে লিবানোন ও আন্টি-লিবানোনের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। ইহা সমস্ত দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জঙ্গলময় ভূমি। এমন কি, কর্ম্মিল পর্ব্বতস্থ অরণ্যও ইহার কাছে পরাজিত হয়। ইহা এলা ও অন্যান্য প্রকাণ্ড বৃক্ষের "স্বাভাবিক উদ্যান" বলিয়া কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছে। ক্ষেত্র এমন উর্ব্বরা যে, তাহা সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদে পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় (দ্বিঃ বিঃ ৩৩ ; ২৩)।

(ঘ) নপ্তালীর পশ্চিমে সমুদ্রতীরে আশের গোষ্ঠীর অধিকার। ইহা দেশ রক্ষার উপযোগী প্রধান স্থান। সমুদ্রতীরে অনেক খালও

বন্দর ছিল (বিচার ৫ ; ১৭-১৮)। তাহাতে ইহা উত্তরদিক্‌স্থ সমুদ্র হইতে পালেষ্টাইনে প্রবেশ করিবার দ্বার স্বরূপ ছিল। ইহার ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা হওয়ায়, যাকোব ও মোশীর আশীর্ব্বাদ বাক্য সফল হইল। আশের আপন চরণ সুন্দর জিত তৈলে মগ্ন করিতে সক্ষম ছিল (দ্বিঃ বিঃ ৩৩ ; ২৪)। তাহারা উর্ব্বরা সমতলস্থ শস্য প্রযুক্ত যথেষ্ট রুটী খাইয়া হৃষ্ট পুষ্ট হইল এবং তাহার উদ্যানাদির ফল রাজার উপাদেয় ভক্ষ্যরূপে যোগান হইল (আদি ৪৯ ; ২০)। লিবানোনের লৌহ ও নিকটবর্ত্তী ফৈণিকীয় পিত্তল বা তাম্র তাহার অর্গল ও জুতার জন্য ব্যবহৃত হইল।

একটি গোষ্ঠী কেবল কোন অধিকার পায় নাই। লেবি শিমিয়োনের ন্যায়, কিন্তু অন্য ভাবে যাকোবে বিভক্ত ও ইস্রায়েলে ছিন্নভিন্ন ছিল (আদি ৪৯ ; ৭)। ধর্ম্ম ধামে বলিদানাদি উৎসর্গ করণ প্রভৃতি সেবানুষ্ঠান কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহার্থে দেশোৎপন্ন দ্রব্য ও পশু পালের দশমাংশ তাহাদিগকে দিবার নিয়ম ছিল (গণ ১৮ অঃ) ; কিন্তু এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক গোষ্ঠী হইতে চারি চারিটী নগর ও তৎসংলগ্ন চরাণী স্থান, সর্ব্বশুদ্ধ আটচল্লিশটী নগর তাহাদের জন্য পৃথক করা গেল। ইহার মধ্যে তিন তিনটী করিয়া যর্দ্দনের উভয় পার্শ্বে ছয়টী আশ্রয় নগর ছিল ; যথা—

পশ্চিম পারে।	পূর্ব্বপারে।
১। নপ্তালী পর্ব্বতস্থ কেদশ।	৪। বাশনস্থ গোলন।
২। ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ শিখিম।	৫। গাদের রামৎ-গিলিয়দ।
৩। যিহূদা পর্ব্বতস্থ হিব্রোণ।	৬। রূবেণের প্রান্তরস্থ বেৎসর।

অঙ্গীকৃত দেশ এইরূপে বিভক্ত হইলে পর, যিহোশূয় ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ তিম্নৎ-সেরহ নিজ অধিকার স্বরূপ গ্রহণ করেন এবং যে লোকদিগকে তিনি এপর্য্যন্ত অতি বিজ্ঞতা পূর্ব্বক তত্ত্বাবধারণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে একটী নগর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন।

সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে, তিনি রূবেণ, গাদ ও মনঃশীর অর্দ্ধ গোষ্ঠীকে ডাকিয়া, তাহাদের সাহস ও বিশ্বস্ততা হেতু প্রশংসা করিলেন এবং তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, যর্দ্দনের ওপারে আপন আপন অধিকারে ফিরিয়া যাইতে বিদায় করিলেন (যিহো ২২ ; ১—৬)।

এই আদেশ মতে তাহারা যাত্রা করিয়া, নদীর পশ্চিম পারে একটী বৃহৎ যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করিল। হোম ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করণার্থে বা মঙ্গলার্থক বলিদানার্থে নহে, কারণ তাহা কেবল শিলোস্থিত নিয়ম তাম্বুর সম্মুখস্থ পিত্তলময় বেদীর উপরে উৎসর্গ করার নিয়ম ছিল (লেবী ১৭ ; ৮-৯। দ্বিঃ বিঃ ১২ ; ৪-২৯)। তাহারা অন্যান্য গোষ্ঠী হইতে নদী দ্বারা পৃথক হইলেও, ধর্ম্ম ও জাতীয় অধিকার সম্বন্ধে কোন বিষয়ে স্বতন্ত্র নহে, ইহা প্রমাণার্থে উক্ত বেদী পুরুষপরম্পরার জন্য স্থায়ী সাক্ষী স্বরূপে নির্ম্মিত হয়। এই বেদী নির্ম্মাণের কথা অন্যান্য গোষ্ঠীর কর্ণ-গোচর হইবামাত্র, তাহারা আপনাদের ভ্রাতৃগণকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া, তাহাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ যাত্রা করিতে শিলোতে একত্র হইল। প্রথমতঃ তাহারা বিবেচনা পূর্ব্বক দশ জন পিতৃকুলাধ্যক্ষের সহিত পীনহসকে দূতস্বরূপে প্রেরণ করিয়া, বন্ধুভাবে তাহাদের দোষ সংশোধন করিতে মনস্থ করিল। অতএব পীনহস যাত্রা করিয়া, তাহাদের বিরুদ্ধে ভ্রাতৃগণের আরোপিত দোষের কথা তাহাদিগকে জ্ঞাত করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, এই প্রকার বেদী নির্ম্মাণ করাতে যে কি ভয়ানক দোষ হইয়াছে, তাহা কি বুঝিতে পার? বালপিয়োরের বিষয়ে সমস্ত জাতি যে পাপে পতিত হইয়াছিল, তাহার দণ্ড এবং আখনের দোষ প্রযুক্ত সমস্ত জাতির যে অপমান হইয়াছিল, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ? তবে, এখন তোমরা কি কারণে সদাপ্রভুর অনুগমন হইতে পরাঙ্মুখ হইতেছ? এবং এইরূপে সমস্ত প্রজার উপরে তাঁহার ভয়ানক দণ্ড আনয়ন করিতেছ?

তাহাদের বিশ্বস্ততা বিষয়ে ভ্রাতৃগণকে এইরূপ সন্দেহ করিতে দেখিয়া, আড়াই গোষ্ঠী ব্যাকুল হইল এবং সকলে মিলিয়া অতি গম্ভীর ভাবে আপনাদের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিয়া কহিল, ইহা কোন প্রকার বলিদানার্থে নির্ম্মিত নহে, কিন্তু স্মরণার্থক বেদী মাত্র। ভাবিবংশের জন্য ইহা সাক্ষী মাত্র, অর্থাৎ যর্দ্দনের পূর্ব্ব পারস্থ ভ্রাতৃগণের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে আমাদেরও সমান অধিকার আছে, ইহার প্রমাণার্থে নির্ম্মিত। ইহা শুনিয়া উদ্যোগী পীনহস অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ইহা বিশ্বাস-ঘাতকতা বা বিদ্রোহীতা নহে। যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, তবে তাহা বুদ্ধির ভ্রম বই আর কিছু নহে। অতএব দূতেরা ইস্রায়েল-সন্তানগণের কাছে ফিরিয়া গিয়া এই আনন্দজনক সংবাদ দিল যে, তাহাদের সহিত বিবাদ বা যুদ্ধ করিবার কোনই কারণ নাই। অতএব সেই আড়াই গোষ্ঠী ঐ বেদীর নাম এদ্ (সাক্ষী) রাখিয়া মোশা কর্ত্তৃক দত্ত পূর্ব্বপারস্থ নিজ অধিকারে প্রস্থান করিল।

অবশেষে দেশে শান্তি স্থাপিত হইল। যর্দ্দনের উভয় পারে ইস্রায়েলের গোষ্ঠী সকল পরজাতীয়দের দেশে আপনাদিগকে দৃঢ় করিয়া, তাহাদের পরিশ্রমের ফলাধিকারী হইল (১০৫ গীত ৪৪)। কিছু দিন পরে, বৃদ্ধ যিহোশূয় বুঝিলেন যে, আর অধিক দিন তাঁহাকে এ জগতে থাকিতে হইবে না। অতএব তিনি সমস্ত ইস্রায়েলকে, অর্থাৎ তাঁহাদের প্রাচীনবর্গ, অধ্যক্ষগণ, বিচারকর্ত্তৃগণ ও শাসকগণকে শিখিমে [এখানে যোষেফ কবর প্রাপ্ত হন এবং আশীর্ব্বাদ ও শাপ বাক্য পাঠ করা হয় (যিহো ২৪ ; ৩২। তুলনা ৮ ; ৩০-৩৫] একত্র করিয়া যিহোবার নিকট বিশ্বস্ত থাকিতে এই শেষবার তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন। যে সময়ে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ফরাৎ নদীর অপর পারে থাকিতেন, সেই সময় অবধি আরম্ভ করিয়া, দেশ অধিকার পর্য্যন্ত সমস্ত ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ করিলেন। আব্রাহামের

আহ্বান, যাকোবের মিসরে অবস্থিতি, মিসর হইতে বহির্গমন কালীন অভিজ্ঞানাদি, প্রান্তরে ভ্রমণ, যর্দ্দনের পূর্ব্ব পারস্থ ইমোরীয় ও পশ্চিম-পারস্থ কনানীয় জাতির পরাজয় এবং উভয় পারে, তাহারা নগর পত্তন এবং দ্রাক্ষালতা ও জিতবৃক্ষ রোপন না করিলেও তাহার ফল ভোগ করিতেছে, এই সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিলেন। পরে সেই বৃদ্ধ অধ্যক্ষ অতি গম্ভীর ভাবে বলেন, "যিনি তোমাদের জন্য এই সমস্ত মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছেন, সেই যিহোবা, না হয়, তোমাদের পিতৃপুরুষ বা এই দেশবাসী পরজাতীয়দের দেবগণ, যাঁহার সেবা করিবে, অদ্যই তাঁহাকে মনোনীত কর।" অতএব প্রজাসমূহ সেই স্থানে ইতিপূর্ব্বে সদাপ্রভুর সম্মুখে যে নিয়ম স্থির করিয়াছিল, তাহাই এখন আবার গম্ভীরভাবে দৃঢ় করিল। তাহাতে যিহোশূয় তাহাদের কৃত এই অঙ্গীকার স্মরণার্থে আব্রাহাম ও যাকোবের পবিত্র এলা বৃক্ষের তলে একটী প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপন করিলেন এবং সদাপ্রভুর ব্যবস্থাগ্রন্থে এই সমস্ত নিয়মের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন (যিহো ২৪; ২৬) পরে লোকদিগকে আপন আপন অধিকারে বিদায় করিয়া, ১১০ বৎসর বয়সে এই ঈশ্বর পরায়ণ সাহসী যোদ্ধা প্রাণত্যাগ করিলেন, তাহাতে তিম্নৎসেরহে তাঁহার অধিকারের সীমায় তাঁহাকে কবর দেওয়া হইল (যিহো ২৪; ৩০)।

ধর্ম্মশাস্ত্রে যিহোশূয় খ্রীষ্টের প্রতিচ্ছায়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন ইব্রী ৪; ৮)।

(১) উভয়ের নাম এক অর্থাৎ, যিহোবা ত্রাণ করেন, বা যিহোবা ত্রাণকর্ত্তা।

(২) যিহোশূয় ঈশ্বরের লোকদিগকে অঙ্গীকৃত দেশে আনিয়া তাহাদের মধ্যে দেশল বিভাগ করিয়া দেন: যীশু আপন প্রজাদিগকে ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকেও আপন আপন স্থান প্রদান করেন (যোহ ১৪; ১-২)।

(৩) যিহোশূয় মোশীর পদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার কার্য্য পূর্ণ করেন, তদ্রূপ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার দ্বারা ব্যবস্থা পূর্ণ হইল এবং "মোশীর ব্যবস্থাতে আমরা যে সকল বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া ধার্ম্মিকীকৃত হইতে পারিতাম না, বিশ্বাসকারী প্রত্যেক জন সেই সকল বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া" যে ব্যক্তিতে ধার্ম্মিকীকৃত হয়, তাঁহাকে প্রকাশ করিয়াছে (প্রেরিত ১৩, ৩৯)।

সপ্তম খণ্ড।

বিচারকর্ত্তৃগণের কাল।

—— :০: ——

প্রথম অধ্যায়।

যিহোশূয়ের মৃত্যুর পরবর্ত্তী ঘটনাবলী।

বিচার ১ অধ্যায়। খ্রীঃ পূঃ ১৪২৫।

যিহোশূয়ের মৃত্যুকালে ইস্রায়েলীয়দের অবস্থা বিলক্ষণ উত্তম ছিল; মিসরদেশের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলে পর, সীনয় পর্ব্বতে "ঈশ্বরের বাক্য" তাহাদের হস্তে সমর্পিত হয় এবং এখন তাহারা অঙ্গীকৃত দেশ অধিকার করিয়া স্বচ্ছন্দে ভোগ করিতেছে। তাহাদের পরলোকগত অধ্যক্ষ গত জীবনে যে সমস্ত অসাধারণ ক্ষমতা ও পদ অধিকার করিয়াছিলেন, উত্তরাধিকারীরূপে কাহাকেও নিযুক্ত না করিলেও, মিসরদেশে একটী স্বতন্ত্র জাতি হওয়া অবধি তাহাদের মধ্যে সমাজ বন্ধনের পূর্ণ শাসন প্রণালী চলিয়া আসিতেছিল। আর ইহা বিশেষরূপে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর অধ্যক্ষগণ, কুলের প্রধানবর্গ ও পরিবারস্থ প্রাচীনদিগের দ্বারা পরিচালিত হইত (তুলনা যিহো ৮; ৩৩। ২৩; ২। ২৪; ১)। যিহোবা স্বয়ং তাহাদের রাজা ছিলেন; তিনি আপনাকে, অল্পদিন পূর্ব্বে স্থাপিত শিলোস্থিত নিয়ম তাম্বুতে জীবিত ও প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশ করিয়া, মহাযাজকের মধ্যস্থতা দ্বারা আপন ইচ্ছা জ্ঞাত করিতেন।

তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা মহাক্ষমতাপন্ন ও আশীর্ব্বাদ যুক্ত হইলেও, তাহার মধ্যে অনেক পরীক্ষাও ছিল। ইস্রায়েল জাতি দ্রাক্ষালতা স্বরূপ

মিসর হইতে আনীত হইয়া, যে যে উদ্দেশ্যে এই উত্তম দেশে রোপিত হইয়াছিল (৮০ গীত ৮), বিশেষ পরিশ্রম ও কষ্ট ব্যতীত তাহা সফল হইতে পারে নাই। যে সমস্ত প্রদেশ তাহারা হস্তগত করিয়াছিল, তন্মধ্যে ও তাহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শত্রু ছিল। ইহারা সুযোগ পাইলেই, তাহাদের হস্ত হইতে দেশ কাড়িয়া লইতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল। ইহাদের পূর্ব্বতন দৌরাত্ম্যকারী মিস্রীয়দের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইলেও, তাহাদের দক্ষিণ ও পূর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে মিদিয়নীয় ও অমালেকীয় দুই জাতি ছিল। ইহারা ইস্রায়েলের এইরূপ জয়লাভ দেখিয়া নিশ্চয়ই হিংসানলে প্রজ্বলিত হইবে এবং এই জাতিকে আক্রমণ করিয়া জয় করিতে চেষ্টাও করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু, উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে যে বিখ্যাত বলবান জাতি বাস করিত, তাহারাও, আব্রাহামের প্রতিকৃত তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের দৌরাত্ম্যের অনুকরণে, যর্দ্দনের পূর্ব্ব পারস্থ গোষ্ঠীদিগকে বার বার আক্রমণ করিয়া ত্যক্ত বিরক্ত করিবে ইহা নিশ্চয়। অধিকন্তু চারি দিকে যিহোশূয়ের জয় লাভ হইলেও তাহারা কনানীয়দিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিতে পারে নাই এবং তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেতও ছিল না। পরাজিত দেশের অধিবাসীগণ কেন্দ্রস্থলে আত্মরক্ষার উপযোগী অধিকাংশ স্থান আপনাদের হস্তে রাখিল। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে পলেষ্টীয়েরা সেফেলা নামক উর্ব্বরা তলভূমি নিজ অধিকারে রাখিল। যিহূদা অঞ্চলের প্রান্তে যিবূষ নামক অজেয় দুর্গ বিপক্ষ পক্ষের আয়ত্তাধীনে ছিল। দোর হইতে সীদোন পর্য্যন্ত সমুদ্রকূলবর্ত্তী সমস্ত অঞ্চল ফৈনিকীয়দের হস্তে ছিল। যিষ্রিয়েলের উর্ব্বরা তলভূমিস্থ বৈৎশান, তানক ও মগিদ্দো নামক দৃঢ় নগরগুলি কনানীয়দের হাতে থাকিল এবং উত্তরে যাবীনের অধীনে যে বৃহৎ একটী মিত্ররাজ্য ছিল, তাহার অধিকাংশই থাকিল। এই সমস্ত জাতি শীঘ্র আপন আপন দেশ হইতে একেবারে তাড়িত হয় নাই। ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে যাহারা

যিহোশূয়ের সময়ে যুদ্ধ দেখে নাই, তাহাদিগের বিশ্বস্ততা ও আজ্ঞাবহতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্তে উহাদিগকে অবশিষ্ট রাখা হইয়াছিল (বিচার ২; ২২)। যিহোশূয় সমস্ত গোষ্ঠীকে একত্র করিয়া যে শেষ উপদেশ দেন, তাহাঁতে তিনি সেই সমস্ত জাতিকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিতে আদেশ প্রদান করেন (যিহো ২৩; ৫-১০)।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, যতকাল যিহোশূয়ের সময়ে বর্ত্তমান প্রাচীনবর্গ জীবিত ছিলেন, তাবৎ ইস্রায়েল-সন্তানগণ আপনাদের কর্ত্তব্য বিষয় গুলি ভুলে নাই; তাহাদিগকে যে কোন কার্য্য করিতে আহ্বান করা হইল, তাহাই সাধন করিতে অমনি অগ্রসর হইল (বিচার ২; ৭)।

(১) যিহূদা। হিব্রোণ ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চল অধিকার করণ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন এই গোষ্ঠী শিমিয়োনের সহিত মিলিত হইয়া বেষক নামক সহর আক্রমণ করত কনানীয় ও পরিষীয়দের দশ সহস্র লোককে বধ ও তাহাদের নিষ্ঠুর রাজা অদোনী-বেষককে বন্দী করে। তাহার অধীনস্থ সত্তর জন রাজার প্রতি তাহার কৃত নিষ্ঠুর ব্যবহার দ্বারা আমরা সেই কালের অধ্যক্ষবর্গের স্বভাবের পরিচয় পাই (বিচার ১; ৬-৭)। সে অন্যের প্রতি যেরূপ করিয়াছিল, তাহার প্রতিও তদ্রূপ করা হইল। তাহারা তাহার হস্তপদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ছেদন করিল এবং তাহাকে বন্দী করিয়া যিরূশালেমে লইয়া গেল। তাহারা তথাকার নিম্ন সহর গুলি হস্তগত করিয়া অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিল; কিন্তু কোনরূপে উপরিস্থ সহরবাসীগণকে অধিকার চ্যুত করিতে পারিল না। তৎপরে বিন্যামীন গোষ্ঠীও সেইরূপ অকৃতকার্য্য হইল (বিচার ১; ২১)। কিন্তু অন্যান্য স্থানে তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইল। ফলতঃ তাহারা মধ্য অঞ্চলের গিরি সকল ও দক্ষিণস্থ মরুভূমি ও পশ্চিমস্থ নিম্ন ভূমির অন্তর্গত

কনানীয়দের অনেক সহর হস্তগত করিল (বিচার ১; ১৭-১৮)।

(২) যোষেফ। যিহূদা সিংহকে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া বলবান যোষেফ গোষ্ঠীও অগ্রসর হইল এবং লূস নগর নিরীক্ষণ করিতে লোক প্রেরণ করিল। তাহারা নগর হইতে এক জনকে আসিতে দেখিয়া তাহাকে ধরিল এবং সে তাহাদিগকে নগর প্রবেশের পথ দেখাইয়া দিলে, সপরিবারে তাহাকে রক্ষা করিবে, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিল। পরে সবিশেষ অবগত হইয়া তাহারা খড়্গাঘাতে নগরটী বিনষ্ট করিল। এইরূপে যোষেফ গোষ্ঠী শিখিম ছাড়া আর একটী পবিত্র স্থান অধিকার করিল। তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ যাকোব পদ্দন-অরামে যাত্রা কালে, এই নগরের নিকটে একটি স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তাহার নাম বৈথেল (ঈশ্বরের গৃহ) রাখেন (বিচার ১, ২২-২৪)। কিন্তু নিম্ন বৈৎ-হোরোণের নিকটবর্ত্তী গেষর হইতে (বিচার ১: ২৯), বা যিষ্রিয়েল প্রান্তরস্থ তানক, মগিদ্দো ও বৈৎ-শান হইতে কনানীয়দিগকে অধিকার চ্যুত করিতে সক্ষম হইল না। সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে দূর না করিয়া আপনাদের করাধীন প্রজা করিয়া রাখিল। এইরূপ ইমোরীয় জাতিও দান গোষ্ঠীকে সমুদ্র তীরস্থ উর্ব্বরা ভূমি হইতে পর্ব্বতে তাড়াইয়া দিয়া, আপনারা আবার পলেষ্টীয়দের কর্তৃক দূরীকৃত হইল (বিচার ১; ৩৪-৩৫)।

(৩) কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটী অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যেও দেখা যায়। সবূলূন আপন অঞ্চলবাসী পরজাতিদের হইতে কর লইয়া তৃপ্ত হইল; আশের অক্কো হইতে সীদোন পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরনিবাসী ফৈণিকীয়দিগকে বাহির করিয়া দিতে আদৌ চেষ্টা করে নাই; নপ্তালী বৈৎ-শেমশ ও বৈৎ-অনাতের নিবাসীগণকে অধিকারচ্যুত করে নাই (বিচার ১; ৩০-৩৩)। এই কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটী প্রযুক্ত, বিশেষ কুফল উৎপন্ন হইয়াছিল। ব্যবস্থার স্পষ্ট আদেশ এবং মোশীও যিহোশূয়ের

বার বার প্রদত্ত চেতনাবাক্যের বিরুদ্ধাচারী হইয়া, ইস্রায়েলীয়েরা পরজাতিগণের সহিত নিয়মপাশে বদ্ধ হইতে লাগিল। পরে ক্রমশঃ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিও, তাহাদের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইল, এবং এই প্রকারে তাহাদের মধ্য হইতে নানা কুফল স্বাভাবিকরূপে উৎপন্ন হইল। তাহাদের এই নূতন আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবগণ আপনাদের দেবতার উদ্দেশে পালিত পর্ব্ব উপলক্ষে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে, সেখানে গিয়া তাহারা দেবপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া, আপনাদের মাংসিক অভিলাষ চরিতার্থ করিল। "তাহাদের পরে একটি নূতন বংশ উৎপন্ন হইল, ইহারা সদাপ্রভুকে জানিত না, এবং ইস্রায়েলের জন্য তাঁহারকৃত কার্য্য জ্ঞাত ছিল না" (বিচার ২ ; ১০)। যিনি তাহাদের জন্য এমন মহৎকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়া তাহারা বিদেশীয় দেবতাদের কাছে প্রণিপাত করিতে লাগিল। এমন কি, তাহাদের অতি জঘন্য ক্রিয়াকাণ্ডও অভ্যাস করিয়া, বালদেব ও অষ্টারোৎ দেবীর উদ্দেশে আপনাপন পুত্রকন্যাদিগকে উৎসর্গ করিতে লাগিল (১০৬ গীত ৩৭-৩৮। বিচার ২ ; ১৩)।

এইরূপে প্রতিমা পূজা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং তাহা দ্বারা সমস্ত জাতির নৈতিক ও সামাজিক অবনতির একশেষ হইল। ইহার উদাহরণ স্বরূপ দুইটি ঘটনা বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ গ্রন্থের শেষ পাঁচ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। বোধ হয়, কেবল এই কারণে উক্ত দুইটি বৃত্তান্ত গ্রন্থের শেষে সংযুক্ত করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে দুইটি বিষয় স্মরণীয় ;—(১) দানগোষ্ঠী নিজ অধিকার এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয় নাই, (বিচার ১৮ ; ১)। (২) হারোণের পৌত্র পীনহস জীবিত ছিলেন (বিচার ২০ ; ২৮)।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মীখা ও দান গোষ্ঠী। সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ।

বিচার ১৭—২১ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ১৪০৬।

যিহোশূয়ের মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বৎসর পরে, মধ্য পালেষ্টাইনের অন্তর্গত ইফ্রয়িম পর্ব্বতে মীখা নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। কোন সময়ে তাহার মাতার এগার শত শেকল রৌপ্য চুরি যায়। তাহাতে তাহার মাতা চোরকে এমন অভিশাপ দিতে লাগিল যে, তাহার পুত্র ভীত হইয়া স্বীকার করিয়া কহিল, আমিই তাহা লইয়াছি। ইহাতে মাতা আপন পুত্রকে তিরস্কার না করিয়া কহিল, আমি ঐ সঞ্চিত টাকা সদাপ্রভুর উদ্দেশে এক ছাঁচে ঢালা ও এক খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে উৎসর্গ করিয়াছি। ইহা শুনিয়া, মীখা আপন মাতাকে টাকা গুলি ফিরাইয়া দিলে, তাহার মাতা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে দুইশত শেকল রৌপ্য এক স্বর্ণকারকে দিল। সে এক ছাঁচে ঢালা ও এক খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলে, মীখার গৃহে তাহা স্থাপন করিল ও তাহার পুত্রদের মধ্যে এক জনকে যাজক করিয়া পবিত্র পোষাক পরিধান করাইল। বোধ হয়, এই পোষাকটি মহাযাজকের এফোদের অনুকরণে প্রস্তুত। তাহার পুত্রের পরিচর্য্যা কার্য্যে সন্তুষ্ট না হওয়ায়, সে যিহূদাস্থ বৈৎ-লেহম হইতে আগত একজন লেবীয় যুবাকে তাহার পদে নিযুক্ত করিল। বোধহয়, এই ব্যক্তি ব্যবস্থার শিক্ষাগুরু হইবার জন্য কোন কার্য্য অনুসন্ধান করিতেছিল। মীখা তাহাকে আপনার যাজক করিয়া, বৎসরে দশ শেকল রৌপ্য, উপযুক্ত বস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী দিতে প্রতিজ্ঞা করিল। লেবীয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার যাজক হইতে সম্মত হইল। বস্তুতঃ "সে তাহার একজন পুত্রের মত থাকিল।"

এই ঘটনার পরে, দক্ষিণঅঞ্চলবাসী দান গোষ্ঠী ইমোরীয়দের কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া, অন্য কোন স্থানে বাস করিতে মনস্থ করিল। এই অভিপ্রায়ে, নিম্ন প্রদেশস্থ দুই নগরের লোকেরা মিলিয়া, পাঁচ জন চরকে একটি নূতন ও উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে প্রেরণ করিল। তাহাতে তাহারা যাত্রা করিয়া, ইফ্রয়িম পর্ব্বতে মীখার বাটীতে গিয়া অবস্থিতি করে। তাহারা লেবীয় যুবার স্বর চিনিতে পারিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "এখানে তোমাকে কে আনিয়াছে? এবং এ স্থানে কি বা করিতেছ?" সবিশেষ অবগত হইয়া, তাহারা তাহাকে অনুরোধ করিল, যেন সে যিহোবার কাছে তাহাদের গন্তব্য পথে মঙ্গল হইবে কি না, জিজ্ঞাসা করে। তদনুসারে লেবীয় সন্তোষজনক উত্তর দিল। অতএব তাহারা তথা হইতে যাত্রা করিয়া, মেরোম জলাশয়ের উত্তরস্থ যর্দ্দনের উনুই পর্য্যন্ত গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় পর্ব্বতের উপরে লয়িশ (টেল্-এল্-কাদি) নামে এক নগর ছিল। এখানকার লোকেরা সীদোন হইতে আসিয়া, এখানে এক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এই স্থান লিবানোন ও অ্যাণ্টি-লিবানোন পর্ব্বত দ্বারা তাহাদের মাতৃ-ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন। বস্তুতঃ এখানে তাহারা সুন্দর জল-বাতাস ভোগ এবং অনেক স্রোতস্বতীবিশিষ্ট উর্ব্বরা ভূমি চাসআবাদ করিতে করিতে নিরাপদে ও সুখে কালযাপন করিতেছিল (বিচার ১৮; ৭)

চরেরা স্থানটি দেখিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল ও ভ্রাতৃগণকে কহিল, চল, "যেখানে পৃথিবীস্থ কোন বস্তুর অভাব নাই," এমন স্থানে গিয়া তাহা অধিকার করি (বিচার ১৮; ১০*)। ইহা শুনিয়া, ছয়শত দানীয় লোক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, সরা ও ইষ্টায়োল হইতে যাত্রা করিল, এবং যিহূদারকিরিয়ৎ-যিয়ারীমে উঠিয়া গিয়া শিবির স্থাপন করিল। তদবধি এই স্থানের নাম মহনে-দান (দানের শিবির) হইল। এখান হইতে ইফ্রয়িম পর্ব্বতে গিয়া, মীখার বাটী পর্য্যন্ত আসিল। এখানে

এফোদ ও ঠাকুরগণ, (তেরাফিম) এক খোদিত ও এক ছাঁচে ঢালা প্রতিমা আছে,. চরদিগের মুখে শুনিয়া, ছয়শত যোদ্ধা প্রবেশ দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া লেবীয়ের সহিত আলাপ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে চরেরা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, প্রতিমা ও পোষাকাদি চুরি করিয়া প্রস্থান করিল। লেবীয় নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে চুপ করিতে বলিল। তাহাদের পরামর্শ অনুসারে, সে এক জনের কূলের যাজক হওয়া অপেক্ষা, বরং ইস্রায়েলের এক বংশের ও এক গোষ্ঠীর যাজক হওয়া বিহিত মনে করিয়া, তাহাদের সঙ্গে প্রস্থান করিল (বিচার ১৮; ১৯) এমন গোপন ভাবে দানীয়েরা চলিয়া গেল যে, মীখার বাটী হইতে কিছু দূরে গেলে পর, মীখা আপনার ভয়ানক ক্ষতি বুঝিতে পারিল, এবং তাহার ঠাকুর ঘরের চারিদিকে যে সকল লোক বাস করিত, তাহাদিগকে একত্র করিয়া দানীয়দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল; কিন্তু তাহার সমস্ত দুঃখ ও ক্রোধ নিস্ফল হইল। লুটকারী দল তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া কহিল, সাবধান হও, নতুবা তোমার ঠাকুরের মত আপনার প্রাণ হারাইবে। মীখা বিপদ বুঝিয়া, রিক্ত হস্তে শূন্য ঠাকুর ঘরের নিকট ফিরিয়া আসিল, এবং ঐ ছয়শত লোক উত্তরদিকে প্রস্থান করিল।

উত্তর পর্ব্বতস্থ যর্দনের উনুই পর্যন্ত গেলে, তাহারা লয়িশ সম্বন্ধে চরদিগের মুখে যেমন শুনিয়াছিল, তেমনই দেখিল। এই উপনিবেশের লোকেরা মাতৃভূমি হইতে অনেক দূরে অবস্থিতি করায়, বিপদকালে তাহাদের উদ্ধারকর্ত্তা কেহ ছিল না। অধিবাসীগণের অজ্ঞাতসারে লুটকারী দল হঠাৎ নগর আক্রমণ করিয়া, প্রাচীর ভগ্ন ও গৃহগুলি ভস্মসাৎ করিয়া, নিষ্ঠুররূপে স্ত্রী পুরুষ ও সন্তানগণকে বধ করিল। পরে তাহা পুনঃ নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদের পিতৃপুরুষের নামানুসারে তাহার নাম দান রাখিল ও তথায় মীখার বাটী হইতে আনীত ঠাকুর-

গুলি স্থাপন করিল। সেই লেবীয় যুবা এই নূতন ধর্ম্মধামে পুরোহিতের কার্য্য করিতে লাগিল, এবং ইস্রায়েলের বন্দীত্বকাল পর্য্যন্ত তাহার বংশ তথায় অবস্থিতি করিল। এই লেবীয় যুবা মহান ব্যবস্থাদাতা মোশির পৌত্র, গের্শোমের পুত্র * যোনাথন (বিচার ১৮; ১৪—৩১)।

ধর্ম্ম সংক্রান্ত ক্রিয়া কাণ্ডের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে, এই সময় কত দূর নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ক অন্য প্রমাণ আবশ্যক হইলে, আর এক জন লেবীয়ের বিবরণ পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই বৃত্তান্তটি বিচারকর্ত্তৃগণের পুস্তকের শেষ কয়েক অধ্যায়ে লিখিত আছে।

(২) পূর্ব্বোক্ত লেবীয়ের ন্যায়, এই ব্যক্তিও ইফ্রয়িম পর্ব্বতের প্রান্তভাগে বাস করিত। সে বৈৎলেহম যিহূদা হইতে এক উপপত্নী গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু সেই উপপত্নী তাহার প্রতি বিশ্বস্তা না হইয়া পিতৃগৃহে চলিয়া গেল। পরে তাহার উপপতি তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে গেলে, পূর্ব্বদেশ প্রচলিত অতিথি সেবার সুন্দর প্রথানুসারে, সে তাহার পিতা কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইল। সেখানে চারি দিন অবস্থিতির পর, তাহার শ্বশুর তাহাকে আরো কয়েকদিন তথায় থাকিতে অনুরোধ করিলেও, সে বিলম্ব করিতে অসম্মত হইয়া, আপন উপপত্নীকে লইয়া চলিয়া গেল, এবং প্রায় দিবা অবসান সময়ে যিবূষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই নগর কনানীয়দের অধিকার ভুক্ত থাকায়, সে আপন দাসের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া আরো অগ্রসর হইল। এইরূপে বিন্যামীনের অধিকারস্থ গিবিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইলে অন্ধকার হইল।

* ইংরাজী পুরাতন অনুবাদে মনঃশীর পৌত্র বলিয়া লেখা আছে। এই নাম বিখ্যাত মহান ব্যবস্থাদাতার সম্ভ্রম রক্ষার্থে বোধ হয়, দেওয়া হইয়াছিল (বিচার, ১৮ : ৩০); কিন্তু ইব্রীয় ভাষায় হস্তলিপিতে ও ভলগেটে মোশির পৌত্র বলিয়া লেখা আছে। বাঙ্গালা ও ইংরাজী নূতন অনুবাদেও ঠিক তাহা আছে।

সে তথায় রাত্রিবাস করণার্থে আশ্রয় পাইবার আশায়, পথের পার্শ্বে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, এমন সময়ে এক জন বৃদ্ধ ক্ষেত্র হইতে কর্ম্ম করিয়া গৃহে আসিবার সময়, তথায় উপস্থিত হইল। সেও ইফ্রয়িম পর্ব্বতের লোক, কিন্তু সম্প্রতি গিবিয়াতে প্রবাস করিতেছিল। সে লেবীয়কে নিরাশ্রয় দেখিয়া, আপন গৃহে আনিয়া সেই রাত্রির জন্য তাহাকে স্থান দিল। তাহারা ভোজনে বসিলে, তথাকার কয়েক জন দুষ্ট লম্পট একত্র হইয়া, তাহার গৃহ আক্রমণ করিল, ও সেই লেবীয়ের উপপত্নীর প্রতি এমন কুব্যবহার করিল যে, প্রাতঃকাল হইলে তাহাকে মৃত অবস্থায় দ্বারের নিকট পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল। পশুর ন্যায় তাহাদের এই অসদ্ব্যবহার প্রযুক্ত, সে অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া সেই মৃত দেহ বাটীতে লইয়া গেল ও সেখানে তাহা বার খণ্ড করিয়া, এক এক খণ্ড প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিকট প্রেরণ করিল। ইহার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্তে সকলকে আহ্বান করা হইলে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ সকলে এক মনুষ্যের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল (বিচার ২০; ১)। কেবল এপারস্থ লোকেরা নহে, কিন্তু ওপারস্থ সমস্ত গোষ্ঠীও একত্র হইল, এবং বিন্যামীনের অধিকারস্থ মিস্পীতে, যিবূষের উত্তরে অনতি-দূরে একটি দূর্গের নিকটে চারি লক্ষ যোদ্ধা একত্র হইয়া, লেবীয়ের মুখে সেই জঘন্য ব্যবহারের বৃত্তান্ত তাহারা শুনিল (বিচার ২০; ২-৬)।

আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া, তাহারা আরো উত্তেজিত হইল, এবং সকলে মিলিয়া এক মনুষ্যের ন্যায় উঠিয়া, অতি গুরুতর দিব্যে আপনাদিগকে বদ্ধ করিল। তাহারা কহিল, ইস্রায়েলের উপর এমন কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছে বলিয়া, যাবৎ আমরা গিবিয়াবাসীদিগের নিকট হইতে সম্পূর্ণ প্রতিশোধ না লই, তাবৎ কোন ক্রমে আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাইব না। পরে বিন্যামীন অঞ্চলে সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিয়া; দোষী-দিগকে সমর্পণ করিতে বলা হইলে, তাহারা ইহাতে সম্মত হইল না,

বরং তাহাদের পক্ষে দাঁড়াইয়া, ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধার্থে ছাব্বিশ সহস্র লোক একত্র হইল। তাহা ছাড়া গিবিয়াতেও সাত শত বিখ্যাত যোদ্ধা ছিল; "ইহারা নেটা ছিল। তাহাদের প্রত্যেক জন কেশলক্ষ্যে ফিঙ্গার পাথর মারিতে পারিত, লক্ষ্য চ্যুত হইত না" (বিচার ২০; ১৬)।

যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য কিনা, এ বিষয়ে ঈশ্বরের পরামর্শ জিজ্ঞাসা না করিয়া, উত্তেজিত গোষ্ঠীসমূহ, যুদ্ধ করিতেই হইবে, নিজে ইহা স্থির করিল। কিন্তু প্রথমে কে যাইবে, তদ্বিষয় ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করিল। ঐশ্বরিক উত্তর দ্বারা জানা গেল যে, যিহূদাগোষ্ঠী যাইবে। এই যুদ্ধে ইস্রায়েলীয়েরা পরাস্ত ও তাহাদের বাইশ সহস্র লোক হত হইল। তৎপরদিনও পুনরায় পরাস্ত এবং আঠার সহস্র উত্তম যোদ্ধা হত হইল। দুইবার পরাস্ত হওয়ায়, এগার গোষ্ঠী অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া বৈথেলে উপস্থিত হইল, এবং সমস্তদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে হোম ও মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করিল। তৎপরে, যিনি মিদিয়নীয়দের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই পীনহস সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা যুদ্ধ করিতে এখনও কি পুনর্ব্বার যাইব? সদাপ্রভু কহিলেন, "যাও; কেননা কল্য আমি তাহাদিগকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিব" (বিচার ২০; ২৮)।

অতএব যে উপায় দ্বারা, অয় নগরের যুদ্ধে তাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিতে স্থির করিল, এবং তদনুসারে গিবিয়ার পশ্চাতে লুকাইয়া থাকিতে একদল যোদ্ধা প্রেরণ করা হইল। বিন্যামীন গোষ্ঠী পর্ব্বত হইতে নামিলে, ইস্রায়েল পূর্ব্ববৎ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে বৈথেলে যাইবার ও ক্ষেত্রস্থ গিবিয়াতে যাইবার দুই রাজপথে, তাহারা আকর্ষিত হইলে,

বিন্যামীন আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া, নগর হইতে বহির্গত হইল, এবং বিপক্ষ পক্ষের ন্যূনাধিক ত্রিশ জনকে বধ করিল। ইতিমধ্যে লুক্কায়িত লোকেরা আপন আপন স্থান হইতে উঠিয়া নগরে প্রবেশ করিল, ও খড়্গাধারে সমস্ত লোককে বধ করিল। পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে, বৃহৎ অগ্নিশিখা ও ধূমরাশি স্তম্ভাকারে আকাশে উঠিতে দেখিয়া, ইস্রায়েলীয়েরাও যুদ্ধ করিতে করিতে মুখ ফিরাইল, এবং বিন্যামীন-গোষ্ঠী আপনাদের মহা বিপদ বুঝিয়া, যর্দ্দনের তীরস্থ প্রান্তরের পথের দিকে পলায়ন করিল। কিন্তু বিপক্ষ দল তাহাদিগকে ঘিরিয়া তাড়াইতে লাগিল, এবং পদদলিত করিয়া পঁচিশ সহস্র লোককে বধ করিল।

বিন্যামীনের অবশিষ্ট কেবল ছয় শত লোক, রিম্মোন-শৈলে পলায়ন করিয়া, তথায় চারি মাস লুকাইয়া থাকিল। এই স্থান, যর্দ্দনের প্রান্তরের নিকটবর্ত্তী একটি দুর্গম শৈল, গিবিয়া হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে, উত্তরপূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। ইতিমধ্যে এগার গোষ্ঠী বিন্যামীনের যত নগর পাইল, সে সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। ইহাতেও তাহারা সন্তুষ্ট না হইয়া, অবশিষ্ট বিন্যামীনের মধ্যে কাহারও সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিবে না, এমন কঠিন দিব্যে আপনাদিগকে আবদ্ধ করিল। এইরূপে ইস্রায়েলের মধ্য হইতে এক গোষ্ঠী লোপ পাইবে দেখিয়া, তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইল। এই সময় তাহারা যে উপায় অবলম্বন করিল, তাহা দ্বারা সহজে বুঝা যায় যে, "তৎকালে ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল না, যাহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হইত, সে তাহাই করিত" (বিচার ২১; ২৫)। এই যুদ্ধে কে যোগ দেয় নাই, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে জানা গেল যে, যর্দ্দনের পূর্ব্বস্থ যাবেশ-গিলিয়দনিবাসী লোকদের এক জনও ভ্রাতৃগণের সাহায্যার্থে এই যুদ্ধে আইসে নাই। অতএব তাহারা

সেই নগরের প্রত্যেক পুরুষ ও বিবাহিতা স্ত্রীকে, বধ করিতে, দ্বাদশ সহস্র বলবান যোদ্ধাকে আজ্ঞা করিল। অনতি বিলম্বেই এই আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। ফলতঃ, চারি শত অবিবাহিতা কন্যা ছাড়া, আর সমুদায় খড়্গাধারে নষ্ট করা হইল। উহাদেরই সহিত বিন্যামীনের অবশিষ্ট যুবাদের বিবাহ দিল। বিবাহের জন্য কন্যার অকুলান হওয়াতে, শিলোস্থিত ধর্ম্মধামে পর্ব্বোপলক্ষে নৃত্য করিতে করিতে যাত্রা করণ কালে, কন্যাগণের মধ্য হইতে তাহারা আপনাদের সংখ্যানুসারে ভার্য্যা ধরিয়া গ্রহণ করিল। পরে আপন আপন অধিকারে ফিরিয়া গিয়া, পুনরায় নগরগুলি নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাদের মধ্যে বাস করিল (বিচার ২১ ; ২৩-২৫)।

তৃতীয় অধ্যায়।

অৎনীয়েল, এহূদ এবং দবোরা ও বারক।

বিচার ২—৫অঃ। খ্রীঃ পূঃ ১৪০৬—১২৯৬।

যিহোশূয় ও তাঁহার সময়ে বর্ত্তমান, প্রাচীনবর্গের মৃত্যুর পরবর্ত্তী কালের বিশৃঙ্খলতা ও গোলযোগের দৃষ্টান্ত, উপরোক্ত দুইটী ঘটনা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। মনোনীত জাতি আপনাদের আহ্বানের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া, দেবপূজক কনানীয়দের সহিত মিশ্রিত হইল, ও তাহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় রীতি নীতিতে ও ক্রিয়া কাণ্ডে যোগ দিল। এই কারণ বশতঃ তাহারা আপনাদের অদৃশ্য রাজার রক্ষণাবেক্ষণে ও আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত হইল। অতএব "তিনি তাহাদিগকে লুটকারীগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাহারা তাহাদের দ্রব্যাদি লুট করিল; আর তিনি তাহাদের চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুগণের হস্তে তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেন। তাহাতে তাহারা আপন শত্রুগণের সম্মুখে আর দাঁড়াইতে পারিল না।.........এইরূপে তাহারা অতিশয় ক্লিষ্ট হইল" (বিচার ২; ১৪-১৫)।

কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে অনুতাপের লক্ষণ দেখিবা মাত্র, "তিনি তাহাদের কাকুক্তি শুনিলেন ও তাহাদের সঙ্কটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন" (১০৬ গীত ৪৪-৪৫), এবং তাহাদের জন্য বিচারকর্ত্তৃগণকে উৎপন্ন করিয়া, শত্রুদের হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। ইব্রীয় ভাষায়, স্বদেশের নিস্তারকর্ত্তা বুঝাইবার জন্য "সফেত" ও "সফেতিম" শব্দ ব্যবহৃত হইত। এই শব্দ আমরা "বিচার কর্ত্তা" বাক্যে অনুবাদ করিয়াছি। পুনিক যুদ্ধের সময়ে দেশ রক্ষার্থে কার্থাজ নগরে যে "স্থফেস" (বিচারকর্ত্তা) নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারাও এই এক নামে আখ্যাত হইয়াছে। রোমের ইতিহাসে ডিক্টেটর্স যেরূপ করিত, এই বিচারকর্ত্তৃগণও কিয়ৎকালের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনোপলক্ষে উপস্থিত হইয়া আসন্ন বিপদ হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিত, এবং সেই বিপদ অতীত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব লোপ পাইত। তাহারা গোষ্ঠীর অধ্যক্ষবর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ ও বিপদ কালের জন্য অসাধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেও, তাহাদের পদ উত্তরাধিকারীর পদ ছিল না। তথাপি দুই এক বার এইরূপ ঘটিতে আমরা দেখি। অপিচ এলির সময়ে, এই পদ ও মহাযাজকের পদ পরস্পর মিলিত হইল, ইহাও দেখি (বিচার ১০; ৩-৪। ১২; ৮-১৪। ১ শমূ ৮; ১-৩)।

উত্তর-পূর্ব্ব হইতে আক্রমণ। অৎনীয়েল।

এই বিচারকর্ত্তৃগণের প্রথম ব্যক্তির উৎপন্ন হইবার কারণ এই, মেসপতমিয়ার রাজা কূশন-রিশিয়াথয়িম দেশ আক্রমণ করিল। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের মধ্যে তাহার রাজ্য দক্ষিণ দিকে এত দূর সুবিস্তৃত হইল যে, তাহাতে ইস্রায়েলীয়দিগকে আট বৎসর ধরিয়া অতি ভয়ানকরূপে কষ্ট ভোগ করিতে হইল। এই আট বৎসর অতীত হইলে, যিনি ইতিপূর্ব্বে কিরিয়ৎ-সেফর অধিকার করিয়া, সুখ্যাতাপন্ন

কালেবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন সেই অৎনীয়েল, এখন মেসপতমিয়ার রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাহাকে পরাস্ত করেন; তাহাতে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। (বিচার ৩; ৮-১১)।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে আক্রমণ। এহূদ।

অৎনীয়েলের মৃত্যুর পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ পুনরায় দেবপূজায় আসক্ত হইল; তাহাতে মোয়াবীয়েরা ইগ্লোন নামক রাজার অধীনে অম্মোনীয় ও অমালেকীয়দের সহিত যর্দ্দন পার হইয়া, যিরীহোর ভগ্নাবশেষ অংশ অধিকার করিল। তথা হইতে যাত্রা করিয়া ইগ্লোন বিন্যামীনের অঞ্চলও হস্তগত করিল, এবং আঠার বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে করাধীন প্রজা করিয়া রাখিল। সম্ভবতঃ যিরীহো নগরে তাহার বাসার্থে একটী রাজবাটী নির্ম্মিত হয়; আর তথায়, বৎসর বৎসর কর আদায় করিয়া পাঠান হইত। ঘটনাক্রমে বিন্যামীনবংশীয় গেরার পুত্র এহূদ এই অধীনতার প্রমাণসূচক কর লইয়া যাইবার নিমিত্ত একটী দলের অধ্যক্ষস্বরূপ মনোনীত হন। তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত হইলে, সঙ্গীদিগকে বিদায় করিয়া, আপনি গিল্‌গলস্থ খোদিত প্রতিমার স্থান হইতে ফিরিয়া গেলেন (বিচার ৩; ১৯ ইং-অনুবাদ) মোয়াবীয়েরা ইস্রায়েলীয়দের মনে যারপরনাই বেদনা দিবার অভিপ্রায়ে, এই স্থানে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, এই স্থান হইতে এহূদ একাকী ফিরিয়া গিয়া, "ঈশ্বরের একটী বাক্য আমার বক্তব্য আছে" বলিয়া, ইগ্লোনের সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিতে চাহিলেন। রাজা আপন শীতল বাটিকায় (সম্ভবতঃ ছাদের উপর) অবস্থিতি করিতেছিল (বিচার ৩; ২০)। যর্দ্দনের উপত্যকায় উত্তাপ নিবারণার্থে শীতল বাতাস সেবন করিবার উদ্দেশে সে তথায় গিয়াছিল। এহূদ

তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, আপন অভিপ্রায় জানাইলে, রাজা উপস্থিত সকলকে তথা হইতে চলিয়া যাইতে তৎক্ষণাৎ আদেশ করিল। তৎপরে আপন আসন ত্যাগ করিয়া, এহূদের কাছে উপস্থিত হইল। এহূদ আপন গোষ্ঠীর অনেক লোকের মত নেটা ছিলেন। তাঁহার দক্ষিণে উরুদেশে বস্ত্রের ভিতরে এক খানি দ্বিধার খড়্গ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন (বিচার ৩; ১৬), তাহা দ্বারা তাহাকে এরূপে বিদ্ধ করিলেন যে, সেই অস্ত্রটী রাজার শরীর হইতে আর বাহির করিতে পারিলেন না। এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া, কবাট বদ্ধ করিয়া কুলুপ লাগাইয়া দিলেন ও ছাদের চতুর্দ্দিকস্থ বারাণ্ডা দিয়া নামিয়া, গিল্গলের উত্তরে ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ জঙ্গলপূর্ণ সিয়ীরাতে পলায়ন করিলেন। সেখানে তিনি তূরী বাজাইয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণকে একত্র করিলেন, ও তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যিরীহোর দিকে দ্রুত বেগে অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে ইগ্লোনের দাসগণ অনেক বিলম্ব দেখিয়া, বলপূর্ব্বক দ্বার খুলিল, ও আপনাদের প্রভুকে মৃত ও ভূতলে পতিত দেখিতে পাইল। তাহারা আপনাদের রাজার এই হঠাৎ মৃত্যুতে ভয়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইল, এবং ইস্রায়েলীয়দের আগমনের সংবাদ পাইয়া, যর্দ্দনের পারঘাটার দিকে পলায়ন করিল; কিন্তু ইস্রায়েলীয়েরা তাহাদের অগ্রেই, পারঘাটায় উপস্থিত হইয়া, ঘাট সকল হস্তগত করিল, এক প্রাণীকেও পার হইতে না দিয়া, ন্যূনাধিক দশ সহস্র লোককে বধ করিল।

ইহার পর আশি বৎসর পর্য্যন্ত বিন্যামীনগোষ্ঠী নিষ্কণ্টকে থাকিল; কিন্তু মোয়াবীয়দের জয়লাভের সংবাদ পাইয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে পলেষ্টীয়েরা উত্তেজিত হইল, এবং সেই অঞ্চল হস্তগত করিয়া, ইস্রায়েলের উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করিল (বিচার ৫; ৬)। কিন্তু অনাতের পুত্র শমগর নিস্তার কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। ডামশের মত একটী

লম্বা অস্ত্র * দ্বারা তিনি পলেষ্টীয়দের ছয় শত লোককে বধ করিলেন, তাহাতে কিছু কালের জন্য দেশে শান্তি স্থাপিত হইল (বিচার ৩ ; ৩১)।

উত্তর দিক হইতে আক্রমণ। দবোরা ও বারক।

এহূদের মৃত্যুর পরে ইস্রায়েলীয়েরা পুনর্ব্বার প্রতিমা পূজায় আসক্ত হওয়ায়, তাহাদিগকে ভয়ঙ্কর শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল (বিচার ৪ ; ১)। এইবার উত্তর দিক হইতে দৌরাত্ম্যকারী দল উৎপন্ন হইল। মেরোম জলাশয়ের সমীপে যিহোশূয় যে দলের উপর অদ্ভুত রূপে জয়লাভ করেন, তাহার অধ্যক্ষ দ্বিতীয় যাবীনের অধীনে তাহারা আবার বলবান হইয়া উঠিল; এবং পরজাতীয় নগর * হরোশৎ-গয়ীম নিবাসী সেনাপতি সীষরার অধীনে বহুসংখ্যক বাহিনী ও নয় শত লৌহ রথ লইয়া আশের, নপ্তালি ও সবূলূন গোষ্ঠীর নিকটবর্ত্তী অঞ্চল সমূহে কঠোর দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল।

সাধারণ লোকে ইহাতে এত দূর ভীত ও ব্যাকুলিত হইল যে, শমগরের সময়ের মত, রাজ পথে চলাচল বন্ধ হইল, এবং যাত্রিকেরা বক্র পথ দিয়া গমনাগমন করিত (বিচার ৫ ; ৬)। ইস্রায়েলের এই সমস্ত অঞ্চলে লোকে আর বাস করিতে পারিল না। কৃষকগণ ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপন ত্যাগ করিয়া, প্রাচীরবেষ্টিত নগরে আশ্রয়

---

* পালেষ্টাইনবাসী কৃষকগণ এখনও এই প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করে। দেখিবা-মাত্র সহজে বুঝা যায় যে, উহা শান্তিপ্রিয় কৃষকদিগের জন্য নহে, কিন্তু যুদ্ধপ্রিয় সৈন্যের উপযুক্ত। একজন ভ্রমণকারী বলেন, "আমি যে অস্ত্রটি দেখিয়াছি, তাহা দশ ফুট লম্বা ও বাশন পর্ব্বতস্থ ওক কাষ্ঠে নির্ম্মিত। ইহার এক প্রান্ত লৌহ নির্ম্মিত বড়শী যুক্ত ও অন্য প্রান্ত গোলাকার ও চেপ্টা। এই প্রকার অস্ত্র থাকিলে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে একজন যোদ্ধা কৃতকার্য্য হইতে পারে, তাহা সহজে বুঝা যায়।"

* মগিদ্দো হইতে চারি ক্রোশ দূরে বর্ত্তমান হরথিয়ে একটা প্রকাণ্ড ঢিবি দেখা যায়। ইহা আথের তলভূমি হইতে ইজদ্রায়েলনে যাইবার প্রবেশ দ্বারের নিকটস্থ। পরজাতীয় নগর বলিবার কারণ এই, যে তথাকার কনানীয়দিগকে ইস্রায়েলীয়েরা অধিকার চ্যুত করিতে না পারায়, তাহারা তথায় বাস করিতেছিল।

লইল; কিন্তু এখানেও তাহারা নিরাপদে বাস করিতে পারিল না। কারণ "তৎকালে নগর দ্বারে যুদ্ধ হইত।" (এইরূপ স্থান সচরাচর বিচারালয় স্বরূপ ব্যবহৃত হইত) এমন কি, জল তুলিবার স্থানেও শত্রুগণ তীর ধনুক লইয়া উপস্থিত হইত (বিচার ৫; ৮, ১১)। ইহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার কোন উপায় ছিল না। কারণ উহাদের হাতে যত অস্ত্রাদি ছিল, সেকালের নিয়মানুসারে শত্রুগণ সমস্তই কাড়িয়া লইল (১ শমূ ১৩; ১৯-২২)। এমন কি, "ইস্রায়েলের চল্লিশ সহস্র লোকের মধ্যে একখান ঢাল বা শল্য দৃষ্ট হইত" (বিচার ৫; ৮)। ইস্রায়েলের মধ্য হইতে সাহস একেবারে লোপ পাইল, এবং যাবীন ও তাহার সেনাপতি সীষরা, কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত নানা প্রকারে দৌরাত্ম্য করিয়া, ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে অপমানজনক দাসত্বে আবদ্ধ রাখিল (বিচার ৪; ৩)।

অবশেষে এক জন নিস্তার কর্ত্তা উৎপন্ন হইলেন। ইফ্রয়িম পর্ব্বতে রামা ও বৈথেলের মধ্যস্থিত খর্জ্জুর বৃক্ষের তলে, লপ্পীদোতের ভার্য্যা দবোরা ভাববাদিনী বাস করিতেন। আর কোন নিস্তারকর্ত্তা না পাওয়াতে, এই উৎপীড়িত লোকেরা তাঁহাকেই অত্যন্ত ভক্তি করিত, এবং বিচার ও পরামর্শের জন্য তাঁহার কাছে যাইত (বিচার ৪; ৫)। ফ্রান্স দেশস্থ জোয়ান্-অব্-আর্কের (আর্ক নামক গ্রাম বাসিনী জোয়ান্) ন্যায় স্বজাতীয়দের দুঃখে তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল, এবং অবশেষে যাবীনের রাজধানীর সমীপস্থ একটী আশ্রয় নগর (যিহো ২০; ৭। ২১; ৩২) নপ্তালিস্থ কেদশ হইতে অবীনোয়মের পুত্র বারক (বিদ্যুৎ) কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। (তিনিও শত্রুপক্ষ দ্বারা নানা প্রকার দৌরাত্ম্য ভোগ করিতে ছিলেন, সন্দেহ নাই।) ঐশ্বরিক আদেশ মতে, তিনি তাঁহাকে আপনার ও নিকটবর্ত্তী সবূলূন গোষ্ঠী হইতে দশ সহস্র লোক সংগ্রহ করিয়া তাবোর পর্ব্বতে যাইতে বলেন। আরো প্রতিজ্ঞা করেন

যে, ঈশ্বর যাবীনের সেনাপতি সীষরাকে এবং তাহার রথ ও লোকারণ্যকে ইজ্রায়েলন প্রান্তরে কীশোন নদীর সমীপে, তোমার নিকট আকর্ষণ করিয়া তোমার হস্তে সমর্পণ করিবেন। ইহাতে বারক প্রকাশ করিলেন যে, এই ভয়ঙ্কর কার্য্যে ভাববাদিনী তাঁহার সঙ্গে না গেলে, তিনিও যাইবেন না। দবোরা যাইতে সম্মতা হইলেন; কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন, এই যুদ্ধ যাত্রায় তোমার যশ হইবে না। তুমি একজন স্ত্রীলোকের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে প্রস্তুত বলিয়া, সদাপ্রভু তোমার শত্রুদিগের সেনাপতিকে, একজন স্ত্রীলোকের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

দবোরা আপন বিচারাসন ত্যাগ করিয়া, বারকের সহিত কেদশে যাত্রা করিলেন। বারক আপন গোষ্ঠী নপ্তালির ও সবূলূন গোষ্ঠীর লোকদিগকে ডাকাইয়া, এই বিষয়ে যোগ দিতে উত্তেজিত করেন। তাহাতে তাহার নিকটে দশ সহস্র লোক একত্র হইলে, তাহাদিগকে লইয়া ভাববাদিনীর সহিত তাবোর পর্ব্বতস্থ উচ্চ ভূমিতে যাত্রা করেন। অপিচ, দবোরা কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া ইষাখর গোষ্ঠীর অধ্যক্ষগণ, ইফ্রয়িমের এক অংশ, বিন্যামীন ও মনঃশার উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে আগত কতক লোকও তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিল। (বিচার ৫; ১৪-১৫)। অন্যান্য কতক গোষ্ঠী প্রভুর পক্ষে, পরাক্রমীদিগের বিপক্ষে উদ্যোগী হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিল না। সমুদ্রতীরস্থ গোষ্ঠীদ্বয়ের মধ্যে দান, দক্ষিণে যপ্পা বন্দরে জাহাজে থাকিল ও আশের আপন সঙ্গীদের বিপদ ভুলিয়া গিয়া, ফৈণিকীয় বন্দরে খালের ধারে থাকিল (বিচার ৫; ১৭)। দেশ-হিতৈষীদলের মধ্যে যিহূদার উল্লেখই নাই। যর্দ্দনের ওপারস্থ জাতিগণের মধ্যে মহা বাদানুবাদ হইল। রূবেণ আপন খোঁয়াড়ের মধ্যে নিরাপদে থাকিয়া, মেষপালকদিগের বংশী বাদ্য শুনিতে মনোনীত করিল। যর্দ্দনের ওপারে গাদ উত্তম

চরাণীতে থাকিতে সংকল্প করিল (বিচার (৫; ১৭)। কিন্তু এইরূপ অনেকের গুরুতর চিত্ত পরীক্ষা হইলেও, সবূলূন ও নপ্তালি স্থির থাকিল এবং তাবোরের উচ্চস্থলীতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হইল (বিচার ৫; ১৮)।

ইতিমধ্যে কেনীয়দের কতক লোক যিহূদার পর্ব্বতময় প্রদেশস্থিত স্বজাতি হইতে পৃথক হইয়া কেদশের নিকটবর্ত্তী সানন্নীমস্থ এলোনবৃক্ষ পর্য্যন্ত বাস করিত। তাহারা তাবোর পর্ব্বতে বারকের যাত্রা সম্বন্ধে সীষরাকে সংবাদ দিলে (বিচার ৪; ১১-১২), সে অবিলম্বে আপনার সমস্ত রথ ও সঙ্গীদিগকে লইয়া, তানক ও মগিদ্দোর মধ্যবর্ত্তী ইস্রেয়েলন তলভূমিতে শিবির স্থাপন করিল। সেখানে অন্যান্য কনানীয় অধ্যক্ষগণও, এই বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে তাহার সহিত যোগ দিল (বিচার ৫; ৩, ১৯)।

অবশেষে, দবোরা বারককে উৎসাহজনক আদেশ দেন। বলেন, "উঠ, কেননা অদ্যই সদাপ্রভু সীষরাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।" অতি প্রত্যূষে বারকের শিবির সকল ভগ্ন করিয়া দেশহিতৈষী সৈন্যদল পর্ব্বতের বক্রপথে দ্রুতবেগে নামিয়া সীষরার বাহিনীকে আক্রমণ করিল ও তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইয়া সমভূমি দিয়া তাহাদের পলায়ন কালে, কেবল বারকের সৈন্যদল নহে, কিন্তু আকাশ হইতে তারাগণও কনানীয়দের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিল (বিচার ৫; ২০)। পূর্ব্বদিক্ হইতে ভয়ানক শিলাবৃষ্টি ও ঝড় উপস্থিত হইয়া, তাহাদের মুখে আঘাত করিল ও তাহাদের ধনুর্দ্ধারীদের তীর সকল অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিল। মগিদ্দোর নিকটস্থ জলাভূমি সকল ভাসিয়া গেল। ইহাতে অল্পক্ষণের মধ্যে, কীশোন নদীর জল বৃদ্ধি পাইয়া উভয় তীর মগ্ন করিল, তাহাতে সমভূমি একটী প্রকাণ্ড জলার ন্যায় দৃষ্ট হইল। সীষরার রথ সকল সম্পূর্ণরূপে অক-

শূণ্য হইয়া পড়িল, অশ্বগণ জল ও কাদার মধ্যে দাঁড়াইবার স্থান না পাওয়াতে, খুর দ্বারা বৃথা "ভূমি পেষণ করিল" (বিচার ৫; ২২)। কীশোন নদীর স্রোত দ্রুতবেগে বহিয়া তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গেল, এবং কনানীয়দের পরাক্রম পদদলিত ও চূর্ণ হইল। পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া তাহারা বারকের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না, এবং হরোশৎ নামক, তাহাদের বিখ্যাত সেনাপতির-নগরে কেহ ফিরিয়া গেল না, সকলেই খড়্গাধারে নিঃশেষে বিনষ্ট হইল (বিচার ৪; ১৬)।

ইতিমধ্যে সীষরার মাতা ও তাহার সহচরীগণ বৃথা তাহার রথের পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় থাকিল (বিচার ৫; ২৮) সীষরা নিজে সানন্নীমের নিকটে বাসকারী কেনীয় হেবরের তাম্বুর দিকে পদব্রজে পলায়ন করিল। তথায় যাইতে পারিলে, অনুধাবনকারী শত্রুর হাত এড়াইতে পারিবে এরূপ আশা করিল। গোষ্ঠীকূলপতি হেবরের ভার্য্যা যায়েলের তাম্বুর নিকটে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে আসিতে দেখিয়া, তাহার প্রত্যুদ্গমন করিতে বাহির হইলেন, এবং কহিলেন, "হে আমার প্রভো, ফিরিয়া আইসুন; আমার নিকটে আইসুন, ভীত হইবেন না।" তাহাতে সে তাম্বুর মধ্যে গেলে, সেই স্ত্রী একখানি কম্বল দিয়া তাহাকে আচ্ছাদন করিল (বিচার ৪; ১৮) অত্যন্ত ক্লান্তি প্রযুক্ত পানার্থে সে কিছু জল চাহিলে, তিনি তাহাকে জল অপেক্ষা উত্তম দ্রব্য আনিয়া দিলেন। আজ পর্য্যন্ত আরবীয়দের তাম্বুর নিকটে যেমন দুগ্ধের কূপা থাকে, তেমনি একটী দুগ্ধের কূপা খুলিয়া তিনি তাহাকে পান করিতে দিলেন, এবং উত্তম পাত্রে করিয়া কিছু দধিও আনাইলেন। পরে পুনরায় তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন।

অতিথির প্রতি এইরূপ অতি ভক্তি দেখিয়া, সীষরা তাঁহাকে কহিল, কেহ আসিয়া আমাকে অনুসন্ধান করিলে বলিও, এখানে কেহ নাই। ইহা বলিয়া সে নিদ্রা গেল; কিন্তু তাম্বুর দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিবার

সময়ে যায়েলের মনে অভ্যাগত ও নিদ্রিত সেনাপতির প্রতি দয়ার সঞ্চার হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিপরীত ভাবের উদয় হইল। অবশেষে যায়েল তাম্বুর এক গোঁজ লইলেন ও মুদ্গর হস্তে করিয়া ধীরে ধীরে তাহার নিকটে গিয়া, কর্ণমূলে গোঁজ বিদ্ধ করত মৃত্তিকাতে প্রবেশ করাইলেন; কারণ সে শ্রান্ত ও নিদ্রিত ছিল। এইরূপে সে মরিল। ইতিমধ্যে বারকও পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। যায়েল তাঁহারও প্রত্যুদ্গমন করিতে বাহিরে আসিলেন ও তাম্বুর মধ্যে লইয়া গিয়া, তাঁহাকে নয় শত লৌহময় রথের অধ্যক্ষ ইস্রায়েলের ভয়ানক শত্রুর কর্ণমূলে গোঁজবিদ্ধ মৃতদেহ তাঁহাকে দেখাইলেন। এইরূপে সেই দিবসে ভাববাদিনীর কথামতে ঈশ্বর সীষরাকে এক স্ত্রীলোকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। দবোরা ও বারক একসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে জয়সংগীত গান করিতে করিতে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত দেশ নিষ্কণ্টকে থাকিল (বিচার ৫;)।

চতুর্থ অধ্যায়।

মিদিয়নীয়দের আক্রমণ। গিদিয়োন।

বিচার ৬—৮ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ১২৫৬-১২৪৯।

ইতিপূর্ব্বে যেমন অনেকবার হইয়াছিল, এবারও সেইরূপ এই মহা-নিস্তারের ফল স্থায়ী হইল না। আবার ইস্রায়েলীয়েরা প্রতিমাপূজায় আসক্ত হইয়া, বালদেবের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত উপবন সমূহের মধ্যে, তাহার উপাসনাসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে তাহারা সমস্ত জাতির উপরে, পূর্ব্বাপেক্ষা আরো ভয়ানক দণ্ড আকর্ষণ করিল। যে দিনে পীনহস মিদিয়নীয়দের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ

করেন (গণ ৩১ ; ১-১৩), সেই দিবসাবধি তাহারা ক্রমশঃ জাতীয় বীরত্ব পুনর্লাভ করিতে সচেষ্ট ছিল, এবং এখন তাহারা অমালেকীয় ও পূর্ব্বদেশীয় লোকের (বিচার ৬ ; ৩), অথবা যর্দ্দনের ওপারস্থ আরবীয় জাতির সহিত মিলিত হইয়া, ইস্রায়েলদেশ আক্রমণ করিতে মনস্থ করিল। সেবহ ও সলমুন্ন নামক রাজোপাধি বিশিষ্ট দুই প্রধান অধ্যক্ষের, এবং ওরেব ও সেব নামক দুই নিম্নতর অধ্যক্ষের অধীনে, তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় আসিয়া, গো-মেষ ও উষ্ট্রের বহুসংখ্যক পাল লইয়া দেশ ছাইয়া ফেলিল, এবং যিষ্রিয়েলের তলভূমি হইতে দক্ষিণে ঘসা পর্য্যন্ত, এবং পশ্চিমস্থ উর্ব্বরা নিম্নভূমিতে ব্যাপ্ত হইয়া বাস করিতে লাগিল। সমস্ত শস্যাদি কাটিয়া লইয়া সাত বৎসর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলীয়দিগের প্রতি এত দৌরাত্ম্য * করিতে লাগিল যে, অবশেষে তাহারা নিম্নভূমি ছাড়িয়া পর্ব্বতের গহ্বরে, দুর্গম বনে ও গুহার মধ্যে বাস করিতে লাগিল (বিচার ৬ ; ২)।

যে সমস্ত অঞ্চল শত্রুদিগের দ্বারা অধিক উৎপীড়িত হইতেছিল, পূর্ব্বের মত তাহারই মধ্য হইতে এক জন নিস্তারকর্ত্তা উৎপন্ন হইলেন। মনঃশীর পশ্চিম অঞ্চলে পর্ব্বতময় প্রদেশে অফ্রা নামে একটী ছোট নগর ছিল। তাহা শিখিমের নিকটবর্ত্তী ও যিষ্রিয়েল তলভূমির সম্মুখে অবস্থিত। সেই তলভূমিতে মিদিয়নীয়-বাহিনীর প্রধান আড্ডা ছিল। অফ্রাতে মনঃশীর অধ্যক্ষবর্গের মধ্যে অবিয়েষ্রীয়কুলের (যিহো ১৭ ; ২। গণ ২৬ ; ৩০) যোয়াশ নামে এক জন প্রধান লোক বাস করিতেন। মিদিয়নীয়দের দৌরাত্ম্যে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট

---

* আরব দেশে বেদুইন নামে যে জাতি আছে, আজকাল ইহারাও ঠিক ঐরূপ করিয়া থাকে। ফলতঃ লোকের শস্যাদি পাকিতে আরম্ভ হইলে, ইহারা দলে দলে আসিয়া সমস্ত কাটিয়া লইয়া যায়, এবং অনেককে হত্যাও করিয়া থাকে। ইহারাও মিদিয়নীয়দের ন্যায় একবংশোৎপন্ন ও দেশের সর্ব্বনাশকারী জাতি।

হইল কেবল তাহা নহে; কিন্তু তাবোর পর্ব্বতে মিদিয়নীয় দুই রাজা সেবহ ও সলমুন্নের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে গিদিয়োন ব্যতীত তাঁহার সমস্ত পুত্র হত হইয়াছিল (বিচার ৮; ১৮-১৯)।

একদা গিদিয়োন ক্ষেত্রস্থিত খামারে শস্য না মাড়িয়া, মিদিয়নীয়দের অগোচরে অফ্রার নিকটে পর্ব্বতস্থিত এক দ্রাক্ষাপেষণকুণ্ডে গোম মাড়িতেছিলেন; এমন সময়ে সদাপ্রভুর দূত * উপস্থিত হইয়া, মঙ্গলবাদ করিয়া কহিলেন, "হে মহাবীর! সদাপ্রভু তোমার সহবর্ত্তী।" গিদিয়োন উত্তরস্বরূপে, যিহোবার মিসর হইতে ইস্রায়েলকে আনয়নের পরবর্ত্তী গৌরবান্বিত অবস্থার সহিত, বর্ত্তমান হীনাবস্থার তুলনা করিয়া দুঃখিত ভাবে কহিলেন, সদাপ্রভু আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, নিস্তারের কোন আশা নাই। অতএব সদাপ্রভুর দূত তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন যে, "তুমি আপনার এই বলেতেই গমন করিয়া মিদিয়নের হস্ত হইতে ইস্রায়েলকে নিস্তার কর, নিশ্চয়ই আমি তোমার সহবর্ত্তী হইব, এবং তুমি মিদিয়নীয়দিগকে একজন মানুষের ন্যায় আঘাত করিবে" (বিচার ৬; ১৬)। এমন গৌরবান্বিত পদ তাঁহারই জন্য, ইহা বিশ্বাস করিতে না পারায়, তিনি যে বাস্তবিক যিহোবার দূত তাহার প্রমাণার্থে কোন অভিজ্ঞান চাহিলেন। তাঁহাতে দূতের আদেশে তিনি এক ছাগ বৎসের মাংস ও তাড়ীশূন্য পিষ্টক এলাবৃক্ষের তলে তাঁহার কাছে আনয়ন করিলেন। সেই দূত, শৈলের উপরে মাংস ও পিষ্টক রাখিয়া, তাহার উপর ঝোল ঢালিয়া দিতে তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন। পরে দূত আপন হস্তস্থিত দণ্ডের অগ্রভাগ দিয়া তাহা স্পর্শ করিলেন,

* সদাপ্রভুর দূতের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে এখানেও অন্যান্য স্থানে প্রমাণ পাওয়া যায়; তুলনা কর—আদি ১৯ অঃ। যিহো ২ অঃ; বিচার ২; ১-৫। ১৩; ৩, ১১। ইত্যাদি।

তাহাতে অগ্নি নির্গত হইয়া উপহার দগ্ধ করিল, এবং সেই অগ্নির মধ্য দিয়া দূত হঠাৎ তাঁহার অগোচরে প্রস্থান করিলেন। গিদিয়োন এইরূপে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া সদাপ্রভুকে দেখিয়াছেন বলিয়া, অতিশয় ভীত হইলে, সদাপ্রভু তাঁহার ভয় দূর করিলেন। তাহাতে গিদিয়োন তথায় একটী যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম "যিহোবা-শালোম" (সদাপ্রভুর শান্তি) রাখিলেন (বিচার ৬; ২৪)।

(১) এইরূপ স্বজাতীয়দের নিস্তারকর্ত্তা হইবার জন্য গম্ভীর ভাবে তাঁহাকে আহ্বান করিলে পর, যে প্রতিমাপূজা সমগ্র জাতির বর্ত্তমান দুরবস্থার একমাত্র কারণ, তাহারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে, তাঁহাকে প্রথমে আজ্ঞা করা হয়। স্বপ্নযোগে সদাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, তোমার পিতা, বালদেবের সম্ভ্রমার্থে যে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেল ও তদুপরিস্থ আশেরা ছেদন কর ও যে শৈলের উপরে তোমার ভক্ষ্য নৈবেদ্য গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহার উপরে যিহোবার উদ্দেশে পরিপাটীরূপে এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ কর এবং তোমার পিতার সাত বৎসর বয়স্ক দ্বিতীয় বৃষটী গ্রহণ করিয়া, তাহার উপরে উৎসর্গ কর। তিনি রাত্রিযোগে আপন দাসদিগের সাহায্যে এই কার্য্য সাধন করেন। প্রাতঃকাল হইলে, নগরস্থ লোকেরা বেদি ও আশেরা উভয় নাই দেখিয়া, আশ্চর্য্য হইল, এবং অনুসন্ধান করিলে দোষী ব্যক্তি ধরা পড়িল। তখন দেবতার প্রতি কৃত এই বিরুদ্ধাচরণ প্রযুক্ত, পুত্রের প্রাণবধ করিবার জন্য বাহিরে আনিতে যোয়াশকে বলা হইল। কিন্তু যোয়াশ উত্তর করিয়া দেখাইলেন, বাল স্বয়ং আপন মর্য্যাদা রক্ষা করণে অসমর্থ, যে কেহ ইহা মনে করে, সেই বরং অধিক দোষী। তিনি কহিলেন। "তোমরাই কি বালের পক্ষে বিবাদ করিবে? তোমরা কি তাহাকে নিস্তার করিবে? বাল যদি দেবতা হয়, তবে সে আপনার পক্ষে আপনি বিবাদ করুক"। সেই দিনাবধি গিদিয়োনের যিরুব্বাল (বাল বিবাদ করুক)

এই নূতন নাম হইল। ইহাতে লোকে তাঁহার পিতার এই জ্ঞানগর্ভ কথার অনুমোদন করিল বুঝা যায় (বিচার ৬; ৩২)।

(২) তাঁহার নৈতিক সাহসের অভাব নাই, পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইলে, তাঁহার কার্য্যের দ্বিতীয়ভাগ সাধন করিতে তিনি আজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথমে তুরী বাজাইয়া, অবিয়েষরগোষ্ঠীর সকলকে আপনার নিকট একত্র করেন। তৎপরে মনঃশী, আশের, সবুলুন ও নপ্তালি অঞ্চলে লোক পাঠাইয়া, শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, স্বাভাবিক সতর্কতার গুণে, যিহোবার নিকট আর একটী চিহ্ন প্রার্থনা করেন। সেই চিহ্ন দুই ভাগে প্রদত্ত হইল। প্রথমে কতকগুলি ছিন্ন মেষলোমের উপর শিশির পড়িল, কিন্তু তাহার চারিদিকের সমস্ত ভূমি শুষ্ক থাকিল। পর দিবসে সেই লোম শুষ্ক থাকিল, কিন্তু তাহার চারিদিকের সমস্ত ভূমির উপরে শিশির পড়িল। ইহা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে, সদাপ্রভু তাঁহার হস্ত দ্বারা নিশ্চয়ই ইস্রায়েলকে নিস্তার করিবেন।

ইতিমধ্যে তাঁহার নিকটে বত্রিশ সহস্র লোক একত্র হইয়াছিল। তাহাদিগকে লইয়া, তিনি গিলবোয় পর্ব্বতের ঢালু স্থানে হারোদ (কম্পিত) নামক উনুইর নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন। এই স্থান হইতে যিষিয়েলের তলভূমিস্থ মিদিয়নীয়দের শিবির অনায়াসে দেখা যাইতে পারিত। কিন্তু সদাপ্রভু এমন বৃহৎ বাহিনী দ্বারা জয় প্রদান করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। এতলোকের দ্বারা জয়লাভ হইলে, আপন বাহুবলে জয় লাভ করিয়াছি, তাহারা এরূপ মনে করিতে পারিত। অতএব ভীত ও ত্রাসযুক্ত লোকদিগকে কম্পিত উনুইর নিকট হইতে আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাইবার আদেশ ঘোষণা করা গেল। তাহাতে তৎক্ষণাৎ বাইশ সহস্র লোক ফিরিয়া গেল। অবশিষ্ট লোকদিগের নিমিত্ত আর একটী পরীক্ষা করা গেল। গিদিয়োন ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে

অবশিষ্ট দশ সহস্র লোককে জলের ধারে লইয়া গিয়া, তাহাদিগকে জল পান করিতে বলিলেন। তাহাদের মধ্যে, কেবলমাত্র তিন শত জন লোক মুখে অঞ্জলি তুলিয়া, কুকুরের ন্যায় জিহ্বা দ্বারা জল চাটিয়া পান করিল; কিন্তু অবশিষ্ট সকলে হাঁটুর উপরে উবুড় হইল (বিচার ৭; ৫—৬)।

এই তিন শত লোককে রাখিয়া, গিদিয়োন অবশিষ্টদিগকে বিদায় করিলেন। রাত্রি উপস্থিত হইল। এই ক্ষুদ্র দল সঙ্গে লইয়া, গিদিয়োন সেই পর্ব্বতের ধারে দণ্ডায়মান থাকিলেন। তাহার নিম্নদেশে যিষ্রিয়েল তলভূমিতে মিদিয়নীয়, অমালেকীয় ও পূর্ব্বদেশীয় সৈন্যগণ পঙ্গপালের ন্যায়, এমন কি সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায়, অসংখ্য ভাবে বিস্তৃত ছিল (বিচার ৭; ১২)। এইরূপ সঙ্কটের সময়ে, গিদিয়োনের বিশ্বাস দৃঢ় করিবার নিমিত্ত, ঈশ্বর তাঁহার সজ্জাবাহক ভৃত্য ফুরাকে লইয়া, শত্রু-শিবিরে তাঁহাকে যাইতে বলেন। অতএব তাঁহারা দুই জনে নিস্তব্ধ রাত্রিতে অতি সাবধানে পাহাড় হইতে নামিয়া মিদিয়নীয়দের শিবিরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন, এবং শুনিলেন, এক জন মিদিয়নীয় আপন বন্ধুকে এই স্বপ্ন কথা বলিতেছে। "দেখ আমি একটা স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখ, যেন যবের এক খান রুটী মিদিয়নের শিবিরের মধ্য দিয়া গড়াইয়া গেল ও তাম্বুর নিকটে উপস্থিত হইয়া আঘাত করিল; তাহাতে তাম্বু, খানি উল্টিয়া লম্বমান হইয়া পড়িল" ইহা শুনিয়া অপর ব্যক্তি যাহা বলিল, তাহাতে বুঝা গেল যে, বিপক্ষদের মধ্যে গিদিয়োনের কিরূপ নাম হইয়াছে। সে কহিল, "উহা আর কিছু নয়, ইস্রায়েলীয় যোয়াশের পুত্র গিদিয়োনের খড়্গ; ঈশ্বর মিদিয়নকে ও সমস্ত শিবিরকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।" (বিচার ৭; ১৩—১৪)।

সেই স্বপ্ন ও তাহার অর্থ শুনিয়া, গিদিয়োন আপন কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার সেই তিন শত বিশ্বস্ত লোকের নিকট ফিরিয়া গিয়া, তাহাদিগকে তিন দলে বিভক্ত করিলেন ও প্রত্যেকের হস্তে এক এক

তুরী এবং এক এক শূন্যঘট ও ঘটের মধ্যে এক এক মশাল (বিচার ৭; ১৬) দিয়া, তাহাদিগকে তাঁহার অনুগমন করিতে ও তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার মত কার্য্য করিতে আদেশ করিলেন। মধ্য প্রহরের প্রথমে নূতন প্রহরী স্থাপিত হইবা মাত্র, তিনি পুনরায় শিবিরের প্রান্তে উপস্থিত হইলেন, এবং সেইরূপে তিন দল নিস্তব্ধ ভাবে শিবিরের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিল। হঠাৎ গিদিয়োন ও তাঁহার সহচরগণ তুরী বাজাইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তিন শত তুরী বাজিয়া উঠিল, তিন শত ঘট ভাঙ্গিয়া গেল, ও তিন শত মশাল জ্বলিয়া উঠিল, এবং সকলে উচ্চৈঃস্বরে "সদাপ্রভু ও গিদিয়োনের খড়্গ" বলিয়া মহাসিংহনাদ করিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে মিদিয়নীয়েরা ও অমালেকীয়েরা জাগ্রত হইল ও ভয়ানক গোলমাল দেখিয়া, ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। চারিদিকে এত মশাল জ্বলিতে দেখিয়া, এত ঘট ভাঙ্গার শব্দ ও এত তুরীধ্বনি শুনিয়া তাহারা মনে করিল, না জানি কত বড় বাহিনী আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে.! অতএব অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইয়া চীৎকার শব্দ পূর্ব্বক তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল, এবং অন্ধকারে পড়িয়া পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ও এক জন অন্যের বিপরীতে খড়্গ চালনা করিতে করিতে, তাহারা পূর্ব্বদিকস্থ যর্দ্দনের দিকে পলায়ন করিল। কেবল সেই তিন শত লোকেই যে তাহাদিগকে সরোরাস্থ বৈৎশিটাতে ও টব্বতের নিকটবর্ত্তী আবেলমহোলার সীমা পর্য্যন্ত তাড়া করিল; তাহা নহে, কিন্তু গিদিয়োন মহা জয়লাভ করিয়াছেন বুঝিয়া নপ্তালি, আশের ও সমস্ত মনঃশী প্রদেশ হইতে ইস্রায়েলীয়েরা সমাগত হইয়া মিদিয়নের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিয়া গেল (বিচার ৭; ২৩)। মিদিয়নীয়েরা ইফ্রয়িম পর্ব্বতের নিকটস্থ বৈৎ-বারার ঘাটে পার হইবার আশা করিয়াছিল; কিন্তু গিদিয়োন ইতিপূর্ব্বেই তথায় লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে ইফ্রয়িমের লোকেরা সেই ঘাট অবিলম্বে

অধিকার করিয়া, পলায়িত শত্রুদিগকে বধ করিল।" ঘাট হস্তগত করিবার পূর্ব্বেই, সেবহ ও সলমুন্ন নামক দুই রাজা কতক লোক লইয়া পার হইয়াছিল, তথাপি তাহারা অপর দুই জন অধ্যক্ষ ওরেব ও সেবকে ধরিতে সক্ষম হইল। তাহাদের এক জনকে এক শৈলের নিকটে ও অন্য জনকে দ্রাক্ষাপেষণকুণ্ডের নিকটে বধ করিল, এবং মস্তক ছেদন করিয়া অবিলম্বে গিদিয়োনের অনুগমন করিল। কারণ গিদিয়োন ক্লান্ত হইলেও, তখনও তিনি তিন শত লোক লইয়া যর্দ্দন পার হইয়া মিদিয়নের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিতেছিলেন। গর্ব্বিত ইফ্রয়িম গোষ্ঠী এইরূপ জয়লাভ দেখিয়া, আমাদিগকে আহ্বান কর নাই কেন, বলিয়া গিদিয়োনের সহিত বাদানুবাদ আরম্ভ করিল। গিদিয়োন আশ্চর্য্য ধৈর্য্যপূর্ব্বক বলিলেন, "এখন তোমাদের কর্ম্মেরতুল্য কোন্ কর্ম্ম আমিকরিয়াছি? অবিয়েষরের সমস্ত দ্রাক্ষাফলের চয়ন অপেক্ষা ইফ্রয়িমের পরিত্যক্ত দ্রাক্ষাফল চয়ন কি শ্রেষ্ঠ নয়? তোমাদেরই হস্তে তো ঈশ্বর মিদিয়নের দুই রাজাকে ওরেব ও সেবকে, সমর্পণ করিয়াছেন।" তাঁহার এই কোমল উত্তরে গিদিয়োনের প্রতি তাহাদের ক্রোধ নিবৃত্ত হইল (বিচার ৮ ; ১—৩)।

পথের মধ্যে, দুই স্থানের লোকেরা গিদিয়োনকে সাহায্য করিতে অসম্মত হইয়াছিল। যর্দ্দনের পূর্ব্বদিকস্থ সুক্কোত এবং পর্ব্বতের উপরিস্থ পনুয়েলবাসীগণ তাঁহার শ্রান্তক্লান্ত সৈন্যদিগকে কিছু আহার দিতে অস্বীকার করিয়াছিল, এমন কি, মিদিয়নের দুই রাজাকে তাড়না করিতেছ বলিয়া, তাঁহাকে বিদ্রূপও করিল। ইহাতে তিনি, ফিরিয়া আসিবার সময় প্রতিশোধ লইব, বলিয়া শত্রুদের অনুগমন করিলেন। বিজয়ী ইস্রায়েলীয়েরা এ পর্য্যন্ত এক লক্ষ বিংশতি সহস্র লোককে বধ করিয়াছিল; কিন্তু সেই দুই জন রাজা পোনের সহস্র লোক লইয়া, যর্দ্দনের পূর্ব্ব প্রান্তরস্থ অন্যান্য সকল নগর হইতে দূরবর্ত্তী কর্কোরে গিয়া আশ্রয়

লইয়াছিল। এখানে তাহারা নিরাপদে থাকিবে, মনে করিয়াছিল বটে, কিন্তু গিদিয়োন হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আঘাত করিলেন, ও অবশেষে সেবহ ও সলমুন্ন নামে দুই জন রাজাকে ধরিলেন।

অপর গিদিয়োন জয়ধ্বনি করিতে করিতে, বহুসংখ্যক বন্দী ও তাহাদের সুসজ্জিত উষ্ট্রাদি লইয়া, যর্দ্দনগামী পথ দিয়া ফিরিয়া গেলেন (বিচার ৮; ২১)। পনূয়েলের নিকট উপস্থিত হইলে, তাহার দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পুরুষদিগকে বধ করিলেন। তথা হইতে সুক্কোতে আসিয়া, এক জন যুবার নিকটে সাতাত্তর জন অধ্যক্ষের নাম জানিয়া লইয়া, তাহাদিগকে বন্দীকৃত দুই রাজাকে দেখাইলেন, এবং প্রান্তরের কণ্টক ও শ্যাকুল লইয়া তাহা দ্বারা সুক্কোতের লোকদিগকে শিক্ষা দিলেন, এবং পশ্চিম দিকে যাত্রা করিয়া, মাতৃসহর অফ্রাতে উপস্থিত হইলেন। অবশেষে দুই জন বন্দী রাজাকে ডাকিয়া, এই দীর্ঘ যুদ্ধ যাত্রার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাবোর পর্ব্বতে যে যুবকদিগকে হত্যা করিয়াছিলে, তাহারা কিরূপ লোক ছিল? তাহারা উত্তর করিয়া কহিল, "আপনি যেমন, তাহারাও সেইরূপ। প্রত্যেকে রাজপুত্র সদৃশ ছিল।" তিনি আপন সহোদরদিগের কথা স্মরণ করিয়া, ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাহারা যদি দয়া প্রকাশ করিত, তবে তিনিও তাহাদের প্রাণ বাঁচাইতেন; কিন্তু এখন আর তাহা হইতে পারে না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যেথরকে কহিলেন, "উঠ, ইহাদিগকে বধ কর।" কিন্তু সেই বালক তাহাদিগকে বলবান দেখিয়া ভয় পাইল। তখন তাহাদেরই অনুরোধে গিদিয়োন নিজে তাহাদিগকে বধ করিলেন, এবং তাহাদের উষ্ট্রগুলির গলার সমস্ত চন্দ্রহার খুলিয়া লইলেন (বিচার ৮; ১৮—২১)।

এই নিস্তারের ফল ইস্রায়েলীয়দের পক্ষে দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়াছিল। ফলতঃ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত দেশ নিষ্কণ্টকে রহিল (বিচার

৮ ; ২৮)। কেবল তাহা নহে, কিন্তু যে গর্ব্বিত মিদিয়নীয় জাতি বলিয়াছিল, “আইস আমরা আপনাদের জন্য ঈশ্বরের নিবাস সকল অধিকার করিয়া লই” (৮৩ গীত ১২), ঈশ্বর সেই জাতিকে যে দিনে চক্রের ন্যায় ঘুরাইয়া বা ভূষির ন্যায় উড়াইয়া দূর করিলেন (৮৩ গীত ১৩—১৪), সেই মহাদিনের স্মরণার্থে গিদিয়োনের বেদি, কম্পবান-উনুই, ওরেবের শৈল, ও সেবহের দ্রাক্ষাকুণ্ড রহিল, এবং ইস্রায়েলীয়েরা এই প্রথমবার আপনাদের নিস্তারকর্ত্তাকে রাজা করিতে চাহিল। তাহারা কহিল, “আপনি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে আমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করুন।” এই চাটুবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, আত্মদমন করিতে গিদিয়োনের আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, “আমি তোমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিব না, আমার পুত্রও করিবে না, সদাপ্রভুই তোমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন।” তিনি তাহাদের সম্মুখে এই নিবেদন উপস্থিত করিলেন, যেন তাহারা শক্রদের নিকট হইতে প্রাপ্ত স্বর্ণ কর্ণ-কুণ্ডল কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করে। লোকেরা উষ্ট্রের গলা হইতে চন্দ্রহার প্রভৃতি যাহা কিছু পাইয়াছিল, সে সমস্ত সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। তাহার ওজন এক সহস্র সাত শত শেকল ছিল। তাহা লইয়া গিদিয়োন এক এফোদ প্রস্তুত করিয়া আপনবসতি নগর অফ্রাতে রাখিলেন। তাহাতে “সমস্ত ইস্রায়েল তাহার অনুগমনে ব্যভিচারী হইল। ইহা গিদিয়োনের ও তাঁহার কুলের ফাঁদ স্বরূপ হইল।” রাজপদ অগ্রাহ্য করিলেও তিনি অন্যান্য রাজগণের ন্যায় দুর্ব্বল ছিলেন। তাঁহার অনেক স্ত্রী ও তাঁহার ঔরসজাত সত্তর পুত্র ছিল। অবশেষে, বৃদ্ধ অবস্থায় তিনি শান্তিতে প্রাণত্যাগ করিয়া, অবিয়েষ্রীয় অফ্রাতে তাঁহার পিতা যোয়াশের কবরে কবর প্রাপ্ত হইলেন (বিচার ৮ ; ৩২)।

পঞ্চম অধ্যায়।

অবীমেলক ও যিপ্তহ।

বিচার ৯—১২ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ১২৪৯—১১৮৮।

গিদিয়োনের মৃত্যুর পরে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ পুনরায় যিহোবাকে বিস্মৃত হইল। গিদিয়োনকে ও তাঁহার প্রেরণকর্ত্তাকে ভুলিয়া গিয়া, তাহারা বালবরীৎ (নিয়মের-বাল) কে আপনাদের ইষ্টদেবতা করিল। এমন কি, যে শিখিম, তাহাদের পিতৃপুরুষদিগের স্মরণার্থক চিহ্ন স্থাপনের ও গম্ভীরভাবে ব্যবস্থা দৃঢ়ীকরণের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই পবিত্র স্থানে, এই দেবের উদ্দেশে মন্দিরও স্থাপন করিল।

ইতিমধ্যে, গিদিয়োনের সত্তর জন পুত্র, দেশের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের মধ্যে শিখিমনিবাসিনী কনানীয়া ক্রীত-দাসীর পুত্র অবীমেলক এক জন ছিল। সে আপন মাতুল ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া (বিচার ৯; ১) স্থির করিল যে, কর্ত্তৃত্বপদ আর ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিভক্ত না হইয়া, যেন তাহাদের অস্থি ও মাংসস্বরূপ তাহাকেই দত্ত হয় (বিচার ৯; ২)। তাহাদের মধ্যে একতার বন্ধন বিলক্ষণ দৃঢ় ছিল। তাহার পরিবারস্থ লোকেরা, শিখিমের গৃহস্থদিগকে কহিল, তিনি ত আমাদেরই ভাই! শেষে তাহারা তাহার কল্পনানুসারে বালবরীতের মন্দির হইতে তাহাকে সত্তর খান রৌপ্য দিল।

এই টাকা পাইয়া, অবীমেলক এক দল গুণ্ডা নিযুক্ত করিয়া, অফ্রায় পিতার বাটীতে গিয়া আপন ভ্রাতৃগণকে বধ করিল। কেবল সর্ব্ব-কনিষ্ঠ পুত্র যোথম, পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইল। অবীমেলক এখন একা হওয়াতে, শিখিমের সমস্ত লোক মিলিয়া তাহাকে রাজপদে অভি-

ষেক করিল। এইরূপে তাহারা আপনাদিগকে প্রকাশ্যরূপে ইস্রায়েলের সমাজ হইতে পৃথক করিল। এই সংবাদ যোথমের কর্ণগোচর হইলে, তিনি গুপ্তস্থান হইতে নির্গত হইয়া, গরিষীম পর্ব্বতের চূড়াতে দাঁড়াইয়া, উপত্যকাস্থ নিকটবর্ত্তী ঝোঁপ ও জঙ্গলের দৃষ্টান্ত হইতে তাহাদিগকে কণ্টকরাজার গল্প বলিলেন। "একদা বৃক্ষেরা আপনাদের উপরে অভিষেক করণার্থে রাজার অন্বেষণে গমন করিল। তাহারা জিত বৃক্ষকে কহিল, তুমি আমাদের উপরে রাজত্ব কর; কিন্তু জিত বৃক্ষ তাহাদিগকে কহিল, আমার যে তৈলের নিমিত্তে ঈশ্বর ও মনুষ্যগণ আমার গৌরব করেন, তাহা ত্যাগ করিয়া আমি কি বৃক্ষগণের উপরে মস্তক নাড়িতে যাইব? পরে বৃক্ষগণ ডুমুর বৃক্ষকে বলিল, তুমি আসিয়া আমাদের উপরে রাজত্ব কর; কিন্তু ডুমুর বৃক্ষ তাহাদিগকে কহিল, আমি কি আপন মিষ্টতা ও উত্তম ফল ত্যাগ করিয়া বৃক্ষগণের উপরে মস্তক নাড়িতে যাইব? পরে বৃক্ষগণ দ্রাক্ষালতাকে বলিল, তুমি আসিয়া আমাদের উপরে রাজত্ব কর; কিন্তু দ্রাক্ষালতা তাহাদিগকে কহিল, আমার যে রস ঈশ্বর ও মনুষ্যগণকে প্রসন্ন করে, তাহা ত্যাগ করিয়া আমি কি বৃক্ষগণের উপরে মস্তক নাড়িতে যাইব? পরে সমস্ত বৃক্ষ কণ্টক বৃক্ষকে বলিল, তুমি আসিয়া আমাদের উপরে রাজত্ব কর; তাহাতে কণ্টক বৃক্ষ সেই বৃক্ষগণকে কহিল, তোমরা যদি আপনাদের উপরে বাস্তবিক আমাকে রাজা বলিয়া অভিষেক কর, তবে আসিয়া আমার ছায়ার শরণ লও; নতুবা এই কণ্টক বৃক্ষ হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া লিবানোনের এরস বৃক্ষগণকে গ্রাস করুক।" তৎপরে যোথম শিখিমবাসীদিগকে সমগ্র জাতির মঙ্গলার্থে আপন পিতার কার্য্যাদি স্মরণ করাইলেন ও তাঁহার কুলের প্রতি তাহাদের ভয়ানক অকৃতজ্ঞতা প্রযুক্ত তিরস্কার করিলেন। আরো কহিলেন, সেই কণ্টকস্বরূপ অবীমেলককে রাজা করায় যদি উত্তম কার্য্য করিয়াছ, তবে তাহার বিষয়ে

আনন্দ কর। কিন্তু তাহা যদি না হইয়া থাকে, তবে যাহার ছায়ায় বিশ্বাস করিয়া, আশ্রয় লইয়াছ, তাহার মধ্য হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া তাহাকে ও তাহার অভিষেককারী সকলকে গ্রাস করুক। ইহা কহিয়া যোথম পলায়ন করিলেন।

অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার বাক্য সফল হইল। অবীমেলক তিন বৎসর ইস্রায়েলের উপর কর্তৃত্ব করিল। সে নিজে শিখিমের সমীপস্থ অরুমায় বাস (বিচার ৯; ৪১) করিয়া, আপন প্রতিনিধি সবূলের হস্তে শিখিমের ভার অর্পণ করিল। দ্রাক্ষাফল সংগ্রহ করণের আনন্দজনক সময়ে (বিচার ৯; ১০), এবদের পুত্র গাল একদল ডাকাইতের কর্ত্তা, অবীমেলকের পরিবর্ত্তে হিব্বীয় গোষ্ঠীর হমোরের কুলের কোন এক জনকে মনোনীত করিতে শিখিমের লোকদিগকে পরামর্শ দিল। এই বিষয় সবূলের কর্ণগোচর হইলে, সে অবিলম্বে অবীমেলককে সংবাদ দিয়া, তাহাদিগকে দণ্ড দিবার জন্য আপন দলবলের সহিত আসিতে পরামর্শ দিল। পরে উভয় পক্ষে একটী ভয়ানক যুদ্ধ হয়। তাহাতে অবীমেলক নগর হস্তগত করিয়া তন্মধ্যস্থিত লোকদিগকে খড়্গ দ্বারা বধ করিল, এবং নগর সমভূমি করিয়া তাহার উপরে লবণ ছড়াইয়া দিল (বিচার ৯; ৪৫)। লোকদের মধ্যে অবশিষ্ট এক দল বালবরীত দেবের মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিল। অবীমেলক আপন সঙ্গীদিগকে লইয়া সেখানেও উপস্থিত হইল, এবং পথিমধ্যে সহরের নিকটবর্ত্তী সল্‌মোন পর্ব্বতের অরণ্য হইতে বৃক্ষের শাখা কাটিয়া আনিতে সঙ্গীদিগকে আজ্ঞা দিল (৬৮ গীত ১৪)। পরে সেই সমস্ত শাখা মন্দিরের দ্বারে একত্র করিয়া অগ্নি লাগাইয়া দিল। তাহাতে তন্মধ্যস্থ সমস্তলোক ধূম ও অগ্নিদ্বারা বিনষ্ট হইল। অতঃপর, শিখিম হইতে সে সাড়ে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী, তেবেস নামক সহরে যাত্রা করিয়া তাহা হস্তগত করিল; কিন্তু তন্নিবাসীগণ তথাকার ক্রমাক্রম দৃঢ় দুর্গে আশ্রয় লইল।

অবীমেলক যে প্রণালী দ্বারা শিখিমে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, এখানেও সেই প্রণালী অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিল। এমন সময়ে একটী স্ত্রীলোক যাঁতার একপাট লইয়া, তাহার মস্তকের উপরে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া দিল (বিচার ৯ ; ৫২)। এইরূপ মৃত্যু লজ্জার বিষয় মনে করিয়া, সে আপন অস্ত্রবাহক যুবাকে আঘাত করিতে বলিল। সেই যুবা তাহাকে আঘাত করিলে, সে মরিল।

তাহার মৃত্যুর পর আরো কয়েক জন বিচারকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হন। ইষাখর গোষ্ঠীর তোলয়, ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ শামিরে তেইশ বৎসর কর্ত্তৃত্ব করেন (বিচার ১০ ; ১-২)। তাঁহার মৃত্যুর পরে গিলিয়দীয় যায়ীর, বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত, আপন ত্রিশ জন পুত্রের সহিত কর্ত্তৃত্ব ও সম্ভ্রমাদি ভোগ করেন (বিচার ১০ ; ৩-৪)।



অম্মোনীয়দের আক্রমণ ও যিপ্তহ।

দুঃখের বিষয় এই যে, পূর্ব্বোক্ত শাসনের দ্বারা ইস্রায়েল-সন্তানগণ অবাধ্যতাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইল না। তাহারা বালদেবগণের ও অষ্টারোৎদেবীদের সহিত অরামের দেবগণের, সীদোনের দেবগণের, মোয়াবের দেবগণের, অম্মোন-সন্তান ও পলেষ্টীয়দের দেবগণের সেবা করিতে লাগিল। তাহাতে তাহারা দুই দিক হইতে জাতীয় দণ্ড আপনাদের উপর আকর্ষণ করিল। দক্ষিণ-পশ্চিম ও সেফেলার উর্ব্বরা অঞ্চল হইতে পলেষ্টীয়েরা আসিয়া দেশের এক অংশ হস্তগত করিল, এবং অন্য দিকে, অম্মোন-সন্তানগণ যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থ গোষ্ঠী সকলকে আঠার বৎসর পর্য্যন্ত, অতি অপমান জনক দাসত্বে বদ্ধ রাখিল। কেবল ইহাদিগকে নহে, কিন্তু অম্মোন-সন্তানগণ যর্দ্দন পার হইয়া যিহূদা, ইফ্রয়িম ও বিন্যামীন অঞ্চলের লোকদিগকেও উৎপীড়ন করিতে

লাগিল (বিচার ১০ ; ৬—৯)। এই ভয়ানক দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত ইস্রায়েল-সন্তানগণ সমস্ত মনের সহিত অনুতাপ করিল। বিপদ কালে মিথ্যা দেবদেবীর উদ্দেশে ক্রন্দন করা অনর্থক বুঝিয়া, আপনাদের মধ্য হইতে সে সমস্ত দূর করিয়া দিল, এবং আর একবার হস্ত বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিতে, যিহোবার উদ্দেশে সাধ্যসাধনা করিল। "ইস্রায়েলের কষ্টে তাঁহার প্রাণ দুঃখিত হইল" (বিচার ১০ ; ১৬)। এই হেতু সদাপ্রভু গিলিয়দনিবাসী যিপ্তহকে নিস্তার-কর্তৃপদে নিযুক্ত করিলেন। গিলিয়দের পিতার ভার্য্যাজাত পুত্রেরা যিপ্তহকে পিতৃগৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলে, যিপ্তহ পলায়ন করিয়া গিলিয়দের পূর্ব্বস্থ টোবদেশে গিয়া আশ্রয় লইলেন, এবং সেখানে তিনি এক দল অসারচিত্ত বলবান গুণ্ডার অধ্যক্ষ হইয়া, স্বাধীন ভাবে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি সময়ে সময়ে আপন সঙ্গীদিগকে লইয়া নিকটস্থ গ্রাম সকল আক্রমণ ও লুট করিতেন, ও তাহা দ্বারা তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত (বিচার ১১ ; ১—৩)।

অম্মোনীয়দের যৌয়ালি ভগ্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থ গোষ্ঠীসকল প্রাচীনবর্গকে যিপ্তহের কাছে প্রেরণ করিল। তিনি তাহাদের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করণার্থে অধ্যক্ষ হইবেন কি না, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, যিপ্তহ সম্মত হইলেন, এবং এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইল যে, তিনি যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইলে, তাহাদের মধ্যে প্রধান হইবেন। প্রথমতঃ তিনি অম্মোনীয়দের কাছে দূতের দ্বারা বুঝাইয়া দেন যে, গিলিয়দ অঞ্চল ইস্রায়েলের অধিকার। ইহাতে তাহারা ঐ অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করায়, তিনি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন, এবং গিলিয়দ ও মনঃশী হইতে বীরগণকে আহ্বান করিয়া একত্র করেন। যুদ্ধে যাত্রা কালে পরজাতীয় বিশেষতঃ, অম্মোনীয়দের প্রথানুসারে (২ রাজা ৩ ; ২৭), তিনি সদাপ্রভুর উদ্দেশে মানত করিয়া কহি-

লেন, "তুমি যদি অম্মোন-সন্তানগণকে নিশ্চয় আমার হস্তে সমর্পণ কর, তবে অম্মোন-সন্তানগণের নিকট হইতে আমার কুশলে প্রত্যাগমন কালে, যে কিছু আমার গৃহের কপাট হইতে নির্গত হইয়া আমার সম্মুখে আসিবে, তাহা নিশ্চয়ই সদাপ্রভুর হইবে, আর আমি তাহা হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিব" (বিচার ১১ ; ৩০)। গিলিয়দের অরণ্যমধ্যে এই যুদ্ধ হয় ; তাহাতে অম্মোনীয়েরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। অর্ণোন নদীর তীরস্থ অরোয়েরের অবধি মিন্নীৎ ও আবেল-করামীম পর্য্যন্ত বিংশতি নগর যিপ্তহের হস্তগত হয় (বিচার ১১ ; ৩৩)।

কিন্তু তাঁহার এই জয়লব্ধ মহানন্দ, অবিবেচনাকৃত ও পরজাতীয়দের ন্যায় মানত প্রযুক্ত শোকে ও দুঃখে পরিণত হইল। গিলিয়দস্থ মিস্পীতে, আপন গৃহে প্রত্যাগমন কালে, তাঁহার এক মাত্র কন্যা তবল হস্তে করিয়া নৃত্য করিতে করিতে, তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থে বাহিরে আসিল। আপন কন্যার দেখা পাইবামাত্র তিনি আপন বস্ত্র চিরিলেন, এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, আপন মানত তাহাকে জানাইলেন। সাহসী বালিকা, সেই শোচনীয় মানত পূর্ণ করণে অস্বীকৃতা হইল না। সে নিবেদন করিয়া কহিল, "দুই মাসের জন্য আমাকে বিদায় কর, আমি আপন সখীগণের সহিত গিলিয়দস্থ আপন মাতৃভূমির পর্ব্বতে থাকিয়া কুমারীত্বের জন্য বিলাপ করি।" সেই নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইলে সে আপন পিতার নিকটে প্রত্যাগমন করিল। পিতা স্বকৃত মানত অনুসারে তাহার প্রতি করিলেন (বিচার ১১ ; ৩৯)। যিপ্তহ মহাযাজকের সহিত পরামর্শ না করিয়া, অথবা এই সম্বন্ধে ব্যবস্থার কঠিন আদেশ না জানিয়া, বরং পৌত্তলিকভাবাপন্ন লোকের মত এই কার্য্য সাধন করিলেন (লেবী ১৮ ; ২১। দ্বিঃ বিঃ ১২ ; ৩১)। এই ভয়ানক বলিদান স্মরণার্থে, বৎসরে বৎসরে ইস্রায়েলীয় কন্যাগণ আপনাদের

সাহসী ভগিনীর জন্য বিলাপ করিতে, বৎসরের মধ্যে চারি দিবস গিলিয়দের পর্ব্বতে গমন করিত।

সে যাহা হউক, এই জয়ের ফল ভোগ করিতে, বা শোচনীয় মানতের জন্য শোক করিতে, যিপ্তহের ভাগ্যে সুযোগ ঘটে নাই। গিদিয়োনের মত তাঁহাকেও সেই গর্ব্বিতমনা ও ঈর্ষ্যাপূর্ণ গোষ্ঠী ইফ্রয়িমের বচসা ভোগ করিতে হইয়াছিল; কারণ তিনি সেই জয়লব্ধ গৌরবের অংশী হইবার জন্য তাহাদিগকে আহ্বান করেন নাই। এই অসঙ্গত দাওয়া করিয়া, ও যিপ্তহের গৃহাদি দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া, তাহারা গিলিয়দঅঞ্চল আক্রমণ করিল, এবং "রে গিলিয়দীয়েরা! তোমরা ইফ্রয়িমের মধ্যে ও মনঃশির মধ্যে ইফ্রয়িমের পলাতক," ইহা বলিয়া তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিল। তাহাতে গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ আরম্ভ হইল, এবং ইফ্রয়িমীয়েরা সম্পূর্ণ পরাস্ত হইল। তাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়া যর্দ্দনের ঘাট পর্য্যন্ত পলায়ন করিয়া দেখিল, যিপ্তহের লোকেরা ঘাট সকল হস্তগত করিয়াছে। যে কোন ব্যক্তি 'শিব্বোলেৎ' শব্দটী শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে পারিল না, তাহাকে পার হইতে না দিয়া বধ করা গেল। ইহাতে শ এর পরিবর্ত্তে স উচ্চারণ করাতে, বিয়াল্লিশ সহস্রের অধিক লোক মারা পড়িল। এই উচ্চারণের পার্থক্য দ্বারা জানা গেল যে, তাহারা পশ্চিমপারস্থ ইফ্রয়িমীয় লোক ছিল। গিলিয়দ-সন্তানদের সহিত যিপ্তহ যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি ছয় বৎসর পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, ও আপন জাতীয় নগরে কবর প্রাপ্ত হইলেন (বিচার ১২; ১–৭)।

যিপ্তহের পরে কয়েক জন সামান্য বিচারকর্ত্তা উৎপন্ন হইয়া কর্ত্তৃত্ব করেন।" ইহাদের বিষয় পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, পুরুষানুক্রমিক রাজত্বের দিকে ইস্রায়েলীয়দের টান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। এইরূপে সবূলূন গোষ্ঠীর মধ্যে বৈৎলেহমীয় ইবসন ইস্রায়েলের উত্তর-

পশ্চিম অঞ্চলের উপর সাত বৎসর কর্তৃত্ব করেন, এবং স্বীয় পদমর্য্যাদা আপনার ত্রিশ জন পুত্র ও ত্রিশ জন কন্যাকে ভাগ করিয়া দেন। উক্ত গোষ্ঠীজাত এলোন দশ বৎসর ইস্রায়েলের বিচার করিলেন, এবং তাঁহার পরে শিখিম হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী ইফ্রয়িমের অন্তর্গত পিরিয়াথোন নিবাসী অব্দোন বিচারকর্ত্তা হন। তিনি আট বৎসর বিচার করেন, এবং তাঁহার সন্তানগণও তাঁহার রাজতুল্য সম্ভ্রমের অংশী হইলেন (বিচার ১২; ৮—১৪)।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ হইতে আক্রমণ; শিম্‌শোন।

বিচার ১৩—১৬ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ১১৬১–১১২০।

ইতিমধ্যে পলেষ্টীয়েরা * কিনানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সেফালা বা নিম্নভূমিতে অবস্থিতি করিতেছিল কেবল তাহা নহে, কিন্তু ইস্রা-

---

* সাক্সন ও ডেন জাতি যেমন বিভিন্ন সময়ে পর পর ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়াছিল, পলেষ্টীয় (ভ্রমণকারী) জাতি তদ্রূপ কিনানের দক্ষিণ পশ্চিম নিম্ন অঞ্চলে তিন দলে বিভক্ত হইয়া পর পর আক্রমণ করে।

(ক) প্রথম দল—কসলূহীর গোষ্ঠী হইতে উৎপন্ন (আদি ১০; ১৪)।

(খ) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দল—কপ্তোরীয়গোষ্ঠী হইতে উৎপন্ন (দ্বিঃ বিঃ ২; ২৩। যিরি ৪৭; ৪। আমো ৯; ৭)। ইহারা মিসর বা নিকটবর্ত্তী ক্রীতি দ্বীপ হইতে আসিয়াছিল।

(গ) তৃতীয় দল—করেথীয় গোষ্ঠী হইতে উৎপন্ন (১ শমূ ৩০: ১৪)।

কসলূহীর দল অব্বীয়দিগকে তাড়াইয়া দিয়া (দ্বিঃ বিঃ ২: ২৩) আব্রাহাম ও ইসহাকের সময়ে গরারে একটী রাজধানী স্থাপন করে। তাহাদের এক দল স্থায়ী বাহিনী ছিল (আদি ২১; ২২। ২৬: ২৬)। যাত্রাপুস্তকের পর কোন পুস্তকে গরারের ইতিহাস আর পাওয়া যায় না, বরং পলেষ্টীয় রাজ্যে পাঁচটী নূতন নগর দেখা যায়। প্রত্যেকটী এক এক পর্ব্বতশৃঙ্গে অবস্থিত ও তাহার চতুর্দ্দিকে পল্লীগ্রাম। প্রত্যেক নগরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধ্যক্ষ ছিল; কিন্তু সকলে এক পরামর্শী হইয়া কর্তৃত্ব করিত। তাহাদের নাম,—ঘসা, অসদোদ, অস্কিলোন, গাত, ইক্রোণ (যিহো ১৫; ৪৫-৪৭। ১ বংশা ১৮; ১)। তৃতীয় দল করেথীয়দের উপস্থিতি প্রযুক্ত এই সময় পলেষ্টীয়দের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

য়েলের প্রতি যে ভয়ানক ও দীর্ঘকালব্যাপী শত্রুতা শৌল ও দায়ূদের সময় হইতে হিষ্কিয়ের সময় পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, এই সময়ে তাহারই সূত্রপাত হয় (২ রাজা ১৮; ৮,)। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রগোষ্ঠী দানের উপরে তাহাদের এই দৌরাত্ম্য বিশেষরূপে প্রকাশ পাইল। কিছু দিন পূর্ব্বে এই গোষ্ঠী ইমোরীয়দের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিল, এই কারণে ইহাদেরই মধ্য হইতে নিস্তারকর্ত্তা উৎপন্ন হইলেন। ইতিপূর্ব্বে বিচার-কর্ত্তৃগণ যে ভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইনি সেরূপ ভাবে না হইয়া, স্বতন্ত্র ভাবে নিযুক্ত হন। ফলতঃ, ইনি পূর্ব্বাবধি এই কার্য্যের জন্য আহূত ও নিযুক্ত ছিলেন।

পলেষ্টীয়াস্থ উর্ব্বরা নিম্নভূমির প্রান্তে, সরা নামক এক পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে, দান গোষ্ঠীর মধ্যে মানোহ নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়াতে নিঃসন্তানা ছিলেন। যিহোবার এক দূত আসিয়া তাঁহাকে বলেন, তোমার একটী পুত্র হইবে, আর সেই বালক জন্মাবধি ঈশ্বরের উদ্দেশে নাসরীয় হইবে। তাহার মস্তকে ক্ষুর উঠিবে না; সে দ্রাক্ষারস কি সুরা পান করিবে না; এবং সে পলেষ্টীয়-দের হস্ত হইতে ইস্রায়েলকে নিস্তার করিতে আরম্ভ করিবে (বিচার ১৩; ৫)। এই সকল কথা মানোহের স্ত্রী আপন স্বামীকে জ্ঞাত করেন। যিহোবার দূত এই ঘটনা সম্বন্ধে পিতামাতার বিশ্বাস দৃঢ় করণার্থে দ্বিতীয়বার দেখা দেন, এবং গিদিয়োনের ন্যায় মানোহের ভক্ষ্য নৈবেদ্য উৎসর্গকালে তিনি অগ্নিশিখাতে উর্দ্ধগমন করেন (বিচার ১৩; ২০)।

কালক্রমে বালকটীর জন্ম হইল, ও তাঁহার নাম শিম্‌শোন (সূর্য্য-তুল্য) রাখা গেল। তাঁহার বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বরিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি সময়ে সময়ে আপন গোষ্ঠীর মধ্যে বিখ্যাত ছয় শত যোদ্ধা লইয়া, মহনে-দানস্থ শিবির হইতে বাহির

হইয়া এমন কার্য্য সাধন করিতে আরম্ভ করিলেন যে, "শেষে পলেষ্টীয়েরা তাঁহার বিষয়ে অত্যন্ত ভীত হইল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পিতা মাতা যেরূপ আশা করিয়াছিলেন, পলেষ্টীয়দের প্রতি তদ্রূপ শত্রুতা তিনি প্রকাশ করেন নাই। তিনি পলেষ্টীয়দের অধিকৃত-ভূমি তিম্নায় নামিয়া গেলেন, তথায় তাহাদের একটী কন্যাকে দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার পিতামাতা অতি অনিচ্ছা পূর্ব্বক ইহাতে সম্মত হন, এবং আপনাদের স্বেচ্ছাচারী পুত্রের সহিত সরা হইতে তিম্নায় যাত্রা করেন। পথে তাঁহাদিগকে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতে হইল। এই স্থানটী পর্ব্বতময়, এবং এখানে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিত। ইহার মধ্যে কোন এক নির্জ্জন স্থানে শিমশোন এক যুব সিংহ দেখিতে পান। তাঁহার হস্তে কোন অস্ত্র না থাকিলেও, তিনি ছাগবৎস ছিঁড়িবার মত সিংহকে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তদ্বিষয় সামান্য জ্ঞান করিয়া তিনি আপন পিতা মাতাকে কিছুই বলেন নাই; কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে তিম্নায় নামিয়া গিয়া, কন্যার সহিত আলাপাদি করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। দ্বিতীয়বার এই পথ দিয়া যাত্রাকালে, তিনি মৃত সিংহের অস্থি দেখিতে গিয়া, তাহাতে এক ঝাঁক মধুমক্ষিকা ও মধুর চাক দেখিতে পাইলেন। তাহার কতক নিজের জন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট অংশ আপন পিতামাতাকে দিলেন; কিন্তু তাহা কোথা হইতে আনিয়াছেন, তাহা তাহাদিগকে বলিলেন না। তিম্নায় কয়েক দিবস ধরিয়া বিবাহের উৎসব চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে এক দিন বর, আপন ত্রিশ জন সহচরের নিকট এই সর্ত্তে একটী প্রহেলিকা বলেন যে, যদি তোমরা উৎসবের সাত দিনের মধ্যে ইহার অর্থ বলিতে পার, তবে আমি তোমাদিগকে ত্রিশ খান চাদর ও ত্রিশ যোড়া বস্ত্র দিব; কিন্তু না পারিলে ঠিক ঐরূপ তোমরা আমাকে দিবে। ইহাতে তাহারা সম্মত হইলে তিনি বলিলেন—

"খাদক হইতে নির্গত হইল খাদ্য,

বলবান হইতে নির্গত হইল মিষ্টতা।"

তিন দিনের মধ্যে তাহারা উহার অর্থ করিতে না পারিয়া, শিমশোনের স্ত্রীকে বিরক্ত করিয়া বলিল, ইহার অর্থ আমাদিগকে না জানাইলে আমরা তোমাকে ও তোমার পিতৃকুলকে অগ্নিতে দগ্ধ করিব। শিমশোনের স্ত্রী তাহার অর্থ জানিবার জন্য, তাঁহার কাছে বিস্তর রোদন করিল। শিমশোন্ কোন মতে তাহার অনুরোধ শুনিলেন না; কিন্তু উৎসবের শেষ দিবসে, তাহার পীড়াপীড়ি প্রযুক্ত প্রহেলিকার অর্থ বলিয়া দিলেন। তাহাতে সন্ধ্যা কালে সেই ত্রিশ জন যুবা শিমশোন্‌কে কহিল—

"মধু অপেক্ষা মিষ্ট কি?

আর সিংহ অপেক্ষা বলবান কি?"

বীর তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা যদি আমার গাভী দ্বারা চাস না করিতে, আমার প্রহেলিকার অর্থ করিতে পারিতে না।" পরে তৎক্ষণাৎ তিনি পলেষ্টীয়দের পাঁচ নগরের মধ্যে এক নগর,—ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণপার্শ্বস্থ অস্কিলোনে নামিয়া গিয়া তথাকার ত্রিশ জনকে আঘাত করিলেন, ও তাহাদের বস্ত্র খুলিয়া লইয়া পুরস্কার স্বরূপে অর্থকারীদিগকে দিলেন।

পরে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া, স্ত্রী ত্যাগ করত সরাতে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু গোমশস্যচ্ছেদনের সময় তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হইলে, স্ত্রীর প্রতি পুনরায় তাঁহার প্রেমের উদয় হইল। তাহাতে তিনি একটী ছাগবৎস লইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন; কিন্তু তাঁহার শ্বশুর কহিল, "আমি নিশ্চয় মনে করিয়াছিলাম, তুমি তাহাকে নিতান্ত ঘৃণা করিলে, তাই আমি তাহাকে তোমার মিত্রকে দিয়াছি।" ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া, পলেষ্টীয়দের হইতে ইহার প্রতি-

শোধ লইতে স্থির করিলেন, এবং তিনি তিন শত শৃগাল ধরিয়া, মশাল লইয়া তাহাদের লেজে লেজে যোগ করিয়া, দুই দুই লেজে এক এক মশাল বাঁধিলেন। পরে তাহাতে অগ্নি দিয়া পলেষ্টীয়দের শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিলেন; তাহাতে বাঁধা আঁটি ও অচ্ছিন্ন শস্য ও জিতবৃক্ষের উদ্যান, সকলই দগ্ধ হইল। এই ভয়ানক কার্য্য কাহার দ্বারা হইয়াছে, পলেষ্টীয়েরা তাহা অবগত হইয়া, শিমশোনের স্ত্রী ও শ্বশুরকে অগ্নিতে দগ্ধ করিল। ইহাতে শিমশোন্‌ও তাহাদিগকে আঘাত করিয়া অনেককে বধ করিলেন, ও বৈৎলেহমের নিকটস্থ ঐটম শৈলের ফাটালে গিয়া বাস করিলেন। পলেষ্টীয়েরা তথায় উপস্থিত হইয়া, যিহূদার লোকদিগকে বলিল, যেন তাহারা শিমশোনকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করে। এই সাহসী গোষ্ঠী এত দূর হীনপ্রতাপ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাদের মধ্যে তিন সহস্র লোক ঐটম শৈলে গিয়া, শিমশোন্‌কে দুই গাছা রজ্জুতে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া আনিল। তিনি লিহীতে উপস্থিত হইলে, পলেষ্টীয়েরা তাঁহার প্রতিকূলে জয়ধ্বনি করিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সদাপ্রভুর আত্মা তাঁহার উপরে আসিলে, তাঁহার দুই বাহুস্থিত দুই রজ্জু অগ্নিদগ্ধ শণের ন্যায় হইল, এবং গর্দ্দভের এক কাঁচা হনু দেখিতে পাইয়া, তদ্দ্বারা পলেষ্টীয়দের সহস্র লোককে বধ করিলেন। ইহা স্মরণার্থে তাহার নাম রামৎ-লিহী (হনু-গিরি) রাখিলেন। এইরূপে ক্লান্তিহেতু অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হওয়াতে ভীত হইলেন, পাছে এই দুর্ব্বল অবস্থায় আবার তিনি শত্রু হস্তে পতিত হন; কিন্তু সদাপ্রভু লিহীস্থিত শূন্যগর্ত্ত স্থান বিদীর্ণ করিয়া তাহা হইতে জল বাহির করিলেন; তিনি তাহা পান করিয়া সবল হইলেন। অতএব তাহার নাম ঐন-হক্কোরী (আহ্বানকারীর উনুই) রাখিলেন (বিচার ১৫; ১৬-১৯)।

পরে শিমশোন্ ঘসা (বলবান) নগরে গমন করেন। ইহা যিহূদা

গোষ্ঠীর অধিকার ভুক্ত হইলেও, পলেষ্টীয়েরা বলপূর্ব্বক দখল করিয়াছিল (যিহো ১৫; ৪৭। বিচার ১; ১৮)। পলেষ্টীয়েরা শিমশোন্‌কে ধরিবার অভিপ্রায়ে, সমস্ত রাত্রি প্রবেশ-দ্বারের কাছে লুকাইয়া থাকিল; কিন্তু তিনি অর্দ্ধ রাত্রিতে উঠিয়া নগর-দ্বারের অর্গল শুদ্ধ দুই কবাট ও দুই বাজু স্কন্ধে করিয়া হিব্রোণের সম্মুখস্থ পর্ব্বত-শৃঙ্গে লইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি ঘসার নিকটস্থ সোরেক উপত্যকানিবাসিনী দলীলা নাম্নী পলেষ্টীয়া এক স্ত্রীর প্রেমে মগ্ন হন। তাঁহার এই শেষ ভালবাসা প্রযুক্ত, তিনি ধৃত ও হত হন। পলেষ্টীয়দের পাঁচ জন অধ্যক্ষ, কিসে তাঁহার এমন মহাবল হয়, তাহার তত্ত্ব জানিতে সেই স্ত্রীকে অনুরোধ করে ও প্রত্যেকে এগার শত রৌপ্য মুদ্রা পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করে। তদনুসারে সেই স্ত্রী জানিবার জন্য তিন বার তাঁহাকে বিরক্ত করে; কিন্তু তিনি তাহাকে ফাঁকি দেওয়ায়, কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কাঁচা তাঁইত ও নূতন রজ্জুর দ্বারা বাঁধিলেও, এবং মস্তকের সাত গুচ্ছ কেশ তানার সহিত বুনিয়া তাঁইতের গোঁজের সহিত বদ্ধ করিলেও, তিনি অনায়াসে পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন; কিন্তু চতুর্থবারে শিমশোন্ আপন মনের সমস্ত কথা,—নাসরীয় ব্রতের নিগূঢ় বিষয় ভাঙ্গিয়া বলিলে, দলীলা কৃতকার্য্য হইল। এইরূপে দলীলা আপন জানুর উপরে তাহাকে নিদ্রিত করিয়া, মস্তকের সাত গুচ্ছ কেশ ক্ষৌরি করাইল। অতঃপর জাগ্রত হইয়া মহাবীর দেখিলেন যে, তাঁহার বল তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত পলেষ্টীয়েরা ইহার অপেক্ষায় ছিল; এখন তাহাদের অভিসন্ধি পূর্ণ হইয়াছে জানিয়া, কুঠরীতে লম্ফ দিয়া প্রবেশ করিল ও তাঁহাকে ধরিয়া চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করিল, এবং পিত্তলের দুই শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ঘসাতে লইয়া গেল। সেখানে তিনি কারাগারে যাঁতা পেষণ করিতে থাকিলেন (বিচার ১৬; ২১)।

পরে পলেষ্টীয়েরা আপনাদের দেবতা দাগোনের উদ্দেশে মহা উৎ-

সব করিতে দিন স্থির করিল। তাহারা মনে করিল, আমাদের দেবতা শিমশোন্‌কে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। এই দেবতা, দেখিতে অর্দ্ধেক মৎস্য ও অপর অর্দ্ধেক মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট ছিল। এই দাগোন অসদোদের প্রধান দেবতা; তদ্রূপ অস্কিলোনে দরকেতো, ইক্রোণে বলসবুব ও ঘসায় মর্ণা (প্রকৃতি) প্রধান দেবতা। এই উৎসবের সময়ে, কৌতুক দেখিবার জন্য শিমশোনকে তথায় আনা হয়। যে প্রাসাদে উৎসব হইতেছিল, তাহা সম্ভবতঃ একটী ঢালু স্থানে নির্ম্মিত। স্ত্রী ও পুরুষে সেই গৃহ পরিপূর্ণ; ছাদের উপরেও প্রায় তিন সহস্র লোক সমাগত ছিল। একটী বালক অন্ধবীরের হস্ত ধরিয়া তথায় লইয়া আসিলে, বালকটী তাঁহার অনুরোধে তাঁহাকে প্রধান দুই স্তম্ভের মধ্যে হেলান দিয়া দাঁড়াইতে দিল। তখন শিমশোন্ প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, "হে ঈশ্বর, অনুগ্রহ করিয়া কেবল এই একটিবার আমাকে বলবান করুন, যেন আমি পলেষ্টীয়দিগকে আমার দুই চক্ষুর নিমিত্ত একেবারে প্রতিশোধ দিতে পারি।" পরে দুই হস্তে দুই স্তম্ভ ধরিয়া, "পলেষ্টীয়দের সহিত আমার প্রাণ যাউক," ইহা বলিয়া শিমশোন্ আপনার সমস্ত বলে নত হইয়া পড়িলেন। তাহাতে ঐ গৃহ পলেষ্টীয় অধ্যক্ষগণের ও সমাগত সমস্ত লোকের উপর পড়িল। শিমশোনের মৃত দেহ ভগ্নগৃহ হইতে বাহির করিয়া, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও সমস্ত পিতৃকুল সরা ও ইষ্টায়োলের মধ্যস্থানে তাঁহার পিতা মানোহের কবরস্থানে তাঁহাকে কবর দিল (বিচার ১৬; ৩১)।

তিনি বিংশতি বৎসর ইস্রায়েলের বিচার করেন। সদাপ্রভুর দূত তাঁহার পিতামাতাকে বলিয়াছিলেন যে, "তিনি পলেষ্টীয়দের হস্ত হইতে ইস্রায়েলকে নিস্তার করিতে আরম্ভ করিবেন।" আর বাস্তবিক তিনি সেই কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি আপন দোষেই সেই কার্য্য শেষ করিতে পারিলেন না। তিনি হঠাৎ আপন কল্পনা দ্বারা চালিত হইয়া, বিশেষ

বিশেষ কার্য্য করিয়া ফেলিতেন। তাঁহাকে যে মহাবল দত্ত হইয়াছিল, তাহা তিনি অনর্থক ব্যয় করিলেন ও আপন ঐশ্বরিক আহ্বানের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গেলেন। তবুও ইহা বলা আবশ্যক যে, তাঁহার কার্য্যের গুণে তাঁহার স্বজাতীয়দের দোষ প্রকাশ পাইল। ফলতঃ তাহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে একাকী ত্যাগ করিল, এমন কি, শত্রুদের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিতও হইল না। তাঁহা দ্বারা যে কার্য্য আরম্ভ হয়, তাহা সমাপন করিতে স্বতন্ত্র লোকের আবশ্যকতা দেখা যায়। ফলতঃ, সাধারণ প্রজাদিগের আত্মিকভাব নূতন ও আভ্যন্তরিকসংশোধন করিতে বিশেষ ভাবাপন্ন লোকের প্রয়োজন ছিল।

কি উপায়ে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার পূর্ব্বে শাস্ত্র আমাদিগকে একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জ্ঞাত করে। তদ্দ্বারা আমরা বিচারকর্ত্তৃগণের কালে, সময়ে সময়ে কেমন সুন্দর সুন্দর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারি। বিচারকর্ত্তৃগণের কালে, দেশে একবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তখন বৈৎলেহম-যিহূদা হইতে ইলীমেলক নামক ইস্রায়েলীয় এক পুরুষ, আপন স্ত্রী নয়মী ও দুইটি পুত্র মহলোন ও কিলিয়োনকে লইয়া, যর্দ্দনের পূর্ব্ব পারস্থ মোয়াব দেশে প্রবাস করিতে গেল। সেখানে ইলীমেলক মরিল ও তাহার দুই পুত্র অর্পা ও রূৎ নাম্নী মোয়াবীয়া দুই কন্যাকে বিবাহ করিল।

ন্যূনাধিক দশ বৎসর গত হইলে, পুত্র দুইটীও তথায় মরিয়া গেল। এমন সময়ে নয়মী, ইস্রায়েল দেশে দুর্ভিক্ষ নিবারণ হইয়াছে শুনিয়া, ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিল। তাহার পুত্রবধূ রূৎ কিছুতেই আপন লোকদের সহিত বাস করিতে সম্মত না হওয়ায়, সেও তাহার সঙ্গে গেল। যবশস্যচ্ছেদনের আরম্ভ কালেই তাহারা বৈৎলেহমে উপস্থিত হইল। বৈৎলেহমের প্রান্তভাগে বোয়স নামক ইলীমেলকের গোষ্ঠীভুক্ত এক জন ধনবান্ জ্ঞাতির ক্ষেত্র ছিল; তথায় রূৎ শস্য সংগ্রহ করিতে গমন

করিল। নগরস্থ লোকদিগের মুখে এই বিদেশিনীর বৃত্তান্ত শুনিয়া বোয়স মোয়াবীয়ার প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন ও তাহাকে আপন ক্ষেত্রে শস্য কুড়াইতে অনুমতি দিলেন। কেবল তাহা নহে, কিন্তু ছেদকদের জন্য প্রস্তুত আহারসামগ্রীর একাংশও তাহাকে দিলেন। আপন শাশুড়ীর পরামর্শ মত রূৎ, ধনী বোয়সের কাছে জ্ঞাতিসূত্রে তাঁহার সহিত আপনার সম্বন্ধ ব্যক্ত করিলে, বোয়স তাহা জ্ঞাত থাকাতে কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভার গ্রহণে সম্মত হন। এই কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে ইলীমেলকের ভূমি খণ্ড গ্রহণ, ও রূৎকে বিবাহ করিয়া মৃত ব্যক্তির বংশ রক্ষা করণ, এই দুই প্রধান বিষয় ছিল। বোয়স অপেক্ষা নিকট সম্পর্কীয় আর এক জন জ্ঞাতি ছিল, প্রথমে তাহাকে এই কর্ত্তব্য সাধন করিতে বলা হয় (দ্বিঃ বি ২৫; ৫-১০)। তিনি রূৎকে বিবাহ করিতে অসম্মত হওয়ায়, বোয়স বৈৎলেহমনিবাসী দশ জন প্রাচীন ও সমাগত লোকদের সম্মুখে সেই ভূমি খণ্ড উদ্ধার ও রূৎকে বিবাহ করিলেন, ও এইরূপে দায়ূদ রাজার পিতামহ ওবেদের পিতা হইলেন।

এই সুন্দর ইতিহাস হইতে, গৃহস্থ ও শস্যচ্ছেদকদের মধ্যে প্রগাঢ় সৌহৃদ্য ভাব, যিহূদীদিগের ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা, অন্যের নিকটে ভূসম্পত্তি-বিক্রয়ের নিয়ম, দুঃখী ও অনাথ পরিবারকে দুরবস্থা হইতে উদ্ধারের জন্য মোশির ব্যবস্থাপালন, প্রভৃতি ইব্রীয়দের মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি সামাজিক নিয়ম সম্বন্ধে শিক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ রূপে আমরা উক্ত মোয়াবীয়া স্ত্রীর নিঃস্বার্থভাব, অটলপ্রেম, ও স্থির বিশ্বাস দেখিতে পাই। তিনি মনোনীত বংশোদ্ভবা না হইলেও, কনানীয়া তামর (আদি ৩৮; ২৯। মথি ১; ৩) এবং কনানীয়া রাহবের (মথি ১; ৫) ন্যায়, দায়ূদের ও তাঁহার মহান পুত্রের পূর্ব্ব মাতৃস্থানীয়া হইবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন (রূৎ ৪; ১৮-২২)।

অষ্টম খণ্ড।

শমূয়েলের সময় হইতে দায়ূদের রাজা হওন পর্য্যন্ত।

——:-*-:——

প্রথম অধ্যায়।

এলি ও শমূয়েল।

১ শমূ ১—৪ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ১১৭১—১১৪১।

শিমশোন কুড়ি বৎসর ইস্রায়েলের বিচার করেন। ইতিমধ্যে মহাযাজকের পদ কোন না কোন কারণে, ইলিয়াসর বংশ হইতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈথামরের বংশে স্থানান্তরিত হয় (১ বংশ ৬; ৪—১৫। ২৪; ৪)। এই সময় এলি উক্ত পদে নিযুক্ত থাকিয়া, মহাযাজক ও বিচারকর্ত্তা, এই উভয়বিধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। শীলোতে নিয়মতাম্বু ও নিয়মসিন্দুক থাকাতে, অনতি বিলম্বে তাহা একটী সহর হইয়া উঠে। এই সহরের প্রবেশদ্বারের ভিতরে একটী আসন স্থাপিত ছিল (১ শমূ ১; ৯। ৪; ১৩)। এলি তাহার উপরে বসিয়া, উৎসব উপলক্ষে আগত উপাসকদিগের তত্ত্ব লইতেন।

এইরূপে এলি তথায় বসিয়া, প্রতি বৎসর কুটীরবাস পর্ব্ব পালন উপলক্ষে আগত যাত্রিদিগের মধ্যে, ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ রামাথয়িম-সোফীম নিবাসী, ইলকানা নামে এক ব্যক্তিকে সপরিবারে উপস্থিত হইতে দেখিতে পাইতেন। এই ব্যক্তি কহাতীয় গোষ্ঠীজাত লেবীয় হইলেও, তাহার দুইটী স্ত্রী ছিল (১ বংশ ৬; ২৭—৩৪)। ইস্রায়েলের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এরূপ বহুবিবাহ প্রায় দেখা যাইত না। তাহার পনিন্না নাম্নী

স্ত্রীর অনেক সন্তান হইয়াছিল; কিন্তু ভালবাসা স্ত্রী হান্না নিঃসন্তানা ছিলেন। এই হেতু হান্না সতত দুঃখিত মনে থাকিতেন। অপিচ তাঁহার সপত্নী সর্ব্বদা তাঁহাকে বিদ্রূপ করাতে, সেই মনঃপীড়া আরো বৃদ্ধি হইত। একদা এলি প্রবেশদ্বারে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এই ক্ষুদ্র পরিবারস্থ এক জনের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। বলিদান সম্বন্ধীয় উৎসব সমাপ্ত হইলে, হান্না আপন সপত্নীর বিদ্রূপ বাক্য হেতু মনের তিক্ততা সহ্য করিতে না পারিয়া, ধর্ম্মধামের সম্মুখে মনে মনে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার এইরূপ প্রার্থনাকালে মহাযাজক তাঁহার ওষ্ঠাধর নড়িতে দেখিলেন; কিন্তু কোন স্বর শুনিতে পাইলেন না। এই হেতু তিনি তাঁহাকে মত্তা জ্ঞান করিয়া ভৎর্সনা করিলেন, ও দ্রাক্ষারসপান ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। তাহাতে হান্না আপন মনস্তাপের গুপ্ত কারণ তাঁহাকে জ্ঞাত করিলে, বৃদ্ধ মহাযাজক আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হন, ও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন, "তুমি কুশলে যাও; ইস্রায়েলের ঈশ্বরের কাছে যাহা যাচ্ঞা করিলে, তাহা তিনি তোমাকে দিউন" (১ শমূ ১; ১৭)।

বোধ হয়, হান্না মানোহের স্ত্রীর বৃত্তান্ত জানিতেন। এই হেতু তিনিও সদাপ্রভুর উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, "যদি তুমি...... আপন দাসীকে পুত্রসন্তান দেও, তাহা হইলে আমি তাহার যাবজ্জীবন তাহাকে তোমার উদ্দেশে নিবেদন করিব; তাহার মস্তকে ক্ষুর উঠিবে না"; অর্থাৎ, সে নাসরীয় হইবে। তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। পরবৎসর কুটীর বাস পর্ব্বের পূর্ব্বে তাঁহার একটী পুত্র হয়। আর "আমি সদাপ্রভুর কাছে ইহাকে যাচ্ঞা করিয়া লইয়াছি, এই বলিয়া তাহার নাম শমূয়েল (ঈশ্বর-যাচিত) রাখিলেন।" বালকটী স্তন্য ত্যাগ করিলে, তাহার মা তিনটী বৃষ, এক ঐফা সূজী ও এক কুপা দ্রাক্ষারসের

সহিত তাহাকে শীলোতে লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আত্মার আবেশে একটি সুন্দর প্রশংসাগীত গান করিলেন, এবং "আমি সদাপ্রভুর কাছে যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা তিনি আমাকে দিয়াছেন। এই জন্য আমিও ইহাকে সদাপ্রভুকে দিলাম," বলিয়া এলির হস্তে বালকটীকে সমর্পণ করিলেন (১ শমূ ২; ১—১১)।

সেই দিন হইতে বালকটী এলির সম্মুখে অতি সরল ও পবিত্র ভাবে সদাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হফ্‌নি ও পীনহস নামে এলির দুই পুত্র "পাপাধমের সন্তান" ছিল, তাহারা সদাপ্রভুকে জানিত না। তাহারা আপনাদের কুঅভিলাষ পূর্ণ করণার্থে ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কুব্যবহার করিত যে, লোকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে এমন কি, সদাপ্রভুর নৈবেদ্যও অবজ্ঞা করিতে লাগিল। এলি তাহাদিগকে শাসন করিলেন না। ইহাতে উত্তরোত্তর তাহাদের দুষ্টতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহারা আপনাদের পিতার বাক্যে মনোযোগ করিল না। ইস্রায়েলের মধ্যে এ কেমন ভয়ানক দিন! এই যুবকদিগের ব্যবহার দ্বারা মনোনীত জাতির পতন অবস্থার শোচনীয় ফল বুঝিতে পারা যায় (১ শমূ ২; ১২—২১)।

অবিলম্বে এলির নিকটে এই প্রথমবার চেতনা জনক বাক্য উপস্থিত হইল। ফলতঃ ঈশ্বরের এক জন লোক এলির নিকটে উপস্থিত হইয়া, ঈশ্বর তাঁহার গোষ্ঠীকে কেমন সম্ভ্রান্ত পদ দিয়াছেন, তাহা স্মরণ করাইয়া, তিনি যে আপন সৃষ্টিকর্ত্তা অপেক্ষা পুত্রদিগকে অধিক গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করেন। শেষে প্রকাশ করেন যে, মহাযাজকের পদ তাঁহার গোষ্ঠী হইতে স্থানান্তরিত হইয়া অন্য এক বিশ্বস্ত গোষ্ঠীকে দত্ত হইবে; কেবল তাহা নহে, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে, এই দণ্ডের বায়না স্বরূপ একই দিনে তাঁহার দুই পুত্র প্রাণ ত্যাগ করিবে (১শমূ ২; ২৭—৩৬)।

এই চেতনাজনক বাক্য বৃথাই হইল। এলি, নিজে বৃদ্ধ ও পক্ক কেশ হইয়াছেন; পূর্ব্বে তাঁহার পরিবার শাসন করিবার ক্ষমতা যতই থাকুক না কেন, এখন কিন্তু সে দিন গত হইয়াছে। অতএব ভাবি বিপদ সম্বন্ধে কোন অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা নয়, কিন্তু শীলোস্থিত নিয়মতাম্বুতে থাকিয়া পরিচর্য্যা করণার্থে হান্না যে বালকটীকে সদাপ্রভুকে দিয়াছিলেন, তাঁহারই দ্বারা দ্বিতীয় বার চেতনা বাক্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। বালক এক খানি শুক্ল এফোদ ও প্রতিবৎসর তাঁহার মাতাকর্তৃক আনীত ক্ষুদ্র বস্ত্র (ইহা এদেশীয় যিহূদী বালকদের চাপকানের মত) পরিহিত হইয়া এলির সম্মুখে সদাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিতেন। নাসরীয় ব্রতের চিহ্নস্বরূপ তাঁহার মস্তকে দীর্ঘ দীর্ঘ কেশ শোভা পাইত। হফ্‌নি ও পীনহসের উপরে কার্য্যের ভার থাকায় "সদাপ্রভুর বাক্য দুর্লভ ছিল, দর্শন যখন তখন হইত না।" কিন্তু আসন্নপ্রায় বিপদের বিষয়ে এলির পরিবারকে জ্ঞাত করিতে, সদাপ্রভু স্বয়ং একটী উপায় অবলম্বন করিলেন। কোন দিন এক রাত্রিতে নিয়মতাম্বুর নিকটস্থ এক কুঠরীতে বৃদ্ধ যাজক শয়ন করিয়া আছেন, তাম্বুর মধ্যে স্বর্ণময় সপ্তদীপবৃক্ষ জ্বলিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ একটী রব শ্রুত হইল। তাহাতে শমূয়েলের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। এলি তাঁহাকে ডাকিতেছেন মনে করিয়া, তিনি তাঁহার কাছে গিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু এলি তাঁহাকে ডাকেন নাই বলাতে, তিনি আপন শয্যায় গিয়া পূর্ব্ববৎ শয়ন করিলেন। অল্পক্ষণ পরে, আবার সেই রব তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। তাহাতে তিনি মহাযাজকের কাছে দৌড়িয়া গেলে, মহাযাজক পূর্ব্ববৎ বলিলেন "আমি ডাকি নাই, তুমি ফিরিয়া গিয়া শয়ন কর।" তৃতীয় বার তাঁহাকে ডাকা হয়। তখন এলি বুঝিলেন যে, সদাপ্রভুই বালককে ডাকিতেছেন। অতএব তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, এবার ডাক শুনিলে বলিও, "হে সদাপ্রভো!

বলুন, আপনার দাস শুনিতেছে।” শমূয়েল গিয়া স্বস্থানে শয়ন করিলেন। চতুর্থবার তাঁহাকে ডাকা হইলে, তিনি বৃদ্ধ মহাযাজকের শিক্ষানুসারে উত্তর দিলেন। “তখন সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন, দেখ, আমি ইস্রায়েলের মধ্যে এক কর্ম্ম করিব, তাহা যে শুনিবে, তাহারই কর্ণযুগল শিহরিয়া উঠিবে।” এলির “পুত্রেরা আপনাদিগকে শাপগ্রস্ত করিতেছে, তথাপি সে তাহাদিগকে ক্ষান্ত করে নাই। অতএব এলির কূলের বিষয়ে আমি এই শপথ করিয়াছি যে, এলির কূলের অপরাধ বলিদান কি নৈবেদ্য দ্বারা কখনই পরিষ্কৃত হইবে না।” “আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সমস্ত সেই দিনে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত সফল করিব।”

সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত শমূয়েল শুইয়া রহিলেন। পরে উঠিলেও এলিকে ঐ দর্শনের বিষয় জানাইতে ভীত হইলেন। কিন্তু মহাযাজক নিজ বিবেকে বিষয়টীর সারাংশ জ্ঞাত হইয়া, তাঁহাকে বলিলেন, “বিনয় করি, আমা হইতে তাহা গোপন করিওনা।” বালকটী সেই সমস্ত কথা বলিতে আরম্ভ করিলে, দৃষ্টিহীন বৃদ্ধ বসিয়া নিস্তব্ধভাবে সবিশেষ শুনিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি আপন দুই পুত্রের অকাল মৃত্যু এবং আপন কূলের ভাবি দুরবস্থা ও সর্ব্বনাশের বিষয় অবগত হইলেন। শেষে বৃদ্ধ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “তিনি সদাপ্রভু; তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হয়, তাহাই করুন।” সময় ক্রমে সমস্ত কথাই সিদ্ধ হইল। শমূয়েল যেমন দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন, সদাপ্রভুও তেমনি অধিকতর রূপে তাঁহার কাছে আপনাকে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এদিকে কিন্তু এলির ক্ষমতা ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিল। উত্তরোত্তর তিনি “হ্রাস” পাইতে লাগিলেন, কিন্তু শমূয়েল “বৃদ্ধি” পাইতে লাগিলেন। “সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন, তাঁহার কোন কথা ভূমিতে পড়িতে দিতেন না।” তাহাতে দান অবধি

বেরশেবা পর্য্যন্ত সমস্ত ইস্রায়েল জ্ঞাত হইল যে, তিনি সদাপ্রভুর ভাববাদী (ঐশ্বরিক ইচ্ছা প্রকাশকারী) হইবার জন্য বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছেন (১ শমূ ৩ ; ১৯-২১)।

দানগোষ্ঠী জাত মহাবীরের বিষম আঘাতে, পলেষ্টীয়েরা একেবারে হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। ইত্যবসরে তাহারা আবার আপনাদিগকে বলবান করিতে সক্ষম হইল। তাহারা যিবূষ-দুর্গের অনতিদূরবর্ত্তী অফেকে শিবির স্থাপন করিয়া, ইস্রায়েলীয়দিগকে আক্রমণ করে। তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানগণ পরাজিত ও তাহাদের চারি সহস্র লোক নিহত হয়। শত্রু হস্ত হইতে আমাদিগকে নিস্তার করিবে মনে করিয়া, ইস্রায়েলীয়েরা সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন করিতে স্থির করিল। তাহাতে এই পবিত্র নিদর্শন নিয়মতাম্বুর মধ্য হইতে বাহির করিয়া, এলির পুত্রদ্বয় তাহার সহিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া, সমস্ত ইস্রায়েল এমন মহা সিংহনাদ করিয়া উঠিল যে, তাহাতে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, এবং যে পরাক্রান্ত দেবগণ মিস্রীয়দিগকে পূর্ব্বকালে সর্ব্ব প্রকার আঘাত দ্বারা বধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন আমাদের নিকটে উপস্থিত বুঝিয়া, পলেষ্টীয়েরা স্থির করিল যে, শত্রুদের দাস হওয়া অপেক্ষা বরং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করা শ্রেয়ঃ। অতএব পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, ইস্রায়েল পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল, ও তাহাদের ত্রিশ সহস্র লোক মারা পড়িল ; তন্মধ্যে এলির পুত্রদ্বয়ও ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় বিষয় এই যে, নিয়মসিন্দুক শত্রুদিগের হস্তগত হইল (১ শমূ ৪ ; ১১)।

পথের পার্শ্বে এলি আপন আসনে বসিয়া, যুদ্ধের সমাচার শুনিবার প্রতীক্ষায় ছিলেন, এবং তিনি যাহার রক্ষক, সেই নিয়মসিন্দুকের জন্য তাঁহার অন্তঃকরণ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। দিবা অবসান কালে, বিন্যামীন গোষ্ঠীর এক জন যুবা, দৌড়িয়া গিয়া শীলোতে উপস্থিত

হইল। তাহার বস্ত্র ছিন্ন ও মস্তকে ধূলা নিক্ষিপ্ত দেখিয়া, সকলে ইস্রায়েলের সর্ব্বনাশ হইয়াছে বুঝিল, এবং নগরস্থ সকল লোক ক্রন্দন করিতে লাগিল। এলি এই কলরব শুনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই যুবা তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, "আমি সৈন্যশ্রেণী হইতে আসিয়াছি, অদ্যই সৈন্যশ্রেণী হইতে পলাইয়া আসিয়াছি।" মহাযাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, সমাচার কি?" সে বলিল, "ইস্রায়েল পলেষ্টীয়দের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়াছে, ও লোকদের মধ্যে মহাসংহার হইয়াছে; বিশেষতঃ আপনার দুই পুত্র হফ্‌নি ও পীনহসও মরিয়াছে, এবং ঈশ্বরের সিন্দুক শত্রু হস্তগত হইয়াছে।" এই শোচনীয় সংবাদের শেষ কথা শুনিবা মাত্র, বৃদ্ধ যাজক আসন হইতে পশ্চাতে পতিত হইলেন, ও তাঁহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি মরিয়া গেলেন। তাঁহার বয়স অষ্টানব্বই বৎসর হইয়াছিল, তন্মধ্যে চল্লিশ বৎসর তিনি ইস্রায়েলের বিচার করিয়াছিলেন। এই তাঁহার পরিণাম! এই ভয়ানক দিবসে আর এক জনের মৃত্যু হয়। পীনহসের স্ত্রীর প্রসব কাল সন্নিকট হইয়াছিল। তাহার স্বামী ও শ্বশুর মরিয়াছেন, ইস্রায়েল পরাজিত এবং নিয়মসিন্দুক শত্রু হস্তগত হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া, সে নত হইয়া প্রসব করিল; কারণ তাহার প্রসব বেদনা হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার নিকটে দণ্ডায়মানা স্ত্রীলোকেরা, তাহার এই হতাশ ভাব উজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিলেও, সমস্ত বৃথা হইল। "সদাপ্রভুর নিয়মসিন্দুক শত্রু হস্তগত হইয়াছে," ইহা ভিন্ন আর কিছুই তাহার মনে পড়িল না। সে মৃত্যু কালে সেই ভয়ানক দিনের স্মরণার্থে বালকটীর নাম ঈখাবোদ্ (হীন-প্রতাপ) রাখিয়া কহিল, ইস্রায়েল হইতে প্রতাপ গেল (১ শমূ ৪; ১২—২২)।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শমূয়েলের বিচারকর্ত্তৃত্ব।

১ শমূ ৫-৮ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ১১৪১—১০৯৫।

ইতিমধ্যে পলেষ্টীয়েরা জয়ধ্বনি সহকারে নিয়মসিন্দুক তাহাদের প্রধান পাঁচ নগরের এক নগরে—অসদোদে লইয়া গিয়া, দাগোন দেবের মন্দিরে, তাহার পার্শ্বে স্থাপন করিল। কিন্তু তাহা যে পবিত্র বস্তু, ইহা অনতিবিলম্বে আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইল। ফলতঃ প্রত্যুষে লোকেরা উঠিয়া দেখিল যে, সিন্দুকের সম্মুখে প্রতিমাটী মৃত্তিকাতে উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে। ভক্তগণ তাহাকে তুলিয়া পুনরায় স্বস্থানে স্থাপন করিল বটে, কিন্তু তাহা বৃথা হইল। যেহেতু পর দিনে তাহারা আবার প্রতিমাকে পূর্ব্ববৎ উবুড় হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিল, কেবল তাহা নহে, তাহার মুণ্ড ও দুই হস্ত ছিন্ন হইয়া পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল। অধিকন্তু দেশের মধ্যে ইন্দুরের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাওয়ায়, তাহাদের সমস্ত শস্যাদি নষ্ট হইল, ও অনেক লোক রক্ত আমাসায় বা অর্শ রোগাক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিতে লাগিল। ইহাতে তাহারা অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সিন্দুক গাতে প্রেরণ করিল। কিন্তু সেখানেও অবিলম্বে সেই মহামারী দেখা দিল। তখন তাহারা ঈশ্বরের সিন্দুক ইক্রোণে পাঠাইতে স্থির করিল; কিন্তু সেই নগরের লোকেরা, আপনাদের সীমার মধ্যে তাহা আসিতে দিতে চাহিল না।

অনন্তর পলেষ্টীয়েরা, যাজক ও মন্ত্রজ্ঞদের পরামর্শ অনুসারে পবিত্র সিন্দুক একটী নূতন শকটে স্থাপন করিয়া, কখনও যোঁয়ালি বহন করে নাই এমন দুইটী দুগ্ধবতী গাভী দ্বারা, ইস্রায়েল দেশে পুনঃ প্রেরণ করিতে প্রস্তাব করিল। আর তাহার সহিত দোষার্থক উপহার রূপে স্বর্ণময় পাঁচটা অর্শ ও স্বর্ণময় পাঁচটা মুষিকও পাঠাইতে স্থির করিল।

উক্ত গাভীদ্বয়ের বৎস দুইটী ঘরে রাখিলেও, যদি তাহারা দান গোষ্ঠীর পাহাড়ের নিম্নস্থিত বৈৎশেমশের (সূর্য্যের গৃহ) পথ দিয়া বহিয়া যায়, তবে ইস্রায়েলের দেবগণ এই মহৎ অমঙ্গল আমাদের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন, নতুবা জানিব যে, আমাদের প্রতি আকস্মিক ঘটনা ঘটিয়াছে, এই চিহ্ন রাখিল।

এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইল। একটী নূতন গাড়ীতে নিয়ম-সিন্দুক ও তাহার পার্শ্বে দোষার্থক উপহারের সহিত তাহারা একটী বাক্স স্থাপন করিল। গাভী দুইটী ইক্রোণ হইতে দক্ষিণে কি বামে না ফিরিয়া, বরাবর রাজ পথ দিয়া বৈৎশেমশের দিকে চলিল ইহা গোম শস্য-চ্ছেদনের সময় হওয়াতে, বৈৎশেমশের লোকেরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে শস্য সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত ছিল। তাহারা চক্ষু তুলিয়া সিন্দুকটী দেখিয়া আহ্লাদিত হইল, কারণ এতাবৎ সাতমাস কাল তাহারা তাহা দেখিতে পায় নাই (১ শমু ৬ ; ১)। ঐ স্থান নিবাসী যিহোশূয় নামক এক ব্যক্তির ক্ষেত্র পার্শ্বে একখান বৃহৎ প্রস্তর ছিল। গাভী দুইটী সেই প্রস্তর পর্য্যন্ত আসিয়া স্থগিত হইল। বৈৎশেমশ, যাজকদিগের অধিকার ভুক্ত একটী ক্ষুদ্র পল্লী (যিহো ২১ ; ১৬। ১ বংশা ৬ ; ৫৯); তন্নিবাসী লেবীয়গণ সিন্দুক ও উপহার সম্বলিত বাক্স নামাইয়া ঐ প্রস্তরের উপরে রাখিল, এবং শকটের কাষ্ঠ চিরিয়া গাভী দুইটীকে হোমার্থে যিহোবার উদ্দেশে উৎসর্গ করিল। পলেষ্টীয়দের পাঁচ জন অধ্যক্ষ এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আপন আপন স্থানে ফিরিয়া গেল (১ শমু ৬ ; ১০-১৬)।

কিন্তু এমন আনন্দের দিনেও মহা দুর্ঘটনা ঘটিল। বৈৎশেমশের লোকেরা বলিদান উৎসর্গ করণে তৃপ্ত না হইয়া, সিন্দুকের নিকটবর্ত্তী হইল, এবং তাহা স্পর্শ করা যাজকগণের প্রতি নিবিদ্ধ হইলেও, সিন্দুকের উপরিস্থ আবরণখানি খুলিয়া তাহার ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল।

তাহাতে তৎক্ষণাৎ বহুসংখ্যক লোক মারা পড়িল। ইহা দেখিয়া তাহারা কিরিয়ৎ-যিয়ারীমে লোক পাঠাইলে, তথাকার লোকেরা আসিয়া সিন্দুক লইয়া গিয়া পর্ব্বতস্থিত লেবীয় অবীনাদবের বাটীতে রাখিল, এবং তাহার পুত্র ইলিয়াসরকে সিন্দুক রক্ষার্থে পবিত্র করিল। এই নিয়মসিন্দুক দায়ূদের সময় পর্য্যন্ত এই একই স্থানে থাকিল (১ শমূ ৭; ১)।

ঈথামর গোষ্ঠীর প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণার পর হইতে এ পর্য্যন্ত, শমূয়েলের বিষয়ে আমরা কিছু পাঠ করি নাই। ইত্তিমধ্যে তিনি সদাপ্রভুর ভাববাদী হইয়া ক্রমশঃ ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও ক্ষমতায় বৃদ্ধি পাইতে-ছিলেন। লেকেও তাঁহাকে ভাববাদী বলিয়া মান্য করিতে আরম্ভ করিল। ইস্রায়েলের এই দুরবস্থার সময় তিনি মিস্পীতে অর্থাৎ, বিন্যামীন অঞ্চলস্থ "প্রহরীস্থানে" লোকদিগকে একত্র করেন, এবং গম্ভীরভাবে তাহাদের প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে তিরস্কার করিয়া চেতনা দেন। তাহাতে তাহারা উপবাস পূর্ব্বক আপন আপন পাপ স্বীকার করিল, এবং এ পর্য্যন্ত তাহারা যে সমস্ত দণ্ড ভোগ করিয়াছে, তাহা যে ন্যায্য ছিল, ইহাও স্বীকার করিল। সদাপ্রভুর সম্মুখে ভূমিতে জল ঢালিয়া তাহারা বালদেবগণের ও অষ্টারোৎ দেবীগণের পূজা একেবারে ত্যাগ করিতে, আপনাদিগকে নিয়মবদ্ধ করিল। এই দিন হইতে শমূয়েল তাহাদের বিচারকর্ত্তা হইলেন। তিনি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবামাত্র, পলেষ্টীয়দের উপরে তাহাদের মহা জয় লাভ হইল। ফলতঃ ইস্রায়েলীয়েরা আপনাদের অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে শুনিয়া, পলেষ্টীয়েরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করণার্থে মিসপীতে একত্র হইল। এই বিপদ কালে শমূয়েল সমস্ত জাতির জন্য এক মেষবৎস লইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে আস্ত হোমবলি উৎসর্গ করিলেন। এই সময়ে পলেষ্টীয়েরা আসিয়া ইস্রা-

য়েলকে আক্রমণ করিল বটে, কিন্তু ভয়ঙ্কর ঝড়, শিলাবৃষ্টি ও ভূমিকম্প হওয়াতে ভীত ও ব্যাকুল হইয়া তাহারা পলায়ন করিল। তখন ইস্রায়েলসন্তানগণ মিস্পীর পশ্চিমস্থ বৈৎ-কর (মেষশাবকের গৃহ) পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিয়া মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিল। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে পলেষ্টীয়েরা যে স্থানে মহাজয় লাভ করিয়াছিল, এখন শমূয়েল এই জয় স্মরণার্থে একখান বৃহৎ প্রস্তর সেই স্থানে স্থাপন করিলেন, এবং "এই পর্য্যন্ত সদাপ্রভু আমাদিগের সাহায্য করিয়াছেন" বলিয়া, তাহার নাম এবন-এষর (সাহায্যের প্রস্তর) রাখিলেন (১ শমূ ৭; ১২)।

এই জয় লাভ যেমন স্পষ্ট, তাহার ফল তদপেক্ষা আরো স্পষ্ট ছিল। পলেষ্টীয়েরা কেবল নহে, কিন্তু ক্ষুদ্র গোষ্ঠী দানের উৎপীড়নকারী ইমোরীয়েরাও ইস্রায়েলের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল, এবং ইক্রোণ হইতে গাৎ পর্য্যন্ত যে সকল সহর পূর্ব্বে পলেষ্টীয়দের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা এখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ পুনরধিকার করিল। শমূয়েলের বিচারকর্ত্তৃত্ব এখন দৃঢ়রূপে সাব্যস্ত হইল। তিনি আপন জন্মস্থান রামাতে সদাপ্রভুর উদ্দেশে একটী যজ্ঞবেদি নিম্মাণ করিয়া, তথায় অবস্থিতি করিতেন, ও তথা হইতে প্রতি বৎসর তিনি বৈথেল, গিলগল ও মিস্‌পী এই তিন পবিত্রস্থানে যাতায়াত করিয়া, ইস্রায়েলের বিচারকর্ত্তার ও ভাববাদীর এই উভয়বিধ কার্য্য করিতেন, ও ঈশ্বরের মুখস্বরূপ হইয়া সমস্ত জাতির বিপদকালে, বা পারিবারিক কোন দুর্ঘটনার সময়ে পরামর্শ দিতেন (১ শমূ ৯; ১১, ১৮—১৯)। কালক্রমে শমূয়েল বৃদ্ধ হইলে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যায়ীর ও অব্দোনের ন্যায় যোয়েল ও অবিয় নামক আপনার দুই পুত্রকে বিচারকর্ত্তা করিয়া নিযুক্ত করেন। তাঁহারা বিশেষরূপে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিচার করিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু তাঁহারা আপন পিতার পদানুসরণ করিতেন না। যিনি বাল্যকালে

এলির পুত্রদ্বয়ের পাপ প্রযুক্ত তাঁহার কুলের প্রতি ভয়ানক দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করেন, তিনিই এখন আপন পুত্রদিগকে লোভানুগামী, উৎকোচপ্রিয় ও অন্যায়-বিচারকারী দেখিতে পাইলেন (১ শমূ ৮; ৩)। ইস্রায়েল জাতির ইতিহাসে একটী নূতন যুগ উপস্থিত হইল, এবং নিস্তারকর্ত্তাদের কর্তৃত্ব প্রায় শেষ হইয়া আসিল। শমূয়েলও নূতন যুগের জন্য লোকদিগকে প্রস্তুত করিতে ত্রুটী করিলেন না। তিনি রামায়, বৈথেলে, মিস্পীতে ও গিলগলে ভাববাদী প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে এক একটী বিদ্যালয় (টোল) * স্থাপন করিলেন। এই ভাববাদীপদের নিয়মাবলী এমন সুন্দররূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন যে, তজ্জন্য জাতির মহান ব্যবস্থাদাতা মোশির সহিত এক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন (তুলনা গীত ৯৯; ৬। প্রেঃ ক্রিঃ ৩; ২৪। ১৩; ২০)। "ভাববাদী" উপাধি ইতিপুর্ব্বে অনেকেই পাইয়াছিলেন, যথা—আব্রাহাম (আদি ২০; ৭), মোশি (দ্বিঃ বিঃ ১৮ ১৫—১৮), হারোণ (যাত্রা ৭; ১), মরিয়ম (যাত্রা ১৫; ২০), সত্তর জন প্রাচীন (গণ ১১; ২৪—৩০), দবোরা প্রভৃতি (বিচার ৪; ৪ তুলনা বিচার ৬; ৮। ১ শমূ ২; ২৭)। কিন্তু এই সকল ব্যক্তির বিষয় বলা যায় যে, তাঁহারা বিশেষ কোন নিয়ম বা প্রণালী বদ্ধ ছিলেন না। ভাববাদীর পদ ও কার্য্য, দৃঢ় ও প্রণালীবদ্ধ করাই শমূয়েলের প্রধান কার্য্য।

শমূয়েল উদ্যোগী ভক্তিশীল যুবকদিগকে মনোনীত করিয়া, স্থানে স্থানে টোল বা ধর্ম্মবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এক জন প্রধান ভাববাদী ঐ সকল টোলের পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাকে পিতা, (১ শমূ ১০; ১২ ১৯; ২০ তুলনা) বা প্রভু (রাজা ২; ৩) বলা যাইত, ও ছাত্রগণ তাঁহার পুত্র বা শিষ্য নামে আখ্যাত হইত। এই

* বৈথেলে ও যিরীহোতে (রাজা ২; ৩—৫); গিলগলে (২ রাজা ৪; ৩৮। ৬; ১); কর্ম্মিল পর্ব্বতে (১ রাজা ১৮; ৩০—৪২। ২ রাজা ২; ৫। ৪; ২৫)।

সকল টোলে, মোশির ব্যবস্থা অধ্যয়ন ও পবিত্র কবিতা রচনা করিতে, এবং বীণা, মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র বাজাইতে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত (১ শমূ ১০; ৫। ২ রাজা ৩; ১৫। ১ বংশা ২৫; ১—৬)। অপিচ তাহারা ঐতিহাসিক গ্রন্থ (চর্ম্মের উপর লিখিত গ্রন্থ) সমূহ রক্ষা ও অনুলিপি করিত, এবং তাহাদের ও তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের পরম্পরাগত বাক্য সমূহ সংগ্রহ করিত। ভাবি ঘটনা সমূহ প্রকাশ করা তাহাদের প্রধান কার্য্য, তাহা নহে; বরং তাহারা ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে লোকদিগের নিকটে কথা বলিত। ঈশ্বরের সহিত আলাপ করা, ঈশ্বরের বিষয় বলা, তাঁহার যথার্থ তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া ও তাঁহার ইচ্ছা ব্যক্ত করা তাহাদের কার্য্য। তাহা কেবল বাক্য দ্বারা নয়, কিন্তু কখন কখন কার্য্য দ্বারাও প্রকাশ করায়, তাহারা প্রজাদিগের নিকটে ঈশ্বরের মুখস্বরূপ হইল। মোশির ব্যবস্থা পাঠ ও স্বজাতির সহিত ঈশ্বরের অতীত কালীন ব্যবহার আলোচনা করিয়া, লোকদিগের বর্ত্তমান অবস্থানুযায়ী সান্ত্বনা বা চেতনা প্রদানার্থে তাহারা অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিত। নৈতিক শিক্ষা দান ও আধ্যাত্মিক বিষয় প্রচার করা, অত্যাচার ও লোভের বিরুদ্ধে তীব্র ভর্ৎসনা করা, অন্যায় বিচার, ব্যভিচার, নিষ্ঠুরতা ও প্রতিমা পূজার বিপক্ষে দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করা তাহাদের প্রধান কার্য্য। স্বজাতির প্রতি পর্য্যায়ক্রমে সংঘটিত প্রত্যেক বিপদ কালে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে তাহারা আহূত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এতদ্ভিন্ন ভাবি ঘটনার দিকে স্বজাতীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে, মুক্তিবিষয়ক ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সমূহে তাহাদের বিশ্বাস সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতে, এবং যাঁহা দ্বারা সকল জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে, তাঁহার শুভ আগমন বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বলিতেও, তাহারা বিশেষরূপে আহূত হইয়াছিল। যে প্রভুর আগমনবার্ত্তা তাহারা প্রকাশ করিত, ও যাঁহার আত্মা

তাহাদিগেতে অধিষ্ঠান করিতেন, তাহারা সেই সময়ের লোকদিগের দ্বারা তুচ্ছীকৃত ও পরিত্যক্ত হওয়াতে, তাঁহারই অবনত হওনের প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ ছিল যথার্থ বটে; তথাপি তাহারা যে প্রভুর বার্ত্তা-বাহক দূত ছিল, তিনি স্বয়ং তাহাদের সঙ্গে থাকায়, ও অনেকবার অলৌকিক কার্য্য দ্বারা তাহাদের বাক্য সপ্রমাণ করায়, এমন কি, তাহাদের তাড়নাকারীদিগকে শাস্তি প্রদান করায়, সময়ে সময়ে তাহা-দিগকে তাঁহার উচ্চীকৃত হওন সম্বন্ধেও নিদর্শনস্বরূপ হইতে দেখা যায়।

অতঃপর জাতীয় ইতিহাসে ভাববাদিগণের যেরূপ কার্য্য প্রণালী লক্ষিত হইল, ইহার স্থাপন ও সংশোধনকর্ত্তা শমূয়েলের বর্ত্তমান ব্যবহারে তাহার সুন্দর আদর্শ দেখা যায়। শমূয়েলের পুত্রদ্বয়ের দুষ্ক্রিয়া হেতু প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হইয়া, কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তনের জন্য ক্রন্দন করিল। শমূয়েল তখন বৃদ্ধ হইয়াছেন; তিনি শান্তপ্রকৃতির লোক। তাঁহার কর্ত্তৃত্বকালে কেবল একবারমাত্র যুদ্ধের কথা শুনা যায়। পশ্চিমঅঞ্চলস্থ অস্থিরমনা পলেষ্টীয়েরা আপনাদের পূর্ব্ব-পরা-জয়ের কাল হইতে আবার বলবান হইবার লক্ষণ দেখাইতেছিল (১ শমূ ১০; ৫)। ঠিক সেই সময়ে যর্দ্দনের ওপারে অম্মোনীয় নাহশ, রূবেন গাদ ও মনঃশির অঞ্চলস্থ নগর সমূহ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল (১শমূ ১২; ১২)। ইস্রায়েলের বাহিনীর অধ্যক্ষ হইয়া আপন ক্ষমতায় তাহাদিগকে যুদ্ধে লইয়া যাইতে পারে, এমন পরিচিত কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি কেহই ছিল না। চতুষ্পার্শ্বস্থ জাতিগণের মধ্যে যেরূপ রাজ্যশাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহা কতক পরিমাণে গিদিয়োন ও অবীমেলক, যায়ীর ও অব্দোনের সময় প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু তখন তাহা সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়ীকৃত করা হয় নাই।

অতএব এইরূপ অবস্থায় প্রাচীনবর্গ ও তাহাদের অধ্যক্ষগণ, রামাতে শমূয়েলের নিকটে উপস্থিত হইল। শমূয়েলের বৃদ্ধাবস্থা, তাঁহার পুত্র–

দয়ের কুব্যবহার এবং অম্মোনীয়দের আক্রমণের ভয় হেতু, দেশের শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে, এবং চতুর্দ্দিকস্থ জাতিগণের ন্যায় একজন রাজা নিযুক্ত করিতে তাহারা প্রস্তাব করিল (১ শমূ ৮; ৫)।*

ইহাতে শমূয়েল অতিশয় দুঃখিত হইলেন; "এই কথা তাঁহার দৃষ্টিতে মন্দ বোধ হইল।" সেইরূপ শাসন প্রণালী ঘটিত বিপদের বিষয় তিনি বিলক্ষণরূপে অবগত ছিলেন, তথাপি প্রজাদিগের ব্যগ্রতা প্রযুক্ত তাহাদের প্রস্তাব একেবারে অগ্রাহ্য করিলেন না। তিনি এই পুরাতন ও নূতন শাসন প্রণালীর প্রকৃত ও উপযুক্ত মধ্যস্থ ছিলেন। এই গুরুতর সময়ে তিনি সদাপ্রভুর নিকট পরামর্শ ও জ্ঞান লাভের জন্য প্রার্থনা করিলে, ঈশ্বর তাহা শুনিলেন। যদিও প্রজাদিগের এই প্রস্তাব হেতু অসন্তুষ্ট হওয়া তাঁহার পক্ষে ঠিক ছিল, এবং যদিও তাহারা কেবল তাঁহাকে নয়, কিন্তু তাহাদের অদৃশ্য অধ্যক্ষকেও অগ্রাহ্য করায় অত্যন্ত মন্দ কার্য্য করিয়াছিল, ইহা সত্য, তথাপি সদাপ্রভু তাহাদের কথা শুনিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন। অপিচ তাহাদের উপর যে রাজত্ব করিবে, সেই রাজার পদ্ধতি তাহাদিগকে জ্ঞাত করিয়া, বিশেষ চেতনা দিতেও তাঁহাকে বলিয়া দিলেন (১ শমূ ৮; ৯)।

অতএব শমূয়েল এক মহা সভা আহ্বান করেন, এবং বিশ্বস্তভাবে ভাবি রাজার পদ্ধতি ও ব্যবহারাদি স্পষ্টরূপে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন, সে তোমাদের পুত্রগণকে স্বেচ্ছামত লইয়া

* ইহা স্মরণে রাখা উচিত যে, ঈশ্বর আব্রাহামের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন, "রাজারা তোমা হইতে উৎপন্ন হইবে" (আদি ১৭; ৬); যাকোবও ভাবোক্তি প্রচারকালে বলেন; "যিহূদা হইতে রাজদণ্ড যাইবে না...যে পর্য্যন্ত শীলো না আইসেন" (আদি ৪৯; ১০); মোশিও রাজপদে অভিষেক ও রাজ্য শাসন প্রণালী সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা প্রদান করেন (দ্বিঃ বিঃ ১৭; ১৪-২০)। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের স্থির করা উচিত ছিল যে, কোন না কোন সময়ে ঈশ্বর তাহাদিগকে একজন রাজা অবশ্যই দিবেন। অতএব তাঁহার ইচ্ছার অধীনে একজন রাজা পাইবার অপেক্ষায় থাকা তাহাদের পক্ষে উচিত ছিল।

আপনার রথের ও অশ্বের উপরে নিযুক্ত করিবে, ও কাহাকেও কাহাকেও আপন ভূমি চাষ করণার্থে ও শস্য ছেদনার্থে, এবং যুদ্ধাস্ত্র ও রথের সজ্জা নির্ম্মাণ করণার্থে নিযুক্ত করিবে। সে তোমাদের কন্যাগণকে লইয়া গন্ধ-দ্রব্যমর্দ্দিকা, পাচিকা ও ভর্জ্জিকা করিবে; তোমাদের সম্পত্তি আদি আর তোমাদের থাকিবে না; আর সে তোমাদের উৎকৃষ্ট শস্যক্ষেত্র, দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিত বৃক্ষ সকল, পশু পালাদি ও দাস দাসী, এ সমস্তই নিজের জন্য গ্রহণ করিবে। তিনি আরো চেতনা দিয়া বলেন, এইরূপ কর্ত্তৃত্বের অধীনে তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ক্রন্দন করিবে, কিন্তু তিনি সেই সময় তোমাদিগকে কোন উত্তর দিবেন না (১ শমূ ৮; ১০—১৮)।

তাঁহার এই সমস্ত বাক্য বৃথা হইল। রাজদরবারের আড়ম্বর ও রীতি নীতি তাহাদের পক্ষে বড়ই ভাল লাগিল। তাহাদিগের বিচারার্থে ও যুদ্ধাদি চালাইতে কোন রাজা না থাকায়, তাহারা চতুর্দিকস্থ জাতি-গণের দৃষ্টিতে নিতান্ত হেয় ও নগণ্য। অতএব এক জন রাজা না হই-লেই নয়। শমূয়েল প্রাচীন বর্গের এই সমস্ত কথা শুনিয়া, সদাপ্রভুর কর্ণগোচরে নিবেদন করিলে, তিনি তাহা শুনিলেন, এবং তাহাদের বাঞ্ছা মত কার্য্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন। ইহা শুনিয়া তাহারা আপনাপন স্থানে চলিয়া গেল (১ শমূ ৮; ২২)।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম রাজাকে মনোনীত করণ।

১ শমূ ৯ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ১০৯৫।

ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ যাঁহার নিমিত্তে এত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, সেই রাজার জন্য অধিক দিন তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয় নাই। রামাতে শমূয়েলের প্রত্যাগমনের অল্প দিন পরে, ঐশ্বরিক

ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে জ্ঞাত করা হইল যে, সদাপ্রভুর প্রজাদিগের উপরে অধ্যক্ষ পদে যাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে হইবে, পর দিবসে তিনি তাঁহারই কাছে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। তদনুসারে পর দিবসে বলিদান সম্বন্ধীয় ভোজে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইবার সময়, পথিমধ্যে দুই জন পথিকের সহিত শমূয়েলের সাক্ষাৎ হয়। বিন্যামীন বংশোদ্ভব কীশের পুত্র শৌল তাহাদের একজন। তিনি অতি ভদ্র ও দেখিতে সুন্দর বীর পুরুষ, এবং অন্য সমস্ত লোক হইতে এক মস্তক দীর্ঘ ছিলেন। অন্য লোকটী তাঁহার ভৃত্য। শৌলের পিতার কয়েকটী গর্দ্দভী হারাইয়া গিয়াছিল পালেষ্টাইনের মধ্যপ্রদেশে তাঁহারা উভয়ে তাহাদের কোন উদ্দেশ না পাওয়াতে, খুঁজিতে খুঁজিতে রামার নিকটস্থ জলাশয়ের সমীপে উপস্থিত হইলে, ঐ নগরস্থ কয়েকটী যুবতী তাহাদিগকে শমূয়েলের শুভাগমনের সমাচার দিল। যেহেতু ইতিপূর্ব্বেই তাঁহারা এ বিষয়ে দর্শকের পরামর্শ লইতে স্থির করিয়াছিলেন।

ভাববাদী কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সেই দীর্ঘ ও সুশ্রী পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনিই যে লোকদের জন্য মনোনীত রাজা, তাহা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, শমূয়েল দৈববাণী দ্বারা জ্ঞাত হইলেন (১ শমূ ৯; ১৫-১৬)। অতএব শৌল দর্শকের বাসস্থানাদি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আপনার পরিচয় দিলেন। অপিচ তিনি তাঁহার তিন দিন ভ্রমণের গুপ্ত উদ্দেশ্য জানাইয়া কহিলেন, গর্দ্দভী সকল পাওয়া গিয়াছে; তাহাদের জন্য মনে ভাবিত হইও না। পরে শৌলের দিকে ফিরিয়া অধিকতর গুরুতর বাক্যে কহিলেন, "ইস্রায়েলের সমস্ত অভিলষণীয় দ্রব্য কাহার? সে সকল কি তোমার ও তোমার সমস্ত পিতৃকূলের নয়?" ইস্রায়েলের মধ্যে ক্ষুদ্রতম গোষ্ঠীর একজন লোকের প্রতি, ও বিন্যামীনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র পরিবার-

ভুক্ত এক ব্যক্তিকে এই প্রকার প্রশ্ন করাতে, তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন (১ শমূ ৯; ২১)। যাহাহউক শৌল ভাববাদীর সহিত উচ্চস্থলীতে যাত্রা করিলে, বলিদান সম্বন্ধীয় ভোজে নিমন্ত্রিত ত্রিশ জনের মধ্যে প্রধান স্থানে তাঁহাকে ও তাঁহার ভৃত্যকে বসান হইল, এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া দেশের প্রথানুসারে তাঁহার জন্য রক্ষিত বলির স্কন্ধ ও তাহার উপরিস্থ অংশ আনিয়া শৌলের সম্মুখে রাখা গেল। (আমাদের দেশে যেমন প্রধান ব্যক্তিকে মৎস্য বা ছাগলের মুণ্ড দেওয়া যায়)।

তাঁহারা তথা হইতে নগরে ফিরিয়া গেলে, সন্ধ্যাকালে গৃহের ছাদের উপরে শমূয়েলের সহিত তাঁহার আরো আলাপাদি হয়। পরদিন অতি প্রত্যূষে শমূয়েল আপন অতিথিকে সঙ্গে করিয়া নগরের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত গমন করেন। সেখানে ভৃত্যকে অগ্রে যাইতে বলিয়া, উভয়ে একত্র থাকিলে, ভাববাদী তৈলের শিশি লইয়া শৌলের মস্তকে তৈল ঢালিলেন, ও তাঁহাকে চুম্বন করিয়া কহিলেন, "সদাপ্রভু কি তোমাকে আপন অধিকারের অধ্যক্ষ করিয়া অভিষেক করিলেন না?" সদাপ্রভু হইতে, তিনি যে বাস্তবিক এইরূপ অনপেক্ষিত পদ প্রাপ্ত হইলেন, ইহার প্রমাণ প্রদর্শনার্থে ভাববাদী তাঁহার গৃহে যাত্রাকালে পথিমধ্যে যাহা যাহা ঘটিবে, সে সমস্ত উল্লেখ করিয়া কহিলেন, রাহেলের কবরের নিকটে দুইজন লোকের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে, তাহারা তোমাকে বলিবে যে, গর্দ্দভীগুলি পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু তোমার পিতা তোমার নিমিত্তে ভাবিত হইয়াছেন। তাবোরের এলোন বৃক্ষের নিকটে আসিলে (১ শমূ ১০; ৩), বৈথেলে গমনকারী তিনজন পুরুষের দেখা পাইবে। তাহারা তিনটী ছাগবৎস, তিনখান রুটী ও এক কূপা দ্রাক্ষারস বহন করিতেছে। তাহারা তোমাকে দেখিবামাত্র মঙ্গলবাদ করিয়া দুই খান রুটী তোমাকে দিবে। পরে পলে-

য়ীয়দের প্রহরী সৈন্যদল যেখানে আছে, ঈশ্বরের সেই পর্ব্বতে (সম্ভবতঃ গিবিয়া) উপস্থিত হইলে, উচ্চস্থলী হইতে নেবল, তবল, বাঁশী ও বীণা বাজাইতে বাজাইতে আগমনকারী একদল ভাববাদীর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে; তাহাদের ভক্তি দেখিয়া, ও গানবাদ্য শুনিয়া, তুমিও তাহাদের সহিত যোগ দিবে, ও অন্য প্রকার মনুষ্য হইয়া উঠিবে। এই তিনটী অভিজ্ঞান সফল হইলে, তুমি গিলগলে যাইবে, এবং তথায় বলি উৎসর্গ করিতে ও তোমার কর্ত্তব্য সমূহ তোমাকে জানাইতে যাবৎ তোমার নিকটে আমি না যাইব, তাবৎ সাত দিন পর্য্যন্ত বিলম্ব করিবে (১ শমূ ১০; ৮)। এই সমস্ত কথোপকথনের পর উভয়ে স্ব স্ব পথে চলিয়া গেলেন। পর পর তিনটী অভিজ্ঞান দেখা গেল, এবং ঈশ্বর কীশের পুত্রকে অন্য প্রকার অন্তঃকরণ দিলেন। তিনি ইস্রায়েলের ইতিহাসে প্রথম রাজা বলিয়া আহুত হইয়াছেন, ইহা নিশ্চিত রূপে জ্ঞাত হইলে পর, তাঁহার আত্মা উত্তেজিত ও ভক্তিতে পূর্ণ হইল। ভাববাদিগণের গীত ও বাদ্য শুনিয়া আত্মার আবেশে পূর্ণ হইলে, তিনি ও তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন, এবং তাঁহাদের সহিত অবস্থিতি করিলেন বলিয়া তাহার বিষয় এই কথা প্রবাদ হইয়া উঠিল, "শৌলও কি ভাববাদিগণের মধ্যে এক জন?" (১ শমূ ১০; ১২)।

ইতিমধ্যে শমূয়েল বিন্যামীনের অধিকার ভুক্ত মিস্পীতে লোকদিগকে আহ্বান করেন, ও তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত রাজ্যশাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তনের বিষয়ে ব্যগ্রতা দেখিয়া, আর একবার তাহাদিগকে তিরস্কার করেন। পরে রাজা মনোনীত করিবার নিমিত্তে পবিত্র গুলিবাঁট করা যাইবে বলিয়া, বংশানুসারে ও সহস্র সহস্র অনুসারে সদাপ্রভুর সম্মুখে লোকদিগকে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করেন। গোষ্ঠী সমূহ তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করিলে, বিন্যামীন গোষ্ঠী নিশ্চিত

হইল। এইরূপে কুল, পরিবার ও ব্যক্তি সম্মুখে আসিলে, কীশের পুত্র শৌল ঈশ্বরের মনোনীত বলিয়া নিশ্চিত হইলেন; কিন্তু অন্বেষণ করিলে, তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না। তিনি রাজ্যের ভার গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া, মিস্পাস্থিত শিবিরের চারি দিকে যে সকল জিনিষ পত্র ছিল, তন্মধ্যে লুকাইয়া থাকিলেন। অন্বেষণের পর গুপ্ত স্থান হইতে তাঁহাকে বাহিরে আনা হইল। তিনি লোকদের মধ্যে দাঁড়াইলে, তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হইল, ও এক স্বরে "রাজা চিরজীবী হউন" বলিয়া তাঁহাকে আপনাদের মস্তক স্বরূপে গ্রহণ করিল (১ শমূ ১০ ; ২৪)।

রাজা আপন অভিমত অনুসারে চলিলে, ইস্রায়েলীয়েরা তাঁহার সহিত কোন বন্দোবস্ত করিত না, বরং চতুষ্পার্শ্বস্থ পর জাতীয় রাজগণের মত হইলে তাহারা সন্তুষ্ট হইত। তাহাদের ক্ষমতা অসীম ছিল, এমন কি, প্রজাদের প্রতি যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে পারিত। কিন্তু শমূয়েল দূরদর্শী ও তাহাদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিলেন। সেই দিনের ঘটনার সহিত জাতির ভাবি কালীন ইতিহাসের সম্বন্ধ আছে জানিয়া, তিনি তাহাদের মহান ব্যবস্থাদাতার দ্বিঃ বিঃ পুস্তকে লিখিত রাজ্য পদ্ধতি প্রজাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন (দ্বিঃ বিঃ ১৭ ; ১৪—২০) ; কেবল তাহা নহে, কিন্তু এই সমস্ত নিয়মাবলী পুস্তকে লিখিয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে রাখিলেন। এইরূপে ঐশ্বরিক আদেশে পূর্ব্বদেশীয় স্বেচ্ছাচারী রাজগণের মধ্যে রাজনিয়মে আবদ্ধ একটী সুন্দর রাজ্য স্থাপিত হইল।*

* দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে লিখিত নিয়ম ; (ক) ইস্রায়েলের কোন রাজা সদাপ্রভুর অনুমতি ব্যতীত রাজপদে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন না। মহাযাজক, বা ভাববাদীর বাণী অথবা পবিত্র গুলিবাঁট দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানা যাইবে। ইহা দ্বারা রাজা বুঝিবেন যে, আমি স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল রাজা নহি, কিন্তু যিহোবার প্রতিনিধি। (খ) রাজা এক জন প্রকৃত ইস্রায়েলীয় হইবেন ; কোন পরজাতীয় বা যিহূদী ধর্ম্মাবলম্বী পরজাতীয় লোক উক্ত পদ পাইবেন না। (গ) ঐশ্বরিক বিধি সকল জানিতে ও পালন করিবার নিমিত্তে, অভিষেক কাল হইতে

এই অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর, সকলেই আপন আপন বাটীতে গেল, এবং শৌলও গিবিয়াতে আপন বাটীতে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার অভিষেক কার্য্য সমস্ত গোষ্ঠীর মনোমত হইলেও কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে দেশ শাসনে অক্ষম বোধে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া দর্শনীয় দিল না (১ শমূ ১০ : ২৭); তথাপি তিনি ধৈর্য্য পূর্ব্বক বধিরের ন্যায় থাকিলেন, এবং তাঁহার উপরে যে ভারার্পণ করা হইয়াছিল, তিনি তাহা বহন করিতে যে সমর্থ, কতক দিনের মধ্যে ইহার প্রমাণ দিলেন।

গিবিয়াতে অবস্থিতি করণ কালে শৌল এমন একটী সংবাদ প্রাপ্ত হন, যাহা শুনিয়া যুদ্ধ করা সম্বন্ধে তাঁহার উদ্যোগশীলতা ও অধ্যক্ষতা পদোচিত গুণ সমূহ এই প্রথমবার প্রকাশ পাইল। ইতিপূর্ব্বে অম্মোনীয়েরা যিপ্তহ কর্ত্তৃক পরাস্ত হওয়াতে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এখন তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আপনাদের রাজা নাহশের অধীনে যাবেশ-গিলিয়দ আক্রমণ করিল (বিচার ২১ ; ৮); তাহাতে যাবেশের সমস্ত লোক ভীত হইয়া তাহার সহিত নিয়ম স্থির করিতে, ও তাহার দাস হইতে সম্মত হইল; কিন্তু নাহশ অহঙ্কার প্রযুক্ত এই উত্তর দিল, আমি এই পণে তোমাদের সহিত নিয়ম স্থির করিব যে, তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটন করিতে হইবে। এইরূপ করিলে, তাহারা যুদ্ধ করিতে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে, ইহাই তাহার অভিপ্রায় ছিল। এই ভয়ানক কথা শুনিয়া যাবেশের প্রাচীনবর্গ তাহার কাছে সাত দিন অবকাশ প্রার্থনা করিল, এবং ইতিমধ্যে ভ্রাতৃগণের কাছে লোক পাঠাইয়া তাহাদের সাহায্য চাহিল।

তাঁহাকে আপনার নিকটে ব্যবস্থার এক অনুলিপি রাখিতে হইবে। (ঘ) বিদেশে যুদ্ধ যাত্রা করণাভিপ্রায়ে বহুসংখ্যক রথ ও অশ্বাদি রাখা নিষিদ্ধ। (ঙ) পূর্ব্বদেশীয় প্রথানুসারে বহুবিবাহ এবং বাহ্য আড়ম্বরের জন্য স্বর্ণ রৌপ্যাদি সঞ্চয় করা নিষিদ্ধ।

শৌল ক্ষেত্র হইতে বলদ লইয়া আসিতেছিলেন ; এমন সময়ে নগরের মধ্যে ভয়ানক রোদনের শব্দ শুনিলেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে, লোকে তাঁহাকে যাবেশ-গিলিয়দবাসীদের বিপদের সংবাদ দিল। এই কথা শুনিবামাত্র, ঈশ্বরের আত্মা তাঁহার উপরে আসিলেন (১ শমূ ১১ ; ৬)। তাহাতে তিনি সময়োচিত সাহস ও উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিলেন। ফলতঃ তিনি দুইটী বলদ লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া সমস্ত গোষ্ঠীর নিকটে পাঠাইলেন, ও তাহাদের চিরলজ্জা নিবারণার্থে তাঁহার ও শমূয়েলের সহিত যোগ দিয়া ভ্রাতৃগণকে উদ্ধার করিতে তাহা-দিগকে আহ্বান করিলেন। পরে সেই আগত দূতগণকে যাবেশ-গিলিয়দে ফিরিয়া যাইতে এবং "কল্য প্রখর রৌদ্রের সময়ে নিশ্চয় সাহায্য পাইবে," নগর নিবাসীদিগকে ইহা বলিতে, তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার উদ্যোগশীলতা ত্বরায় অপর সাধারণের জ্ঞানগোচর হইল, এবং ইস্রায়েল হইতে তিন লক্ষ ও যিহূদা হইতে ত্রিশ সহস্র লোক, তাঁহার ও ভাববাদীর সহিত মিলিত হইল। বেষক যাবেশ হইতে এক দিনের পথ ; তথায় শিবির স্থাপন করিয়া তিনি আপন বাহিনী তিন দলে বিভাগ করিলেন, এবং সমস্ত রাত্রি দ্রুতবেগে যাত্রাপূর্ব্বক অতি প্রত্যুষে অম্মোনীয়দিগকে আক্রমণ করিয়া এমন ছিন্নভিন্ন করিলেন যে, "তাহা-দের দুই জন এক স্থানে থাকিল না" (১ শমূ ১১ ; ১১)।

এই আশ্চর্য্য জয় লাভ দেখিয়া লোকেরা অতিশয় আনন্দপূর্ব্বক শৌলকে দেশের নিস্তারকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিল। এমন কি, যাহারা ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে নাই, তাহাদের প্রাণদণ্ড করিতে তাহারা প্রস্তাব করিল। কিন্তু তিনি ইহাতে অসম্মত হইয়া অতি ধৈর্য্যপূর্ব্বক তাহাদের এইরূপ প্রচণ্ড ভাব শান্ত করিলেন, এবং নম্রভাবে বলিলেন, নির্দ্দোষ রক্তপাতদ্বারা এই স্মরণীয়দিন কলঙ্কিত করিব না ; কেননা আমি নয়, কিন্তু সদাপ্রভু ইস্রায়েলের মধ্যে নিস্তার

সাধন করিলেন। নূতন অধ্যক্ষ এইরূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর, শমূয়েল প্রজাদিগকে আর বার গিলগলে যাইতে বলেন, ও সেখানে গিয়া রাজত্ব পুনর্ব্বার স্থির করেন। অতএব মঙ্গলার্থকবলিদান পূর্ব্বক মহানন্দ-সহকারে শৌল গম্ভীরভাবে আপন পদ পুনরায় গ্রহণ করেন। শমূয়েল যে প্রজাদিগকে সমস্ত শক্তিতে সুবিবেচনাপূর্ব্বক এ পর্য্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের নিকট হইতে এই সুযোগে বিদায় লন (১ শমূ ১২ ;)। তিনি কহিলেন, "দেখ, তোমরা আমাকে যাহা যাহা কহিলে, আমি তোমাদের সেই সমস্ত বাক্যে অবধান করিয়া তোমাদের উপরে একজনকে রাজা করিলাম। এখন দেখ, রাজা তোমাদের সম্মুখে গমনাগমন করিবেন ; কিন্তু আমি বৃদ্ধ ও পক্ককেশ হইয়াছি ; আর দেখ, আমার পুত্রগণ তোমাদের সহিত আছে, আমি বাল্যকালাবধি অদ্যপর্য্যন্ত তোমাদের সম্মুখে গমনাগমন করিয়া আসিতেছি।...আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়া বল দেখি, আমি কাহারও কিছু লইয়াছি ? কাহারও প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়াছি ? আপন চক্ষু অন্ধ করিবার জন্য কাহারও হস্ত হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছি ? যদি করিয়া থাকি, তাহা এখনই তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিব।" সমস্ত লোক একস্বরে তাঁহার নির্দ্দোষিতা ও সত্যপরায়ণতার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিল। তাহার পরে তিনি মোশির ও যিহোশূয়ের ন্যায় তাহাদিগকে শেষ প্রবোধবাক্য বলেন, এবং অতীতকালীন ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও নানাবিপদহইতে তাহাদের উদ্ধার লাভ স্মরণ করাইয়া, সদাপ্রভুতে আসক্ত হইতে, ও তাঁহার আজ্ঞাসকল পালন করিতে বিনতি করেন। পরে আপন বাক্য দৃঢ় করণার্থে কোন একটী অভি-জ্ঞান প্রদর্শন করিতে সদাপ্রভুর নিকটে প্রার্থনা করেন। তখন গোম-শস্যচ্ছেদনের সময় ছিল। এরূপ সময়ে মেঘগর্জ্জন, ঝড় বা বৃষ্টি কখনও হইত না; কিন্তু শমূয়েলের বাক্যানুসারে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন

হইল, ও অবিলম্বে ভয়ানক মেঘগর্জ্জন ও বৃষ্টি হইল। এইরূপ অভিজ্ঞান প্রদর্শনদ্বারা ভাববাদী লোকদের প্রতি তাঁহার চেতনাবাক্য সপ্রমাণ করিলেন, এবং সমস্ত কর্তৃত্ব শৌলের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

মিক্মসের যুদ্ধ।

১ শমূ ১৩—১৪ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ১০৯৩—১০৮৭।

শৌলের সহিত শমূয়েলের প্রথম সাক্ষাৎকালে তিনি বলেন যে, পথিমধ্যে পলেষ্টীয়দের একটী প্রহরীসৈন্যদল দেখিতে পাইবে (১ শমূ ১০; ৫। ১৩; ৩)। এবন-এষর নামক স্থানে তাহাদের পরাস্ত হওনের কাল হইতে তাহারা পুনরায় বলবান হইয়া উঠে, ও বিন্যামীন প্রদেশস্থ পর্ব্বতের মধ্যস্থানে আসিয়া শিবির স্থাপন করে। রাজপদে অভিষিক্ত হওনের (১ শমূ ১৩; ১) দুই বৎসর পরে, শৌল তাহাদের দুর্ব্বহ যোঁয়ালি ভগ্ন করিয়া, স্বদেশ ও স্বজাতিকে মুক্ত করিতে স্থির করেন। তিনি তিন সহস্র সৈন্য স্থায়ীবাহিনীরূপে মনোনীত করিয়া, আপন সাহসী পুত্র যোনাথনের সহিত তাহার এক সহস্র সৈন্য গিবিয়াতে স্থাপন করেন, ও অবশিষ্ট দুই সহস্র সৈন্য লইয়া স্বয়ং যিরূশালেম হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ উত্তরস্থিত মিক্মসে, বৈথেলের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে অবস্থিতি করেন। যোনাথনের শিবিরের সন্নিকটে পলেষ্টীয়দের এক দল প্রহরী সৈন্য ছিল। এইরূপ কিছু দিন উভয় পক্ষ পরস্পর পরস্পরের সম্মুখে অবস্থিতি করিলে, অবশেষে যোনাথন উত্তেজিত হইলেন, এবং শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া দিলেন।

অনতিবিলম্বে এই সমাচার দক্ষিণস্থ তলভূমিনিবাসী পলেষ্টীয়দের কর্ণগোচর হইল। তাহাতে তাহারা সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায়, অসংখ্য সৈন্যসমভিব্যাহারে বিন্যামীন প্রদেশস্থ গিরিপথ দিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া শৌলও গিলগলে ফিরিয়া গিয়া, একটি জাতীয় মহাসভা আহ্বান করিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ তাহারা শত্রুপক্ষের আক্রমণে ভীত হইয়া, গিদিয়োনের সময়ের ন্যায় (বিচার ৬; ২), প্রাকৃতিক গুপ্ত স্থানে অর্থাৎ গুহাতে, ঝোপে, শৈলে ও গর্ত্তে আশ্রয় লইল। এমন কি, অনেকে যর্দ্দন পার হইয়া গাদ ও গিলিয়দ দেশে পলায়ন করিল (১ শমূ ১৩; ৭)।

পলেষ্টীয়েরা মিক্‌মস অধিকার করিয়া লোকদের প্রতি ভয়ানক দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। তাহারা সমস্ত লোককে এরূপ নিরস্ত্র করিল যে, রাজা, রাজপুত্র ও কয়েক জন অনুচর ভিন্ন কোন ইব্রীয়লোকের হস্তে খড়্গ বা বড়শা ছিল না। এমন কি, ইস্রায়েলদেশে কর্ম্মকার না থাকাতে, ইব্রীয় কৃষকেরা ছুরী; লাঙ্গলের ফাল ও কুড়ালাদি অস্ত্র-শস্ত্রে শাণ দিবার জন্য পলেষ্টীয়দের নিকটে যাইতে বাধ্য হইল। এই রূপ দুঃসময়ে শৌল গিলগল হইতে রামাতে শমূয়েলের নিকটে সমাচার দিলেন। তদুত্তরে তিনি সাত দিনের মধ্যে রাজার সঙ্গে মিলিয়া বলি-দানাদি উৎসর্গ করিবেন, এবং আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারার্থে বিশেষ পরামর্শ দিবেন, এরূপ বলিয়া পাঠাইলেন। দেখিতে দেখিতে দিন চলিয়া গেল, কিন্তু শমূয়েলের দেখা নাই। এদিকে মিক্‌মসে পলেষ্টীয়-দের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অন্যদিকে ইস্রায়েলীয়েরা ভীত হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে দলে দলে চলিয়া গেল। অবশেষে কেবল ছয় শত মাত্র সৈন্য রাজার সহিত থাকিল। এই দুরবস্থার কালে বুদ্ধি ও বিবেচনার বড়ই প্রয়োজন ছিল। শমূয়েল উপস্থিত হইলে, রাজা ঈশ্বরের ইচ্ছা অবগত হইতে পারিতেন, তাহাতে কোন

সন্দেহ নাই। যিনি পলেষ্টীয়দের অপেক্ষা অসংখ্য শত্রুদল পরাস্ত করিতে গিদিয়োন ও তাঁহার তিন শত সঙ্গীকে ক্ষমতা দিয়াছিলেন, তিনি এ স্থলেও মুক্তির কোন না কোন উপায় করিতেন। কিন্তু শমূয়েল আসিলেন না; শৌলও ধৈর্য্য ধরিতে অক্ষম হইয়া, স্বয়ং হোমবলি উৎসর্গ করিলেন। বলি উৎসর্গ সমাপ্ত হইতে না হইতে, ভাববাদী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার ধৈর্য্যহীন উদ্যোগের জন্য গুরুতররূপে তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। তিনি কহিলেন, "তুমি অজ্ঞানের কর্ম্ম করিয়াছ। তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা পালন কর নাই।" তিনি আরো বলিলেন যে, সদাপ্রভু ইস্রায়েলের উপরে তোমার রাজত্ব পুরুষানুক্রমে স্থায়ী করিতেন, কিন্তু এখন তোমার রাজত্ব স্থির থাকিবে না। তাহা অন্য এক ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে (১ শমূ ১৩ ; ১১—১৪)।

ইতিমধ্যে পলেষ্টীয়েরা যারপরনাই দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। তাহাদের শিবির হইতে লুটকারী (বোম্বেটিয়া) তিন দল তিন দিকে, অর্থাৎ মিকূমস হইতে পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকস্থ তিনটী উপত্যকা দিয়া এক দল উত্তরে অফ্রার পথে, আর এক দল বৈৎহোরোণের গিরি পথ দিয়া পশ্চিম দিকে, অন্যদল পূর্ব্ব দিকে যর্দ্দনের প্রান্তরের দিকে যাত্রা করিয়া, লোকদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত। শৌল ও যোনাথন আপনাদের ক্ষুদ্র দলের সহিত একটী গিরিশৃঙ্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তথা হইতে আপনাদের উচ্ছিন্নপ্রায় দেশ দেখিলেও, উৎপীড়ক দলের হস্তহইতে তাহা উদ্ধার করিতে অক্ষম হওয়াতে, তাঁহারা অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত ছিলেন। অবশেষে যোনাথন আর এক বার তাহাদিগকে সংহার করিতে মনস্থ করিলেন। গেবাস্থ ইস্রায়েল শিবির হইতে মিকূমসস্থ পলেষ্টীয়দের প্রহরী সৈন্যদলের আড্ডা প্রায় দেড় ক্রোশ। এই পথের মধ্যস্থলে এক পার্শ্বে দন্তাকার এক শৈল ও

অন্য পার্শ্বে দন্তাকার আর এক শৈল ছিল। তাহার একটীর নাম বোৎসেস (উজ্জ্বল)। সম্ভবতঃ নিকটস্থ খড়িমাটীর পাহাড় প্রযুক্ত উক্ত নাম দেওয়া হয়। শিখর দেশে বাবলা গাছ থাকাতে অপরটী সেনি (বাবলা) নামে আখ্যাত হয়। (এই উপত্যকার বর্ত্তমান নাম ওয়াদি-সোয়াইনিৎ বা হারিৎ)। উপরে পলেষ্টীয়দের প্রহরী সৈন্যদল ছিল। যোনাথন আপন অস্ত্রবাহক যুবক ভিন্ন আর কাহাকেও আপন কল্পনা না জানাইয়া, আপন পিতার অজ্ঞাতসারে শৈলের পৃষ্ঠে উঠিয়া যাইতে ও শত্রুদের ভাবগতি অনুসারে আপন কর্ত্তব্য বুঝিয়া লইতে স্থির করিলেন। পলেষ্টীয়েরা আসিয়া যদি তাঁহাকে আক্রমণ করে, তবে তিনি ও তাঁহার অস্ত্রবাহক উপত্যকায় দাঁড়াইয়া থাকিবেন; কিন্তু যদি তাহারা তাহাদিগকে উঠিয়া যাইতে নিমন্ত্রণ করে, তবে তাহা জয়লাভের লক্ষণ জানিয়া অগ্রসর হইবেন। ইহা স্থির করিয়া দুই জনে হামাগুঁড়ি দিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিলেন। পলেষ্টীয়েরা তাহাদিগকে দেখিয়া, বিদ্রূপ ভাবে কহিল, "দেখ, ইব্রীয়গণ যে সকল গহ্বরে লুক্কায়িত ছিল, তাহা হইতে এখন বাহির হইয়া আসিতেছে।" পরে যোনাথনকে ও তাঁহার অস্ত্রবাহককে কহিল, "আমাদের নিকটে উঠিয়া আইস, আমরা তোমাদিগকে কিছু দেখাইব।" ইহা সুলক্ষণ বুঝিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইলেন।

"সিংহ অপেক্ষা বলবান ও উৎক্রোশ অপেক্ষা বেগবান" (২ শমূ ১; ২৩) যোনাথন, উপরে উঠিবামাত্র অনপেক্ষিত ভাবে শত্রুদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক আপন অস্ত্রবাহকের সাহায্যে ন্যূনাধিক বিংশতি জনকে বধ করিলেন। তাহাতে শিবির মধ্যে এমন কি, ক্ষেত্রে ও সমস্ত বিনাশকদলেরমধ্যে ত্রাসযুক্ত কম্প উপস্থিত হইল; তৎসঙ্গে ভূমিকম্প হইল (১ শমূ ১৪; ১৫), এবং গিবিয়াতে স্থিত শৌলের প্রহরীগণ মিক্‌মসের দিকে চাহিয়া দেখিল, পলেষ্টীয়দের লোকারণ্য ক্ষয় পাইয়া

ইতস্ততঃ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, ও পরস্পর পরস্পরকে বধ করিতেছে। এই আকস্মিক অদ্ভুত ঘটনার কারণ বুঝিতে না পারিয়া রাজা, ইস্রায়েলের শিবির হইতে কে গিয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিতে অহিয় মহাযাজককে আজ্ঞা করিলেন। যোনাথন শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতেছেন, ইহা জানিয়া তদ্বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণার্থে রাজা ঈশ্বরের সিন্দুক আনিতে কহিলেন। কিন্তু যখন রাজা মহাযাজকের সহিত কথা বলিতেছিলেন, তখন পলেষ্টীয় বাহিনীর মধ্যে উত্তরোত্তর কোলাহল এমন বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি মহাযাজককে অনুসন্ধান করণ হইতে ক্ষান্ত করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ছয় শত সঙ্গী লইয়া উপত্যকার মধ্য দিয়া তিনি অপর পর্ব্বতশৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, প্রত্যেক জনের খড়্গ তাহার বন্ধুর প্রতিকূল হওয়াতে মহা কোলাহল হইতেছে (১ শমু ১৪; ২০)।

ইহা দেখিয়া, ইস্রায়েলের মধ্যে সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এমন কি, পলেষ্টীয়দের শিবিরে এবং ইফ্রয়িম পর্ব্বতের গুহায় লুক্কায়িত যত ইস্রায়েলীয় লোক ছিল, সকলেই বাহির হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইল, এবং বৈথেলের উচ্চ ভূমি ও বৈৎ-হোরোণের গিরি পথ দিয়া অয়ালোন পর্য্যন্ত শত্রুদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। এই সময়ে শৌল অত্যন্ত অধৈর্য্যভাব প্রকাশ করেন, আর তাহা তাঁহার সমস্ত কার্য্যে বিশেষ ক্ষতিজনক হইয়া উঠিল। তিনি দিব্য করিয়া কহিলেন, "সায়ংকালের পূর্ব্বে, আমি যে পর্য্যন্ত আমার শত্রুগণকে প্রতিফল না দিই, সে পর্য্যন্ত যে কেহ খাদ্য গ্রহণ করিবে, সে শাপগ্রস্ত হউক" (১ শমু ১৪; ২৪)। এ পর্য্যন্ত আপন সাহসী পুত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই, এবং সাধারণ লোকে উপবাস হেতু অত্যন্ত অবসন্ন ও ক্লান্ত হইয়াছিল। শত্রুদিগকে তাড়না করিতে করিতে একটী জঙ্গলের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে যাইতে হইল; সেখানে অনেক বনমধু ছিল।

যে পরিশ্রমের গুণে এই প্রসিদ্ধ জয় লাভ হইল, তৎপ্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়াতে ও আপন পিতার অবিবেচনাপূর্ব্বককৃত দিব্য সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাত না থাকায়, যোনাথন আপন হস্তস্থিত দণ্ডের অগ্রভাগ বাড়াইয়া এক মধুর চাকে ডুবাইয়া আপন মুখে দিলেন। তখন লোকদের মধ্যে এক জন রাজারকৃতদিব্যের বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাত করিল। তাহা শুনিয়া যোনাথন কহিলেন, "আমার পিতা লোকদিগকে ব্যাকুল করিয়াছেন।" ইহা বলিয়া তিনি আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন (১ শমূ ১৪; ২৪—৩২)।

দিবস প্রায়অবসান হইয়া আসিল, লোকেরা আর এক দণ্ডও সহ্য করিতে না পারায়, লুট দ্রব্যের দিকে দৌড়িয়া গিয়া মেষ, গোরু ও বাছুর ধরিল ও ভূমিতে বধ করিয়া রক্তশুদ্ধ খাইতে লাগিল। এই ব্যবস্থালঙ্ঘনের বার্ত্তা শৌলের কর্ণগোচর হইলে, তিনি বলিদানার্থে যজ্ঞবেদিরূপে একখানি বৃহৎ প্রস্তর আনিয়া স্থাপন করিতে বলেন। এখনও এই বিষয়ে তাঁহার ব্যগ্রতা ও উৎসাহ দেখা যায়; সন্ধ্যা হইলেও, তিনি পলেষ্টীয়দিগের পশ্চাৎ গিয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত তাহাদের দ্রব্য লুট করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বহুদর্শী মহাযাজক অহিয় প্রথমে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিতে তাঁহাকে পরামর্শ দেন। তিনি এফোদ (১ শমূ ১৪; ৩) ও বুকপাটা পরিয়া সদাপ্রভুর কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। এই সময়ে রাজাও ঈশ্বরের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি পলেষ্টীয়দের পশ্চাতে গমন করিব? তুমি কি তাহাদিগকে ইস্রায়েলের হস্তে সমর্পণ করিবে?" কিন্তু ঈশ্বর কোন উত্তর দিলেন না। ইহার কোন গুরুতর কারণ আছে বুঝিয়া, শৌল পবিত্রগুলিবাঁট দ্বারা তাহা স্থির করিতে প্রস্তাব করিলেন, এবং পূর্ব্ববৎ অবিবেচকের ন্যায় কহিলেন, "ইস্রায়েলের নিস্তারকারী জীবৎ সদাপ্রভুর দিব্য, যদ্যপি আমার পুত্র যোনাথনেরই দোষে তাহা হইয়া থাকে, তবে সে অবশ্য

মরিবে।" বাহিনীর অধ্যক্ষগণ গম্ভীর ভাবে স্বতন্ত্র স্থানে দাঁড়াইল। শৌল ও যোনাথন এক দিকে দাঁড়াইলেন ও প্রজারা অন্য দিকে দাঁড়াইল। গুলিবাঁট দ্বারা যোনাথনও শৌল নির্ণীত হইলেন। পুনরায় গুলিবাঁট করিলে, যোনাথন ধরা পড়িলেন। আপন পিতার অনুরোধ ক্রমে বিজয়ী যুবক স্বীকার করিলেন যে, আমি আপন হস্তস্থিত দণ্ডের অগ্রভাগে যৎকিঞ্চিৎ মধু লইয়া খাইয়াছি। শৌল আপন দিব্য রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন। যোনাথন, রাজার অবিবেচনার ফল ভোগ করিতেন, কিন্তু লোকেরা এই বিষয়ে বাধা দিল। সমস্ত লোক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া স্থির ভাবে বলিল, "তাঁহার মস্তকের একটী কেশও মৃত্তিকাতে পড়িবে না।" তাহাদের এই দৃঢ় ভাব দেখিয়া শৌল ভয় পাইলেন। এইরূপে যোনাথন বাঁচিয়া গেলেন। পরে শৌল আপন জন্মভূমিতে প্রস্থান করিলেন এবং পলেষ্টীয়েরা পরাস্ত ও অপমানিত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেল। (১ শমূ ১৪ ; ২৪-৪৬)।

পঞ্চম অধ্যায়।

শৌল ও অমালেকীয় জাতি। দায়ূদ ও গলিয়াথ।

১ শমূ ১৫—১৭ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ১০৭৯-১০৬৩।

শৌলের এই সম্পূর্ণ জয়লাভ হেতু তাঁহার রাজত্ব অধিকতর দৃঢ় হইল। আপন দেশ হইতে কেবল শত্রুদিগকে দূর করিয়া দিলেন তাহা নহে, কিন্তু অন্যান্য শত্রুবর্গের সহিত, মোয়াবের, অম্মোনসন্তানগণের, ইদোমের এমন কি, ফরাৎ নদীর তীরস্থ সোবার রাজগণের সহিতও যুদ্ধ করিলেন। এই সমস্ত যুদ্ধ যাত্রায় কৃতকার্য্য হইবার সময়, শমূয়েল ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাঁহার উপরে একটী বিশেষ ভার

অর্পণ করেন। তাহার প্রত্যেক বিষয় নিশ্ছিদ্ররূপে পালন করা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক ছিল। মিসর হইতে ইস্রায়েলের প্রস্থান কালে, পথশ্রান্তি হেতু কতক লোক পশ্চাতে পড়িয়াছিল; এমন অবস্থায় বলবান অমালেকীয় জাতি তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অত্যন্ত বিপদ-গ্রস্ত করিয়াছিল, ঈশ্বর তাহা বিস্মৃত হন নাই (যাত্রা ১৭; ৮-১৪। গণ ২৪; ২০)। অতঃপরও তাহারা সময়ে সময়ে শত্রুতা প্রকাশ করিতে ত্রুটী করে নাই (গণ ১৪; ৪৫। বিচার ৩; ১৩। ৬; ৩)। এখন সেই জাতি সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জিত হইবে। ঈশ্বরের আজ্ঞা এইরূপ ছিল, "এখন তুমি যাইয়া অমালেককে আঘাত কর ও তাহার সাকল্য নিঃশেষে বিনষ্ট কর, তাহাদের প্রতি দয়া করিও না; স্ত্রী ও পুরুষ, বালক ও স্তন্যপায়ী শিশু, গোরু ও মেষ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ সকলকে বধ কর" (১ শমূ ১৫; ২-৩)।

অতএব শৌল যিহূদার দক্ষিণস্থ টলায়ীমে দুই লক্ষ দশ সহস্র যোদ্ধা সংগ্রহ করিলেন, এবং কেনীয়দিগকে তাহাদের মধ্য হইতে কোন নিরাপদ স্থানে যাইতে চেতনা দিলেন। পরে তিনি অমালেকীয়-দিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক হবীলা অবধি মিসরের সম্মুখস্থ শূর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আঘাত করিলেন। তাহার সমস্ত প্রজাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিলেন; কিন্তু যে স্পষ্টআদেশ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া লুটের মধ্যে উত্তম উত্তম বস্তুর প্রতি দয়া করিলেন, ও তাহার রাজা অগাগকে জীবিত রাখিলেন। এই যাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিলে, তিনি যিহূদার পর্ব্বতময়অঞ্চলস্থ কর্ম্মিলে একটী জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তথা হইতে গিলগলে নামিয়া গেলেন। রাজা ঐশ্বরিক আজ্ঞাপালন সম্বন্ধে কিরূপ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ দ্বারা শমূয়েলকে জ্ঞাত করা হইয়াছিল; সুতরাং তিনি অত্যন্ত দুঃখিত মনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

করিতে গেলেন। ভাববাদীকে দেখিবামাত্র শৌল আপন বিবেকে আপনাকে দোষী জানিয়া, ইহা বলিয়া শ্লাঘা করেন যে, "আমি সদাপ্রভুর আদেশ পালন করিয়াছি।" কিন্তু শমূয়েল তাঁহার এই কথায় প্রবঞ্চিত হইলেন না। শৌল কত দূর ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন করিয়াছেন, তাহা মেষের রব ও গোরুর ডাক স্পষ্টরূপে চারিদিকে প্রকাশ করিয়া দিল। তখন তিনি আপন দোষ সাধারণ প্রজাদের উপরে অর্পণ করিতে চেষ্টা করিলেন; ইহাতে তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা বৃদ্ধি বই আর কিছুই হইল না। তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করিবার জন্য লোকেরা উত্তম উত্তম মেষের ও গোরুর প্রতি দয়া করিয়াছে।" ভাববাদী তাঁহাকে অতি গুরুতররূপে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "সদাপ্রভুর রব অবধান করিলে যেমন, তেমন কি হোমে ও বলিদানে সদাপ্রভুর প্রীতি জন্মে? দেখ, বলিদান অপেক্ষা আজ্ঞাপালন উত্তম, এবং মেষের মেদ অপেক্ষা অবধান করণ উত্তম। কারণ আজ্ঞা লঙ্ঘনকরা মন্ত্র পাঠ জন্য পাপের তুল্য, এবং, অবাধ্যতা অপরাধও ঠাকুর পূজার সমান। তুমি সদাপ্রভুর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছ, এই জন্য তিনিও তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন" (১ শমূ ১৫; ১২-২৩)।

তদনন্তর শৌল অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আপন দোষ স্বীকার করিলেন, এবং ভাববাদী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, তাঁহাকে আপনার সঙ্গে রাখিতে ইচ্ছা করিয়া, তাঁহার বস্ত্রের অঞ্চল ধরিলেন। তাহাতে তাহা চিরিয়া গেল, এবং শমূয়েল তাহা ভাবি চিহ্ন বুঝিয়া কহিলেন, "সদাপ্রভু অদ্য তোমা হইতে ইস্রায়েলের রাজত্ব টানিয়া চিরিলেন, ও তোমা হইতে উত্তম তোমার এক প্রতিবাসীকে তাহা দিলেন।" এই দণ্ডাজ্ঞা যে ন্যায় সঙ্গত, ইহা অস্বীকার না করিয়া শৌল শমূয়েলকে কহিলেন, "এখন বিনয় করি, আমার প্রজাদের প্রাচীনবর্গের ও ইস্রায়েলের

সম্মুখে আমার সম্মান, রাখুন," ও আমার সঙ্গে আসিয়া আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আরাধনা করুন। ভাববাদী এইকথায় সম্মত হইয়া, এই শেষবার দুই জনে বলিদান উৎসর্গ করিতে গেলেন; কিন্তু শৌল আপন কর্ত্তব্যসাধন না করিলেও, ঈশ্বর স্বয়ং যাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি সেই বন্দী রাজাকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। তিনি অগাগকে আপনার সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজা মৃত্যুর ভয় দূর হইল মনে করিয়া, প্রফুল্ল চিত্তে উপস্থিত হইল। কিন্তু ভাববাদী কহিলেন, "তোমার খড়্গ দ্বারা স্ত্রীলোকেরা যেমন সন্তানহীনা হইয়াছে, তদ্রূপ স্ত্রীগণের মধ্যে তোমার মাতাও সন্তানহীনা হইবে।" ইহা বলিয়া তিনি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে তাহাকে খণ্ডবিখণ্ড করিলেন। সদাপ্রভুর আজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পালিত হইলে পর, শৌল গিবিয়াতে ও শমূয়েল রামাতে প্রস্থান করিলেন। যে রাজার বিষয়ে এক সময়ে কত আশা করা হইয়াছিল, তাঁহার ভাবি জীবন এমন ঘোরঅন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে ভাবিয়া, শমূয়েল তাঁহার জন্য শোক করিতেন (১ শমূ ১৫; ১৪-৩৫)।

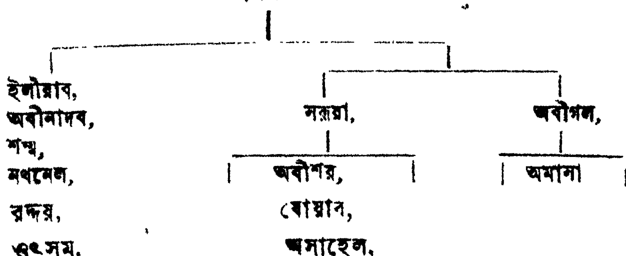
শৌলের দোষ ও ত্রুটী প্রযুক্ত শমূয়েলের দুঃখ যথার্থ ছিল, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে ঐশ্বরিকআজ্ঞা উপস্থিত হইয়া ঐ দুঃখ হইতে তাঁহাকে উত্তোলন করিল। ফলতঃ তিনি একটী শৃঙ্গ তৈলে পূর্ণ করিয়া বৈৎলেহমে যাইতে, ও তথায় আর এক জনকে রাজপদে অভিষেক করিতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এই যাত্রার অভিপ্রায় শৌলের কর্ণগোচর হইলে বিপদ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা বুঝিয়া, তিনি ভীত হইলেন। তাহাতে তিনি এক গোবৎস সঙ্গে লইয়া যাইতে ও নগরের প্রাচীনবর্গকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, অগত্যা তিনি রামা হইতে যাত্রা করেন। সেই নগরের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর দিয়া যাত্রা কালে, প্রাচীনবর্গ মাননীয় ভাববাদীকে দেখিবামাত্র সকম্পে

আগ্রহপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কুশলে আসিয়াছেন ত?" তিনি উত্তর করিলেন, "কুশলে আসিয়াছি।" ইহা বলিয়া তিনি তাঁহার সহিত যজ্ঞে আসিতে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

নিমন্ত্রিত লোকদের মধ্যে উক্ত স্থানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনপরিবার-ভুক্ত যিশয় * নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মোয়াবীয়া রূতের পৌত্র, ওবেদের পুত্র। এই সময়ে তিনি প্রাচীন ও আট জন পুত্রের পিতা ছিলেন। তন্মধ্যে সাত জন পিতার সহিত যজ্ঞে উপস্থিত হইল (১ শমূ ১৭ ; ১২)। সমস্ত লোক সমাগত হইলে পর, ভাববাদী আপন কার্য্য আরম্ভ করিতে স্থির করিয়া, সেই সাত ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ইলীয়াবের প্রতি নিরীক্ষণ করেন। মনে করিলেন, ইনি অবশ্য সদাপ্রভুর অভিষিক্ত। কিন্তু সদাপ্রভুর বাণী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি উহার মুখশ্রীর বা কায়িক দীর্ঘতার প্রতি দৃষ্টি করিও

---

* যিশয়ের গোষ্ঠী যিহূদা গোষ্ঠীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। বংশানুক্রমে এইরূপ ;— যিহূদা, পেরস হিষোণ, রাম, অম্মীনাদব, নহশোন (গণ ১ ; ৭), সল্মোন (রাহবের স্বামী), বোয়স, ওবেদ, যিশয় (রূত ৪ ; ১৮—২২। ১ বংশা ২ ; ৫-১২)।



(শমূ ১৬ ; ৭-১০ তুলনা ১ বংশা ২ ; ১৩-১৭)।

না," কারণ "মনুষ্য প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতিদৃষ্টি করে, কিন্তু সদাপ্রভু অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টি করেন।" অতএব "আমি উহাকে অগ্রাহ্য করিলাম।" তৎপরে উক্ত প্রাচীনের দ্বিতীয় পুত্র অবীনাদব, পরে তৃতীয় পুত্র শম্ম, এবং এইরূপে তাঁহার সাতপুত্র ভাববাদীর সম্মুখ দিয়া গমন করাইলে, সদাপ্রভু তাহাদের কাহাকেও মনোনীত করেন নাই দেখিয়া, তিনি যিশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি তোমার সমস্ত সন্তান?" যিশয় কহিলেন, "কেবল কনিষ্ঠ অবশিষ্ট আছে, দেখুন, সে মেষ চরাইতেছে।" ভাববাদী কহিলেন, "লোক পাঠাইয়া তাহাকে আনাও; সে না আসিলে আমরা ভোজনে বসিব না" (১ শমূ ১৬; ১১—ইত্যাদি)।

তদনুসারে তিনি মেষপালে এক জন লোক পাঠাইলেন। সে গিয়া যিশয়ের "বিন্যামীন" অর্থাৎ সর্ব্বকনিষ্ঠ দায়ূদ (প্রিয়) কে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার হস্তে একগাছি যষ্টি ও গলায় একটী ঝুলি ছিল (১ শমূ ১৭; ৪০)। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইলীয়াবের সহিত তুলনায় নিতান্ত বালক, কিন্তু "ঈষৎ রক্তবর্ণ, সুনয়ন ও দেখিতে সুন্দর ছিলেন" (১ শমূ ১৬; ১২-১৮)। ছেলেটী আসিয়া ভাববাদীর সম্মুখে দাঁড়াইলে, সদাপ্রভু কহিলেন, "উঠ, ইহাকে অভিষেক কর, কেননা এ সেই ব্যক্তি।" অতএব শমূয়েল সমাগত প্রাচীনবর্গের ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের সাক্ষাতে তাঁহাকে পবিত্র তৈলে অভিষেক করিলেন। পরে যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, শমূয়েল উঠিয়া রামাতে চলিয়া গেলেন (গীত ৭৮; ৭০—৭২)।

এই সময়াবধি ঈশ্বরের আত্মা দায়ূদের উপর আসিলেন, এবং শৌলকে ত্যাগ করাতে এক দুষ্ট আত্মা তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিতে লাগিল (১ শমূ ১৬; ১৭)। তাহাতে তিনি নির্জ্জনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, ও সময়ে সময়ে এই অবস্থায় হঠাৎ অত্যন্ত রাগ করিয়া

উঠিতেন। এই ভয়ানক অবস্থা হইতে তাঁহাকে উজ্জীবিত করিবার ইচ্ছায়, দাসগণ এক জন নিপুণ বীণাবাদককে অন্বেষণ করিয়া আনিতে পরামর্শ দিল। সেই ব্যক্তি বীণা বাজাইলে হয়ত তদ্দ্বারা তিনি কিছু উপশম বোধ করিবেন। এইরূপ এক জন বীণাবাদকের অন্বেষণ কালে রাজবাটীস্থ এক জন পরিচারক, যিশয়ের পুত্র দায়ূদের বিষয় জ্ঞাত করিয়া বলিল, তিনি বীণা বাজাইতে নিপুণ, কেবল তাহা নহে, কিন্তু বিক্রমশালীযোদ্ধা, বাক্‌পটু ও রূপবান এবং সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদপাত্র (১ শমূ ১৬ ; ১৮)। ইহা শুনিয়া শৌল তাঁহাকে আনিতে লোক পাঠাইলে, যিশয় উপঢৌকনের সহিত তাঁহাকে রাজবাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। ইস্রায়েলের ভাবি গীতরচকের গান ও বাদ্য শুনিয়া, শৌলও কিছু উপশম পাইলেন। তিনি তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতে লাগিলেন ও তাঁহাকে আপনার কেবল বীণাবাদক করিলেন তাহা নহে, কিন্তু অস্ত্রবাহকের কার্য্যেও নিযুক্ত করিলেন ; তাহাতে তিনি সর্ব্বদা তাঁহার সম্মুখে থাকিতেন (১ শমূ ১৬ ; ২১)।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, দুষ্ট আত্মা শৌলকে ছাড়িয়া গেলে, দায়ূদ বৈৎলেহমের নিকটস্থ মাঠে ফিরিয়া গিয়া পূর্ব্ববৎ আপন কার্য্য করিতেন। তথায় তিনি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হওন দ্বারা, বহু বিষয়ের অধ্যক্ষ হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পালরক্ষকের কার্য্য করাতে মনুষ্য স্বভাবের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম গুণসমূহ তাঁহাতে প্রকাশ পাইল। দৃঢ়তা, সাহস, পরিশ্রমশীলতা ও বিশ্বস্ততা প্রভৃতি গুণসমূহ তাঁহার জন্য আবশ্যক ছিল। এই অভিপ্রায়ে, তাঁহাকে পালরক্ষকের কার্য্যে, দিবসে উত্তাপ ও রাত্রিতে হিম সহ্য করিতে (আদি ৩১ ; ৪০), উচ্চ নীচ পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করিয়া, পালের জন্য চরাণী খুঁজিয়া বাহির করিতে, এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও চিতাব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্যপশুর মুখ ও মরুভূমিস্থ ডাকাইতের হস্তহইতে আপন পাল রক্ষা করিতে

হইল। এই সমস্ত পরীক্ষায় দায়ূদ উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার বল ও সাহসের কথা নিজ জন্মস্থানব্যতীত অন্যান্য স্থানেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। পালরক্ষকের কার্য্যকরণ সময়ে একবার এক সিংহ, আর একবার এক ভল্লুক আসিয়া তাঁহার পিতার পাল আক্রমণ করিয়াছিল; তিনি "বেতনজীবী" পালরক্ষকের ন্যায় পলায়ন না করিয়া, নিজের জীবনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না; কিন্তু তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাহাদিগকে বধ করিলেন (১ শমূ ১৭; ৩৪—৩৭)।

ইতিমধ্যে উদ্যোগী পলেষ্টীয়েরা আর একবার যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। বার বার যুদ্ধ হওয়াতে যে স্থান একস্‌দম্মীম (রক্তের সীমা) নামে বিখ্যাত হইয়াছিল, যিহূদার অধিকারস্থ সোখো ও অসেকার মধ্যবর্ত্তী সেই স্থানে তাহারা শিবির স্থাপন করিল। শৌল ও তাঁহার সঙ্গীগণ এলাতলভূমির উত্তর দিকে সৈন্য রচনা করিলেন। একটী গভীর উপত্যকা উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যবধান ছিল। ইহার বর্ত্তমান নাম ওয়াদি-এস্-সুমূথ অর্থাৎ বাবলা গাছের তলভূমি। তথাকার বড় বড় গাছের নামানুসারে ইহার পূর্ব্ব নাম দেওয়া হয়। চল্লিশ দিন ধরিয়া প্রতিদিন প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে পলেষ্টীয় শিবিরহইতে গাৎ নিবাসী গলিয়াথ নামে এক বীর এই উপত্যকায় নামিয়া দাঁড়াইত; সে সাড়ে ছয় হস্ত দীর্ঘ এবং তাহার আপাদ মস্তক বর্ম্মে সুসজ্জিত ছিল। সে ইস্রায়েলের সৈন্যশ্রেণীকে টিটকারি দিয়া বলিত, তোমা-দের মধ্যে যে পারে, সে আমার কাছে নামিয়া আইসুক। সে যদি আমাকে জয় করিতে পারে, তবে আমরা তোমাদের দাস হইব; আর আমি যদি তাহাকে বধ করিতে পারি, তবে তোমরা আমাদের দাস হইবে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কেবল ইস্রায়েলের বীরসমূহ নহে, কিন্তু শৌল পর্য্যন্ত হতাশ ও অতিশয় ভীত হইলেন (১ শমূ ১৭; ১১)।

এইরূপে যে সময় উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন ছিল, সেই সময় এক দিন অতি প্রত্যূষে দায়ূদ তথায় উপস্থিত হন। তাঁহার বড় যে তিন ভাই সৈন্যদল ভুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের সমাচার আনিতে তিনি আপন পিতাকর্তৃক প্রেরিত হন। তিনি শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইলে, সুসজ্জিত বাহিনীদল যুদ্ধের জন্য সিংহনাদ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাঁহার পিতা আপনাদের সেনাপতির জন্য যে উপহার পাঠাইয়াছিলেন, তাহা দ্রব্যসামগ্রীরক্ষকের হস্তে রাখিয়া দায়ূদ সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে দৌড়িয়া গিয়া আপন ভ্রাতৃগণের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন; এমন সময়ে সেই বীর আসিয়া পূর্ব্বমত তাহাদিগকে টিটকারি দিতে লাগিল, আর দায়ূদ তাহা শুনিলেন। তাহার এই অহঙ্কারপূর্ণবাক্য শুনিয়া ও লোক সাধারণের হতাশ ভাব দেখিয়া তিনি অবাক হইলেন, এবং নিকটে দণ্ডায়মান লোকদিগের কথোপকথন মনোযোগসহকারে শুনিতে লাগিলেন। যে কেহ ঐ বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিবে, রাজা তাহাকে কিরূপ পুরস্কার দিবেন, তাহাও উহাদের মুখে শুনিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইলীয়াব তাঁহারপ্রতি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, কতক গুলি মেষ লইয়া বৈৎলেহমের মাঠে যাওয়া তাহার পক্ষে ভাল; তাহা না করিয়া সে এখানে যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছে। এই প্রকার কথা বলিয়া তাঁহার মনে দুঃখ দিলেন বটে; কিন্তু দায়ূদ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এখান হইতে ওখানে, ইহার নিকট হইতে উহার নিকটে গমন করিয়া, রাজার অঙ্গীকৃত পুরস্কারের কথা শুনিয়া অস্থির হইলেন, এবং বীরের উপযুক্ত সাহস প্রকাশ করিলে, অবশেষে তাঁহার সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল (১ শমূ ১৭; ৩১)।

রাজার সম্মুখে আনীত হইলে, দায়ূদ সেই বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এবং শৌলের অনুরোধে তাঁহার যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইলেন; কিন্তু অসুবিধা বোধ হওয়াতে তাহা খুলিয়া রাখিলেন।

পরে উপত্যকাস্থ শুষ্ক স্রোতোমার্গ হইতে পাঁচখানি চিক্কণ পাতর বাছিয়া লইয়া আপনার ঝুলিতে রাখিলেন, এবং এক হস্তে পাঁচনি ও অন্য হস্তে ফিঙ্গা লইয়া ঐ পলেষ্টীয়ের নিকটবর্ত্তী হইলেন। গলিয়াথ আপন শত্রুর অল্প বয়স দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইল, এবং আপন দেবগণের নাম লইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিয়া কহিল, "তুই আমার কাছে আয়, আমি তোর মাংস শূন্যের পক্ষিগণকে ও মাঠের পশুদিগকে দিই।" কিন্তু দায়ূদ ইহাতে বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া বরং তাহাকে তিরস্কার করিলেন, এবং তাহাকে আপনার দিকে আসিতে দেখিয়া আপন ঝুলি হইতে এক খান পাতর বাহির করিলেন, এবং ফিঙ্গাতে পাক দিয়া ঐ পলেষ্টীয়ের কপালে এমন আঘাত করিলেন যে, পাতরখানি তাহার কপালে বসিয়া গেল; তাহাতে সে ভূমিতে উবুড় হইয়া পড়িল। তখন দায়ূদ আর বিলম্ব না করিয়া দৌড়িয়া গিয়া মৃত দেহের উপরে দাঁড়াইলেন, এবং খাপ খুলিয়া তাহারই খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। পলেষ্টীয়েরা আপনাদের বীরকে নিজ রক্তে ভাসিতে দেখিয়া পলায়ন করিল। ইহা দেখিয়া ইস্রায়েলীয়েরা আপনাদের চির প্রসিদ্ধ জয়ধ্বনি করিতে করিতে তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইল, এবং গাৎ ও ইক্রোণের দ্বার পর্য্যন্ত শত্রুদিগকে তাড়া করিয়া গেল ও তাহাদের শিবির সমুদায় লুট করিল। সদাপ্রভু খড়্গ ও বড়শা দ্বারা আপন লোকদিগকে নিস্তার করেন না, অল্পবয়স্ক যোদ্ধা সুন্দররূপে ইহার প্রমাণ দিয়া, আপন শত্রুর মুণ্ড হস্তে লইয়া বাহিনীর সেনাপতি ও রাজার পিতৃব্য অবনেরের সহিত রাজার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। ইহার দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে দায়ূদ বীণা বাজাইয়া শৌলের কষ্টের উপশম করিলেও, আকৃতিপরিবর্ত্তনহেতু তিনি আপনার বীণাবাদককে চিনিতে পারিলেন না; * কিন্তু এখন হইতে তাঁহাকে আপন কার্য্যে

* বীণাবাদকের কার্য্য ত্যাগ করিয়া বাটী যাওয়া অবধি গলিয়াথবীরকে বধ

স্থায়ীরূপে নিযুক্ত করিলেন, ও তাঁহাকে আপন পিতার বাটীতে ফিরিয়া যাইতে দিলেন না (শমূ ১৮ ; ২)।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজবাটী হইতে দায়ূদের পলায়ন কালীন বৃত্তান্ত।

১ শমূ ১৮—২৩ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ১০৬৩—১০৬১।

গলিয়াথকে জয় করণ, দায়ূদের জীবনের মধ্যে একটী বিশেষ ঘটনা ; তিনি আর বৈৎলেহমের পরিচিত পালরক্ষক নহেন, কিন্তু ইস্রায়েলের মধ্যে সর্ব্বজনবিদিত এক জন নিস্তারকর্ত্তা ও শৌলের যোদ্ধাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন (১ শমূ ১৮ ; ৫)। অপিচ এখন হইতে তিনি যুবরাজ যোনাথনের প্রিয় বন্ধু হইলেন। মিকূমসের বীর বৈৎলেহমের সাহসী পালরক্ষকের সহিত স্বভাবতঃই যে যোগ দিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্য লেখা আছে, "যোনাথনের প্রাণ দায়ূদের প্রাণে সংযুক্ত হইল" (১ শমূ ১৮ ; ১ তুলনা ২ শমূ ১ ; ২৬)। এই সময়ে তাহারা উভয়ে চিরবন্ধুত্বপাশে আপনাদিগকে আবদ্ধ করিবার এক নিয়ম করিলেন, এবং যোনাথন আপন বন্ধুকে আপনার

করা পর্য্যন্ত যে কত সময় ছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না। যদি তাহা দুই তিন বৎসর হয়, তবে এই কালের মধ্যে দায়ূদের আকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব। ঈষৎ রক্তবর্ণ যে বালক সুন্দররূপে বীণা বাজাইত, তাহার এখন আর সেই শ্রী নাই। বর্ত্তমানেও ইহা বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় ; বিশেষতঃ ধনবান লোকদের সন্তানগণ, চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় যেরূপ সুশ্রী, সুন্দর বদন ও গোলগাল দেখা যায়, তাহার পর দুই তিন বৎসরের মধ্যে আর সেরূপ থাকে না, আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে। তাহাতে বোধ হয়, যেন তাহারা যাদু বিদ্যা প্রভাবে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে। তাহদের পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য একেবারে অদৃশ্য হয়। তখন তাহাদের রূপ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হয় ; মুখের অবয়ব আর গোল থাকে না, এমন কি, দেখিতে গম্ভীর ও কুৎসিত বলিয়া বোধ হয়।

গাত্র হইতে বহুমূল্য বস্ত্র খুলিয়া দিলেন কেবল তাহা নহে, কিন্তু সজ্জা, খড়্গ, ধনুক ও কটিবন্ধন পর্য্যন্ত দিলেন (১ শমূ ১৮ ; ৪)।

আক্ষেপের বিষয় এই যে, দায়ূদের উন্নতি লাভের সময় উপস্থিত হইবামাত্র শৌলও তাঁহার মধ্যে ভয়ানক বৈরীভাব উৎপন্ন হইল, এবং সেইভাব শৌলের মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। এলা উপত্যকা হইতে রাজা ও তাঁহার অনুচরগণের প্রত্যাগমনকালে ইব্রীয় কুমারীগণের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। তাহারা জাতির মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া এইরূপ গান করিতে লাগিল,—

"শৌল বধিলেন সহস্র সহস্র,"

"আর দায়ূদ বধিলেন অযুত অযুত!"

রাজার পক্ষে ইহা অত্যন্ত ক্লেশ জনক হইয়া উঠিল ; তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি এই সময় আপনার অপেক্ষা এই রণদক্ষ যুবাকে অধিকতর উপযুক্ত এবং সুতরাং রাজ্যের জন্য মনোনীত বলিয়া জানিলেন। অতএব "সেই দিবসাবধি শৌল দায়ূদের উপর দৃষ্টি রাখিলেন" (১ শমূ ১৮ ; ৯)।

রাজার অস্ত্রবাহক হইলেও দায়ূদ আপন গীত বাদ্য ছাড়িয়া দিলেন না। সময়ে সময়ে দুষ্ট আত্মা শৌলে ভর করিয়া পূর্ব্ববৎ ক্লেশ দিলে, দায়ূদ হস্তে বীণা লইয়া বাজাইতেন ; তাহাতে তিনি উপশম লাভ করিতেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার প্রাণ যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল ; কারণ দুই একবার রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে ভিত্তির সঙ্গে গাঁথিতে বড়শা নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু দায়ূদ তাঁহার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাওয়াতে রক্ষা পাইলেন (১ শমূ ১৮ ; ১১)। ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া দায়ূদে আশ্রয় লইয়াছে জানিয়া, শৌল তাঁহার বিষয়ে ভীত হইলেন, এবং কোন প্রকারে তাঁহাকে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে সহস্রপতি পদে নিযুক্ত করিয়া বার বার তাঁহাকে যুদ্ধে

পাঠাইলেন (১ শমূ ১৮; ১৩)। কিন্তু তিনি সর্ব্ব বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেছেন ও আপন সমস্ত গতিতে বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিতেছেন দেখিয়া, সাধারণ লোকে তাঁহাকে আরো ভাল বাসিতে লাগিল। অতএব রাজা তাঁহাকে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আর একবার চেষ্টা করিতে স্থির করিলেন। ফলতঃ তিনি রাজার পক্ষ হইয়া পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইলে, আপন জ্যেষ্ঠ কন্যা মেরবের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন, রাজা তাঁহার নিকট এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তদনুসারে দায়ূদ যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বিনষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং সম্পূর্ণ জয় লাভ করিয়া তিনি নূতন খ্যাতি লাভ করিলেন। কিন্তু বিবাহ দিবার সময় উপস্থিত হইলে, সে আর এক জনকে দত্তা হইল (১ শমূ ১৮; ১৯)।

ইতিমধ্যে শৌলের দ্বিতীয় কন্যা মীখল আপন পিতার অস্ত্রবাহককে প্রেম করিতে লাগিল। অতএব শৌল এক শত পলেষ্টীয়ের প্রাণ বিবাহের পণস্বরূপ তাঁহার নিকটে চাহিলেন। তদনুসারে দায়ূদ আপন লোকদের সহিত উঠিয়া গিয়া, পলেষ্টীয়দের দুই শত জনকে বধ করিলেন ও তাহাদের মৃত্যুর বিশেষ চিহ্ন আনিলে, রাজা তাঁহার সহিত আপন কন্যা মীখলের বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর, তিনি রাজার দেহরক্ষক সেনা দলের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন; তাহাতে প্রায় অবনেরের সমান পদস্থ হইয়া উঠিলেন। এই সমস্ত কারণে রাজার ঈর্ষ্যানল উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এমন কি, দায়ূদকে গোপনে বধ করিবার জন্য আপন পুত্র যোনাথনের ও অন্যান্য দাসগণের নিকট প্রস্তাব করিলেন। দায়ূদের সপক্ষে যোনাথনের অনুরোধ বাক্য বৃথা হইল। অতঃপর রাজার সহিত এক প্রকার পুনর্মিলন হইলে, তিনি পূর্ব্বের মত রাজ বাটীতে তাঁহার কাছে থাকিলেন; কিন্তু তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিঃশঙ্ক চিত্তে থাকিতে পারিলেন না। একবার আপনার সতর্কতা হেতু

রাজার বড়শা হইতে রক্ষা পাইলেন; আর একবার কেবল মীখলের বুদ্ধি কৌশলে প্রাণ রক্ষা করিলেন। এই শেষবারে তাঁহার হত্যাকারীরা তাঁহার প্রাণ বধ করিতে কুঠরী মধ্যে প্রবেশ করিল; কিন্তু তাঁহাকে না পাইয়া তৎপরিবর্ত্তে খট্টাতে শয়ান এক ঠাকুর প্রতিমা পাইল, তাহার মস্তকে ছাগলোম নির্ম্মিত টুপি ছিল। পূর্ব্ব রাত্রিতে তাঁহার স্ত্রী জানালা দিয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া দিয়াছিল (তুলনা ৫৯ গীত)।

এখন দায়ূদ রামার নিকটবর্ত্তী আশ্রম নায়োতে (কুটীর) পলায়ন করিলেন। এখানে, বোধ হয়, নাথন ও গাদ ভাববাদী বাস করিতেন। এখানে, তিনি বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নির্ভয়ে বৃদ্ধভাববাদী শমূয়েলের সহিত অবস্থিতি করেন। তথায় শমূয়েলের অধীনে ভাববাদিগণের শিক্ষার্থে একটী বিদ্যালয় ছিল। শৌল তাঁহার আশ্রয় লাভের সমাচার পাইয়া, তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে দূতগণকে পাঠাইলেন; কিন্তু ভাববাদিগণকে বৃদ্ধ শমূয়েলের সহিত ভাবোক্তি প্রচার ও পবিত্র সঙ্গীত গান করিতে দেখিয়া, তাহারাও উত্তেজিত হইয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিল। এইরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার দূতগণকে পাঠাইলে, তাহারাও ভাবোক্তি প্রচার করিল। অবশেষে শৌল স্বয়ং রামার নিকটবর্ত্তী সেখুস্থ বৃহৎ কূপের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাববাদী ও দায়ূদ কোথায়? কিন্তু রামাস্থিত নায়োতের নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র, তিনিও তাঁহাদের সহিত ভাবোক্তি প্রচার না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এই জন্য দ্বিতীয় বার লোকে বলিল, "শৌলও কি ভাববাদীদের মধ্যে এক জন?" (১ শমূ ১৯; ২৪)।

এই প্রকারে কিছু দিনের জন্য তিনি নিরাপদ হইলেন; কিন্তু এই অবস্থায় থাকা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। যেহেতু "তাঁহার ও মৃত্যুর মধ্যে নিতান্ত এক পাদ মাত্র অন্তর" এই চিন্তা সদাসর্ব্বদা তাঁহার মনে ছিল। বোধ হয়, তিনি শমূয়েলের পরামর্শানুসারে

গিবিয়ার সমীপবর্ত্তী বিখ্যাত প্রস্তর এষল উপত্যকাতে যোনাথনের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করেন, এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বন্ধুর কাছে আপনার মনের সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলেন। নায়োতে যেরূপ ঘটনা দেখা গিয়াছিল, তাহাতে তিনি শৌলের বৈরীভাব পরিবর্ত্তন হইবে, এই রূপ আশা করিয়াছিলেন। তিনি এখন আপন বন্ধুকে অনুরোধ করেন, যেন এই শেষবার তিনি আপন পিতার মনোগত ভাব জানিয়া তাঁহাকে জ্ঞাত করেন। তৎপর দিন নূতন চন্দ্রের উৎসব। (এ দেশে হিন্দুরা অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় এবং মুসলমানেরা যিহূদীদের ন্যায় নূতন চন্দ্রে উৎসব পালন করে)। তদুপলক্ষে শৌল একটী বিশেষ ভোজ করিবেন, তাহাতে অব্নের ও যোনাথন তাঁহার সহিত মেজে বসিবেন। কিন্তু দায়ূদের স্থান শূন্য থাকিবে; তাঁহার অনুপস্থিতি হেতু রাজা যে ভাব প্রকাশ করিবেন, তাহাই চিহ্নস্বরূপ হইবে। দায়ূদ বৈৎলেহমে আপন বাটীতে গিয়া ঐরূপ ভোজে যোগ দিয়াছেন, যোনাথন ইহা বলিলে শৌল যদি তাহাতে সন্তুষ্ট হন, তবে মঙ্গল; কিন্তু যদি রাগভাব দেখান, তবে বুঝা যাইবে যে, এখনও তাঁহার মনে পূর্ব্ববৎ হিংসাভাব আছে, আর তাহা দায়ূদের পক্ষে মন্দ। এই সমস্ত কথোপকথনের পর উভয় বন্ধুর মধ্যে একটী গুরুতর নিয়ম স্থাপিত হয়। ফলতঃ যোনাথন আপন পিতার মনোগত ভাব তাঁহাকে জানাইবেন, এবং দায়ূদ কেবল যোনাথনের প্রতি নয়, কিন্তু তাঁহার সমস্ত বংশের প্রতিও দয়া দেখাইবেন এমন প্রতিজ্ঞা করেন (১ শমূ ২০; ৫—১০)।

এইরূপ বন্দোবস্তের পর, যোনাথন দায়ূদকে যেরূপে সমাচার দিবেন, তদ্বিষয়ে প্রস্তাব করেন। তিন দিন পরে যোনাথন আবার তীর ধনুক লইয়া একটী ক্ষুদ্র বালকের সঙ্গে সেই বৃহৎ প্রস্তরের নিকটে উপস্থিত হইবেন। তিনি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া তিনটী তীর নিক্ষেপ করিবেন ও বালকটীকে যাহা যাহা বলিবেন, তাহা শুনিয়া দায়ূদ মঙ্গলামঙ্গল বুঝিয়া

লইবেন। যদি বালককে বলেন, "দেখ, তোমার এদিকে তীর আছে, তুলিয়া লও," তবে দায়ূদ বুঝিবেন যে, সমাচার ভাল, আর সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে আসিবেন। কিন্তু যদি বলেন, "দেখ, তোমার ও দিকে তীর আছে," তবে রাজার ক্রোধ কিছুমাত্র শান্ত হয় নাই বুঝিয়া তিনি আপন পথে চলিয়া যাইবেন। দিন উপস্থিত হইল, এবং দায়ূদও আপনার গুপ্তস্থানে থাকিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে যোনাথন ও তাঁহার সঙ্গী বালক তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে তিনি তিনটী তীর নিক্ষেপ করিলেন। তীরগুলি কুড়াইয়া আনিতে যাইবার সময়, তিনি বালকটীকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমার ও দিকে কি তীর নাই?" ইহা শুনিবা মাত্র দায়ূদ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে পলায়ন করিতে হইবে, অন্য উপায় নাই। বালকটী তীর ধনুক লইয়া গিবিয়াতে চলিয়া গেলে পর, দায়ূদ গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইলেন, ও দুই জনে পরস্পর চুম্বন করিয়া রোদন করিতে করিতে পরস্পর বিদায় হইলেন (১ শমূ ২০; ৩৫—৪২)।

অতঃপর দায়ূদ যিরূশালেমের নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বতশৃঙ্গস্থিত ও বিন্যামীন গোষ্ঠীর অধিকার ভুক্ত নোবে আশ্রয় লন। এখানে অহীমেলক মহাযাজক নিয়ম তাম্বুতে বাস করিতেন। তিনি রাজার সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি দায়ূদকে একা আসিতে দেখিয়া ভীত হইলেন; কিন্তু দায়ূদ, রাজার কোন গোপনীয় কার্য্য উপলক্ষে প্রেরিত হইয়াছেন, এই কথা বলিয়া তাঁহার সেই সন্দেহ দূর করিলেন। তথায় অন্য কোন প্রকার সাধারণ খাদ্যসামগ্রী না থাকাতে কয়েকখান দর্শনীয় পবিত্র রুটী [এই রুটী প্রতি সপ্তাহে ঈশ্বরের সম্মুখে রাখা যাইত; সপ্তাহের শেষে পুরাতন রুটী স্থানান্তর করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে নূতন রুটী রাখা যাইত। পুরাতনগুলি যাজকেরা খাইয়া ফেলিতেন (লেবী ২৪; ৫—৯। মথি ১২; ৩। মার্ক ২; ২৩। লূক ৬; ৩—৪)] ও এফোদের পশ্চাতে

রক্ষিত পলেষ্টীয় বীর গলিয়াথের খড়্গখানি লইয়া পলায়ন করিলেন, ও আপন শত্রু পলেষ্টীয়দের কাছে আশ্রয় লইতে স্থির করিলেন।

গাতের রাজা আখীশের বাটীতে উপস্থিত হইলে, তাহার সৈন্যগণ তাঁহাকে ইস্রায়েলের প্রসিদ্ধ বীর বলিয়া চিনিতে পারিল, ও তাঁহার হস্তে খড়্গটী দেখিবামাত্র এলা তলভূমির যুদ্ধ তাহাদের স্মরণ হইল সন্দেহ নাই। অতএব তাহারা তাঁহাকে কারাগারে রুদ্ধ করিল। এই বিপদে পড়িয়া তিনি তাহাদের কাছে আপন বুদ্ধির বৈকল্য দেখাইলেন, দ্বারের কবাট আঁচড়াইলেন ও আপন দাড়ির উপরে লালা পড়িতে দিলেন। এইরূপে তাহাদের কাছে তিনি ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার দেখাইলেন। অতএব পূর্ব্বদেশীয় প্রথানুসারে পাগলদিগকে দুর্ভাগ্য মনে করিয়া, ও তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে, বিশ্বাস করিয়া, তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল (৩৪ ও ৫৬ গীত তুলনা)।

পলেষ্টীয়দের নিম্নদেশ ছাড়িয়া দায়ূদ এখন যিহূদার পর্ব্বত শ্রেণীর নিম্নস্থ অদুল্লম সহরে যাত্রা করেন, ও তাহার নিকটবর্ত্তী কোন বৃহৎ গহ্বরে আশ্রয় লন (যিহো ১৫; ৩৫)। বৈৎলেহমে তাঁহার আগমনের বার্ত্তা পঁহুছিল (১ শমূ ২২; ১); তাহাতে শৌলের ভয়ে ত্রাসযুক্ত তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও পিতৃকুল সকলে তাঁহার সহিত মিলিত হইল। বোধ হয়, ইহাদের মধ্যে সরুয়ার পুত্র যোয়াব ও অবীশয় নামক তাঁহার দুই ভ্রাতৃপুত্রও ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ক্লিষ্ট, নিরাশ্রয় ও ঋণী প্রভৃতি প্রায় চারি শত লোক তাঁহার নিকট আশ্রয় লইল। এই অবস্থায় তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতার কষ্ট হইবে ভাবিয়া, তিনি অবিলম্বে যর্দ্দন পার হইলেন, ও তাঁহাদিগকে নিরাপদে রাখিবার জন্য মোয়াবদেশে লইয়া গিয়া তথাকার রাজার হস্তে সমর্পণ করিলেন; তাহাতে তাঁহারা রাজার সহিত বাস করিলেন (১শমূ ২২; ৩—৪)।

পরে তিনি আপন বন্ধু গাদ ভাববাদীর পরামর্শ অনুসারে, অদুল্লমের

নিকটবর্ত্তী হেরৎবনে প্রস্থান করেন। এখানে অবস্থিতি করণকালে সরুয়ার পুত্রদ্বয় আশ্চর্য্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন (২ শমূ ২৩; ১৪—১৭। ১ বংশা ১১; ১৬—১৯)। পলেষ্টীয়দের প্রহরী সৈন্যদল দায়ূদের জন্ম স্থান বৈৎলেহমের দ্বার রক্ষা করিতেছিল। এমন সময়ে এক দিন দায়ূদ অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তথাকার দ্বার সমীপস্থ একটী কূপের উৎকৃষ্ট জল পান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহা শুনিয়া, উক্ত বীরত্রয় পলেষ্টীয়দের সৈন্যদলের মধ্য দিয়া গিয়া, কূপ হইতে জল তুলিয়া আনিলেন। কিন্তু তিনি তাহা পান করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা প্রাণ হাতে করিয়া এই জল আনিয়াছেন ইহা তাঁহাদের রক্ত বই আর কিছু নয়; তবে আমি কি ইহাঁদের রক্ত পান করিব? ইহা বলিয়া তিনি তাহা পেয় নৈবেদ্যস্বরূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ঢালিয়া দিলেন।

অন্যান্য অনেকেই এখানে তাঁহার সহিত মিলিত হইল। ইহাদের মধ্যে এগার জন বীর্য্যবান লোক ছিল। "সিংহ মুখের ন্যায় তাহাদের মুখ ও পর্ব্বতস্থ হরিণের ন্যায় দ্রুতগামী চরণ ছিল" (১ বংশা ১২; ৮)। যে সময় যর্দ্দনের জল সমস্ত তীর মগ্ন করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, তখন তাহারা যর্দ্দনের ওপার গাদ অঞ্চল হইতে সাঁতার দিয়া পার হইয়া আসিয়াছিল (১ বংশা ১২; ১৫)। কেবল যিহূদাগোষ্ঠী হইতে নহে, কিন্তু বিন্যামীন হইতেও অনেক লোক, তাহাদের অধ্যক্ষ অমাসয়ের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল। শৌলের নিজ গোষ্ঠীর কতক লোক উপস্থিত হওয়াতে, প্রথমতঃ দায়ূদের মনে সন্দেহ হয়, কিন্তু তাহাদের অধ্যক্ষের স্পষ্ট কথায় তাহাদিগকে সরল মনে করিয়া তিনি আপনার নিকট গ্রহণ করেন, এবং সেই এগার জন বীরকে আপনার ছয়শত বিশ্বস্ত সৈন্যের মধ্যে প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত করেন। (১ বংশা ১২; ১৬-১৮)।

ইতিমধ্যে পলেষ্টীয়েরা যিহূদার নিম্ন অঞ্চলস্থিত কিয়ীলা আক্রমণ

করিয়া খামার সকলের শস্য লুট করিয়া লইল। ঈশ্বরের সাহায্যে তাহারা কৃতকার্য্য হইবে ইহা জানিলেও, পাছে ঐ বলবান জাতি তাহাদিগকেও আক্রমণ করে, ইহা ভাবিয়া দায়ূদের লোকেরা কিয়ীলাবাসিদিগের উদ্ধারার্থে যাইতে ভীত হইল। কিন্তু দ্বিতীয় বার ঈশ্বরের বাক্যে আশ্বাস পাওয়াতে, তাহাদের সাহস বৃদ্ধি পাইল। তাঁহারা কিয়ীলাতে গেলেন, ও পলেষ্টীয়দিগকে মহা-সংহারে সংহার করিয়া তন্নিবাসীদিগকে রক্ষা করিলেন। এই স্থানে অবস্থিতিকরণকালে, অহীমেলক মহাযাজকের পুত্র অবি-য়াথর নামে এক জন মহোপকারী ব্যক্তি দায়ূদের কাছে আসিয়া একটী শোকজনক সংবাদ তাঁহাকে দেন। যে দিন দায়ূদ নোবে গিয়াছিলেন, সেই দিন এক জন প্রবাসী তথায় উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিয়াছিল ও মহাযাজকের সহিত তাঁহার আলাপাদিও শুনিয়াছিল। ইদোমীয় দোয়েগ তাহার নাম; সে শৌলের প্রধান পশুপালক (১ শমূ ২১ : ৭)। আপন গোষ্ঠীর কতক লোক রাজবিদ্রোহী হইয়া দায়ূদের পক্ষে গিয়াছে, ইহা বলিয়া যখন রাজা গিবিয়াতে আক্ষেপ করিতেছিলেন, সেই সময় দোয়েগ, নোবে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সে সমস্ত অতিরিক্ত রূপে রাজার কাছে বর্ণনা করিল। রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া, অহীমেলক প্রভৃতি ঈথামর গোষ্ঠীর সমস্ত যাজককে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং তাঁহারা শত্রুর সাহায্য করিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের উপর দোষারোপ করিলেন। মহাযাজক দোষ প্রক্ষালনের চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাহা বৃথা হইল। শৌল তৎক্ষ-ণাৎ তাঁহাদের সকলকেই বধ করিতে আদেশ করিলেন; কিন্তু তাঁহার শরীররক্ষক সৈন্যদল এমন ভয়ানক রক্তপাত করিতে অসম্মত হইলে, তিনি দোয়েগকে আদেশ দিলেন। তাহাতে সে যাজকগণকে আক্রমণ করিয়া "শুক্ল এফোদ পরিধায়ী পঁচাশী জনকে বধ করিল।"

ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া রাজা তন্নগরবাসী "স্ত্রী, পুরুষ, বালক ও স্তন্যপায়ী শিশু এবং গরু, গর্দ্দভ ও মেষসকল খড়্গ ধারে নিহনন করিলেন" (১ শমূ ২২ ; ১৯)। ঈথামর গোষ্ঠীর এক মাত্র অবশিষ্ট অবিয়াথর দায়ূদের কাছে পলাইয়া গিয়া এই সংবাদ দিলেন। দায়ূদ ইহা শুনিয়া কহিলেন, "ইদোমীয় দোয়েগ সেই স্থানে থাকাতে আমি সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম যে, সে নিশ্চয়ই শৌলকে সংবাদ দিবে। আমিই তোমার পিতৃকুলের সমস্ত প্রাণীর বধের কারণ।" এই দিন হইতে অবিয়াথর দায়ূদের সঙ্গে বাস করিলেন, এবং তাঁহার সহিত মহাযাজকের এফোদ থাকাতে বিপদ কালে ঈশ্বরের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইলেন। ইহাতে দায়ূদের বিশেষ সাহায্য হইয়াছিল। ইতিমধ্যে দায়ূদ "দ্বার ও অর্গলযুক্ত নগরে প্রবেশ" করিয়াছেন শুনিয়া, শৌলের মনে তাঁহাকে ধরিবার আশার সঞ্চার হইল (১ শমূ ২৩ ; ৭)। অতএব তিনি তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরবর্গকে ধৃত করিতে সৈন্যদল একত্র করিয়া কিয়ীলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজার গুপ্ত অভিসন্ধি জ্ঞাত হইয়া, দায়ূদ এফোদ দ্বারা ঈশ্বরের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সেই স্থানের লোকেরা তাঁহাকে ও তাঁহার লোকদিগকে শৌলের হস্তে সমর্পণ করিবে, ইহা অবগত হইয়া তিনি ও তাঁহার অনুচরগণ তথা হইতে বাহির হইয়া "যেখানে পরিভ্রমণ করিতে পারিলেন, করিলেন" (১ শমূ ২৩ ; ১৩)।

সপ্তম অধ্যায়।

সিক্লগে দায়ূদের অবস্থিতি ও গিল্‌বোয় পর্ব্বতের যুদ্ধ।

১ শমূ ২৪—৩১ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ১০৬১—১০৫৬।

এই সময়ে দায়ূদ কিয়ীলা হইতে প্রস্থান করিয়া সীফ্ প্রান্তরে, অর্থাৎ হিব্রোণ হইতে দেড় ক্রোশ দূরে কর্ম্মিল ও যুটার মধ্যবর্ত্তী

যিহূদা প্রদেশীয় পর্ব্বতময় অঞ্চলে বাস করেন। অবিশ্রান্ত উদ্যোগ-সহকারে শৌল এখানেও তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু তাঁহার লুকাইবার স্থান কোন মতে বাহির করিতে পারিলেন না। যোনাথন নিকটবর্ত্তী একটী বনে তাঁহাকে পাইয়া "ঈশ্বরেতে তাঁহার হস্ত সবল করিলেন" এবং তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন; আমার পিতা কখনই তোমাকে ধরিতে পারিবেন না; কিন্তু তুমি রাজা হইবে ও আমি তোমার দ্বিতীয় হইব। তাঁহাদের মধ্যে স্থাপিত নিয়ম, এই তৃতীয় বার দৃঢ়ীকৃত হইল, এবং এই বন্ধুদ্বয় এই শেষ বার পরস্পর দেখা করিয়া বিদায় হইলেন (১ শমূ ২৩; ১৬-১৮)।

ইতিমধ্যে শৌল গিবিয়াতে ফিরিয়া গেলেন; তথায় সীফীয়দের কয়েক জন দূত উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দায়ুদের গোপনীয় স্থানের সন্ধান দিল, এবং দায়ুদকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতেও প্রতিজ্ঞা করিল (৫৪ গীত দেখ)। অতএব রাজা পুনরায় যাত্রা করিয়া দায়ুদের এত নিকটবর্ত্তী হইলেন যে, যিহূদা অঞ্চলের দক্ষিণস্থ মায়োন প্রান্তরের একটী পর্ব্বতের এ পার্শ্ব দিয়া যখন দায়ুদ যাইতেছিলেন, শৌল ও তাঁহার লোকেরাও সেই সময় অন্য পার্শ্বে ছিলেন; এমন সময়ে এক জন দূত আসিয়া তাঁহাকে পলেষ্টীয়দের আক্রমণের সংবাদ দিল। তাহা শুনিয়া শৌল দায়ুদকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। এই ঘটনার স্মরণার্থে উক্ত স্থানের নাম সেলাহম্মহ্লিকোৎ (রক্ষা শৈল) হইল (১ শমূ ২৩; ২৮)।

অতঃপর দায়ুদ মৃত হ্রদের পশ্চিম তীরস্থ ঐনগদী * (বনচ্ছাগের উন্মুই) নামক স্থানে আশ্রয় লন। এখানে দায়ুদ যেরূপ মহানুভবতা প্রকাশ করিলেন, এমনটী প্রায় কোন কালেই দেখা যায় না, বিশেষ পূর্ব্বদেশীয়

* পূর্ব্বে ইহার নাম হৎসসোন-তামর (খেজুর গাছ কাটান) ছিল, কারণ তাহার চতুর্দ্দিকে খেজুর গাছের জঙ্গল ছিল (আদি ১৪; ৭। ২ বংশা২০; ২)।

লোকদের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত দুর্লভ। পলেষ্টীয়দিগকে দূর করিয়া দিয়া শৌল তিন সহস্র সৈন্যের সহিত ঐনগদীতে উপস্থিত হন, এবং তথাকার একটী বৃহৎ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করেন। দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীগণও সেই গুহার অন্তঃপ্রদেশে বসিয়াছিলেন। দায়ূদ আপন সঙ্গীদের পরামর্শ মতে কার্য্য করিলে, তিনি আপন শত্রুকে এক কালে বিনাশ করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া রাজার বস্ত্রের এক অঞ্চল মাত্র কাটিয়া লইয়া সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু এরূপ কার্য্য করায়, তাঁহার মন তাহাকে দোষ দিল। তিনি আপন সঙ্গীদিগকে স্মরণ করাইয়া কহিলেন যে, রাজা "আমার প্রভু" ও "সদাপ্রভুর অভিষিক্ত" (১ শমূ ২৪; ৬)। এই কথা দ্বারা তিনি আপন লোক-দিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে উঠিতে দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে শৌল গুহা হইতে বহির্গত হইলে, দায়ূদও তাঁহার পশ্চাৎ হইতে ডাকিয়া কহিলেন, "হে আমার প্রভো, মহারাজ;" তাহাতে শৌল পশ্চাতে দৃষ্টি করিলে, দায়ূদ ভূমিতে মস্তক নমনপূর্ব্বক প্রণিপাত করিলেন (৫৭ গীত দেখ), এবং তাঁহার বস্ত্রের এক অঞ্চল দেখাইয়া অতি নম্রভাবে মিষ্ট ভাষায় কহিলেন, "দেখুন, দায়ূদ আপনার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে, লোকের এমন কথা আপনি কেন শুনেন? দেখুন, আপনি অদ্য চাক্ষুস দেখিতে-ছেন, অদ্য এই গুহার মধ্যে সদাপ্রভু আপনাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ আপনাকে বধ করিবার পরামর্শও দিয়াছিল, কিন্তু আপনার উপরে আমার মমতা হইল। আমি কহিলাম আমার প্রভুর প্রতিকূলে হস্ত বিস্তার করিব না; কেননা তিনি সদা-

রবিন্সন সাহেব বলেন, "আমরা এই সময়ে ঐনগদী প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম। এখানে দায়ূদ বন ছাগের শৈলোপরি থাকিতেন। আমাদের চারিদিকে পাহাড় এবং অনেক গহ্বর দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমানে তাহা যেমন ডাকাইতদের আড্ডার উপযুক্ত স্থান, তৎকালে দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীদেরও তদ্রূপ উপযুক্ত আশ্রয় স্থান ছিল।"

প্রভুর অভিষিক্ত। হে আমার পিতঃ! দেখুন, হাঁ আমার হস্তে আপনার বস্ত্রের এই অঞ্চল দেখুন, কেননা আমি আপনার বস্ত্রের অগ্র ভাগ কাটিয়া লইয়াছি, তথাপি আপনাকে বধ করি নাই। ইহাতে আপনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, আমি হিংসায় কি অধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করি নাই ও আপনার প্রতিকূলে পাপ করি নাই, তথাপি আপনি আমার প্রাণ হরণ করিবার জন্য মৃগয়া করিতেছেন।" এই সমস্ত কথা শুনিয়া এমন যে শৌল, তাঁহার মনও বিচলিত হইল। তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে মুক্তকণ্ঠে দায়ূদের অনুগ্রহ স্বীকার করিলেন, এবং দায়ূদ যে ভবিষ্যতে রাজা হইবেন, ইহাও তিনি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলেন। বস্তুতঃ রাজা হইলে তিনি যেন তাঁহার বংশের প্রতি দয়া প্রকাশ করেন ও পৃথিবী হইতে তাঁহার নাম লোপ না করেন, এই বিষয়ে শপথপূর্ব্বক অঙ্গীকার করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। দায়ূদ বিশ্বস্তভাবে সমস্তই পালন করিবেন বলিয়া দিব্য করিলেন, কিন্তু রাজার স্বভাব বিলক্ষণ অবগত থাকায় আপন আশ্রয়স্থান ত্যাগ করিলেন না। প্রায় এই সময়ে বৃদ্ধ ভাববাদী শমূয়েলের মৃত্যু হইল, এবং সমস্ত ইস্রায়েল একত্র হইয়া তাঁহার জন্য শোক করিল ও রামায় তাঁহার নিজ বাটীতে তাঁহার কবর দিল (১ শমূ ২৫; ১)।

চতুর্দ্দিকস্থ জমিদারবর্গের সহিত দায়ূদের কিরূপ ভাব ছিল, তাহা এই সময়ের একটী ঘটনা দ্বারা জানা যায়। নিকটবর্ত্তী কর্ম্মিল পর্ব্বতে নাবল নামে এক জন ধনবান মেষব্যবসায়ী বাস করিতেন। চারিদিকে অনেক ডাকাইত বাস করাতে তাঁহার তিন সহস্র মেষ ও এক সহস্র ছাগী নিরাপদে রক্ষা করা তাঁহার পালরক্ষকদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল। দায়ূদের সাহসী সৈন্যদল থাকাতে, এ বিষয়ে তাহাদের বিশেষ সাহায্য হইয়াছিল; কারণ তাহারা তাহাদিগের কোন ক্ষতি না করিয়া বরং দিবারাত্রি তাহাদের পক্ষে চতুর্দ্দিকে প্রাচীরস্বরূপ হইয়া থাকিত

(১ শমূ ২৫ ; ১৫—১৭)। নাবল মেষলোম ছেদন উপলক্ষে উৎসব করিতেছেন শুনিয়া, দায়ূদ তাঁহার সাহায্য দানের পরিবর্তে সামান্য পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায়, এখন আপনার কয়েক জন লোক পাঠাইলেন : কিন্তু নাবল আপন স্বভাবসিদ্ধ কৃপণতা ও প্রচণ্ডতা প্রযুক্ত তাহাদিগকে অপমানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। দায়ূদ এই অপমান হেতু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা করিলেন। দ্রব্যসামগ্রী রক্ষার্থে দুই শত লোক রাখিয়া অবশিষ্ট চারি শত লোককে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া তিনি কর্ম্মিলেরদিকে যাত্রা করিলেন। সেই গোঁয়ার মেষব্যবসায়ীকে গুরুতররূপে শাস্তি দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ; কিন্তু পথিমধ্যে নাবলের সুন্দরী ও সুবুদ্ধি স্ত্রী অবীগলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আপন স্বামীর অভদ্র ব্যবহারের কথা শুনিবামাত্র, প্রচুর খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে লইয়া দায়ূদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইলেন। দায়ূদকে দেখিবামাত্র অবীগল নম্রভাবে মিষ্ট আলাপ দ্বারা তাঁহার অসন্তোষ ভাব দূর করিতে চেষ্টা করিলেন, এবং নিজ স্বামীর বিষয় স্পষ্টই স্বীকার করিয়া বলেন, “বিনয় করি, আপনি সেই পাষণ্ডকে, অর্থাৎ নাবলকে গণনার মধ্যে ধরিবেন না ; তাঁহার যেমন নাম, তেমনি তিনি। তাঁহার নাম নাবল (মূর্খ), তাঁহার অন্তরে মূর্খতা” (১ শমূ ২৫ ; ২৫)। ইহা শুনিয়া দায়ূদ আপন সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং অবীগলও আপন স্থানে ফিরিয়া গেলেন ; কিন্তু গৃহে গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার স্বামী অত্যন্ত মত্ত হইয়া পড়িয়া আছেন। এজন্য প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, তাঁহার মত্ততা দূর হইলে বিপদের সমস্ত কথা তাঁহাকে জানাইলেন। তাহা শুনিবা মাত্র “তাঁহার অন্তর মধ্যে হৃদয় নিষ্পন্দ হইল, এবং তিনি প্রস্তরবৎ হইয়া পড়িলেন। আর তাহার ন্যূনাধিক দশ দিন পরে সদাপ্রভু নাবলকে আঘাত করাতে তিনি মরিয়া গেলেন” (১ শমূ ২৫ ; ৩৭—৩৮)। পরে দায়ূদ অবী-

গলকে বিবাহ করেন। তদ্ব্যতীত কর্ম্মিলের নিকটস্থ (যিহো ১৫ ; ৫৬) যিষ্রিয়েলীয়া অহীনোয়মকেও মীখলের পরিবর্ত্তে তিনি বিবাহ করিলেন ; কারণ শৌল ইতিপূর্ব্বে আপন কন্যা মীখলকে লইয়া আর এক জনের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন (১ শমূ ২৫ ; ৪৩—৪৪)।

দায়ূদ আর একবার সীফ্‌প্রান্তরে ও নিকটবর্ত্তী হখীলা পর্ব্বতে আশ্রয় লওয়াতে সীফীয়েরা আবার শৌলের কাছে সমাচার পাঠাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া দিতে চাহিল *। তাহাতে শৌল তিন সহস্র লোক লইয়া বাহির হন (১ শমূ ২৬ ; ৩)। শৌলের আগমনের সমাচার পাইয়া, দায়ূদ উচ্চস্থলী হইতে নামিয়া, নিম্নভূমিস্থ জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই উচ্চস্থলীতে সেনাপতি অব্‌নেরের ও সৈন্যদিগের শিবির চতুর্দ্দিকে স্থাপন করিয়া, শৌল আপনি মধ্যস্থলে অবস্থিতি করেন। দায়ূদ আপন ভ্রাতৃপুত্র অবীশয়কে সঙ্গে লইয়া, দুই প্রহর রাত্রিতে রাজার শিবিরে গমন করেন। গিয়া দেখিলেন, শকটমণ্ডলের মধ্যে শৌল শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার শিয়রের কাছে তাঁহার বড়শা † ভূমিতে পোঁতা রহিয়াছে। অবীশয় আবার দায়ূদকে এই সুযোগ অবলম্বন করিতে

---

* এই সময়ে ৫৪, ৫৭ ও ৬১ গীত রচনা করা হয়। গীতের শিরোভাগ পাঠ করিলে তাহা জানা যায়। "বোধ হয় এই প্রকার গীত পাঠ করাতে আলফ্রেড রাজার ও স্কট্‌লণ্ডের অধ্যক্ষ ওয়ালেসের নিকট গীতপুস্তক খানি এত আদরের জিনিস ছিল।"

† টম্‌সন্ সাহেব বলেন, "আমি যত শিবিরের পার্শ্ব দিয়া গিয়াছিলাম, দেখিলাম, প্রত্যেকটার মধ্যে অধ্যক্ষ বা সেখের শিবির অনায়াসে চিনিতে পারা যায় ; কারণ তাহার সম্মুখে একটা বড়শা মাটিতে পোঁতা থাকে, এবং দেশের প্রথানুসারে, ডাকাইতের দল বা যুদ্ধের জন্য সৈন্যসামন্ত বাহির হইলে, যে সময় তাহারা বিশ্রামার্থ শিবির স্থাপন করে, সেই সময়ে অধ্যক্ষ যেখানে বিশ্রাম করিবে, সেই স্থানটা এইরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হয়। কেবল তাহা নহে, কিন্তু একটা জলপাত্রও বর্ত্তমান কালের প্রথানুসারে দেখা যায়। এই স্থানের মরুভূমিতে যাত্রাকালে জলপাত্র ব্যতীত কেহই বাহির হইবে না, এবং সাধারণতঃ রাত্রিতে প্রত্যেকের বালিশের নিকট ঐ পাত্রটী রাখা হয়। আরবীয়েরা সন্ধ্যাকালে এমন জিনিস খায়, যাহাতে তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায় ; সুতরাং এই জলপাত্র রাত্রিকালেও অত্যন্ত প্রয়োজন।"

পরামর্শ দিলেন, এবং নিদ্রিত রাজাকে একবার মাত্র আঘাত করিতে অনুমতি চাহিলেন; কিন্তু দায়ূদ সেই পরামর্শ পুনরায় অগ্রাহ্য করিলেন, এবং নিকটস্থ বড়শা ও জলপাত্র তুলিয়া লইয়া, নিদ্রিত সৈন্যগণের মধ্য দিয়া প্রস্থান করিলেন। উপত্যকার অন্য পারে গিয়া একটী পর্ব্বতের শৃঙ্গে উঠিয়া তিনি তথা হইতে অব্নেরকে ডাকিলেন। তিনি পরিশ্রান্ত হওয়াতে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। দায়ূদের চীৎকার শব্দ মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা ভগ্ন হওয়ায়, অব্নের হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন, এবং কে ডাকিতেছে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি আপন প্রভুকে রক্ষা করণ বিষয়ে মনোযোগ না করাতে দায়ূদ তাঁহাকে অনুযোগ করিলেন, এবং রাজার বড়শা ও জলপাত্র দেখাইয়া দ্বিতীয়বার প্রমাণ দিলেন যে, তিনি তাহার শত্রুর প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে শৌলও জাগ্রৎ হইয়া দায়ূদের স্বর বুঝিতে পারিলেন। তখন পলাতক দায়ূদ আর একবার আপনার তাড়নাকারীর সহিত মধুর স্বরে বিনীত ভাবে আলাপ করিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহার পদে পরে রাজা হইবেন, তাঁহার আশ্চর্য ক্ষমাশীলতা ও দয়া দেখিয়া শৌল হৃদয়ে বিদ্ধ হইলেন, এবং আপন পাপ ও ত্রুটী স্বীকার করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন (শমূ ২৬; ১৩-২৫)

দায়ূদ, তাঁহার প্রতি রাজার মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই, এই ঘটনা দ্বারা বুঝিতে পারিয়া (১ শমূ ২৭; ১), তিনি আর একবার পলেষ্টীয়দের মধ্যে আশ্রয় লইতে প্রস্থান করিলেন। এক জন হতভাগ্য পলাতকের ন্যায় নহে, কিন্তু আপনার দুই স্ত্রী ও ছয় শত অনুচরের সহিত পুনরায় গাতের রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার এই নিবেদন শুনিয়া আখীশ গাৎ হইতে দূরবর্ত্তী ও পলেষ্টীয় সীমার দক্ষিণপূর্ব্বস্থিত সিক্লগ নগর তাঁহাকে দান করিলেন (১ শমূ ২৭; ৫)। এখানে দায়ূদ ষোল মাস অবস্থিতি করিয়া সৈন্য দলের সহিত গশূরীয়, গিষরীয় ও অমালেকীয়দিগকে এবং পলেষ্টীয় তল-

ভূমির নিকটবর্ত্তী মরুভূমিতে ভ্রমণকারী জাতিদিগকে আক্রমণ করিতেন, ও তাহাদের নিকট হইতে অনেক মেষ, গোরু, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও বস্ত্রাদিও লূট করিয়া আনিতেন। তাহা কেবল নহে, কিন্তু পাছে আখীশ তাহা শুনিতে পান, এই ভয়ে শত্রুদের মধ্যে কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রী কাহাকেও জীবিত রাখিতেন না; তথাপি আখীশ রাজা এই সকল যাত্রার বিবরণ শুনিতে পাইতেন, এবং তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে উত্তর পাইতেন যে, যিহূদা দেশের দক্ষিণাঞ্চলবাসীদের ও কেনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল। ইহাতে আখীশ দায়ূদকে আপনার বিশ্বস্ত প্রজা মনে করিলেন, এবং "দায়ূদ নিজ জাতি ইস্রায়েলের নিকটে আপনাকে নিতান্ত ঘৃণাস্পদ করিয়াছেন" জানিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। অতএব দায়ূদের দ্বারা তাঁহার অনেক সাহায্য হইতে পারিবে এমন আশাও করিলেন (১ শমূ ২৭; ৮-১২)।

কিছু দিন পরে পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলের সহিত এই শেষবার ভয়ানক যুদ্ধ করিতে সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিতে লাগিল। আখীশও এই যুদ্ধ-যাত্রার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করেন, এবং তাঁহার প্রজা বলিয়া দায়ূদও আপন ছয় শত লোক লইয়া তাঁহার সহিত যাইতে সম্মত হন। যিষ্রি-য়েলের নিকটবর্ত্তী অফেকে পলেষ্টীয়দের অধ্যক্ষগণ শতসংখ্যক ও সহস্র-সংখ্যক সৈন্য লইয়া, আপনাদের উর্ব্বরা নিম্নতল ছাড়িয়া সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইল। অফেকে যাত্রাকরণকালে মনঃশিবংশীয় সাত জন সাহসী সহস্রপতি শৌলের সহিত যোগ না দিয়া, দায়ূদের সহিত যাত্রা করিল (১ বংশা, ১২; ১৯-২১); কিন্তু তাঁহার নূতন প্রজার উপর আখীশের যেরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পলেষ্টীয়দের অন্যান্য অধ্যক্ষের সেরূপ ভাব না থাকায়, তাহারা স্পষ্টরূপে বলিল যে, দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীগণ কখনই তাহাদের সহিত যাইতে পাইবেন না। সেই জন্য রাজা আখীশ তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। তাহাতে এক দিন প্রত্যূষে দায়ূদ উঠিয়া সিক্লগে প্রস্থান করিলেন (১ শমূ ২৯; ১১)। সেখানে

উপস্থিত হইয়া ভস্মরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে, অমালেকীয়েরা হঠাৎ উপস্থিত হইয়া সিক্লগ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিল, এবং স্ত্রী, সন্তানসন্ততি ও মূল্যবান দ্রব্যাদি সমস্তই লুট করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, এই প্রথমবার দায়ূদের বিষয়ে তাঁহার সঙ্গীদের বিশ্বাস টলিল, এমন কি, মনোদুঃখে হতাশ হইয়া তাহারা তাঁহাকে প্রস্তরাঘাত করিবার কথা কহিতে লাগিল। এ বড় ভয়ানক অবস্থা; কিন্তু ইহাতেও দায়ূদের বিশ্বাস অটল থাকিল। "তিনি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে আপনাকে সবল করিলেন" (১ শমূ ৩০; ৬)। অবিয়াথর যাজককে ডাকিয়া তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিতে তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন। শত্রুদের পশ্চাতে যাইব কি না, তিনি জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার সন্তোষজনক উত্তর পাইয়া, আপনার ছয়শত লোক ও মনঃশিবংশীয় অধ্যক্ষদিগকে লইয়া যিহূদার দক্ষিণস্থ বিষোর স্রোতোমার্গে উপস্থিত হইলেন। এখানে তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে দুই শত লোক অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়াতে, সেখানে তিনি তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অবশিষ্ট লোকদিগকে লইয়া অগ্রসর হইলে, মাঠের মধ্যে এক জন মৃতকল্প মিস্রীয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিন দিবারাত্রি সে রুটী ভোজন বা জল পান করে নাই। তাহাকে কিছু আহার দিয়া সঞ্জীবিত করিলে সে আপনার পরিচয় দিয়া কহিল, আমি এক জন অমালেকীয় অধ্যক্ষের ক্রীতদাস; আমার প্রাণ রক্ষা করিলে তাহাদের নিকট তোমাদিগকে লইয়া যাইব। অতএব তাহার সাহায্যে তাঁহারা অমালেকীয় শিবিরে গিয়া দেখিলেন যে, তাহারা সমস্ত ভূতল ব্যাপিয়া ভোজন পান ও উৎসব করিতেছে (১ শমূ ৩০; ১৬)। দায়ূদ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আঘাত করিলেন। তাহাদের মধ্যে একজনও রক্ষা পাইল না, কেবল চারিশত যুবক উষ্ট্রারোহণে পলায়ন করিল। বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া প্রচুর লুটদ্রব্য সঙ্গে লইয়া

বিজয়ী দায়ূদ সিক্লগে ফিরিয়া আসিলেন, এবং তাঁহার ভ্রমণ কালে নিজ গোষ্ঠীর ও অন্যান্য লোকদের প্রাচীনবর্গের নিকট যে দয়া ও উপকার পাইয়াছিলেন, তাহার পরিবর্ত্তে এই প্রথমবার কিছু উপহার পাঠাইয়া আপন কৃতজ্ঞতা দেখাইতে সুযোগ পাইলেন (১ শমূ ৩০ ; ২৬—৩১)। এই ঘটনার একটী বিশেষ স্মরণীয় বিষয় এই, ইতিপূর্ব্বে দায়ূদ যে ব্যবস্থা করেন (১ শমূ ২৫ ; ১৩), তাহা এই সময়ে দৃঢ় ও পূর্ণ হইল, অর্থাৎ যুদ্ধ কালে দুই তৃতীয়াংশ লোক যুদ্ধে যাইবে ও এক তৃতীয়াংশ লোক দ্রব্যসামগ্রী রক্ষার্থে থাকিবে ; পরে সকলেই লুট দ্রব্যের সমানাংশ পাইবে ; (১ শমূ ৩০ ; ২১-২৫)।

সিক্লগে ফিরিয়া আসিবার দুই দিন পরে, পলেষ্টীয়দের আক্রমণ সম্বন্ধে ভয়ানক সংবাদ আসিল। পলেষ্টীয়েরা রথ ও অশ্বারোহীদিগকে সঙ্গে লইয়া যিষ্রিয়েল তলভূমিস্থ শূনেমে শিবির স্থাপন করিল। এখন যাহার নাম ক্ষুদ্র হর্ম্মোণ গিরি, (যবল্‌-এড্‌-ডুহি), তাহারই দক্ষিণপূর্ব্বে পলেষ্টীয়েরা, ও শৌল তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী গিল্‌বোয় পর্ব্বতে, অর্থাৎ যিষ্রিয়েল তলভূমির পূর্ব্ব দিক্‌স্থ উন্মুইর নিকটে শিবির স্থাপন করে। [বোধ হয়, এই স্থানে গিদিয়োনের তিনশত লোক জল পান করিয়াছিল] শত্রুগণ শত শত ও সহস্র সহস্র দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, ইস্রায়েলের রাজা অতিশয় ভীত হন (১ শমূ ২৮ ; ৫)। এই ভয়ানক অবস্থায় তিনি আপনাকে একেবারে নিঃসহায় বলিয়া জানিলেন। তাঁহার পূর্ব্বতন পরামর্শদাতা শমূয়েল ইতিপূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন ; নোবে তাঁহার নিষ্ঠুরতা হেতু যাজক ও লেবীয় মাত্রেই তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিল ; "সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সদাপ্রভু তাঁহাকে কোন উত্তর দিলেন না ; তিনি না স্বপ্ন দ্বারা, না ঊরীম দ্বারা, না ভাববাদিগণ দ্বারা উত্তর দিলেন" (১ শমূ ২৮ ; ৬)। সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিল, এমন কি, তাঁহার সৈন্যগণও আর তাঁহাকে

বিশ্বাস করে না। অতএব তিনি এক ভূতুড়িয়া স্ত্রীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে, চারিক্রোশ দূরে ঐন্‌দোরে গেলে, তাহার নিকটবর্ত্তী একটী ঘোর অন্ধকারময় গুহার মধ্যে একটী স্ত্রীলোক পাওয়া যাইবে, সে বোধ হয়, কিছু পরামর্শ দিতে পারিবে। অতএব দুই জন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া রাজা ছদ্মবেশে রাত্রিতে তথায় যাত্রা করিলেন। এই যাত্রা অত্যন্ত বিপদজনক ছিল; যন্ত্রণাতে নিতান্ত হতাশও পাগলের মত না হইলে, তিনি কখনই তথায় যাইতে পারিতেন না। শিবির হইতে বাহির হইবামাত্র, যেখানে পলেষ্টীয়দের শিবির ছিল, তাহারই মধ্য দিয়া তাঁহাকে যাইতে হইল। যাহা হউক, কোন মতে শূনেমের পশ্চাৎস্থিত ঐন্‌দোরে উপস্থিত হইয়া, রাজা গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ভুতুড়িয়া স্ত্রীলোকটীকে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাত করিলেন। তাঁহার প্রাচীন বন্ধু ও পরামর্শদাতা ভাববাদী শমূয়েলের সহিত আর একবার আলাপ করিতে ইচ্ছা করিয়া, তিনি তাহার ভৌতিক বিদ্যা দ্বারা মন্ত্র পড়িয়া তাঁহাকে উঠাইয়া আনিতে অনুরোধ করেন। রাজা এ কথা শুনিলে আমাকে নষ্ট করিবেন, ইহা বলিয়া প্রথমে স্ত্রীলোকটী ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। কিন্তু শৌল তাহার সেই ভয় দূর করিলেন। তখন সে মন্ত্র পড়িতে লাগিল, হঠাৎ বৃদ্ধ শমূয়েল বস্ত্রে আবৃত হইয়া দেখা দিলেন। শৌল মস্তক নমন পূর্ব্বক ভূমিতে অধোমুখ হইয়া প্রণিপাত করিলেন ও আপনার সমস্ত দুঃখ জানাইয়া বলিলেন, "পলেষ্টীয়েরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে, ঈশ্বরও আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, ভাববাদিগণদ্বারা, কি স্বপ্ন দ্বারা, আমাকে আর উত্তর দেন না। অতএব আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমাকে জানাইবার নিমিত্তে আপনাকে ডাকাইলাম" (১ শমূ ২৮; ১৫)। ভাববাদী তাঁহাকে আর কি উত্তর দিবেন? দণ্ডের দিন উপস্থিত, ইহা ভিন্ন আর কি বলিবেন? তিনি কহিলেন, "সদাপ্রভু তোমার সহিত ইস্রা-

য়েলকেও পলেষ্টীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবেন, কল্য তুমি ও তোমার পুত্রগণ আমার সঙ্গী হইবে।" এই ভয়ানক দণ্ডাজ্ঞা শুনিবামাত্র "শৌল অমনি মৃত্তিকায় লম্বমান হইয়া পড়িলেন" (১ শমূ ২৮ ; ২০)। সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি কিছু আহার না করায়, তিনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতি কষ্টে সেই স্ত্রী ও তাঁহার দুই জন সঙ্গী তাঁহাকে সচেতন করিয়া কিছু ভোজন করাইল ; তৎপরে তিনি উঠিয়া গিল্‌বোয়ে যাত্রা করিলেন (১ শমূ ২৮ ; ২১-২৫)।

পরদিন প্রাতঃকালে পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলীয়দিগকে আক্রমণ করে। এই বিপদকালে ইস্রায়েলের অধ্যক্ষ ঐশ্বরিক দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে আর কি করিবেন? তাঁহার সৈন্যগণ শত্রুর সম্মুখহইতে পলায়ন করিল ; গিল্‌বোয় পর্ব্বত পৃষ্ঠে অনেকে আহত হইল ; নিঃশেষে বধ করিবার ইচ্ছায় পলেষ্টীয়দের ধনুর্দ্ধারী ও রথারোহী সৈন্যগণ শৌল ও তাঁহার পুত্রগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিল। শৌলের তিন পুত্র বিশেষতঃ বীর যোনাথনও মারা পড়িলেন ; শৌলও অত্যন্ত আহত হইলেন। এই অবস্থায়, তিনি আপন অস্ত্রবাহককে খড়্গ দ্বারা তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার যন্ত্রণা শেষ করিতে বলেন ; কিন্তু সে ইহাতে অসম্মত হওয়ায়, শৌল খড়্গ লইয়া আপনি সেই খড়্গের উপরে পড়িলেন। তাহা দেখিয়া অস্ত্র বাহকও তদ্রূপ করিয়া মরিল। ইস্রায়েল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল ; এমন কি যর্দ্দনের পর পারস্থ ইস্রায়েলীয়েরা আপনাদের নগর ও গ্রাম সকল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। তাহাতে "পলেষ্টীয়েরা আসিয়া সেই সকল নগর মধ্যে বাস করিতে লাগিল" (১ শমূ ৩১ ; ৭)।

পরদিবসে পলেষ্টীয়েরা হত লোকদিগের সজ্জাদি খুলিয়া লইতে আসিয়া শৌল ও তাঁহার তিন পুত্রকে দেখিতে পাইল, এবং অসভ্য প্রথানুসারে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ও তাঁহার সজ্জা খুলিয়া লইয়া আপনাদের দেশের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিল, এবং পরে তাঁহার সজ্জা অস্-

দোদস্থিত অষ্টারোৎ দেবীর মন্দিরে রাখিল, আর তাঁহার ও তাঁহার তিন পুত্রের মৃত দেহ কনানীয় নগর বৈৎশানের দ্বার সম্মুখে প্রাচীরের উপরে টাঙ্গাইয়া দিল। যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে উপত্যকা ভূমিতে যাবেশগিলিয়দ নামে এক নগর ছিল; শৌল আপন রাজত্বের আরম্ভে নিজ ক্ষমতা প্রভাবে নানা বিষয়ে তন্নগর নিবাসীদিগের অনেক উপকার করিয়াছিলেন; এখন সেই কৃতজ্ঞ অধিবাসীগণ পলাতকদের মুখে রাজার এই সংবাদ পাইয়া ও তাঁহার দয়া স্মরণ করিয়া, মৃতদেহের প্রতি এইরূপ অপমান দূর করিতে স্থির করিল। তাহাদের মধ্যে বলবান লোকেরা উঠিয়া যর্দ্দন পার হইল, এবং রাত্রিযোগে শৌলের ও তাঁহার পুত্রগণের মৃতদেহ নামাইয়া আপনাদের নগরে লইয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী ঝাউগাছের তলে কবর দিল, এবং তাঁহার জন্য সাতদিন উপবাস করিল (১ শমূ ৩১; ১৩)।

সিক্লগে অবস্থিতি করণকালে, দায়ূদ একজন অমালেকীয় যুবকের মুখে সমস্ত সংবাদ শুনিতে পান। সেই যুবক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল, এবং সে সুসংবাদদাতার লভ্য পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশা করিয়া শৌলের মুকুট ও হস্তের বলয় আনিয়া মিথ্যা করিয়া বলিল যে, শৌলের অনুরোধে আমি তাঁহাকে বধ করিয়াছি (২ শমূ ১; ১-১২)। কিন্তু দায়ূদ ইহা শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং "সদাপ্রভুর অভিষিক্তকে" স্পর্শ করাতে যারপরনাই তাহাকে তিরস্কার করিলেন, এবং তাহাকে বধ করিতে নিকটবর্ত্তী একজন যুবাকে আদেশ করিলেন। তৎপরে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, শৌল ও যোনাথনের জন্য বিলাপ করিলেন। রাজা ও তাঁহার মধ্যে যে শত্রুতা ছিল, তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়া কেবল মাত্র তাঁহার সদ্গুণসমূহ স্মরণ করিলেন, এবং যোনাথনের প্রেম স্মরণ করিয়া মধুর ভাষায় তাঁহার গুণকীর্ত্তণ করিলেন (২ শমূ ১; ১৭-২৭)।

নবম খণ্ড।

দায়ূদ ও শলোমনের রাজত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

হিব্রোণে দায়ূদের রাজত্ব।

২ শমূঃ ২—৪ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ১০৫৫-১০৪৮।

রামাস্থ ভাববাদী বহু দিন পূর্ব্বে যে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বলেন, তাহা এখন সিদ্ধ হইবার সময় হইল। পরীক্ষার ও শিক্ষাগ্রহণের কাল শেষ হইল। যিনি সাহসী পালরক্ষক ছিলেন, গলিয়াথ বীরকে জয় করিয়াছিলেন, এবং আপন সঙ্গীদিগকে বিজ্ঞতাপূর্ব্বক নির্ভয়ে চালাইয়াছিলেন, সেই দায়ূদ ব্যতীত এখন আর কাহারও উপর ইস্রায়েলের দৃষ্টি পড়িল না। এইরূপ ঐতিহাসিক গুরুতর দুর্ঘটনার কালে, আরকেহই অধ্যক্ষরূপে মনোনীত হইবার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন না।

যদিও উক্ত পদমর্য্যাদা লাভের পথ মুক্ত ছিল, তথাপি ঈশ্বরের আদেশব্যতীত দায়ূদ কিছু করিতে চাহিলেন না। "তিনি সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি যিহূদার কোন এক নগরে উঠিয়া যাইব?" সদাপ্রভু তাঁহাকে যিহূদার প্রাচীন ও পবিত্র নগর, পিতৃ-পুরুষদিগের সমাধিস্থান এবং কালেবের অধিকার হিব্রোণে যাইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে তিনি সিক্লগ ত্যাগ করিয়া, অহীনোয়ম ও অবীগল নাম্নী আপনার দুই ভার্য্যা ও ছয় শত বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত তথায় যাত্রা করেন। পরে সেই স্থানে, যিহূদার অধ্যক্ষগণ

আসিয়া তাঁহাকে আপনাদের রাজা বলিয়া অভিষিক্ত করিল। যিহূদা-গোষ্ঠীর প্রাধান্য দীর্ঘকালাবধি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিলে পর, এই সময় পুনরায় তাহা প্রকাশ পাইল। যাবেশগিলিয়দের লোকেরা শৌল ও তাঁহার পুত্রগণের মৃতদেহ বৈৎশানের প্রাচীর হইতে স্থানান্তর করিয়া যে দয়া প্রকাশ করিয়াছিল, তজ্জন্য তিনি রাজ্য গ্রহণের অব্যবহিত পরেই, তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন (২ শমূ ২ ; ১-৭)।

পরলোকগত রাজার পরিবারের মধ্যে ঈশ্‌বোশত নামক তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ও যোনাথনের পাঁচ বৎসর বয়স্ক মফীবোশত নামে একটী পুত্র অবশিষ্ট ছিল। পূর্ব্বদেশীয় প্রথানুসারে ঈশ্‌বোশত আপন কর্মতাপন্ন আত্মীয় অব্‌নেরের সাহায্যে যর্দ্দনের পূর্ব্বস্থ প্রাচীন পবিত্র স্থান মহনায়িমে রাজপদে অভিষিক্ত হন। কেবল পূর্ব্বদিকস্থ গোষ্ঠী সকলের উপরে নহে, কিন্তু আশেরগোষ্ঠীরঅঞ্চলের উপর, যিস্রিয়েলের, ইফ্রয়িমের, এবং আপন গোষ্ঠী বিন্যামীনের এবং প্রায় সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজা হইলেন (২ শমূ ২ ; ৯)। কেবল যিহূদা গোষ্ঠী দায়ূদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিল।

প্রতিদ্বন্দ্বী রাজদ্বয়ের মধ্যে যে সকল সামান্য যুদ্ধ হয়, তন্মধ্যে গিবিয়োনের যুদ্ধ প্রথম। অব্‌নের আপন দলবল লইয়া মহনায়িম হইতে বিন্যামীন গোষ্ঠীর উচ্চ স্থানে যাত্রা করেন (২ শমূ ২ ; ১২)। তাহা দেখিয়া যোয়াব, অবীশয় ও অসাহেল নামক দায়ূদের তিন জন ভ্রাতৃস্পুত্র আপনাপন সৈন্য লইয়া তথায় গমন করিলেন। গিবিয়োনস্থ পর্ব্বতের পূর্ব্ব দিকে কোন একটী পাহাড়ের নীচে একটী পুষ্করিণী ছিল। তাহারা পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী হইলে, এক দল পুষ্করিণীর এপারে, অন্য দল পুষ্করিণীর ওপারে শিবির স্থাপন করিল। অব্‌নের প্রস্তাব করেন যে, উভয় দল হইতে মনোনীত কয়েক জন যুবক উঠিয়া, আমাদের সম্মুখে যুদ্ধ করিয়া স্ব স্ব বল প্রকাশ করুক। যোয়াব এই প্রস্তাবে সম্মত

হইলে, ঈশ্‌বোশতের পক্ষ হইতে বার জন উঠিয়া, দায়ূদের পক্ষের মনোনীত বার জনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এই যুদ্ধ ভয়ানক ছিল ; তাহারা প্রত্যেকে আপনাপন প্রতিযোদ্ধার মাথা ধরিয়া কোঁকে খড়্গ বিদ্ধ করিয়া, সকলে একত্র পতিত হইল। ইহাতে সকলেই মরিল ; এই জন্য তাহার নাম হিল্‌কোৎ-হৎসূরীম্‌ (ছুরিকাভূমি) হইল। এই ঘটনা হইতে অতি ঘোরতর যুদ্ধ হয়, ও তাহাতে ঈশ-বোশতের লোকেরা পরাজিত হয়। অব্‌নের অনন্যোপায় হইয়া পলায়ন করেন, এবং দায়ূদের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতষ্পুত্র অসাহেল তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হন। "অসাহেল বন্যমৃগের ন্যায় চরণে দ্রুতগামী ছিলেন" (২ শমূ ২ ; ১৮)। অব্‌নের তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারেন, এবং তাঁহাকে অন্য কাহারও পশ্চাৎ যাইতে পরামর্শ দেন। কিন্তু যুবক তাহাতে অসম্মত হওয়াতে, অবনের তাঁহার দিকে ফিরিয়া বড়শা দ্বারা তাঁহার উদর বিদ্ধ করেন।

তাঁহার মৃতদেহ রক্তমাখা হইয়া পথে পড়িয়াছিল। অনতিবিলম্বে যিহুদার অনেক যোদ্ধা তথায় উপস্থিত হইলে, অত্যন্ত দুঃখিত ভাবে সকলে তাঁহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিল (২ শমূ ২ ; ২৩)। কিন্তু ভ্রাতার মৃত দেহ দেখিয়া যোয়াব ও অবীশয়ের ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল। অতএব তাঁহারা গিবিয়োনের প্রান্তরগামী পথ দিয়া অম্মা গিরি পর্য্যন্ত, অব্‌নেরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়া করিয়া গেলেন। সূর্য্যাস্ত কালে তাঁহারা সেই পাহাড়ে উপস্থিত হন। ইতিমধ্যে তথায় ঈশ্‌বোশতের পক্ষীয় বিন্যামীনের সন্তানগণ পুনরায় অব্‌নেরের নিকট একত্র হয়। তখন তিনি গিরিশৃঙ্গে দাঁড়াইয়া, ভ্রাতৃগণের পশ্চাদ্গমন হইতে ফিরিতে যোয়াবকে অনুরোধ করেন। ইহাতে যোয়াব তূরী বাজাইয়া আপন লোকদিগকে শিবিরে লইয়া যান, এবং আপন ভ্রাতার মৃতদেহ বৈৎ-লেহমে লইয়া গিয়া পিতৃ কবরে রাখেন। পর দিনে তিনি অতি প্রত্যূষে

হিব্রোণে দায়ূদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, যুদ্ধে তাঁহার উনিশ জন লোক মাত্র হত হইয়াছে বলেন। ইতিমধ্যে অব্নের মহনয়িমে ফিরিয়া গিয়া দায়ূদের প্রজাদের সহিত বার বার সামান্য যুদ্ধ করিলেন, " তাহাতে দায়ূদ উত্তরোত্তর বলবান হইলেন এবং শৌলের কুল উত্তরোত্তর ক্ষীণ হইল।" (২ শমূ ৩ ; ১)।

কালক্রমে ঈশ্‌বোশতের সহিত তাঁহার আত্মীয় ও সেনাপতি অবনেরের বিবাদ হয়; ইহাতে তাঁহার মহাপতন হইল অব্নের অয়ার কন্যা রিস্পা নাম্নী শৌলের উপপত্নীকে বিবাহ করেন। পূর্ব্ব দেশের প্রথানুসারে ইহা রাজবিদ্রোহিতার চিহ্ন (২ শমূ ১৬ ; ২১। তুলনা ২০ ; ৩। ১ রাজা ২ ; ১৩-২৫); তজ্জন্য ঈশ্‌বোশত আপন সেনাপতিকে তীব্র ভৎর্সনা করিলে, অব্নের অতিশয় ক্রুদ্ধ হন, এবং শৌলের কুলের প্রতি তাঁহার কৃত দয়া উল্লেখ করিয়া, ঈশ্‌বোশতকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া তিরস্কার করেন ও সেই দিন হইতে দায়ূদের সহিত তাঁহার মিত্রতার আরম্ভ হয়। অব্নের দায়ূদের প্রথম স্ত্রী মীখলকে তাঁহার নিকট পাঠাইলে, তিনি হিব্রোণে অব্নেরকে গ্রহণ করিবেন, এমন প্রতিজ্ঞা করেন। অব্নের এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী কার্য্য করিলেন, এবং ইস্রায়েলও তাঁহার নিজ গোষ্ঠীর সহিত পরামর্শ করিয়া বিংশতি জনকে সঙ্গে লইয়া হিব্রোণে দায়ূদের কাছে উপস্থিত হইলে, দায়ূদ তাঁহাদের জন্য এক ভোজ প্রস্তুত করিলেন, এবং অব্নেরও সমস্ত ইস্রায়েলকে আপন প্রভু মহারাজের নিকটে সংগ্রহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া কুশলে প্রস্থান করিলেন (২ শমূ ৩ ; ১৭-২১)।

তাঁহার প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই যোয়াব যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলে, অব্নেরের বিষয় তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জ্ঞাত করা হয়। অব্নের তাঁহার প্রতিযোগী হইবে জানিয়া হিংসা প্রযুক্ত, ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যাকরণ হেতু ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া, ঈশ্‌বো

শত্তের সেনাপতির সহিত আলাপ করায় ও তাঁহাকে কুশলে যাইতে দেওয়ায়, যোয়াব দায়ূদকে তিরস্কার করেন। তৎপরে রাজার অজ্ঞাতসারে অব্নেরকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য দূত পাঠাইলে, অব্নের সরল মনে হিব্রোণে আসিয়া উপস্থিত হন। যোয়াব তাঁহার সহিত নির্জনে আলাপ করিবার ছলে, নগরদ্বারের ভিতরে তাঁহাকে লইয়া যান, এবং আপন ভ্রাতা অসাহেলের রক্তের প্রতিশোধ লওনার্থে তাঁহার উদরে বড়শা বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করেন। এই নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতার সমাচার পাইয়া, দায়ূদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। হন্তাকে দণ্ড দিতে অসমর্থ হইয়া তিনি যোয়াবের কূলের প্রতি অত্যন্ত ভয়ানক অভিশাপ দেন। কেবল তাহা নহে, কিন্তু হত ব্যক্তির কবর দেওন সময়ে যোয়াবকে চট পরিধান করিতে ও শোকসূচক অন্যান্য চিহ্ন ধারণ করিতে আজ্ঞা করেন। তিনি স্বয়ং সন্ধ্যা পর্যান্ত উপবাস করেন, এবং হিব্রোণস্থ কবর স্থানে শবাধার লইয়া যাইবার সময় তিনি গম্ভীর ভাবে বিলাপ গীত উচ্চারণ করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। এই ঘটনা দ্বারা দায়ূদ যোয়াবের স্বভাব ভালরূপ জানিলেন, তাহা কখন ভুলিয়া যান নাই। তিনি কহিলেন, "রাজ্যাভিষিক্ত হইলেও অদ্য আমি দুর্ব্বল। এই কয়টা লোক অর্থাৎ সরুয়ার পুত্রেরা আমার অবাধ্য" (২ শমূ ২ ; ৩৯)।

অব্নের যে পতনোন্মুখ রাজ্য এ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে এখন তাহা একেবারে ভগ্ন হইল। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইবা মাত্র, ঈশ্‌বোশতের "হস্ত দুর্ব্বল হইল, এবং সমস্ত ইস্রায়েল বিহ্বল হইল" (২ শমূ ৪ ; ১)। তাঁহার নিজ গোষ্ঠী বিন্যামীন হইতে তাঁহার শরীর রক্ষক সৈন্যদল নিযুক্ত করা হয় ; তাহার দুই জন দলপতি ছিল, এক জনের নাম বানা ও অন্যের নাম রেখব। তাহারা বেরোত নিবাসী কনানীয় হইলেও বিন্যামীন বলিয়া গণিত হইল।

শৌলের দ্বারা তাহাদের কোন ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়া, কিম্বা তাহাদের আত্মীয় গিবিয়োনীয়দের হত্যা প্রযুক্ত (২ শমূ ২১ ; ১-২ তুলনা), অথবা হিব্রোণের নূতন রাজার কাছে সুখ্যাতি পাইবার আশায়, তাহারা ঈশ্‌বোশতকে হত্যা করিতে মনস্থ করিল। অতএব কোন এক দিন "মধ্যাহ্ন সময়ে" (২ শমূ ৪ ; ৫) তাহারা কিছু গোম বাহির করিবার ছলে রাজবাটীতে প্রবেশ করিলে, ঈশ্‌বোশতকে নিদ্রিত দেখিয়া বড়শা দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করে। পরে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া, যর্দ্দনের উপত্যকার পথ ধরিয়া, সমস্ত রাত্রি গমন করে (২ শমূ ৪ ; ৭), এবং ঈশ্‌বোশতের রক্তমাখা মুণ্ড লইয়া, হিব্রোণে দায়ূদের নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু, যে ব্যক্তি শৌলের হত্যাকারী বলিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, ইহাদের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। একজন "ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে তাঁহার গৃহ মধ্যে, তাঁহার খট্টার উপর হত্যা" করিয়াছে বলিয়া দায়ূদ তাঁহাদিগকে গুরুতর রূপে তিরস্কার করিলেন, ও তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহাদের হাত পা কাটিয়া, তাহাদের শব হিব্রোণস্থ পুষ্করিণীর পাড়ে টাঙ্গাইয়া দিল ; কিন্তু ঈশ্‌বোশতের মস্তক লইয়া সম্ভ্রমের সহিত হিব্রোণে অব্‌নেরের কবরে রাখা হইল (২ শমূ ৪ ; ৮-১২)।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যিরূশালেমে দায়ূদের রাজত্ব।

২ শমূ ৫—৭ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ১০৪৮—১০৪২।

ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর উপর দায়ূদের রাজত্ব করিবার বিপক্ষে যে সকল প্রতিবন্ধক ছিল, তাহা এইরূপে অপসারিত হইল। ঈশ্‌বোশতের মৃত্যু হইয়াছে, অব্‌নেরও নাই। যোনাথনের একমাত্র

অবশিষ্ট সন্তান মফীবোশতের বয়স দ্বাদশ বৎসর মাত্র। বিশয়ের পুত্র অনেক দিন হইতে যে সুযোগ প্রাপ্তির অপেক্ষা করিয়া আসিতে-ছিলেন, অবশেষে তাহাই তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল। ইস্রায়েলের যাবতীয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণ হিব্রোণে একত্র হইয়া, তাঁহাকে রাজমুকুট দিতে প্রস্তাব করিলেন (২ শমূ ৫ ; ১)। অতি গম্ভীর ভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে একটী নিয়ম করা হয়, তাহাতে মহানন্দসহকারে দায়ূদ এই তৃতীয় বার অভিষিক্ত হন। তিনি হিব্রোণে যিহূদার উপরে সাত বৎসর ছয় মাস রাজত্ব করেন। এখন তিনি সমস্ত ইস্রায়েলের রাজা হই-লেন। তাঁহার ছয়শত বিশ্বস্ত সঙ্গী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া, অবিলম্বে "ঈশ্বরের সৈন্যের ন্যায়, মহা সৈন্য হইল" (১ বংশা ১২ ; ২২)। এখন কেবল দান, যিহূদা, শিমিয়োন, বিন্যামীন ও ইফয়িমগোষ্ঠী হইতে নহে, যর্দ্দনের ওপারস্থ রূবেণ গাদ ও মনঃশির অর্দ্ধ বংশ হইতেও অনেকে দলে দলে আসিয়া তাঁহার সৈন্যের সহিত যোগ দিল। কেবল তাহাও নহে, কিন্তু ইষাখর আপনার মধ্য হইতে বুদ্ধিমান লোকদিগকেও প্রেরণ করিল। "তাহারা কালজ্ঞ লোক ; ইস্রায়েলের কি কর্ত্তব্য, তাহা জানিত" (১ বংশা ১২ ; ৩২)।অপিচ সবূলূন ও নপ্তালি গোষ্ঠী কেবল সৈন্য নহে ; কিন্তু তাহাদের উর্ব্বরা ক্ষেত্রোৎপন্ন নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যও অপর্য্যাপ্ত প্রেরণ করিল (১ বংশা ১২ ; ৪০)। এতদ্ব্যতীত লেবীয় সন্তানদের মধ্যে চারি সহস্র ছয়শত বিক্রমশালী লোক এবং অধ্যক্ষ যিহোয়াদা ও বীর্য্যবান যুবা সাদোকের অধীনে হারোণ-কূলের তিন সহস্র সাত শত লোক দায়ূদের সহিত যোগ দিল (১ বংশা ১২; ২৫—২৮)। এই প্রকারে ইস্রায়েলের মধ্যে মনোনীত তিন লক্ষাধিক সর্ব্বোত্তম যোদ্ধা শৌলের রাজ্য দায়ূদের হস্তে সমর্পণ করিতে-একত্র হইল, এবং তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে তাহারা মহোৎসব করিয়া ভোজন পান করিল (১ বংশা ১২ ; ৩৯)।

এই অভিষেকের পরবর্ত্তী প্রথম কার্য্যদ্বারা তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা সপ্রমাণ হয়। শৌল আপন জন্মস্থান দূরবর্ত্তী গিবিয়াতে থাকিতে ভাল বাসিতেন, গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে একতা বন্ধনের কোন একটী কেন্দ্র স্থান সম্বন্ধে তিনি কখনও কোন চিন্তা করেন নাই। এখন দায়ূদ সমস্ত ইস্রায়েলের অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের উপর রাজা হওয়াতে, হিব্রোণ হইতে রাজধানী স্থানান্তর করিয়া, দেশের কেন্দ্র স্থানের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে তাহা স্থাপন করিতে স্থির করিলেন। যিবূষীয়দের পর্ব্বতময় সহরের ন্যায় আর কোন স্থান তাঁহার মনের মত হয় নাই। উহা বিন্যামীন ও তাঁহার নিজ গোষ্ঠীর সন্ধিস্থলে অবস্থিত। * সহরের নিম্নভাগ বহুদিন পূর্ব্বে, একবার যিহূদা গোষ্ঠীর যোদ্ধৃবর্গ অধিকার করে (বিচার ১; ৮); কিন্তু যিবূষের দৃঢ় দুর্গ অজেয় হওয়াতে ইস্রায়েলের হস্তগত হয় নাই। সমস্ত গোষ্ঠী হইতে বহু সংখ্যক বলবান যোদ্ধা একত্র হওয়াতে

---

* পালেষ্টাইনের নগর সমূহের মধ্যে যিরূশালেমের অবস্থান অনেক বিষয়ে প্রভেদ দেখা যায়: উচ্চতা বিষয়ে ইহা প্রসিদ্ধ। যিহূদার একটী পর্ব্বতশৃঙ্গে ইহা অবস্থিত বলিয়া নহে, কিন্তু দেশের সমস্ত তলভূমির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ তল-ভূমির এক প্রান্তে অবস্থিত। উচ্চতা সম্বন্ধে হিব্রোণ তদপেক্ষা দুই তিন শত ফুট উচ্চে অবস্থিত ছিল। অতএব উক্ত নগর হইতে আসিবার সময়ে যিরূশালেমের দিকে ক্রমশঃ নামিতে হয়: কিন্তু অপর তিন দিক হইতে আসিবার কালে বরাবর উঠিতে হয়। পশ্চিম বা পূর্ব্ব দিক হইতে কোন যাত্রী এখানে উপস্থিত হইলে, ইহা তাহার দৃষ্টিতে জগতীয় যাবতীয় রাজধানী অপেক্ষা পাহাড়ময় অঞ্চল বলিয়া বোধ হয়। রাজা যেরূপ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, যিরূশালেমও তদ্রূপ পাহাড়রূপ সিংহাসনের উপরে স্থাপিত (৬৮ গীত ১৫–১৬। ৮৭; ১। ১২৫; ১। ৭৬; ১-২। ৬৬; ৪)। যিরূশালেম কেবল যে, উচ্চ পাহাড়ে অবস্থিত তাহা নহে, কিন্তু দক্ষিণপূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে অতি গভীর উপত্যকা দ্বারা চতুষ্পার্শ্বস্থ পাহাড়ময় সমতল হইতে পৃথক কৃত ছিল। এমন কি, দুর্গের প্রাচীর যেমন চারি দিকের খাত্ত হইতে ক্রমে উর্দ্ধে উঠে, তেমনি যিরূশালেমের নিম্নে অবস্থিত পাহাড়ের পৃষ্ঠগুলিও ক্রমে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। স্পেন দেশের পর্ব্বতময় অঞ্চলস্থিত রোণ্ডা, আলহাম্মা, ও গ্রাণাডা এইরূপে চতুষ্পার্শ্বস্থিত সমভূমি হইতে উঠিয়া, পৃথক হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু পলেষ্টাইনে যিরূশালেম ভিন্ন আর কোন নগর এইরূপ নাই।

দায়ূদ এই বিখ্যাত দূর্গ হস্তগত করিতে বিশেষ সুযোগ মনে করিলেন, এবং সমস্ত বাহিনী সঙ্গে লইয়া দক্ষিণ হইতে তাহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। নিম্ন সহরটী সহজে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার হস্তগত হইল; কিন্তু আসল দূর্গটী অজেয়ই রহিল, কেবল তাহা নহে, যিবূষীয়েরা আপনাদের দূর্গের পরাক্রম ও তাহার চিরস্থায়ী পাহাড়ময় দ্বার সকল যে কখনই শত্রু হস্তগত হইবে না, ইহা বিশ্বাস করিয়া তাহা রক্ষার্থে চারিদিকে প্রাচীরের উপর অন্ধ ও খঞ্জদিগকে রাখিল (২ শমূ ৫; ৬)। এই অপমানজনক দৃশ্য দেখিয়া দায়ূদ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন, এবং তিনি অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, যে কেহ সর্ব্ব প্রথমে দূর্গটী হস্তগত করিয়া যিবূষীয়দিগকে আঘাত করিতে পারিবে, সে বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হইবে। ইহা শুনিয়া, দ্রুতগামী ও সাহসী যোয়াব সর্ব্ব প্রথমে উপরে উঠিয়া, তাহা হস্তগত করেন। অতএব শৌলের অধীনে অব্নেরের ন্যায়, যিবূষের দূর্গ জয় হেতু যোয়াবও বাহিনীর অধ্যক্ষ হইলেন। পরে দায়ূদ অবিলম্বে এই নূতন অধিকৃত নগর রক্ষা করণার্থে অগ্রসর হন। নগরটী একটী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া, দূর্গের সহিত তাহা সংযুক্ত করেন, ও তথায় বসতি করিয়া তাহা রাজধানী করেন। এইরূপে যিবূষের অজেয় দূর্গ দায়ূদনগর নামে অভিহিত হয়।

এই বিখ্যাত দূর্গ অধিকার করায় বিশেষ ফল লাভ হইল। সোরের রাজা হীরমের নিকটে এই সংবাদ পঁহুছিবা মাত্র, তিনি দায়ূদের জন্য রাজবাটী নির্ম্মাণার্থে দ্রব্যাদি ও শিল্পকরদিগকে পাঠাইবার কথা দূতের দ্বারা তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন। এইরূপে তাঁহার সাহায্যে রাজবাটী নির্ম্মিত হইলে, দায়ূদ হিব্রোণ হইতে সপরিবারে তথায় উপস্থিত হন (২ শমূ ৫; ১৩-১৬)। অন্যান্য স্থানের লোকেরা দায়ূদের জয়লাভের কথা শুনিয়া বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করিল। পলেষ্টীয়েরা নূতন রাজার ক্ষমতা ভাল রূপে জ্ঞাত হইলেও, তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে দুই বার চেষ্টা

করে। প্রথমে তাহারা বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া, যিরূশালেমের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ রফায়ীম তলভূমিতে (বীরগণের উপত্যকায়) উপস্থিত হয়। দায়ূদ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহাদের প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন, ও যেমন পুষ্করিণীর পাড় ভাঙ্গিয়া গেলে, জলরাশি বেগে প্রবাহিত হইয়া সম্মুখস্থ সমস্ত স্থান ধুইয়া ফেলে, তদ্রূপ তিনিও তাহাদিগকে ঝাঁটি দিয়া পরিষ্কার করিলেন; এই জন্য সেই স্থানের নাম বাল-পরাসীম (ভঙ্গ-স্থান) রাখা হইল (২ শমূ ৫; ১৭-২০)। পরে দ্বিতীয় বার চেষ্টা করিলেও উদ্যোগী শত্রুগণ কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, বরং তাহারাই নিঃশেষে বিনষ্ট হইল। "তাহাতে দায়ূদের কীর্ত্তি যাবতীয় দেশে ব্যাপিল, এবং সদাপ্রভু সর্ব্বজাতির মধ্যে তাঁহা হইতে ভয় উপস্থিত করিলেন" (১ বংশা ১৪; ১৭)।

অতঃপর তিনি আপন নূতন রাজধানী ব্যবস্থানুসারে পবিত্র করিতে অগ্রসর হন। ইস্রায়েলের সমস্ত অধ্যক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া, সমস্ত গোষ্ঠী হইতে ত্রিশ সহস্র লোক সংগ্রহ করেন (২ শমূ ৬; ১। ১ বংশা ১৩; ১), ও তাহাদিগকে লইয়া কিরিয়ৎ-যিয়ারীমে (অরণ্যের গ্রাম) উপস্থিত হন। শৌলের সমস্ত রাজত্বকালের মধ্যে এখানে লেবীয় অবীনাদবের তত্ত্বাবধানে নিয়মসিন্দুক ছিল (১ শমূ ৭; ১-২)। এই পবিত্র সিন্দুক একটী নূতন শকটে স্থাপন করিলে, উষ ও অহিয়ো নামক অবীনাদবের দুই পুত্র শকট চালাইয়া তাহার অগ্রে অগ্রে গমন করিল। দায়ূদ ও সমস্ত লোক সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র অর্থাৎ বীণা, নেবল, তবল, জয়শৃঙ্গ ও করতাল বাজাইতে বাজাইতে যিরূশালেমের দিকে অগ্রসর হইল। খিদোন বা নাখোনের শস্যমর্দ্দন স্থানে উপস্থিত হইলে (১ বংশা ১৩; ৯), বলদযুগল পিছলাইয়া পড়িল। তাহাতে উষ হাত বাড়াইয়া ঈশ্বরের সিন্দুক ধরিলে, সে তৎক্ষণাৎ মারা পড়িল (২ শমূ ৬; ৭)। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া দায়ূদ অত্যন্ত ভীত

হইলেন, ও সেই স্থানের নাম পেরস-উষ (উষ-ভঙ্গ) রাখিলেন (১ বংশা ১৩ ; ১১) এবং সিন্দুকটী আর স্থানান্তর না করিয়া, ঐ স্থানে রাখিতে স্থির করিলেন। তদনুসারে তাহা গাতীয় ওবেদ্-ইদোমের বাটীতে রাখা হইল। দান অঞ্চলস্থ গাৎ-রিম্মোন নামক শহর কহাতীয়-লেবীয়-দের অধিকারভুক্ত ছিল। ওবেদ্-ইদোম তাহাদেরই এক জন বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, নিয়মসিন্দুক তিন মাস তাহার বাটীতে থাকিল (২ শমূ ৬ ; ১০-১১। ১ বংশা ১৩ ; ৩)।

ইতিমধ্যে দায়ূদ যিরূশালেমে একটী নূতন আবাস নির্ম্মাণ করেন, এবং নিয়মসিন্দুকের অবস্থিতি হেতু ওবেদ্-ইদোমের বাটী আশীর্ব্বাদ-যুক্ত হইয়াছে শুনিয়া, তিনি লেবীয়দিগকে আহ্বান করেন, ও হারোণ গোষ্ঠীর দুই প্রতিনিধি সাদোক ও অবিয়াথর যাজকদ্বয়কে নিয়মসিন্দুক আনিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে বলেন। পূর্ব্বে যাহা পালন করা হয় নাই, সেই পবিত্রীকরণের ব্যবস্থা নিয়ম মত পালন করা হইল (১ বংশা ১৫ ; ১২-১৪), এবং লেবীয়েরা, গায়ক ও বাদ্যকরদিগকে দলে দলে বিভক্ত করিয়া, ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের ও বাহিনীর প্রধানবর্গের সঙ্গে ওবেদ্-ইদোমের বাটীতে যাত্রা করিল। এইবার লেবীয়েরা ব্যবস্থা-নুসারে নিয়মসিন্দুকের কড়ার মধ্যে বহনদণ্ড দিয়া স্কন্ধে তুলিয়া লইল, এবং এইরূপে মহানন্দের যাত্রা আরম্ভ হইল (১ বংশা ১৫ ; ১৫)।

ছয় পদ গমন করিলে (২ শমূ ৬ ; ১৩) পর তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, সদাপ্রভু তাহাদের সহবর্ত্তী আছেন। অতএব তাহারা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতাসূচক সাতটা বৃষ ও সাতটা ছাগ হোমার্থকবলিরূপে তাঁহার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে জয়-ধ্বনি ও সর্ব্ব প্রকার বাদ্যধ্বনিপূর্ব্বক আবার অগ্রসর হইল। দায়ূদ নিজে শুক্ল এফোদ পরিধান করিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। গায়ক ও লেবীয়েরাও শ্বেতবর্ণ পরিচ্ছদ পরিয়াছিল। এইরূপে যিবু-

বীয়দের প্রাচীন দুর্গের প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হইলে, রাজা বীণা বাজাইতে বাজাইতে উন্মত্ত হইয়া বাদ্যের সহিত লম্ফ দিতে ও যথাশক্তি নৃত্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে, নগরে উপস্থিত হইলে, প্রাচীন দুর্গের দ্বার সকল মস্তক উত্তোলন করিল, এবং "পরাক্রমী বীর সদাপ্রভু, প্রতাপের রাজা" যিহোবার উপস্থিতির প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ সিন্দুকটী তাহা দিয়া প্রবেশ করিল (২৪ গীত ৮-৯)। সেই নিয়মসিন্দুকের জন্য যে নূতন আবাস প্রস্তুত করা গিয়াছিল, তন্মধ্যে তাহা রাখা হইল, এবং হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলির উৎসর্গ সাঙ্গ করিলে পর, রাজা লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং কিছু কিছু উপহার দিয়া আপনাপন গৃহে তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। দায়ূদের জীবন কালের মধ্যে এই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ দিনে একটী মাত্র দুর্ঘটনা ঘটে; মহা সমারোহপূর্ব্বক তাঁহার গৃহের বাতায়নের নিম্ন দিয়া যাত্রা কালে, শৌলের কন্যা মীখল দায়ূদকে নাচিতে দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিল (২ শমূ ৬; ১৬)। পরে তিনি আপন পরিজনদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে গৃহে প্রবেশ করিলে (২ শমূ ৬; ২০), মীখল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে আসিল; কিন্তু সেই দিনে তাঁহার সহিত আনন্দ না করিয়া, তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিল। দায়ূদ এই অযথা বিদ্রূপের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অতি নম্রভাবে তাহাকে উত্তর দিলেন, "এবং শৌলের কন্যা মীখলের মরণকাল পর্য্যন্ত সন্তান হইল না" (২ শমূ ৬; ২৩)।

তাঁহার নিজের জন্য রাজ প্রাসাদ নির্ম্মাণ শেষ হইল, ও সিয়োনে একটী নূতন আবাসের মধ্যে নিয়মসিন্দুকও রাখা হইল দেখিয়া, এখন তিনি যিহোবার জন্য একটী উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন। সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে ইহা উত্তম ছিল; কিন্তু নাথন ভাববাদী তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন যে, "তুমি যুদ্ধের লোক, তুমি রক্তপাত

করিয়াছ" (১ বংশা ২৮ ; ৩) বলিয়া, এই শান্তিজনক কার্য্যের ভার অন্যকে দেওয়া যাইবে। তথাপি এই সময়ে, তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী হইবে বলিয়া সদাপ্রভু তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন, ও কহিলেন, যিহোবার দয়া যেরূপ শৌল হইতে নীত হইয়াছিল, তাঁহা হইতে তদ্রূপ লওয়া হইবে না, এবং তাঁহার একটী পুত্র এই অভিলষণীয় কার্য্য সাধন করিবে, ও তাঁহারই সিংহাসন চিরস্থায়ী হইবে (২ শমূ ৭ ; ১২-১৭। ১ বংশা ১৭ ; ৩—১৫)।

তৃতীয় অধ্যায়।

দায়ূদের বাহিনী, তাঁহার দিগ্বিজয়, তাঁহার মহাপাপ।

২ শমূ ৮—১২ অঃ। ১ বংশা ১৮—২০ অঃ।

খ্রীঃ পূ ১০৪০—১০৩৩।

রাজ্যের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত বচন প্রাপ্ত হইলে পর, দায়ূদ আপন রাজ্যের বাহিরেও ভিন্ন ভিন্ন জাতির উপর জয়লাভ করিয়া, এক বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ইহা দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ আব্রাহামের নিকটে ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত দেশসম্বন্ধীয় ভাববাণী সফল হইল (আদি ১৫ ; ১৮-২১)।

এই সমস্ত যুদ্ধে কৃতকার্য্য হওনার্থে, তাঁহাকে যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হইল। * তদ্দ্বারা তিনি যিবূষের দুর্গ অধিকার করণের দশ বৎসরের মধ্যে, চতুর্দ্দিকস্থ জাতিগণের রাজ্য আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং "পৃথিবীস্থ মহাপুরুষদের নামের মত, তাঁহার নাম মহৎ" হইল (২ শমূ ৭ ; ৯)।

---

* (ক) যোদ্ধৃদল। প্রাচীনকালে বিংশতি বৎসর বয়স হইতে পঞ্চাশৎ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক পুরুষ যুদ্ধ করিতে বাধ্য ছিল। এইরূপ করার একটী

১। দায়ূদ দক্ষিণপশ্চিম দিকস্থ প্রাচীন বৈরী পলেষ্টীয়দের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, ও তাহাদিগকে জয় করিয়া গাৎ ও তাহার উপনগর সকল অধিকার করেন (১ বংশা ১৮; ১)।

২। দক্ষিণপূর্ব্বস্থ ইদোমীয় জাতি তাঁহার অধীন হয়। ছয় মাস ধরিয়া যোয়াবের সহিত তাহাদের যুদ্ধ হয় (২ শমূ ৮; ১৪ তুলনা ১ রাজা ১১; ১৫)। তিনি এই যুদ্ধে তাহাদের বহুসংখ্যক লোককে নিহত করেন, ও দেশের নানা স্থানে প্রহরীদল স্থাপন করেন। এইরূপে আরবের বন্দর সমূহ ও বড বড় হাটে যাইবার পথ সকল দায়ূদের হস্তগত হইলে, তিনি লোহিত সাগরের পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশের রাজা হইলেন (তুলনা আদি ২৭; ২৯, ৩৭, ৪০। ৬০ গীত ৬-১২)।

জাতীয় বাহিনী প্রস্তুত হইত (দিঃ বি ২০; ৫-৯)। শৌলের রাজত্বের প্রারম্ভে এইরূপ একটী স্থায়ী দল যুদ্ধার্থে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত, তাহা ইতিপূর্ব্বে পাঠ করা হইয়াছে (১ শমূ ১৩; ২। ১৪: ৫২) দায়ূদের অধীনে সেই জাতীয় বাহিনী দ্বাদশ দলে বিভক্ত হয়, প্রত্যেক দলে চব্বিশ সহস্র লোক ও তাহার জন্য পৃথক একজন সেনাপতি ছিল, এবং পালানুক্রমে তাহারা এক এক মাসে গৃহাদি ত্যাগ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত (১ বংশা ২৭ : ১-১৫)। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জাতিগণের বাহিনীর মধ্যে যত রথ ও অশ্বারোহী ছিল, ইস্রায়েলের মধ্যে তত ছিল না (২ শমূ ৮; ৪)। যিবূষের দুর্গ অধিকার করণ সম্বন্ধে যোয়াবের বীরত্ব প্রযুক্ত তিনি সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন; রাজার অবর্ত্তমানে তিনি যুদ্ধের বিষয় বন্দোবস্ত করিতেন।

(খ) রাজার শরীররক্ষক সৈন্য দল অর্থাৎ করেথীয় ও পলেথীয় দল। দায়ূদের সময়ে রাজার শরীর রক্ষার্থ একটী দল নিযুক্ত করা হয়; তাহারা বিদেশীয় ও বেতন জীবী ছিল। মহাযাজক যিহোয়াদার পুত্র বনায় তাহাদের অধ্যক্ষ। ইহারই কার্য্যবিবরণ (২ শমূ ২৩; ২০-২১। ১ বংশা ১১ : ২২-২৫) পদে পাঠ করা যায়।

(গ) বীরগণ। অদুল্লম গুহায় অবস্থিতি কালে ছয়শত লোক রাজার নিকট আশ্রয় লইয়াছিল। তাহাদিগকে লইয়া দায়ূদ এক বিশেষ মর্য্যাদাপন্ন সৈন্যদল প্রস্তুত করেন। তাহাদের এক বিশেষ উপাধি "গিব্বোরীম" অর্থাৎ বীরগণ। এই দল প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগে দুইশত জন ছিল; আবার এই প্রত্যেক ভাগ দশ ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রতি ভাগে বিংশতি জন করিয়া ছিল। এই ত্রিশ ভাগের অধ্যক্ষগণ "ত্রিশ জন" নামে আখ্যাত হইত। ইহাদের উপরে নিযুক্ত তিন প্রধান ভাগের অধ্যক্ষ "নরত্রয়" বা "বীরত্রয়" নামে অভিহিত হইত, এবং সকলের উপরে দায়ূদের ভ্রাতষ্পুত্র "অবীশয় তিন জনের মধ্যে প্রধান ছিলেন" (২ শমূ ২৩; ৮-৩৯। ১ বংশা ১১; ৯-৪৭)।

৩। রহোবের পুত্র হদদেষরের সময়ে উত্তরপূর্ব্বস্থ সোবার রাজ্য সমধিক উন্নত হইয়া উঠে। একবার ফরাৎ নদীর নিকটে আপন রাজ্যের প্রান্ত সীমা রক্ষা করিতে গেলে, দায়ূদ হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করেন (২ শমূ ৮; ৩), এবং তাহাকে পরাজিত করিয়া তাহার সতের শত অশ্বারূঢ় ও বিংশতি সহস্র পদাতিক সৈন্য সংহার করেন। হদদেষরের সাহায্যকারী দম্মেশকবাসী অরামীয়েরা তাহার রক্ষার্থে উপস্থিত হইলে, দায়ূদ তাহাদের বাইশ সহস্র জনকে আঘাত করিয়া জয়লাভ করেন; তাহারাও তাঁহার করাধীন দাস হয়। সোবা প্রচুর ধনশালী রাজ্য ছিল। হদদেষরের অধ্যক্ষগণ স্বর্ণময় ঢাল ধারণ করিত (২ শমূ ৮; ৭); বোধ হয়, এই সকল ঢাল, লৌহ বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত ঢালের উপরে স্বর্ণের পাত মণ্ডিত করিয়া প্রস্তুত করা হয়। দায়ূদ এই সমস্ত স্বর্ণ ঢাল খুলিয়া, যিরূশালেমে আনয়ন করেন, এবং অরামীয় অন্যান্য নগর হইতে অতি প্রচুর পিত্তলও সংগ্রহ করেন (১ বংশা ১৮; ৭-৮)।

৪। যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থ মোয়াবের রাজার সহিত দায়ূদের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল (১ শমূ ২২; ৩-৪); কিন্তু এখন বিশেষ কারণে, তিনি সেই দেশ আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন। প্রজাদিগের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ লোক মারা পড়ে ও অবশিষ্টেরা করাধীন দাস হয়, এবং তথা হইতে আনীত লুট দ্রব্য সকল যিরূশালেমের ভাণ্ডারে রাখা হয় (২ শমূ ৮; ২। ১ বংশা ১১; ২২)। এই যুদ্ধে সাহসী বনায় আশ্চর্য্য বীরত্ব প্রদর্শন করেন (২ শমূ ২৩; ২০)। এই যুদ্ধ দ্বারা বিলিয়মের ভাববাণী সফল হয়। ফলতঃ ইস্রায়েল হইতে এক রাজদণ্ড উত্থিত হইল, ও তাহা মোয়াবের পার্শ্বদ্বয় ভগ্ন করিল এবং লোটের সন্তানদের রাজধানী আর নগর ধ্বংস করিল। (গণ ২৪; ১৭)।

৫। অম্মোনীয়দিগকে পরাজয় করা দায়ূদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ছিল। দায়ূদের ভ্রমণ কালে অম্মোনসন্তানদের রাজা নাহশ, তাঁহার

প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া দায়ূদ সান্ত্বনা প্রদানার্থে যুবরাজ হানূনের নিকট দূত প্রেরণ করেন। হানূনের অমাত্যবর্গ তাঁহাকে বলিল যে, এই দূতেরা কেবল দেশের সন্ধান লইবার জন্য আসিয়াছে; অন্যান্য দেশের ন্যায় ইহাও অধিকার করিতে দায়ূদের ইচ্ছা আছে। অতএব দূতেরা উপস্থিত হইলে, হানূন তাহাদিগকে যারপরনাই অপমানিত করিলেন। ফলতঃ তাহাদের শ্মশ্রুর অর্দ্ধেক ক্ষৌরি করাইয়া দিলেন, ও বস্ত্রের অর্দ্ধেক কাটিয়া এই অবস্থায় তাহাদিগকে বিদায় করিলেন (২ শমু ১০; ১-৩। ১ বংশা ১৯; ১-৪)।

এই ভয়ানক অপমানের কথা শুনিয়া, যাবৎ তাহাদের শ্মশ্রু বৃদ্ধি না পায়, তাবৎ যিরীহোতে অবস্থিতি করিতে দায়ূদ দূতগণকে বলিয়া পাঠাইলেন। অপিচ তাহার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্তে যোয়াব বীরগণেরও বাহিনীর সহিত অম্মোনীয়দের প্রতিকূলে প্রেরিত হইলেন। তাহাদের এই অজ্ঞানতার পরিণাম যে কি হইবে, তাহা যেন তাহারা পূর্ব্বেই জানিতে পারিল, কারণ বৈৎরহোব ও সোবা হইতে বত্রিশ সহস্র অরামীয় লোককে ও সোবার দক্ষিণস্থ যর্দ্দনের উপত্যকা নিবাসী মাখার রাজাকে ও টোব দেশ হইতে বেতন দিয়া বহু সংখ্যক লোককে আনা হইল। অম্মোনসন্তানগণ এই সমস্ত দল বল লইয়া ইব্রীয়দের আগমনের অপেক্ষায় ছিল।

যোয়াব উপস্থিত হইয়া দুই বৃহৎ বাহিনী দেখিলেন। অতএব তিনিও আপন বাহিনী দুই দলে বিভক্ত করিয়া আপন ভ্রাতা অবীশয়ের হস্তে একদল সমর্পণ করিয়া অম্মোনীয়দিগকে আক্রমণ করিতে তাঁহাকে পাঠাইলেন, ও অবশিষ্ট লোকদিগকে লইয়া তিনি হিষ্‌বোনের দক্ষিণস্থ অরামীয়দিগকে আক্রমণ করিতে সম্মুখীন হইলেন। ইহারা মেদবার নিকটে পরাজিত হয়। তাহা দেখিয়া অম্মোনীয়েরাও ভয়ে পলায়ন করিয়া তাহাদের রাজধানী রব্বানগরে আশ্রয় লয়। [ইহার বর্ত্তমান

নাম, অম-মান। এই স্থানটী বড় সুন্দর, অপিচ এখানে জলের কোন অভাব নাই। এই নগর হিয্‌বোনও বস্রার মধ্যবর্ত্তী পথের পার্শ্বে ও যব্বোক নদীর এক উন্নুইর নিকটবর্ত্তী প্রান্তরের ধারে স্থাপিত ছিল; ফিলাদেলফস্ (খ্রীঃ পূঃ ২৮৫—২৪৭) সম্রাটের নাম হইতে ইহা ফিলাদেলফিয়া নাম প্রাপ্ত হয়]।

ইতিমধ্যে ফরাৎ নদীর ওপার হইতে হদরেষরের দলের সেনাপতি শোবক আপন লোকদের বিপদের সমাচার পাইয়া, তাহাদের সাহায্য করিতে মনস্থ করে, এবং নদী পার হইয়া হেলমে আসিয়া অরামীয়দের সহিত মিলিত হয়। ইহাতে বিপদ আরো গুরুতর বলিয়া বোধ হইল। অতএব দায়ূদ স্বয়ং ইস্রায়েলের সমস্ত বাহিনী লইয়া যুদ্ধ করিতে যাত্রা করেন ও অরামীয়দিগকে মহাসংহারে সংহার করেন। শোবক সেই স্থানে হত হয়, ও হদরেষরের অধীন সমস্ত রাজা তাহাকে ত্যাগ করিয়া ইস্রায়েলের রাজার করাধীন দাস হয় (২ শমূ ১১; ১৫-১৯। ১ বংশা ১৯; ১০-১৯)।

তৎপরবৎসরে অম্মোনীয়দের সহিত দায়ূদের পুনরায় যুদ্ধ হয়; তাহাতে তিনি ইফ্রয়িমের, বিন্যামীনের ও যিহূদার সমস্ত যোদ্ধা এবং আপনার শরীররক্ষকদল পর্য্যন্ত যোয়াবের হস্তে সমর্পণ করেন (২ শমূ ১১; ১, ১১); কেবল তাহা নহে, কিন্তু অফেকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইবার সময় যেমন নিয়মসিন্দুক তথায় নীত হইয়াছিল, এখনও লেবীয়দিগকে তেমনি তাহা বহন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইতে হইল (২ শমূ ১১; ১১)। রব্বা অধিকার করাই এই যাত্রার প্রধান লক্ষ্য। চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশসমূহ অধিকার করিলে পর, যোয়াব রব্বা নগর অবরোধ করিয়া তথায় প্রায় দুই বৎসর অবস্থিতি করেন (২ শমূ ১১; ১)।

এই সময়ে অতি ভয়ানকরূপে যুদ্ধ চলিলেও নিয়মসিন্দুকের সহিত

না গিয়া দায়ূদ যিরূশালেমে আপন গৃহে থাকিলেন। যে লজ্জাজনক কার্য্য দ্বারা তিনি আপনাকে চিরকলঙ্কিত করিলেন," ও যে কারণে তিনি আপন অবশিষ্ট জীবনকাল ঘোর দুঃখময় করিয়া ফেলিলেন, তাহা এই সময়েই ঘটিল। ' একদিবস অপরাহ্ন সময়ে দায়ূদ শয্যা হইতে উঠিয়া রাজবাটীর ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে অতি সুন্দরী একটী স্ত্রী লোক দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিবা মাত্র তাঁহার মন অতিশয় অস্থির হইল। তিনি অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হইলেন যে, স্ত্রীলোকটী ইলিয়ামের কন্যা, হিত্তীয় উরিয়ের স্ত্রী বৎসেবা। উরিয় মর্য্যাদাপন্ন " ত্রিশের " মধ্যে একজন বিখ্যাত বীর হওয়াতে ঐ সময়ে রব্বা নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল (২ শমূ ২৩ ; ৩৯। ১ বংশা ১১ ; ৪১)। স্ত্রীলোকটী তাঁহার অতি প্রসিদ্ধ কর্ম্মচারীর ভার্য্যা, ইহা জানিলেও তিনি লোক পাঠাইয়া তাহাকে আনাইলেন ও তাহার সহিত ব্যভিচার করিলেন। তাঁহার এই ব্যভিচার দোষের কারণ প্রাণদণ্ড ঘটিবেই ঘটিবে, কালক্রমে ইহা জানিতে তাঁহার বাকি রহিল না। অতএব তিনি আপন দোষ ঢাকিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল। পরে যেখানে আহত হইয়া মারা পড়িতে পারে, এমন সঙ্কটাপন্ন স্থানে এই বিশ্বস্ত উচ্চমনা কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিতে তিনি পত্র দ্বারা যোয়াবকে আদেশ দিলেন। বিবেকশূন্য যোয়াবও তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী কর্ম্ম করিলেন, তাহাতে উরিয় যুদ্ধে মারা পড়িল। সুখের বিষয় এই যে, তাহাকে আপন স্ত্রীর এই কলঙ্কের কথা শুনিতে হয় নাই। যোয়াব এক জন বিশ্বস্ত দূতের দ্বারা উরিয়ের মৃত্যু সংবাদ দায়ূদের নিকট পাঠাইলেন। উরিয়ের স্ত্রী আপন স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া তাহার জন্য শোক করিল। পরে শোক অতীত হইলে, রাজা বৎসেবাকে আপন বাটীতে আনাইলেন ; তাহাতে সে তাঁহার ভার্য্যা হইল (২ শমূ ১১ ; ১৪-২৭)।

এইসমস্ত ভয়ানক পাপ গোপনে সাধিত হইলেও, সর্ব্বদর্শী চক্ষুর নিকট তাহার কিছুই অপ্রত্যক্ষ রহিল না। অবিলম্বে তাহার দণ্ড দ্বারের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নাথন ভাববাদী তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইলেন। তিনি আসিয়া এক জন ধনবান ও এক জন দরিদ্রের এক মাত্র মেষ বৎসা বিষয়ক প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত কথা দ্বারা তাঁহাকে উত্তেজিত করিলেন। এই দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য জ্ঞাত না থাকায়, দায়ূদ ধনবানের প্রতি ক্রোধে অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া তাহার প্রাণদণ্ড করিতে ও মেষবৎসার চতুর্গুণ ফিরাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। তখন ভাববাদী রাজার দিকে ফিরিয়া তাঁহার প্রতি বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিলেন ও কহিলেন, "আপনিই সেই ব্যক্তি"। তৎপরে ভয়ানক দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করিলেন। ফলতঃ দায়ূদ অন্যের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিও ঠিক তদ্রূপ ব্যবহার করা যাইবে; তাঁহার কুল হইতেই তাঁহার বিরুদ্ধে অমঙ্গল উৎপন্ন হইবে; "খড়্গ কখনও তাঁহার কুল ছাড়িয়া যাইবে না" (২ শমূ ১২; ১০)।

দায়ূদ ইস্রায়েলের ও যিহূদার অন্যান্য রাজগণের অথবা পূর্ব্বদেশীয় সাধারণ অধ্যক্ষবর্গের পদানুসরণ করিলেন না। তিনি দণ্ড ঘোষণাকারী দূতের প্রাণ বধ বা অন্যবিধ অপকার না করিয়া আপন পাপ স্বীকার করিলেন, ও এই দণ্ডাজ্ঞা যথোপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সম্মতি দিলেন। ইহা শুনিয়া নাথন দায়ূদকে কহিলেন, "সদাপ্রভুও আপনকার পাপ দূর করিলেন, আপনি মরিবেন না।" তথাপি ভাবি দণ্ডের বায়না ত্বরায় উপস্থিত হইল। সদাপ্রভু বৎসেবার গর্ভজাত দায়ূদের পুত্রটীকে আঘাত করিলে সে মরিল। এই দণ্ডের মধ্যেও সদাপ্রভু আপন দয়া স্মরণ করিলেন, ও কালক্রমে বৎসেবা দ্বিতীয় পুত্র প্রসব করিলে, নাথন তাহার নাম যিদীদীয় (সদাপ্রভুর প্রিয়) রাখিলেন, কিন্তু দায়ূদ তাহাকে শলোমন (শান্ত), এই নাম দিলেন (২ শমূ ১২; ১৫-২৫)।

ইতিমধ্যে যোয়াব রব্বা নগরের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিয়া সহরের নিম্ন অঞ্চল অর্থাৎ জল নগর অধিকার করেন ; [এই অঞ্চলে একটী স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তাহার জল বার মাস থাকিত] কিন্তু দুর্গটী জয় করিতে পারিলেন না। জলস্রোত অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গটীও যে অবিলম্বে হস্তগত হইবে, তাহার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। অতএব যোয়াব দায়ূদের নিকট দূত পাঠাইয়া কহিলেন, এখন আপনি অবশিষ্ট লোকদিগকে একত্র করিয়া নগর হস্তগত করুন ; নতুবা কি জানি, আমি ঐ নগর হস্তগত করিলে আমারই নাম কীর্ত্তিত হইবে। তদনুসারে রাজা গমনপূর্ব্বক তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া দুর্গটী হস্তগত করিলেন, ও তন্মধ্যবর্ত্তী লোকদিগকে বাহির করিয়া আনিয়া করাত দ্বারা চিরিলেন, ও কতক লোককে লৌহময় অস্ত্র দ্বারা চূর্ণ করিলেন, ও ইট পাঁজার মধ্যস্থ অগ্নি দিয়া গমন করাইলেন (২ শমূ ১২ ; ৩১)। পরে রাজমুকুট অর্থাৎ "মিলকমের মুকুট" নিজ মস্তকে পরিধান করিলেন, তাহাতে এক মণ পরিমিত স্বর্ণ ও অনেক বহুমূল্য মণি ছিল। পরে দায়ূদ ও তাঁহার সমস্ত লোক প্রচুর লুট দ্রব্য লইয়া যিরূশালেমে ফিরিয়া গেলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

অব্‌শালোমের রাজবিদ্রোহ।

২ শমূ ১৩—২০ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ১০৩২—১০২২।

যে যুদ্ধে রব্বা নগর জয় হয়, তাহাই দায়ূদের শেষ যুদ্ধ। তাঁহার রাজ্যের সীমা-সম্বন্ধে পিতৃপুরুষ আব্রাহামের নিকটে ইতিপূর্ব্বে যে অঙ্গীকার করা গিয়াছিল, তাহা এখন পূর্ণ হইল, এবং সেই সময়ে বর্ত্তমান অন্যান্য সাম্রাজ্যের সহিত তুলনা করিলে, তাঁহার রাজ্য কোন অংশেই হীন

ছিল না সত্য বটে; কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহার নিজের জীবন ঘোর দুঃখরূপঅন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। ফলতঃ ভাববাদী যে দণ্ড ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইবার লক্ষণ সকল ক্রমশঃ দেখা গেল। তাঁহার কৃত ভয়ানক ব্যভিচার ও নরহত্যার বিষয় প্রথমে কএক জন লোক ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারে নাই, এক প্রকার গুপ্ত ছিল, কিন্তু সেই দুষ্কার্য্যের ফল অবিলম্বে ছোট বড় সকলেই দেখিতে পাইল। তাঁহার দণ্ডের জন্য বাহির হইতে কোন অস্ত্র সংগ্রহ করা হয় নাই, কিন্তু তিনি আপন রাজ্যের ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক যে সকল বহুসংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন সেই পরিবারের মধ্য হইতেই তাহা উৎপন্ন হইল। প্রথমতঃ, তামর নাম্নী তাঁহার এক কন্যা, আপন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দায়ূদের জ্যেষ্ঠ পুত্র অম্নোন দ্বারা মানভ্রষ্ট হইল। ইহার দুই বৎসর পরে, তামরের সহোদর অব্শালোম (শান্তিরপিতা) কর্ত্তৃক অম্নোনও হত হয়। সে লোমচ্ছেদনের উৎসব উপলক্ষে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন দাসগণের দ্বারা তাহাকে হত্যা করে। পরে দায়ূদের ভয়ে সে আপন শ্বশুর গশূরের রাজা তলময়ের নিকটে পলায়ন করিয়া আশ্রয় লয়। গশূর যর্দ্দনের পূর্ব্ব পারে হর্ম্মোণ পর্ব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল (২ শমূ ১৩; ৩৬)।

অব্শালোম এই পর্ব্বতময় দেশে তিন বৎসর নিরাপদে বাস করিল। ইতিমধ্যে দায়ূদ আপন ভালবাসা পুত্রের জন্য "শোক করিতে লাগিলেন" (২ শমূ ১৩; ৩৯)। তাহা দেখিয়া যোয়াব আমোষ ভাববাদীর জন্ম স্থান (আমো ১; ১) বৈৎলেহম হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী তকোয়ে লোক পাঠাইয়া এক জ্ঞানবতী স্ত্রীকে আনয়ন করিলেন, এবং রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নাথন ভাববাদীর ন্যায় দৃষ্টান্তচ্ছলে কথা বলিতে তাহাকে শিক্ষা দিলেন। তদনুসারে সেই স্ত্রী কথা বলিলে, রাজা নির্ব্বাসিত যুবরাজকে ফিরাইয়া আনিতে যোয়াবকে আজ্ঞা দেন।

যোয়াব গশূরের রাজার নিকটে যাত্রা করিয়া, তথা হইতে অব্শালোমকে যিরূশালেমে ফিরাইয়া আনেন। সে আপন বাটীতে ফিরিয়া গেল, কিন্তু রাজার মুখ দেখিতে পাইল না। রাজার নিকট তাহার জন্য অনুরোধ করিতে, সে দুইবার দায়ূদের সেনাপতির নিকট লোক পাঠাইল; কিন্তু যোয়াব তাহার জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন মনে করিয়া, আর কিছু করিলেন না। ইহা দেখিয়া অব্শালোম আপন ভূমির পার্শ্বস্থিত যোয়াবের শস্য ক্ষেত্রে অগ্নি লাগাইয়া দিল। আরো বা কিছু করে, এই ভয়ে যোয়াব রাজার কাছে তাহার বিষয় জ্ঞাত করিলে, রাজা আপন পুত্রের সহিত দেখা করিতে সম্মত হইলেন। সাক্ষাৎ হইলে রাজা আপন পুত্রকে চুম্বন করিলেন (২ শমূ ১৪; ৩২-৩৩)।

আপন পিতার সহিত মিলন হইবামাত্র অকৃতজ্ঞ পুত্র আবার তাঁহার বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুকল্পনা করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ সে আপনার জন্য শরীররক্ষক সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া, রথ অশ্ব এবং আপনার অগ্রে অগ্রে দৌড়িবার জন্য পঞ্চাশ জন লোক রাখিল। তৎপরে প্রজাদিগের মন আপনারপ্রতি আকর্ষণ করিবার জন্য, প্রতিদিন রাজদ্বারের পথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইত। এই প্রকারে লোকদিগের নিবেদন শ্রবণ করা দায়ূদের কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু বোধ হয়, তিনি তাহা করিতেন না। অব্শালোম তথায় দাঁড়াইয়া নগরে প্রবেশকারী অনেকের সহিত আলাপ করিত; বিশেষতঃ রাজার নিকটে যাহাদের কোন নিবেদন থাকিত, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া বলিত, হায়, আমাকে কেন দেশের বিচারকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করা হয় নাই? তাহা করিলে আমি এই সমস্ত বিষয়ে ন্যায্য বিচার করিতাম (২ শমূ ১৫; ৩)। অব্শালোম ইস্রায়েলেরমধ্যে সৌন্দর্য্যে প্রশংসনীয় (২ শমূ ১৪; ২৫), ও বংশসম্বন্ধে পিতা ও মাতার কুলানুসারে (২ শমূ ৩; ৩) রাজবংশোদ্ভব হওয়াতে, সে আপন ভদ্রতা ও অস্বাভাবিক নম্রতার

গুণে লোকদের মন হরণ করিল (২ শমূ ১৫ ; ৬)। রাজা যে ভয়ঙ্কর পাপ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য রাজ্যের মধ্যে তাঁহার হস্ত দুর্ব্বল হইল, এবং আপন পদোচিত কার্য্য করিতে তিনি দিন দিন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই সময় পরাক্রান্ত যিহূদা গোষ্ঠী অন্য সমস্ত গোষ্ঠীরমধ্যে গণিত ও মিশ্রিত হওয়ায়, আপনাদের উপযুক্ত মর্য্যাদা লাভে বঞ্চিত ছিল। অব্শালোমের মত যুবরাজের অধীনে তাহারা সেই মর্য্যাদা লাভ করিবার আশা করিলেও করিতে পারিত। অতএব বৃদ্ধ রাজার উপর তাহাদের যে বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল, তাহা এখন বিচলিত হইবার সূত্রপাত হইল, এবং এইরূপে দুই বৎসর যাইতে না যাইতে, অব্শালোম প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হইবার উপযুক্ত সময় মনে করিল।

সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাঁহারকৃত মানত পরিশোধ করিতে যাইবার ছলে, অব্শালোম হিব্রোণে যাইতে দায়ূদের অনুমতি গ্রহণ করিল (২ শমূ ১৫ ; ৭-৯), এবং যিরূশালেম হইতে দুই শত লোক সঙ্গে লইয়া, যিহূদাগোষ্ঠীর পূর্ব্বতন রাজধানীতে উপস্থিত হইল। ইহারা সকলে যিহূদাগোষ্ঠীর প্রধান প্রধান পরিবারের অধ্যক্ষ ছিল বলিয়া বোধ হয়। এই বিষয়ে যুবরাজের অভিপ্রায় কি, ইহারা তাহার কিছুই অবগত ছিল না। অপিচ সে আপন পিতার পরমবন্ধু ও মন্ত্রী গীলোনীয় অহীথোফলকে * আপনার নিকটে হিব্রোণে ডাকিয়া পাঠাইল ; ইহার দত্ত মন্ত্রণা দৈববাণীর ন্যায় মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইত।

অবশালোমের সমস্ত অভিসন্ধি পূর্ণ হইলে, তাহার ও সাধারণের

---

* এই বিষয়ে অহীথোফলের কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা উল্লিখিত হয় নাই ; কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে, তিনি বৎসেবার পিতামহ ছিলেন (২ শমূ ২০ : ৩। তুলনা ২৩ ; ৩৪), এবং আপনপুত্র ইলিয়ামের সহকর্ম্মচারী উরিয় ঘটিত শোচনীয় ব্যাপার সবিশেষ অবগত ছিলেন।

বিদ্রোহী হওনের সংবাদ রাজবাটীতে পঁহুছিল। ইহা শুনিবামাত্র দায়ূদ কোন বাধা না দিয়া, ও রাজমুকুট রক্ষার্থে কিছু না করিয়া অমনি পলায়ন করিলেন। শরীররক্ষক সৈন্যদল, গাৎ হইতে আগত ছয় শত লোক এবং আরো অনেক লোক তাঁহার সঙ্গে যিরূশালেম ত্যাগ করিয়া অতি প্রত্যূষে কিদ্রোণ স্রোতোমার্গ পার হইল। মহাযাজক সাদোক ও অবিয়াথরের সহিত লেবীয়েরা নিয়মসিন্দুক বহন করিয়া, নগরের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত গমন করিলেন; কিন্তু দায়ূদ সেই পবিত্র সিন্দুক বিপদগ্রস্ত করিতে না চাহিয়া, ও লেবীয়দের দুই অধ্যক্ষ যিরূশালেমে থাকিলে, তাঁহার অনেক সাহায্য হইতে পারিবে বুঝিয়া, তাঁহাদিগকে নগরে ফিরিয়া যাইতে কহিলেন। তাহাতে তাঁহারা ফিরিয়া গিয়া সেই স্থানে রহিলেন। রাজা আপন মস্তক আচ্ছাদন করিয়া শূন্য পদে চলিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গীগণও মনের দুঃখ প্রকাশক চিহ্ন দেখাইয়া অগ্রসর হইল। কিদ্রোণস্রোত পার হইয়া তাঁহারা জৈতুন পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে যাইতে যাইতে তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার মিত্র অহীথোফল বিদ্রোহী পুত্রের সহিত যোগ দিয়াছে। এই লোক তাঁহার চালক, পরামর্শদাতা ও পরিচিতবন্ধু ছিলেন বলিয়া তিনি ইহাতে বিশেষ বিপৎপাতের আশঙ্কা করিলেন, এবং অহীথোফলের মন্ত্রণা যেন মূর্খতায় পরিণত হয়, তৎক্ষণাৎ এমন প্রার্থনা করিলেন (২ শমূ ১৫; ৩১। ৪১ গীত ৯। ৫৫ গীত ১২, ১৩, ২০)।

পর্ব্বত শিখরে উপস্থিত হইলে, রাজার বন্ধু অর্কীয় হূশয় ছিন্নবস্ত্র পরিহিত হইয়া, মস্তকে ধূলি দিয়া উপস্থিত হইলেন। অহীথোফলের মন্ত্রণা নষ্ট করিতে, ইনি একজন উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করিয়া, দায়ূদ তাঁহাকে যিরূশালেমে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন, ও অত্যন্ত বিপদজনক গুরুতর ভার তাঁহার উপরে অর্পণ করিলেন। ফলতঃ

তথায় অবস্থিতি করিয়া প্রকাশ্যে অবশালোমের সহিত মিত্রতা দেখাইতে, ও গোপনে সাদোক ও অবিয়াথরের দুই পুত্রের দ্বারা সমস্ত সমাচার তাঁহার নিকট পাঠাইতে তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন। হূশয় দায়ূদের কথানুসারে নগরে ফিরিয়া গেলেন, এবং দায়ূদও পর্ব্বতশিখর পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইলেন। পথি মধ্যে তিনি আপন প্রিয়তম বন্ধু যোনাথনের পুত্র মফীবোশতের চতুর দাস সীবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সে তাঁহার জন্ম যথেষ্ট রুটী, ফল ও দ্রাক্ষারস আনিয়া দেওয়াতে, এই সময় তাঁহার বিস্তর উপকার হইল। সে দায়ূদকে আপন কর্ত্তার বিষয়ে এমন ভাবে বলিল, যেন তিনি যিরূশালেমে থাকিয়া ভাবগতিক দেখিতেছেন, ও সুবিধা বুঝিয়া কার্য্য করিবেন। ইহা শুনিয়া দায়ূদ অসন্তুষ্ট হইলেন, ও মফীবোশতের সর্ব্বস্ব তাহাকে দান করিলেন। তথা হইতে কিছু দূর গমন করিয়া তিনি বহুরীমে উপস্থিত হইলেন। তথায় বিন্যামীনগোষ্ঠীজাত শৌলের কুলের শিমিয়ি নামক এক ব্যক্তি নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ভয়ানক শাপ দিল, ও পাথর মারিতে লাগিল। ইহা দ্বারা শৌলের কুলের হিংসা ও উরিয়ের হত্যা সম্বন্ধে সাধারণের ভাব প্রকাশ পাইল। অবীশয় তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিতে অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু দায়ূদ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন, "উহাকে থাকিতে দেও; ও শাপ দিউক। কেননা সদাপ্রভু উহাকে অনুমতি দিয়াছেন" (২ শমূ ১৬; ১০-১২)। পরে যর্দ্দনের উপত্যকায় উপস্থিত হইলে, পলাতকেরা ক্লান্তি প্রযুক্ত তথায় খানিক বিশ্রাম করিয়া সীবের প্রদত্ত দ্রব্যাদি ভোজন পান করিল।

ইতিমধ্যে অবশালোম, বহুসংখ্যক লোক ও তাহার সঙ্গী অহীথোফলকে লইয়া যিরূশালেমে প্রবেশ করিল। এখানে হূশয়ের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে, "মহারাজ, চিরজীবী হউন" বলিয়া তিনি তাহাকে মঙ্গলবাদ করিলেন। ইহাতে সকলে, এমন কি, অবশালোমও অবাক হইল, এবং

তাঁহার এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে আপনার নিকটে রাখিল। অবশালোম ও তাহার পিতার মধ্যে চিরশত্রুতা বদ্ধমূল করণাভিপ্রায়ে, অহীথোফল প্রথমে তাহাকে আপন পিতার পরিবারাদি সমস্ত অধিকার করিতে পরামর্শ দিল (তুলনা ২ শমূ ৩ ; ৭-৮)।

অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে স্থির করা দুষ্কর ছিল। অহীথোফল তৎক্ষণাৎ দায়ূদের পশ্চাদ্গমন করিতে অবশালোমকে পরামর্শ দিল, এবং সেই রাত্রিতে সে দ্বাদশ সহস্র লোক লইয়া, দায়ূদের শ্রান্ত ও দুর্ব্বল অবস্থায় তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হইতে অনুমতি চাহিল। অভিপ্রায় এই, যদি সে রাজাকে বধ করিতে পারে, তবে সমস্ত লোক অবশালোমের পক্ষ হইবে, ও তাহার সম্পূর্ণ জয় লাভ হইবে। এই মন্ত্রণা অবশালোমের ও সমস্ত প্রাচীনবর্গের তুষ্টি জনক হইল ; কিন্তু হূশয়কে ডাকিয়া এই বিষয়ে একবার জিজ্ঞাসা করিতে, অবশালোম বিহিত মনে করিল। হূশয় ইহা নিতান্ত অসার ও অকর্ম্মণ্য কল্পনা মনে করিয়া কহিলেন, "আপনি আপন পিতাকে ও তাঁহার লোকদিগকে জানেন, তাঁহারা বীর ও উগ্রমনা এবং মাঠের হৃৎবৎসা ভল্লুকীর তুল্য" ; তাঁহাকে আক্রমণ করা বড়ই বিপদ জনক। আমার পরামর্শ এই যে, দান অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমাচার দিয়া আপাততঃ সমস্ত ইস্রায়েলকে আপনার নিকটে সংগৃহীত করা হউক ; পরে তাঁহাকে আক্রমণ করা যাইবে। অবশালোম এই মন্ত্রণা গ্রাহ্য করিল ; তাহাতে অহীথোফল এইরূপ বিলম্ব করণের ফল বুঝিয়া ও তাহার মন্ত্রণার পরিবর্ত্তে অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করিতে দেখিয়া, গিলোতে প্রস্থান করিল, এবং "আপন বাটীর বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়া, আপনি গলায় দড়ি দিয়া মরিল" (২শমূ ১৭ ; ২৩)।

হূশয় অনতিবিলম্বে সাদোক ও অবিয়াথর যাজককে ডাকিয়া, সভার সমস্ত কথা জ্ঞাত করিলেন, এবং দায়ূদের কাছে শীঘ্র লোক প্রেরণ করিতে বলিলেন, যেন তিনি প্রান্তরস্থ পার ঘাটায় না থাকিয়া

অবিলম্বে নদী পার হইয়া যান। মহাযাজকের পুত্রদ্বয় এই কার্য্যের জন্য ঐন্-রোগেলের জলাশয়ের নিকট লুক্কায়িত ছিল। এক দাসী গিয়া তাহাদিগকে সংবাদ দিলে, তাহারা গিয়া দায়ূদকে সংবাদ দিল। যাত্রা করিবার সময়ে তাহারা প্রায় ধরা পড়ে। এক জন যুবা বহুরীমে তাহাদিগকে দেখিয়া, অবৃশালোমকে জ্ঞাত করিলে, তাহাদের পশ্চাতে লোক পাঠান হয়; কিন্তু তাহারা একটী কূপের মধ্যে লুক্কায়িত হওয়াতে এ যাত্রায় রক্ষা পাইল। পরে দায়ূদের নিকটে গিয়া সংবাদ দিল। দুই প্রহর রাত্রি হইলেও, রাজা ও তাঁহার সঙ্গী সমস্ত লোক উঠিয়া তৎক্ষণাৎ নদী পার হইলেন। পার হন নাই, তাঁহাদের এমন এক জনও যর্দ্দনের পশ্চিম পারে প্রভাতে অবশিষ্ট থাকিলেন না। পরে দায়ূদ ঈশবোশতের পূর্ব্ব রাজধানী মহনয়িমে গিয়া অবস্থিতি করেন। এখানে তিনি আপন বাহিনী সংগ্রহ করিয়া যোয়াব, অবীশয় ও ইত্তয়, এই তিন জনের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করেন। এই সময় তাঁহার প্রাচীন বন্ধু রব্বা নিবাসী নাহশের পুত্র শোবি ও লো-দবার নিবাসী মাখীর এবং গিলিয়দীয় বর্সিল্লয় নামক এক জন ধনবান ব্যক্তি তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গী লোকদের জন্য প্রচুর খাদ্য সামগ্রী লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন।

ইতিমধ্যে অব্শালোমও আপন বাহিনী একত্র করিয়া, দায়ূদের ভগিনী অবীগলের গর্ভজাত যেথরের পুত্র অমাসার হস্তে সমর্পণ করিল। সেও যর্দ্দন নদী পার হইল (২ শমূ ১৭; ২৫)। যে যুদ্ধে দায়ূদ ও অব্শালোমের বিবাদ নিষ্পত্তি হয়, মহনয়িমের নিকটস্থ ইফ্রয়িম অরণ্যে সেই যুদ্ধ হইল। এই সমস্ত অঞ্চল বড় বড় বৃক্ষে, ঘন ঘন ঝোপে ও কণ্টকাদিতে তখন পূর্ণ ছিল, এবং এখনও আছে। অবশালোমের সৈন্যদল এই যুদ্ধে ছিন্ন ভিন্ন হইল। ঘন ঘন ঝোপের মধ্যে ও উচ্চ নীচ পাহাড়ময় স্থানে প্রায় বিংশতি সহস্র লোক মারা

পড়িল। এমন কি, সেই দিনে "খড়্গ যত লোককে গ্রাস করিল, অরণ্য তদপেক্ষা অধিক লোককে গ্রাস করিল" (২ শমূ ১৮; ৮) অব্‌শালোমও আপন খচরে চড়িয়া পলায়ন করিল। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড বৃক্ষের নীচের শাখা ভূমির এত নিকটবর্ত্তী যে, সেই স্থান দিয়া কেহ সোজাভাবে যাইতে পারে না। অব্‌শালোমকে অগত্যা এইরূপ স্থান দিয়া পলায়ন করিতে হইল। তাহাতে একটী এলা বৃক্ষের শাখায় তাহার দীর্ঘকেশ জড়াইয়া গেল। সে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে তাহা একজন লোকের দৃষ্টি গোচর হইলে, সে যাইয়া যোয়াবকে বলিল। দায়ূদ আপন পুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ যুদ্ধের পূর্ব্বে তিন জন অধ্যক্ষকে ডাকিয়া "যুবরাজের প্রতি কোমল ব্যবহার করিতে" আদেশ করেন; তাহা সে জ্ঞাত থাকাতে নিজে তাহার কোন হানি করিতে সাহস করে নাই। কিন্তু যোয়াবের হৃদয়ে কোন দয়ামায়া ছিল না; তিনি হস্তে তিনটা খোঁচা লইয়া অব্‌শালোমের বক্ষে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। পরে একটী বৃহৎ গর্ত্ত করাইয়া, তাহার মৃতদেহ তন্মধ্যে ফেলিয়া দিতে ও তাহার উপরে প্রস্তরের অতি প্রকাণ্ড এক রাশি করিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। রাজবিদ্রোহীর মৃত্যুতে যুদ্ধ শেষ হইল বুঝিয়া, যোয়াব তূরী বাজাইয়া সৈন্যগণকে নিরস্ত করিলেন।

সেই সময়ে দায়ূদ মহনয়িমের নগর দ্বারের নিকটে যুদ্ধের সমাচার জানিবার জন্য বসিয়াছিলেন, এবং আপন পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া শোকে অধীর হইলেন। এই সময়ে যোয়াব ভিন্ন কেহই তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস করিলেন না। যোয়াব তাঁহাকে স্পষ্টই বলিলেন যে, যদি তিনি প্রজাদের সহিত সাক্ষাৎ না করেন, তবে সকল লোক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। অবশেষে রাজা প্রবেশদ্বারের নিকটে যাইতে সম্মত হন; কিন্তু তাঁহার ভালবাসা-পুত্রের হত্যাকারীকে ভুলিতে

পারিলেন না, এবং যদিও অমাসা তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইয়া অব্শালোমের সৈন্যদলের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকেই যোয়াবের পদ দিতে স্থির করিলেন। ইহাতে তাঁহার ও তাঁহার বলবান ভ্রাতৃষ্পুত্রের মধ্যে চিরবৈরীভাব উৎপন্ন হইল। অতঃপর সেই দিন হইতে তাঁহারা কখনও পরস্পর পরস্পরকে ক্ষমা করেন নাই। বিদ্রোহ শেষ হইল, ও তিনি আপন রাজ্যে আবার ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ব্ব দেশের ইতিহাসে এমন কি, পশ্চিমদেশেও যে আত্মদমন প্রায় দেখা যায় না, তাহা এই সময়ে দায়ূদে দেখা গেল। পদে পদে তাঁহার ক্ষমাশীলতা প্রকাশ পাইল; ফলতঃ তিনি শিমিয়িকে ক্ষমা করিলেন; মফীবোশতকে বিশ্বস্ত মনে করিয়া তাঁহাকে পুনঃস্থাপন করিলেন; বর্সিল্লয়কে প্রচুর পুরস্কার দিলেন (২ শমূ ১৯; ১৬-৪৩)।

বিপদ এখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই; রাজাকে পুনরানয়ন কালে তাঁহার নিজ গোষ্ঠী যিহূদা কার্য্যের অধিক ভার প্রাপ্ত হওয়ায় অন্যান্য গোষ্ঠী হিংসা প্রযুক্ত বিবাদ আরম্ভ করিল (তুলনা বিচার ৮; ১। ১২; ১)। এমন কি, বিন্যামীন গোষ্ঠী অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ইফ্রয়িম পর্ব্বত-নিবাসী বিখির পুত্র শেবকে আপনাদের রাজা করিল। এই সময় অন্যান্য গোষ্ঠীর নাম "ইস্রায়েল" হইল; কিন্তু দায়ূদ ইতিপূর্ব্বে যখন হিব্রোণে থাকিয়া কেবল যিহূদার উপরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখনও যিহূদা ও ইস্রায়েল এই দুই নাম প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। শেবের সহিত অনেকেই যোগ দিল, এবং নূতন সেনাপতি অমাসা তিন দিনে যিহূদার বাহিনী সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হওয়ায়, দায়ূদ নূতন বিপৎপাতের আশঙ্কা করিয়া বীরগণকে লইয়া অবীশয়কে শেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে অবীশয় শরীর-রক্ষক সৈন্য দল লইয়া যাত্রা করেন, এবং গিবিয়োনের নিকটস্থ মহা-প্রান্তরের নিকট অমাসার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। যোয়াবও এই

সময় অবীশয়ের সহিত ছিলেন। "তখন যোয়াব সৈনিক বেশ কটি-বন্ধনপূর্ব্বক পরিধান করিয়াছিলেন। তাহার উপরে খড়্গের কটি-বন্ধন ছিল, এবং সকোষ খড়্গখানি তাঁহার কটিদেশে আবদ্ধ ছিল।" অমাসাকে দেখিয়া যোয়াব কহিলেন, "হে আমার ভ্রাতঃ, তোমার মঙ্গল ত?" এবং তাঁহাকে চুম্বন করিবার ছলে তাঁহার দাড়ি ধরিলেন। অমাসা তাঁহার আলিঙ্গন গ্রহণ করিতে গিয়া, খড়্গ দ্বারা হৃদয়ে বিদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহার রক্ত তাঁহার আত্মীয় যোয়াবের বস্ত্রে লাগিল। মৃত দেহ পথিমধ্যে ত্যাগ করিয়া, যোয়াব সমস্ত লোকের সহিত শেবের পশ্চাদ্গামী হইলেন। সে উত্তরস্থ মেরোম জলাশয়ের নিকটে আবেল-বৈৎ-মাখা নামক বিশেষ স্থানে গিয়া আশ্রয় লইল। যোয়াব সেই নগর অবরোধ করিয়া জাঙ্গাল প্রস্তুত করিলেন, ও প্রাচীর ভূমিসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তাহা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। নগর নিবাসিনী এক বুদ্ধিমতী স্ত্রী, ক্রোধান্বিত সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নগরটী রক্ষা করিল। সেনাপতি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, তাহারা শেবকে বধ করিলে, তিনি ঐ নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। তদনুসারে স্ত্রীলোকটী নগরের প্রাচীনবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া, শেবের মস্তক ছেদনপূর্ব্বক তাহা বাহিরে যোয়াবের শিবিরে ফেলিয়া দিল। তখন যোয়াব তুরী বাজাইলে লোকেরা আপন আপন তাম্বুতে গেল, যোয়াবও যিরূশালেমে প্রত্যাগমন করিলেন (২ শমূ ২০; ২২)।

পঞ্চম অধ্যায়।

দায়ূদের রাজত্বকালের শেষভাগ।

২ শমূ ২১—২৪ অং। ১ রাজা ১-২ অং।

খ্রীঃ পূঃ ১০২২–১০১৫।

দায়ূদের সিংহাসন প্রাপ্তির অল্প কাল পরে, তাঁহার রাজ্য মধ্যে ক্রমাগত তিন বৎসর ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। তাহার কারণ অনুসন্ধানার্থে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে, দায়ূদ জানিতে পারিলেন যে, শৌলের এক বিশেষ দোষ প্রযুক্ত তাহা ঘটিয়াছে। শৌল গিবিয়োনীয়দের সহিত যিহোশূয়ের স্থাপিত নিয়ম (যিহো ৯; ৩-২৭) উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহাদের কতক লোককে বধ, এবং অবশিষ্ট সকলকে বিনষ্ট করিতে কল্পনা করিয়াছিলেন (২ শমূ ২১; ২, ৫)। তাহাদের এই ক্ষতি পূরণার্থে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহারা কি চাহে, তাহা দায়ূদ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উত্তর করিল, আমরা স্বর্ণ কি রৌপ্য চাহি না; রক্তপাত হইয়াছে, সুতরাং রক্ত ভিন্ন আর কিছুতেই আমরা তৃপ্ত হইব না। অতএব শৌলের সন্তানদের মধ্যে সাত জনকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করা হউক; আমরা গিবিয়াতে তাহাদিগকে ফাঁশি বা ক্রুশে দিব। তদনুসারে অয়ার কন্যা রিস্পার দুই পুত্রকে এবং মীখলের বা তাহার ভগিনীর পাঁচ পুত্রকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলে, তাহারা গিবিয়ার পর্ব্বতে তাহাদিগকে ক্রুশে দিল। এপ্রেলমাসে যবশস্যচ্ছেদনের সময় ইহা করা হয় (২ শমূ ২১; ৯)। অক্টোবর মাসে "যে পর্য্যন্ত আকাশ হইতে তাহাদের উপর জল না বর্ষিল," তাবৎ তাহাদের মৃত দেহ সেই স্থানে থাকিল (২ শমূ ২১; ১০)। এতাবৎকাল রিস্পা পাষাণের উপর চট পাতিয়া, সেই দেহগুলির রক্ষার্থে প্রহরীকার্য্য করিল। " দিবসে আকাশের পক্ষীগণকে তাহাদের উপর বসিতে ও রাত্রিতে বনপশুগণকে তাঁহাদের নিকটে

আসিতে দিল না।" অবশেষে, তাহার এই আশ্চর্য্য প্রেমের কথা দায়ূদের কর্ণগোচর হইলে, তাঁহার আদেশক্রমে লোকেরা সেই দেহগুলি এবং যাবেশগিলিয়দ হইতে আনীত শৌলের ও তাঁহার পুত্র যোনাথনের অস্থি সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের পিতৃপুরুষ কীশের কবরের মধ্যে রাখিল। "তৎপরে দেশের জন্য ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করা হইলে, তিনি প্রসন্ন হইলেন" (২ শমূ ২১ ; ১৪)।

ইত্যবসরে ইস্রায়েলের মধ্যে এই সমস্ত গোলযোগ হেতু পলেষ্টীয়েরা যথেষ্ট বলবান হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পুনরায় সাহস প্রাপ্ত হইল। দায়ূদ স্বয়ং এই যুদ্ধে গমন করিয়া, এক জন বীরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইলে, সাহসী অবীশয়ের সাহায্যে এ যাত্রা রক্ষা পান, এবং পাছে "ইস্রায়েলের প্রদীপ নির্ব্বাণ" হইয়া যায়, এই ভয়ে, তিনি যেন ভবিষ্যতে আর তাহাদের সহিত যুদ্ধে না যান, লোকেরা তাঁহাকে এরূপ অনুরোধ করিল। ইহার পরেও পলেষ্টীয়েরা দুই তিন বার জয়লাভের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দায়ূদের অধ্যক্ষগণের বীরত্ব প্রযুক্ত তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই (২ শমূ ২১ ; ১৮-২২)।

বহু কাল পূর্ব্বে ঈশ্বর দর্শন যোগে, আব্রাহামের নিকটে ইস্রায়েলের রাজ্য সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন (আদি ১৫ ; ১৮), তাহা এখন সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইল। দায়ূদ প্রজাদিগের জন্য একটী রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন, কেবল তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী সমস্ত জাতিকে জয়ও করিয়াছেন। তাঁহার রাজ্য জগদ্রাজ্যের মত বিশাল হইয়া উঠিল। এই রাজ্যের জন্য বিচারালয় ও রাজপ্রাসাদ, তাহার আড়ম্বর ও করাধীন জাতি এ সমস্তই ছিল। এইরূপ সুখসমৃদ্ধির কালে রাজার অহঙ্কার ও আত্মগরিমা রূপ বিষম পরীক্ষা ঘটিল (১ বংশা ২১ ; ১)। তৎপ্রযুক্ত তিনি, দান অবধি বেরশেবা পর্য্যন্ত ইস্রায়েলকে গণনা করিতে যোয়াবের প্রতি আদেশ করিলেন। কর আদায় করা, অথবা একটী স্থায়ী

বাহিনী রাখিয়া অন্যান্য দেশ অধিকার করা, তাঁহার কি উদ্দেশ্য ছিল, নিশ্চিত বলা যায় না। ইহাতে তাঁহার যে কোন উদ্দেশ্য থাকুক না কেন, বাহিনীর অধ্যক্ষবর্গের এমন কি, যোয়াবেরও নিকটে এই কার্য্য ঘৃণিত ছিল। তিনি রাজাকে চেতনা দিয়া কহিলেন, " আপনি ইস্রায়েলের দোষের কারণ কেন হইবেন ? " (১ বংশা ২১ ; ৬)। রাজাকে কোন প্রকারে নিরস্ত করিতে না পারিয়া, যোয়াব সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে ভ্রমণ করিলেন, এবং নয় মাস বিংশতি দিনের শেষে গণিত লোকদের সংখ্যা দায়ূদকে জানাইলেন। ফলতঃ, ইস্রায়েলের আট লক্ষ ও যিহূদার পাঁচ লক্ষ পুরুষ যোদ্ধা হইবার উপযুক্ত ছিল; কিন্তু লেবী ও বিন্যামীন গোষ্ঠীর লোকদিগকে গণনা করিবার পূর্ব্বে (২ শমূ ২৪ ; ১০), দায়ূদের হৃদয় ধুক ধুক করিতে লাগিল। তখন গাদ ভাববাদী তাঁহার কাছে প্রেরিত হইয়া দণ্ড ঘোষণা করিয়া কহিলেন, আপনার সমস্ত দেশে সাত বৎসর ব্যাপিয়া কি দুর্ভিক্ষ হইবে ? না তিন মাস পর্য্যন্ত আপনি শত্রুদের দ্বারা তাড়িত হইবেন ? না তিন দিবস পর্য্যন্ত দেশে মহামারী হইবে ? এই তিন দণ্ডের মধ্যে একটী মনোনীত করুন। দায়ূদ কহিলেন. " এক্ষণে আমি সদাপ্রভুর হস্তে পড়ি, কিন্তু আমি মনুষ্যের হস্তে পড়িতে চাহি না। " তদনুসারে মহামারী আরম্ভ হইল, এবং তিন দিনে সত্তর সহস্র লোক মারা পড়িল। কিন্তু বিনাশকদূতের হস্ত যিরূশালেমের উপরে প্রসারিত হইলে, বিপদ দেখিয়া সদাপ্রভু আপন প্রচুর করুণা প্রযুক্ত (২শমূ ২৪ ; ১৩) দুঃখিত হইলেন, এবং রাজার অনুরোধক্রমে হন্তা দূত ধনবান যিবূষীয় অরৌণা বা অর্ণনের শস্যমর্দ্দন স্থানের নিকটে স্থগিত হইলেন। গাদের পরামর্শানুসারে দায়ূদ সেই শস্যমর্দ্দন স্থান, ও তাহার দুইটী বৃষ ক্রয় করিয়া লইলেন, এবং সেখানে সদাপ্রভুর উদ্দেশে একটী যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া, হোমবলি ও মঙ্গলার্থকবলি উৎসর্গ করিলেন। সদাপ্রভু আকাশ হইতে হোমবেদির উপরে অগ্নিপাত দ্বারা তাহা গ্রাহ্য করিলেন। এই জন্য উক্ত স্থান অতি পবিত্র হইল. এবং ভবিষ্যতে মোরিয়া

পর্ব্বতে শলোমন যে মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহার বেদি ইহারই উপরে নির্ম্মিত হইয়াছিল (২ বংশা ৩; ১)।

দায়ুদের অবশিষ্ট জীবনকাল সদাপ্রভুর গৃহের নিমিত্ত দ্রব্যাদি আয়োজন ও স্বর্ণ রৌপ্যাদি সংগ্রহ করিতে অতিবাহিত হয় (১ বংশা ২২; ৫, ১৪)। তাঁহারই নিজ পরিবারের মধ্য হইতে শত্রু উৎপন্ন হইবে, ভাববাদীর কথিত এই বাক্যের সত্যতার প্রমাণ এই সময়ে পাওয়া গেল। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে অম্নোন, কিলাব ও অব্‌শালোম এই বড় তিন জনের মৃত্যু হওয়ায়, চতুর্থ পুত্র অদোনিয় সিংহাসন প্রাপ্তির দাবি করিয়া বসিল। সেও অব্‌শালোমের ন্যায় পরম সুন্দর ছিল, ও তাহারই মত উপায় অবলম্বন করিয়া আপনার নিমিত্তে রথ ও অশ্বারূঢ়গণকে সংগ্রহ করিল, এবং অবশেষে অবিয়াথর মহাযাজককে, এমন কি প্রধান সেনাপতি যোয়াবকেও স্বপক্ষে আনয়ন করিল। এই রূপে সে রাজার প্রাচীন ভৃত্য-গণের সাহায্য লাভ করায়, অধিকতর সাহসী হইয়া ঐন-রোগেলের সমীপস্থ যিরূশালেমের দক্ষিণে সোহেলৎ প্রস্তরের নিকটে একটী বিশেষ উৎসব আরম্ভ করিল, এবং শলোমন ব্যতীত সমস্ত রাজপুত্রকে ও বাহিনীর অধ্যক্ষগণের অনেককেই এই উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিল (১ রাজা ১; ৫-৯)।

তাহারা যখন সোহেলতে একত্র হইল, তখন নাথন ভাববাদী বৎশেবাকে রাজার নিকটে গিয়া এই সমস্ত বলিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে বৎশেবা রাজার নিকটে উপস্থিত হইলে, নাথনও প্রবেশ করিয়া বৎশেবার পক্ষ সমর্থন করিলেন, এবং অদোনিয়, রাজার আদেশক্রমে এই সমস্ত কার্য্য করিতেছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। এই সময়ে রাজা অতি প্রাচীন ও দুর্ব্বল হইলেও, আসন্ন বিপদ দূর করণার্থে তাঁহার যথেষ্ট উদ্যোগ ছিল। তিনি আপনার অপরিবর্ত্তনীয় সঙ্কল্প বৎশেবাকে জ্ঞাত করিলেন, ও গম্ভীর ভাবে শপথ করিয়া কহিলেন, আমার পরে তোমার পুত্র শলোমন

অবশ্যই আমার সিংহাসনে বসিবে। পরে তিনি সাদোক যাজককে ও বনায়কে আপনার নিকটে ডাকিয়া, নাথন ভাববাদীর সঙ্গে শলোমনকে গীহোনে লইয়া যাইতে ও তথায় নিয়মিতরূপে প্রকাশ্যে তাঁহাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে, আদেশ করিলেন। তদনুসারে তাঁহারা শরীররক্ষক সৈন্য দলের সহিত, শলোমনকে রাজার অশ্বতরে আরোহণ করাইয়া তাঁহাকে গীহোনে লইয়া গেলেন (১ রাজা ১; ৩৮)। সেখানে উপস্থিত হইয়া, সাদোক যাজক নিয়মতাম্বু হইতে আনীত পবিত্র তৈলের শৃঙ্গটী লইয়া তাঁহাকে অভিষেক করিলেন, এবং তূরী বাজাইলে, "ঈশ্বর রাজাকে দীর্ঘজীবী করুন" বলিয়া, সমস্ত লোক মহানন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। পরে নূতন রাজা নগরের মধ্য দিয়া, শুভ যাত্রা করিয়া, বৃদ্ধ পিতার সাক্ষাতে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। দায়ূদ এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কৃতজ্ঞ-ভাবে ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিলেন, এবং কহিলেন, "ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য, তিনি অদ্য আমার সিংহাসনে বসিবার জন্য, এক ব্যক্তিকে দিলেন, এবং আমার নেত্র যুগল তাহা দেখিল" (১ রাজা ১; ৪৫-৪৮)। ঐন-রোগেলে রাজবিদ্রোহীদল ভোজন সাঙ্গ করিবামাত্র, অবিয়াথর যাজকের পুত্র যোনাথনের মুখে এই সংবাদ শুনিতে পাইল। শলোমনের যাত্রা করণ কালে, লোকদের জয়ধ্বনি তাহারা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিল। এখন প্রকৃত কারণ অবগত হইবামাত্র, সকলে ভীত হইয়া, প্রত্যেকে আপনাপন পথে চলিয়া গেল (১ রাজা ১; ৪৯)। নূতন রাজার ভয়ে অদোনিয় নিয়মতাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যজ্ঞবেদির চূড়া অবলম্বন করিল। শলোমন যাবৎ তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে শপথপূর্ব্বক অঙ্গীকার না করিলেন, তাবৎ ঐ স্থান ত্যাগ করিতে সে সম্মত হইল না। ইহা জ্ঞাত হইয়া যুবরাজ কোন বিশেষ দিব্য করিলেন না বটে, কেবল অদোনিয়কে বলিয়া পাঠাইলেন যে, "যদি সে আপনাকে ভদ্রলোক দেখায়, তবে তাহার এক কেশও ভূমিতে পতিত হইবে না, কিন্তু যদি তাহার মধ্যে

দুষ্টতা পাওয়া যায়, তবে সে মারা পড়িবে” (১ রাজা ১; ৪৯-৫২)। এইরূপ বন্দোবস্তে সে আশ্রয় স্থান ত্যাগ করিয়া নূতন রাজার আজ্ঞাবহ হইল, ও আপন ঘরে গিয়া বাস করিল (১ রাজা ১; ৫৩)।

দায়ূদের মরণকাল সন্নিকট হইলে, তিনি ইস্রায়েলের যাবতীয় অধ্যক্ষকে, প্রাচীনবর্গকে, রাজপুরুষদিগকে, বাহিনীর অধ্যক্ষ ও সেনাপতি দিগকে, বীরগণকে এবং ধনশালী লোক সকলকে একত্র করিয়া একটী মহাসভা করিলেন। বৃদ্ধ হইলেও, তিনি তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে শেষ পরামর্শ দিলেন, এবং আপন পুত্রকে যিহোবার সেবায় স্থির থাকিতে অনুরোধ করিলেন। পরে তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষিত বিষয় মন্দিরনির্ম্মাণ করিতে তাঁহাকে গম্ভীরভাবে ভারার্পণ করেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, যাহা কিছু তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত ও গাঁথনির নক্‌সা প্রভৃতি তৎসংক্রান্ত যাবতীয় বস্তু, তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। রাজার উপদেশ বাক্য শুনিয়া ও বিশেষ রূপে তিনি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে যে কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, লৌহও বহুমূল্য প্রস্তরাদি দেখিয়া সাধারণ লোকের উদ্যোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, এবং রাজার বাঞ্ছাপূর্ণ করণার্থে, তাহারা আনন্দপূর্ব্বক যথাসাধ্য দান করিল। পরে বৃদ্ধ রাজা মধুর ভাষায় যিহোবার সমস্ত দয়া ও মঙ্গলের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন, এবং তিনি যেন তাঁহার পুত্রকে আপন আজ্ঞা ও বিধি অনুসারে চলিতে ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে সিদ্ধ অন্তঃকরণ দান করেন, এরূপ প্রার্থনা করিলেন। বহু-সংখ্যক বলিদান, উৎসর্গ মহাভোজ ও জয়োল্লাস সহকারে শলোমন দ্বিতীয় বার রাজপদে অভিষিক্ত হন, এবং রাজপুরুষগণ ও সমস্ত গোষ্ঠীর অধ্যক্ষ-গণ তাঁহার আজ্ঞাবহ হয়। অতঃপর তিনি আপন পুত্রের সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিয়া রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কেবল নহে, কিন্তু শিমিয়ির ও যোয়াবের প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে, গিলিয়দীয়

বর্সিল্লয়ের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে, এবং তাঁহার আর আর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধেও তাঁহাকে অনেক পরামর্শ দেন। শেষে হিব্রোণে সাড়ে সাত বৎসর ও যিরূশালেমে তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া "আয়ু, ধন ও গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া শুভ বার্দ্ধক্যে" যিশয়ের পুত্র পালরক্ষক, যোদ্ধা, রাজা ও কবি দায়ূদ প্রাণত্যাগ করেন, এবং যে নগরে দীর্ঘকালাবধি পরজাতীয় যিবূষীয়দের দুর্গ ছিল, কিন্তু এখন একটী প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের—অর্থাৎ ফরাৎ নদী হইতে মিসর দেশের নদী পর্য্যন্ত, এবং লিবানোন পর্ব্বত হইতে আকাবা উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজধানী, সেই যিরূশালেমে কবর প্রাপ্ত হন। *

(ক) তাঁহার কার্য্য। যে সময়ে তিনি রাজপদ প্রাপ্ত হন, তখন লোকদিগের অনৈক্যভাব প্রযুক্ত, রাজ্য মধ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। রাজ্যের চারিদিকে বলবান ক্ষমতাশালী জাতি ছিল। কোন রাজধানী বা কোন নির্দ্দিষ্ট বাহিনী ছিল না; গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে একতাও ছিল না; কিন্তু পরে মিসর হইতে লিবানোন পর্য্যন্ত ও ফরাৎ নদী হইতে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, একটী বৃহৎ সংযুক্ত ও দৃঢ় সাম্রাজ্য রাখিয়া তিনি পরলোকে নীত হন। তিনি পলেষ্টীয়দের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে লোপ করেন; নিকটবর্ত্তী রাজ্যসমূহ আপনার অধীনস্থ করেন; সোর মহানগরীর সহিত একটী স্থায়ী নিয়মে আবদ্ধ হন; বহুসংখ্যক সৈন্য একত্র করিয়া, তিনি একটী নির্দ্দিষ্ট বাহিনী প্রস্তুত করেন; প্রতি মাসে চব্বিশ সহস্র সৈন্য এক এক গোষ্ঠী হইতে আসিয়া যুদ্ধার্থে সুশিক্ষিত হইত। তাঁহার সৈন্যদলের অধ্যক্ষবর্গ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিল;

* দায়ূদের জীবনী পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়:—

(১) বৈৎলেহমে মেষপালকের জীবন; (২) গিবিয়ায় শৌলের সহিত রাজভবনের জীবন; (৩) রাজভবন হইতে পলায়নকালীন জীবন; (৪) সাড়ে সাত বৎসর হিব্রোণে রাজত্বকালীন জীবন; (৫) যিরূশালেমে তেত্রিশ বৎসর রাজত্বকালীন জীবন। তিনি আপন স্বভাব ও কার্য্যের গুণে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

কেবল তাহা নহে, কিন্তু যুদ্ধ করিবার জন্য যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক, তাহাও তাহাদের ছিল। তাহারা প্রত্যেকে সাহসী, বলবান ও পরিশ্রমী ছিল। সাধারণ উপাসনাপদ্ধতি এবং ধর্ম্ম ও নৈতিকশিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি বিশেষ মনোযোগী হন, ও তাহা সর্ব্বোপরিস্থ অদৃশ্য মহান রাজার আজ্ঞাবহতা বিষয়ে পরিপক্বতা লাভ করিবার বিশেষ উপায় মনে করিয়া, তৎসম্বন্ধে অনেক নিয়মাবলী স্থাপন করেন। নিয়মসিন্দুক অতি গম্ভীর ভাবে নগরে আনয়ন কালে প্রায় সমস্ত প্রজা তথায় উপস্থিত ছিল। তাহা দেখিয়া লোকদিগের ভক্তি বৃদ্ধি পাইল ও তাহাদের অন্তরে যিহোবার প্রতি ভয় ও সম্মান জাগরিত হইয়া উঠিল। লেবীয় ও যাজক-দিগের সেবানুষ্ঠান দ্বারা, বিশেষতঃ শিক্ষাদায়ক ও ভক্তিপ্রদর্শক সঙ্গীত দ্বারা তিনি এই ভাব রক্ষা করিয়াছিলেন ; এই সঙ্গীতগুলির কতক তাঁহা দ্বারা, আর কতক ধর্ম্মকবি ও ভাববাদীগণ দ্বারা রচিত হয়। দায়ূদের গীতের সহিত অন্যান্য জাতির ধর্ম্মগীত তুলনা করিলে, তাহা কিছুই নয় বলিলে হয়। সমগ্র জগতের লোক সাধারণের ধর্ম্মভাব ও ভক্তি ঐ সকল গীতে এমন সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে যে, তাহা খ্রীষ্টের পবিত্র ও সিদ্ধ ধর্ম্মের উপাসনায় ব্যবহারের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। ঐ সমস্ত গীত ঐনগদী প্রান্তরে ভ্রমণকারী লোকদিগকে যেমন উৎসাহিত করিয়া-ছিল, এবং যিহূদা দেশের পর্ব্বতপৃষ্ঠে গমনকারী পথিকদিগের গানের শব্দে যেরূপ প্রতিধ্বনি হইত, তেমনি সমস্ত জগতের মধ্যে মহাসাগরের দূরস্থ দ্বীপসমূহে, আমেরিকার অরণ্য মধ্যে ও আফ্রিকা দেশের মরুভূমিতে সেইরূপ প্রতিধ্বনিত হইয়া ঐ সকল গীত এ পর্য্যন্ত কত লোককে কত উৎসাহ ও সান্ত্বনা দিয়াছে, তাহা কে বলিবে ?

(খ) তাঁহার স্বভাব। ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করাই দায়ূদের জীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি প্রতি পাদবিক্ষেপে যাহা কিছু করিলেন, ঈশ্বরের বিশ্বস্ত দাসের ন্যায় তাহা সম্পূর্ণ করিতে ব্যস্ত ছিলেন

(২ শমূ ২ ; ১। ১ শমূ ২৩; ২, ৪)। যে সমস্ত বিপদ হইতে তিনি রক্ষা প্রাপ্ত হন, বা বিশেষ বিশেষ জয় লাভ করেন, সে সমস্তই কেবল ঈশ্বরের সাহায্যে সাধিত হইয়াছে বলিয়া, তিনি স্বীকার করিয়াছেন। বিপদ কালে বা সম্পদ কালে তিনি কখনও কোন বিজাতীয় দেবতার অনুগমন বা প্রতিমা পূজার রীতিনীতির অনুসরণ করেন নাই। বোধ হয়, তাঁহার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বর তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া বলেন, "আমি আপন মনের মত এক ব্যক্তিকে, যিশয়ের পুত্র দায়ূদকে পাইয়াছি" (১ শমূ ১৩ ; ১৪। তুলনা-প্রেরিত ১৩ ; ২২)। তাঁহার নিজ গুণও কম ছিল না ; তিনি এক জন মেষরক্ষক, যোদ্ধা, কবি, রাজা, বিশ্বস্ত বন্ধু, পরহিতৈষী অধ্যক্ষ ও সন্তানবৎসল পিতা ছিলেন ; তদ্ভিন্ন তিনি উচ্চ ধর্ম্মভাব এবং স্বদেশানুরাগ প্রযুক্তও বিখ্যাত হইয়াছেন। সাত বৎসর ধরিয়া যে যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহাতে তিনি কোন প্রজার উপর খড়্গ উত্তোলন করেন নাই, এবং যুদ্ধাবসানে কোন বিদ্রোহীকে শাস্তিও দেন নাই। যে ব্যক্তি তাঁহার পরম শত্রুকে বধ করিয়াছিল, তাহাকে গুরুতর দোষে দোষী করা ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার মনে আসিল না (২ শমূ ৪ ; ১০-১২)। বৎশেবার সহিত তাঁহার ব্যভিচার ও উরিয়কে বধ করণ এবং দেশ জয় করণাভিলাষে লোক গণনা, এই কয়েকটী বিষয় তাঁহার স্বভাবের ভয়ঙ্কর কলঙ্কস্বরূপ। এই কয়েক বিষয়ে তিনি আপনাকে ও সদাপ্রভুকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার যৌবনাবস্থার ধর্ম্মভাব, অনুতাপের গভীরতা, তাঁহার বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা, তাঁহার কবিত্বশক্তি, তাঁহার হৃদয়ের প্রশস্ততা ও প্রেম, যোদ্ধাদের মধ্যে তাঁহার বীরত্ব, শাসনকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার ন্যায় বিচার ও জ্ঞান, এই সকল বিষয়ে তিনি আদর্শ হইয়াছেন। অপিচ সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর বিষয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ও যিহোবার সেবানুষ্ঠান কার্য্যে তাঁহার বিশ্বস্ততা দেখিয়া, আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, রাজ্যশাসন ও ঈশ্বরের আজ্ঞা-

বহতা সম্বন্ধে তিনি আদর্শ পুরুষ। এতদ্ব্যতীত তিনি যে কেবল মাংস (বংশ) সম্বন্ধে খ্রীষ্টের পূর্ব্বপুরুষ, তাহা নহে, এবং ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত আশীর্ব্বাদ কেবল তাঁহার পরিবারকে দত্ত হইল, তাহাও নহে; কিন্তু তিনি যাঁহার আগমন সম্বন্ধে আপন গীত সমূহে ভাববাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং যাঁহার নাম আব্রাহামের, যাকোবের অথবা মোশির পুত্র নয়, কিন্তু দায়ূদের পুত্র, নত ও উচ্চীকৃত হওনে, ঈশ্বরের প্রজাদের রাজা, ও পরজাতীয়দের মস্তকস্বরূপ হওনে, তিনি সমস্ত বিষয়ে তাঁহারই নিদর্শন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শলোমনের সিংহাসনারোহণ।

১ রাজা ২—৮ অঃ। ১ বংশা ১—৯ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ১০১৫।

নূতন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিবা মাত্র, রাজা হওনার্থে অদোনিয়ের দ্বিতীয় উদ্যম তাহাকে নিবারণ করিতে হইল। পূর্ব্ব দেশের প্রথানুসারে রাজমাতা বৎশেবার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। অদোনিয় আপন পিতার শেষ স্ত্রী শূনেমীয়া অবীশগকে বিবাহ করণার্থে রাজার নিকটে চাহিয়া লইতে তাঁহাকে অনুরোধ করিল (১ রাজা ২; ১৭)। বৎশেবা শলোমনের নিকটে এই নিবেদন জ্ঞাত করিবামাত্র, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সিংহাসন লাভের ষড়যন্ত্র বই ইহা আর কিছুই নহে; অতএব অদোনিয় পূর্ব্বকৃত দোষের ক্ষমা পাইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য বিবেচনা করিয়া শলোমন বনায়কে প্রেরণ করিলে, তিনি তাহাকে বধ করিলেন। এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আরো কেহ কেহ, বিশেষতঃ অবিয়াথর মহাযাজক ও সেনাপতি যোয়াব আছেন, ইহাও তিনি বুঝিলেন। অতএব তিনি পূর্ব্ব বিশ্বস্ততা হেতু অবিয়াথরের প্রাণদণ্ড না করিয়া কেবল তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন, এবং যিরূশালেম হইতে দেড় ক্রোশ

দূরবর্ত্তী লেবীয় নগর অনাথোতে গিয়া বাস করিতে তাঁহাকে আদেশ দিলেন। এইরূপে এলির কুলের বিষয়ে সদাপ্রভু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এখন সিদ্ধ হইল (১শমূ ২; ৩১-৩৩)। এই সংবাদ শুনিবা মাত্র যোয়াব গিবিয়োনস্থ নিয়মতাম্বুতে পলায়ন করিয়া যজ্ঞবেদির চূড়া অবলম্বন করিলেন; কিন্তু শলোমন তাঁহার প্রাণবধ করিতে বনায়কে তথায় প্রেরণ করিলে, তিনি গিয়া আপনার প্রাচীন সহকর্ম্মকারীকে রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন; কিন্তু যোয়াব পবিত্র স্থান হইতে বাহিরে আসিতে অসম্মত হওয়াতে, কি করা কর্ত্তব্য, তাহা জানিবার জন্য বনায় রাজার নিকটে গেলেন। ইহাতে রাজা তাঁহাকে জীবিত না রাখিতে, এমন কি, প্রয়োজন হইলে বেদির নিকটে তাঁহাকে বধ করিতে আদেশ দিলেন। তিনি কাহলেন, অব্নেরকে ও অমাসাকে হত্যা করণ অপরাধ হেতু এই দণ্ড তাহার পক্ষে ন্যায্য। অতএব বনায় ফিরিয়া গিয়া, বেদির কাছে তাঁহাকে বধ করিলেন। পরে রাজা তাঁহার স্থানে বনায়কে সেনাপতি পদে ও সাদোককে মহাযাজকের পদে নিযুক্ত করিলেন (১ রাজা ২; ২৮-৩৪)।

দায়ূদ শিমিয়ির জীবন রক্ষা করিলেও আপন মৃত্যুকালে তাহার সম্বন্ধে শলোমনকে পরামর্শ দেন। এই সময়ে তাহার কোন বিশেষ দোষ প্রযুক্ত রাজা তাহাকে পুনরায় ক্ষমা করেন; কিন্তু কিদ্রোণ স্রোত পার হইয়া বহুরীমস্থ নিজ বাটীতে বা অন্য কোন স্থানে না গিয়া, যিরূশালেমে বাস করিতে তাহাকে আদেশ দেন। শিমিয়ি সতর্ক হইয়া, তিন বৎসর পর্য্যন্ত এই নিয়মের বশবর্ত্তী ছিল; কিন্তু তাহার দুই জন দাস গাতের রাজা আখীশের কাছে পলায়ন করাতে, সে নিজে গিয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিল। ইহাতে তাহার সৌভাগ্যের অবস্থা শেষ হইয়া আসিল। এই বিষয় শলোমনের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও বনায়কে আজ্ঞা করিলে, তিনি তাহাকে বধ করিলেন (১ রাজা ২; ৩৬-৪৬)।

উক্ত ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে রাজা গিবিয়োনে এক মহাসভা করিয়া প্রধানবর্গকে একত্র করেন; এই স্থানে নিয়মতাম্বু ও হোমার্থক পিত্তলময় বেদি তখনও বর্ত্তমান ছিল (২ বংশা ১; ৩, ৫)। তদনুসারে রাজ্যের অধ্যক্ষগণ, বিচারকর্ত্তৃগণ, নগরের শাসনকর্ত্তগণ ও প্রাচীনবর্গ তথায় উপস্থিত হইলে, বেদির উপর এক সহস্র হোমবলি উৎসর্গ করা হইল। এই গম্ভীর উৎসবের পর, সদাপ্রভু রাত্রিকালীন স্বপ্নযোগে শলোমনকে দর্শন দিয়া বলেন, "আমার দাতব্যবর যাচ্ঞা কর।" তাহাতে তিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহার গুরুত্ব বুঝিয়া, এবং এখন পর্য্যন্ত আপনাকে নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে করিয়া, আপন পিতার প্রতি ঈশ্বরের মহা দয়া স্মরণ করতঃ ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি, গৌরব বা শত্রুগণের প্রাণ অথবা দীর্ঘায়ু প্রার্থনা না করিয়া, কেবল মাত্র আপন প্রজাদিগের সুবিচার করণার্থে নিজের জন্য জ্ঞান ও বুদ্ধি যাচ্ঞা করিলেন। প্রভুর দৃষ্টিতে এই নিবেদন তুষ্টিকর হইল। অতএব, যিনি মনুষ্যসন্তানদিগকে তাহাদের যাচ্ঞার ও বাঞ্ছার অতিরিক্ত বর দান করিয়া থাকেন, তিনি শলোমনকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়াই ক্ষান্ত থাকিলেন, তাহা নহে; কিন্তু অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, "তোমার পূর্ব্বে কোন রাজার যাদৃশ হয় নাই ও তোমার পরেও যাদৃশ হইবে না, তাদৃশ ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি ও গৌরব আমি তোমাকে দিব," এবং "তোমার পিতা দায়ূদ যেমন চলিত, তেমনি তুমি যদি আমার আজ্ঞা ও বিধি সকল পালন করিতে আমার পথে চল, তবে আমি তোমার আয়ু দীর্ঘ করিব" (১ রাজা ৩; ৬-১৪)। পরে তিনি যিরূশালেমে গিয়া নিয়মসিন্দুকের সম্মুখে হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করিলেন, ও আপনার সমস্ত রাজকর্ম্মচারীকে এক মহাভোজ দিলেন (১ রাজা ৩; ১৫)।

পূর্ব্বদেশীয় লোকে রাজাদিগের যেরূপ সূক্ষ্ম বিচার করিবার নিপুণতা দেখিয়া প্রশংসা করে, সেইরূপ বিচারদক্ষতা দেখাইতে শলোমন

এখন সুযোগ পাইলেন। দুইটী স্ত্রীলোক এক ঘরে বাস করিয়া একই সময়ে সন্তান প্রসব করে। এক জন নিদ্রিত অবস্থায় আপন সন্তানকে চাপিয়া মারে। তাহাতে সে মধ্যরাত্রিতে উঠিয়া অপরের পার্শ্ব হইতে জীবিত সন্তানটীকে আপনি গ্রহণ করে, ও নিজের মরা ছেলেটীকে তাহার কোলে শোয়াইয়া রাখে। প্রাতঃকালে অপর স্ত্রী উঠিয়া দেখিল যে, সে তাহার ছেলে নয়; এই হেতু সে জীবিত ছেলেটীকে চাহিল। ইহাতে তাহারা উভয়ে বিবাদ করিয়া শলোমনের নিকট বিচার প্রার্থনা করিল। শলোমন জীবিত ছেলেটীকে দুই খণ্ড করিয়া প্রত্যেককে এক এক খণ্ড দিতে আদেশ করেন। ইহাতে পুত্রের প্রতি প্রকৃত মাতার স্নেহমমতা, ও জালমাতার নিষ্ঠুরতা দেখিয়া রাজা এই বিষয় নিষ্পত্তি করিয়া দেন, ও ইহা দ্বারা আপন সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন। কেবল সুবিচার করণ সম্বন্ধে শলোমন যে কেবল বিখ্যাত ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার আরো অনেক গুণ ছিল। তৎকালীন যাবতীয় বিজ্ঞানে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; এমন কি, "পূর্ব্বদেশীয় সমস্ত লোকের জ্ঞান ও মিস্রীয়দের যাবতীয় জ্ঞান হইতেও শলোমনের অধিক জ্ঞান হইল" (১ রাজা ৪; ৩০)। তাঁহার জীবন-কালে তিনি তিন সহস্র নীতিবাক্য রচনা করেন; তাহার অধিকাংশ হিতোপদেশ পুস্তকে পাঠ করা যায়, এবং এক সহস্র পাঁচটী গীতও তাঁহা দ্বারা রচিত হয়, তাহার একটী মাত্র অর্থাৎ পরমগীত বর্ত্তমান আছে। উদাহরণ ও শিক্ষা স্থলে "তিনি লিবানোনের এরস বৃক্ষ অবধি প্রাচীরের গাত্রে প্ররূঢ় এসোব তৃণ পর্য্যন্ত সকলের বর্ণনা করিতেন, এবং পশু, পক্ষী, উরোগামীজন্তু ও মৎস্যের বর্ণনা" করিয়া অনেক কথা লিখিলেন। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জাতি সমূহের মধ্যে তাঁহার নাম বিখ্যাত হইয়া উঠিল; তাহাতে সর্ব্বদেশীয় লোক তাঁহার জ্ঞানের কথা শুনিতে উপস্থিত হইত (১ রাজা ৪; ৩৪)।

সপ্তম অধ্যায়।

মন্দির নির্ম্মাণ।

১ রাজা ৫-৮ অঃ। ২ বংশা ২-৭ অঃ।

খ্রীঃ পূঃ ১০১২—১০০৫।

শলোমন আপন পিতার পদে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন শুনিয়া, সোরের রাজা হীরম তাহাকে মঙ্গলবাদ করিয়া পাঠাইলেন। তখন তিনি আপন পিতার শেষ উপদেশ স্মরণ করিয়া, দূতের দ্বারা হীরমকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমি সদাপ্রভুর জন্য এক গৃহ নিম্মাণ করিতে সঙ্কল্প করিতেছি। অতএব, আপনি এখন আপন লোকদিগকে আমার নিমিত্তে লিবানোনে যাইয় এরস বৃক্ষ ছেদন করিতে আজ্ঞা করুন। আর আমার দাসগণও আপনার দাসগণের সহিত থাকিবে। আপনি যাহা বলিবেন, তদনুসারে আমি আপনার দাসদিগকে বেতন দিব। ইহা শুনিয়া হীরম অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, ও উভয় রাজার মধ্যে একটা বন্দোবস্ত করা হইল। ফলতঃ শলোমন ফৈনকীয়দের ভক্ষ্যের জন্য বৎসরে বিংশতি সহস্র মণ গোম ও বিংশতি মণ তৈল প্রেরণ করিবেন, এবং হীরম এরস কাষ্ঠ ও দেবদারু কাষ্ঠ সমুদ্র পথে ভাসাইয়া যপ্পায়, ও নিপুণ শিল্পকরদিগকে যিরূশালেমে পাঠাইয়া দিবেন। কাষ্ঠ কাটিবার জন্য ইস্রায়েলের মধ্য হইতে, ত্রিশ সহস্র লোক সংগৃহীত হইল, এবং অদোনিরাম তাহাদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। মাসিক পালানুক্রমে তাহাদের দশ সহস্র জনকে কার্য্য করিতে পাঠান হইত; তাহাতে তাহারা এক এক মাস লিবানোনে থাকিত ও দুই দুই মাস বাটীতে থাকিত (১ রাজা ৫; ১৩-১৪)। এতদ্ব্যতীত সত্তর সহস্র ভারবাহক, ও আশী সহস্র প্রস্তরছেদক ছিল। এই শেষোক্ত লোকেরা সকলে

ক্রীত দাস ছিল; ইহারা কনানীয়দের অবশিষ্টাংশ হইতে গৃহীত হয়। সোর দেশস্থ প্রধান শিল্পকরদের অধীনে ইহারা অনেক বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড কাটিয়া চতুষ্কোণ ও ঘষিয়া পালিস করিল। এই পবিত্র গৃহের ভিত্তিমূলের জন্য কতক প্রস্তর ১৭। ১৮ ঘন ফুট পরিমাণ ছিল। ইতি পূর্ব্বে দায়ূদ সহরের পূর্ব্বদিকস্থ মোরিয়া পর্ব্বতের শিরোভাগে ইহার জন্য স্থান মনোনীত করেন। এখানে আব্রাহাম আপন পুত্র ইসহাককে উৎসর্গ করিতে গমন করায়, এবং দায়ূদের রাজত্বকালীন মহামারী এখানে স্থগিত হওয়ায়, ইহা অতি পবিত্র স্থান ছিল। অতি কষ্টে ও যথেষ্ট ব্যয় করিয়া পর্ব্বতের উপরিভাগ সমতল করা হইল। ইহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পার্শ্ব খাড়াই ছিল। এই হেতু উপত্যকার নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর সরল ভাবে উপরিভাগ পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড প্রাচীর গাঁথিয়া তাহার সহিত সমান করা হইল। এই কার্য্য সাধনার্থে আশ্চর্য্য শিল্প জ্ঞান প্রকাশ ও অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল; কারণ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে ঘরকাটিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত যোগ করিতে হইল ও পর্ব্বতস্থ শৈলের সহিত ঐরূপে তাহা বসান গেল।

এইরূপে তিন বৎসর ধরিয়া দ্রব্যাদি সমস্ত আয়োজন করা হইলে, মিসর হইতে ইস্রায়েলের বহির্গমনের পর চারি শত আশী বৎসরে, ও শলোমনের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে, গৃহের ভিত্তিমূল স্থাপন করা হয়। গাঁথনি কার্য্যের সময় গৃহের মধ্যে হাতুড়ি, কুঠার বা অন্য কোন লৌহাস্ত্রের শব্দ শুনা গেল না (১ রাজা ৬; ৭)। ঘরের প্রত্যেক কড়িকাষ্ঠ কাটিয়া চতুষ্কোণ করা হইল; প্রত্যেক প্রস্তর খুদিয়া সমান করা হইল, এবং প্রত্যেক দ্রব্য আপনাপন স্থানে নিঃশব্দে স্থাপন করা হইল। খর্জ্জুর বৃক্ষের ন্যায় ধীরে ধীরে নিঃশব্দে সমস্ত গাঁথনি গাঁথিয়া তোলা হইল। চতুর্দ্দিকে নিরেট প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া একটী সমচতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ নির্ম্মিত হইল; অতঃপর তাহা পরজাতীয়দের প্রাঙ্গণ

নামে আখ্যাত হয়। ইহার মধ্যে আর একটী প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ও কিছু উচ্চে স্থাপিত ইস্রায়েলীয়দের প্রাঙ্গণ; আবার ইহার মধ্যে আরো উচ্চে যাজকদের প্রাঙ্গণ নির্ম্মাণ করা হইল। নিয়মতাম্বুর আদর্শানুযায়ী অথচ তদপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান ও দৃঢ় উপাদান দ্বারা প্রাসাদটী নির্ম্মিত হয়। পূর্ব্বের ন্যায় ইহাতে বারাণ্ডা, পবিত্র স্থান ও মহা পবিত্র স্থান ছিল।

(১) বারাণ্ডা। পূর্ব্বদিকে ইহার মুখ ছিল; ইহা উত্তর-দক্ষিণে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ, পূর্ব্ব-পশ্চিমে দশ হস্ত প্রস্থ এবং ত্রিশ হস্ত উচ্চ। ইহার ভিতরে, অথবা কেহ কেহ মনে করেন, ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী পিত্তলময় স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়; তাহার একটীর নাম যাখীন, (তিনি স্থির করিবেন) ও অন্যটীর নাম বোয়স (ইহাতেই বল)। এক এক স্তম্ভের মস্তকে জালের ও শৃঙ্খলের কার্য্য করিয়া, তাহার উপরে দাড়িম্বের আকৃতি স্থাপন করা হয়।

(২) পবিত্র স্থান। ইহা নিয়মতাম্বুস্থিত পবিত্র স্থানের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার ঠিক দ্বিগুণ, অর্থাৎ চল্লিশ হস্ত দীর্ঘ, বিংশতি হস্ত প্রস্থ ও ত্রিশ হস্ত উচ্চ করা হয়। ইহার ভিত্তি সকল খোদিত প্রস্তরে নির্ম্মিত হইলে, তাহা এরস কাষ্ঠের ফলক দিয়া অচ্ছাদন করা হয়, এবং তাহা আবার স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করা হয়। সেই স্বর্ণের উপরে করূব, ফল ও ফুলের আকৃতি চিত্রিত করা হয়। ইহার দুই কবাট স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত ও ভাঁজ করা অর্থাৎ "এক কবাটের দুই বাইল যেমন কব্জাতে খেলিত, অন্য কবাটের দুই বাইলও তদ্রূপ কব্জাতে খেলিত," এবং তাহার উপরে চিত্র বিচিত্র করা হয়। গৃহের মেঝিয়া এরস কাষ্ঠ নির্ম্মিত, ও দেবদারু কাষ্ঠের ফলকে আচ্ছাদিত ছিল। আরো গৃহের ভিতরের ছাদ দেবদারু কাষ্ঠ নির্ম্মিত; তাহা এবং মেঝিয়া উভয়ই অন্যান্য ভাগের ন্যায় নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত। নিয়মতাম্বুর ন্যায় পবিত্র

স্থানে স্বর্ণময় ধূপবেদি, দর্শনীয় রুটীর মেজ ও নির্ম্মল সুবর্ণ নির্ম্মিত দীপবৃক্ষ, পাঁচটী দক্ষিণে ও পাঁচটী বামে স্থাপিত ছিল।*

(৩) মহাপবিত্র স্থান। বহুমূল্য উপাদানে নির্ম্মিত উজ্জ্বল বর্ণের একটী তিরস্করিণী দ্বারা, পবিত্রস্থান মহাপবিত্রস্থান হইতে পৃথক করা হইয়াছিল। মহাপবিত্রস্থান দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে-উচ্চতায় সমান অর্থাৎ বিংশতি হস্ত পরিমিত ছিল। এই মহাপবিত্রস্থানে নিয়মসিন্দুক স্থাপিত ছিল। তাহার উপরে দশ হস্ত উচ্চ জিত কাষ্ঠের স্বর্ণ মণ্ডিত দুই প্রকাণ্ড করূব ছায়া করিয়াছিল। এই করূবদ্বয় সিন্দুকের এক এক প্রান্তে অর্থাৎ উত্তরে ও দক্ষিণে সম্মুখাসম্মুখী ভাবে স্থাপিত, এবং প্রত্যেকের দুই পক্ষ এমন ভাবে প্রসারিত হইল যে, একটীর পক্ষ এক ভিত্তি ও অন্যটীর পক্ষ অন্য ভিত্তি এবং তাহাদের অন্য পক্ষদ্বয় গৃহ মধ্যে পরস্পর স্পর্শ করিয়াছিল। পবিত্র স্থানের বহিঃস্থ প্রাঙ্গণে ছাঁচে ঢালা এক প্রকাণ্ড পিত্তলময় গোলাকার সমুদ্র পাত্র ছিল। তাহার এক কাণা অবধি অন্য কাণা পর্য্যন্ত দশ হস্ত ও পরিধি ত্রিশ হস্ত ও উচ্চতা পাঁচ হস্ত ছিল। তাহাতে দুই সহস্র মণ জল ধরিত। পাত্রটী দ্বাদশটী পিত্তলময় গোরুর উপরে স্থাপিত ছিল। প্রত্যেক দিকে তিন তিনটী করিয়া গোরুর মুখ ছিল, ও তাহার কাণা শোশন পুষ্পাকার ছিল। এতদ্ভিন্ন আরো দশটা পিত্তলময় পীঠের উপর দশটা প্রক্ষালন পাত্র ছিল; তাহাতে হোমবলির সামগ্রী ধৌত করা হইত, কিন্তু সমুদ্র পাত্র কেবল যাজকদিগের স্নানার্থে ব্যবহৃত হইত। হোমার্থক পিত্তলময় প্রকাণ্ড বেদি বিংশতি হস্ত দীর্ঘ, দশ হস্ত উচ্চ; তাহা অরৌণার শস্যমর্দ্দনস্থানের মধ্যে ছিল।

অবশেষে, শলোমনের রাজত্বের একাদশ বৎসরের সপ্তম মাসে, নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইল। তাহাতে রাজা অতি গম্ভীর ভাবে মন্দির প্রতিষ্ঠা করণার্থে গোষ্ঠীর অধ্যক্ষগণ ও প্রধানবর্গকে, যাজক ও লেবীয়-

গণকে * নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি স্বয়ং একটী পিত্তলময় সিংহাসনের উপরে বসিলেন; বলিদানকারীগণ পিত্তলময় বেদির নিকটে দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের চারিদিকে গায়কদল শ্বেতবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া, বীণা, করতাল ও নেবল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র হস্তে লইয়া দাঁড়াইল; সাধারণ লোকের মহাজনতা বহিঃস্থ প্রাঙ্গণে সমাগত হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমে পিত্তলময় বেদির উপরে অসংখ্য মেষ ও বলদ সাজান হইল; পরে দায়ূদ যেখানে নিয়মসিন্দুক রাখিয়াছিলেন, যাজকগণ তথা হইতে তাহা আনিয়া প্রাসাদের প্রবেশ দ্বারের নিকট রাখিল; দ্বার খোলা হইল; পরে দর্শনীয় রুটীর মেজের, স্বর্ণময় দীপবৃক্ষের ও ধূপবেদির পার্শ্ব দিয়া তিরস্করিণীর ভিতরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে করূব দ্বয়ের পক্ষের নীচে তাহা স্থাপন করা হইল। তাহাতে বোধ হইল, যেন করূবদ্বয় তাহা রক্ষার্থে আপনাদের পক্ষের নীচে গ্রহণ করিল। ঠিক এই সময়ে, গায়কদল "তুরী ও করতালাদি বাদ্যের সহিত মহাশব্দ করিয়া 'তিনি মঙ্গলময়, কেননা তাঁহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী,' এই কথা বলিয়া সদাপ্রভুর প্রশংসা করিল, তৎকালে গৃহ, সদাপ্রভুর গৃহ, মেঘে পরিপূর্ণ হইল।" এই নূতন আবাসে সদাপ্রভুর প্রতাপ অবতীর্ণ হইয়া গৃহটী অধিকার করিলেন (১ রাজা ৮; ১০-১১)। পরে রাজা পিত্তলময় সিংহাসন হইতে উঠিয়া জানুপাত করিলেন, এবং স্বর্গের দিকে অঞ্জলি বিস্তার করিয়া গম্ভীর ভাবে একটী সুন্দর প্রার্থনা করিলেন। বিনতির শেষে "হে সদাপ্রভো ঈশ্বর, এখন তুমি উঠিয়া তোমার বিশ্রামস্থানে গমন কর।

* যাজক ও লেবীয়দের কর্ত্তব্যকার্য্য দায়ূদ ইতিপূর্ব্বেই স্থির করেন। (ক) যাজকেরা চব্বিশ পালায় বিভক্ত হয় (১ বংশা ২৪; ১-১৯। ২ বংশা ২৩; ৮। লূক ১; ৫)। প্রত্যেক পালা পর্য্যায়ক্রমে এক সপ্তাহ কাল কার্য্য করিত। সপ্তাহের বিশেষ কার্য্য গুলিবাঁট দ্বারা স্থির করা হইত (লূক ১; ৯)। (খ) চব্বিশ সহস্র লেবীয়ের উপরে প্রাসাদের কার্য্যের ভার ছিল; ছয় সহস্র অধ্যক্ষ ও বিচারকর্ত্তৃগণ ও চারি সহস্র বাহক বা প্রহরী (১ বংশা ৯; ১৯। ২ বংশা ৩১; ২), ও চারি সহস্র গায়ক ও বাদ্যকর প্রভৃতি।

তুমি ও তোমার শক্তির সিন্দুক," ইহা বলিবা মাত্র হঠাৎ "আকাশ হইতে অগ্নি নামিয়া হোম ও বলি সকল গ্রাস করিল," এবং সদাপ্রভুর প্রতাপে গৃহ পরিপূর্ণ হইল (২ বংশা ৭; ৩)। বাহিরে দণ্ডায়মান যাজকেরা, সেই প্রতাপ প্রযুক্ত দৃষ্টি করিতে পারিল না, এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণ নত হইয়া, ভূমিতে উবুড় হইয়া প্রণিপাত ও সদাপ্রভুর প্রশংসা করিল। সাত দিন পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠার উৎসব চলিল; তাহার পরেই কুটীর বাস পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কালের দ্বিগুণ সময় অর্থাৎ দুই সপ্তাহ কাল ধরিয়া চলিল। এই সময়ের মধ্যে দ্বাবিংশতি সহস্র গোরু, এক লক্ষ বিংশতি সহস্র মেষ, বলিদান ও উৎসবের ভোজে ব্যবহার করা হয়। অবশেষে সপ্তম মাসের ত্রয়োবিংশ দিনে, রাজা লোকদিগকে আপনাপন স্থানে বিদায় করিলেন। তাহাতে "সদাপ্রভু দায়ূদের, শলোমনের ও আপন প্রজা ইস্রায়েলের যে সকল মঙ্গল করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তাহারা আনন্দিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপনাপন বাটীতে ফিরিয়া গেল" (১ বংশা ৭; ১০)।

অষ্টম অধ্যায়।

শলোমনের রাজত্বের অবশিষ্ট কাল।

২ রাজা ৯—১১ অঃ। ২ বংশা ৮—৯ অঃ।

খ্রীঃ পূঃ ১০০৫—৯৭৫।

মন্দির নির্ম্মাণ সমাপ্তির পূর্ব্বেই শলোমন আরো কতকগুলি সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। তন্মধ্যে তাঁহার জন্য মনোহর উদ্যানে বেষ্টিত এক রাজবাটী, মন্দিরের বিপরীত দিকে, নগরের মধ্যে স্থাপিত ছিল; তাহা নির্ম্মাণ করিতে ত্রয়োদশ বৎসর

লাগিয়াছিল (১ রাজা ৭ ; ১)। আপনার স্ত্রী ফরৌণের কন্যার জন্য, তিনি আর একটী রাজবাটী নির্ম্মাণ করেন। তদ্ভিন্ন লিবানোন অরণ্যে দৈর্ঘ্যে একশত পঁচাত্তর ফুট. প্রস্থে তাহার অর্দ্ধেক ও উচ্চে পঞ্চাশ ফুট একটী গৃহ নির্ম্মাণ করেন। ইহার ছাদ এরস কাষ্ঠ নির্ম্মিত, তাহা চারি শ্রেণী এরস কাষ্ঠের স্তম্ভ দ্বারা সুরক্ষিত। গৃহের প্রত্যেক দিকে যে তিন সারি জানালা ছিল, তাহা দিয়া ঘরের মধ্যে আলো প্রবেশ করিত। এই গৃহের সহিত স্ত্রীলোকদের জন্য অনেক কুঠরী, একটী ভোজনশালা, এবং বড় বড় সুরম্য উদ্যান সংযুক্ত ছিল।

নগর রক্ষার্থে ও লোকদিগের ব্যবহারের উপযোগী আরো অনেক কার্য্য করা হয়। তন্মধ্যে সমস্ত নগরে জল যোগাইবার জন্য কৃত্রিম খাত খনন ও মিল্লো নামক দূর্গের সংস্কার ও দৃঢ়ীকরণ প্রধান (১ রাজা ৯ ; ১৫)। কিছু দিন পূর্ব্বে এই কার্য্য দায়ুদ আরম্ভ করেন (২ শমু ৫ ; ৯)।

ইহা ব্যতীত শলোমন সমুদ্রকূলগামী রাজপথের পার্শ্বস্থ * বালৎ, গেষর ও দুইটী বৈৎহোরোণ প্রাচীর দ্বারা ও অর্গল দ্বারা দৃঢ় করিলেন, এবং অরাম ও অশূর দেশে যাইবার প্রবেশ দ্বার রক্ষার্থে হাৎসোরে, ও ইজ্রায়েলন তলভূমি রক্ষার্থে মগিদ্দোতে দূর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার রাজ্যস্থ পূর্ব্বদেশগামী ব্যবসায়ীগণকে রক্ষা করণার্থে অরামীয়

* বালৎ পলেষ্টীয় প্রান্তরস্থ দানের নিকটবর্ত্তী এক নগর। দুই বৈৎহোরোণের বিষয় ৬ষ্ঠ খণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। যে রাজ পথের দুই-প্রান্তে এই দুই বৈৎহোরোণ স্থাপিত ছিল, তাহা উভয় প্রান্তস্থ শত্রুদের দেশ হইতে প্যালেষ্টাইনে যাইবার একমাত্র প্রবেশ দ্বার। পশ্চিম দিক হইতে পলেষ্টীয় ও মিস্রীয় জাতি ও পূর্ব্ব দিক হইতে মোয়াবীয় ও অম্মোনীয় জাতি, এই পথ দিয়া যাতায়াত করিতে বাধ্য ছিল। এই হেতু, এই দুই বৈৎহোরোণ দৃঢ়ীকরণ সম্বন্ধে ইস্রায়েলের ইতিহাসে বার বার পাঠ করা যায়। এখনও দ্রব্যাদি সমুদ্রকূল হইতে, যিরূশালেমে আমদানী করিতে এই পথ ব্যবহার করা হয়। মিসর হইতে দাম্মাস্কস-গামী পথে, মগিদ্দো বাণিজ্যব্যবসায়ীদের পক্ষে একটী প্রধান স্থান। তিপ্সা অর্থাৎ পারাণী ঘাট। রোমীয় ও গ্রীক লোকেরা ইহার নাম থাপ্সাকস্ বলিত ; ইহা ফরাৎনদী পার হইবার সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক স্থান।

প্রান্তরে তদমোর ও ফরাৎ নদীর তীরে তিপ্সা নামক দুইটী নগর নির্ম্মাণ করিলেন (২ বংশা ৮ ; ৩-৬)।

শলোমনের রাজত্ব কালে বাণিজ্য কার্য্যের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হয়। উত্তর-পশ্চিমস্থিত বিখ্যাত ফৈনিকীয় সাম্রাজ্যের সহিত তিনি এই বিষয়ে দৃঢ় নিয়ম স্থাপন করেন। সোরের রাজা হীরম কেবল একবার আপন ক্ষমতাশালী বন্ধুর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হন। সোরের প্রান্ত সীমায় গালীল দেশে যে বিংশতি নগর শলোমন অধিকার করেন, তাহা তিনি আপন বন্ধুকে প্রদান করিলেন। সোরের রাজা সেই সমস্ত স্থান দেখিতে আসিয়া অসন্তুষ্ট হন। তাহার মধ্যে একটী নগরের নাম কাবূল (অসন্তোষ) ছিল ; এই স্থানের নামানুসারে তিনি সমস্ত গুলির নাম কাবূল রাখিলেন (১ রাজা ৯ ; ১০-১৩)।

(১) শলোমন ফৈনিকীয়দের বুদ্ধির ক্ষমতা নানা দিকে ব্যবহার করেন। লোহিত সাগরের পূর্ব্ব উপকূল অধিকার করিয়া তিনি সমুদ্র-তীরস্থ দুই নগর এলত ও ইৎসিয়োনগেবর (বীরের পৃষ্ঠাস্থি) দৃঢ় করেন, এবং সেখানে সোর নিবাসী জাহাজনির্ম্মাণকারীদের সাহায্যে কতকগুলি জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য, হস্তিদন্ত ও অন্যান্য দ্রব্য আনিবার নিমিত্তে সেই সমস্ত জাহাজ ওফীরে * পাঠাইয়া দেন (১ রাজা ৯ ; ২৬-২৮)।

(২) সোরের সহিত বন্ধুত্ব হওয়াতে, বাণিজ্য করণার্থে ভূমধ্যসাগরে যাতায়াতের সুবিধা হইল। ইহার উপকূলবর্ত্তী নানাস্থানে ফৈনিকীয়েরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, ও বাণিজ্য করণার্থে তথায় অনেক বন্দর স্থান ছিল। তন্মধ্যে স্পেন দেশের দক্ষিণ কূলে তর্শীশ নগর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এই সময় এখানে স্বর্ণ রৌপ্যের অনেক

---

* ওফীর সম্বন্ধে নানা মত আছে ; (ক) আরবের দক্ষিণ অঞ্চল, (খ) আফ্রিকা মহাদেশের মাডাগাস্কর দ্বীপের সম্মুখস্থ সোফালা (গ) ভারতবর্ষ।

আকর ছিল। হীরমের ও শলোমনের জাহাজ একত্র মিলিত হইয়া বাণিজ্য করণার্থে তথায় যাত্রা করিত, এবং তিনবৎসরান্তে নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিত (১ রাজা ১০; ২২)।

(৩) বাণিজ্য ব্যবসায় নিমিত্তে মিসর দেশও একটী প্রধান স্থান ছিল। শলোমন ফরৌণের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কেবল তাহা নহে; কিন্তু মোশির ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া (দ্বিঃ বি ১৭; ১৬) মিসর দেশের অশ্ব ও রথের পরিবর্ত্তে আপন দেশোৎপন্ন দ্রব্যাদির বিনিময় করিতেন; অপিচ নীলনদীর উপত্যকায় উৎপন্ন মসিনাসূত্রও প্রচুর পরিমাণে দেশে আমদানী করা হইত (১ রাজা ১০; ২৮-২৯)।

(৪) আরব উপদ্বীপের অভ্যন্তর ভাগস্থ সহরের সহিত ব্যবসায় চলিত। তন্নিবাসীগণ মসলা, ধূপধূনা, স্বর্ণ, বহুমূল্য প্রস্তর, ও দেশোৎপন্ন বহুমূল্য কাষ্ঠ, বিশেষ রূপে চন্দন কাষ্ঠ উষ্ট্রপৃষ্ঠে করিয়া শলোমনের দেশে আনিত; কিম্বা ঐ সমস্ত সোরদেশীয়দের জন্য হইলে, গেষরও বৈৎহোরোণে আনয়ন করিয়া, তথা হইতে সমুদ্র তীরস্থ যপ্পার বন্দরে প্রেরণ করা হইত।

এই সমস্ত বাণিজ্য দ্বারা ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে জাতীয় উন্নতি, এবং রাজার ও রাজবাটীর অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই উন্নতি কেবল বাহিক মাত্র ছিল। এই বাহ্য আড়ম্বরের তলে তলে গুপ্ত ভাবে অনেক পোকা লাগিয়াছিল। তাহাতে জাতীয় প্রকৃত জীবন নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। যিহুদী জাতির ব্যবস্থাদাতা আপন পরিণামদর্শিতাগুণে যাহা যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধনসঞ্চয় করিতে গিয়া, রাজা গুরুতররূপে কর আদায় করিতে বাধ্য হইলেন, এবং এই সমস্ত গুরুতর ভার বহন করিতে করিতে, লোকসমূহ বুঝিতে পারিল যে, বাণিজ্যলব্ধ ঐশ্বর্য্যাদি সাধারণের মধ্যে বিভক্ত না হইয়া, তাহা স্রোতের ন্যায় কেবল রাজবাটীতে নীত

হইতেছে। দ্বিতীয়স্থলে, বাণিজ্য সম্বন্ধে অন্যান্য জাতির সহিত বিশেষ বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ হওয়ায়, যিহোবার সাহিত ইস্রায়েলের যে সম্বন্ধ ছিল, তাহার বিশেষ ক্ষতি হইল। শলোমন আপনার চতুর্দ্দিকস্থ পূর্ব্ব-দেশীয় অন্যান্য রাজগণের অনুকরণে বহুসংখ্যক স্ত্রী অর্থাৎ সাতশত পত্নী ও তিনশত উপপত্নী রাখিলেন (১ রাজা ১১; ১-৩)। ফরৌণের কন্যা ব্যতিরেকে তিনি মোয়াবীয়া, সিদোনীয়াও হিত্তীয়া অনেক স্ত্রীকে বিবাহ করেন, এবং তাঁহার বৃদ্ধ অবস্থায় সেই স্ত্রীগণ সত্য ঈশ্বরের সেবা হইতে তাঁহার হৃদয়কে বিপথগামী করিল। বৎসরের মধ্যে তিনি তিনবার যিহোবার উদ্দেশে পর্ব্ব পালন করিতেন বটে (১ রাজা ৯; ২৫), কিন্তু বাল দেবের ও অষ্টারোতের, মোলক ও কমোশের অশুচিতা পূর্ণ পূজাও পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করিল, এবং সত্য ঈশ্বরের আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদেরও ঘৃণিত সেবানুষ্ঠান চলিতে লাগিল (১ রাজা ১৫; ৫-৮)।

এমন গৌরবান্বিত রাজশাসনের মধ্যে প্রথমে হয়ত কোন কোন দুর্ব্বলতার অতি সামান্য চিহ্ন দেখা গেল। পবিত্র শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, "রাজা যিরূশালেমে রৌপ্যকে প্রস্তরের ন্যায়, এরস কাষ্ঠকে নিম্ন ভূমিস্থ ডুমুর কাষ্ঠের ন্যায় প্রচুর করিলেন, * * * যিহুদাও ইস্রায়েল সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় বহুসংখ্যক ছিল, এবং ভোজন পান ও আমোদ করিত।" তাহারা আশ্চর্য্য শান্তি ভোগ করিতে করিতে "প্রত্যেক জন আপনাপন ডুমুর বৃক্ষের তলে নির্ভয়ে বাস করিত।" সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল রাজপুরুষগণ কর্তৃক নিয়মিতরূপে শাসন করা হইত (১ রাজা ৪; ১-৬)। রাজার ও রাজবাটীর জন্য খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করিতে ও শলোমনের চল্লিশ সহস্র রথের অশ্ব ও দ্বাদশ সহস্র যুদ্ধের অশ্ব (১ রাজা ৪; ২৬) এবং দ্রুতগামী অশ্বতর সকলের জন্য যব ও তৃণ সংগ্রহ করণার্থে বিশেষ বিশেষ অধ্যক্ষ নিযুক্ত

ছিলেন। প্রতিবৎসর করাধীন প্রদেশের রাজপুরুষগণ প্রত্যেকে আপন আপন দেয় কর নিয়মিতরূপে উপস্থিত করিত (১ রাজা ১০; ২৫)। শিবা দেশের রাণী দূরবর্ত্তী আরবীয় অঞ্চল ইয়েমেন হইতে শলোমন রাজাকে কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে উপস্থিত হইলে, "তিনি তাঁহার নির্ম্মিত গৃহ, এবং তাঁহার মেজের খাদ্যদ্রব্য ও তাঁহার সেবকদের উপবেশন, ও দণ্ডায়মান পরিচারকদের শ্রেণী, ও তাহাদের পরিচ্ছদ, এবং তাঁহার পানপাত্রবাহকগণ ও সদাপ্রভুর গৃহে * আরোহণার্থে তাঁহার নির্ম্মিত সোপানাবলী এই সকল দেখিয়া হতজ্ঞান হইলেন," এবং স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার কীর্ত্তি ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের বিষয় অর্দ্ধেক ও তাঁহাকে বলা হয় নাই (১ রাজা ১০; ১-৯)।

যাহা হউক, অনতিবিলম্বে ভাবি ঝটিকার ঘনমেঘ দেখা গেল। বহুদিন পূর্ব্বে সিংহাসনে আরোহণের সময় গিবিয়োনে ও পুনরায় মন্দির প্রতিষ্ঠা কালে (১ রাজা ৩; ৫। ৯; ২), সদাপ্রভু শলোমনকে দর্শন দিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতার ন্যায় সরল ভাবে বাধ্য হইয়া চলিলে, তিনি সমস্ত বিষয়ে উন্নতি লাভ করিবেন, ও রাজ্যটী স্থায়ী হইবে। অপিচ সেই সময়ে, তাঁহাকে চেতনা দিয়া ইহাও বলা হয় যে, তিনি অবাধ্য হইলে, ভয়ানক দণ্ড তাঁহার উপরে অবশ্যই পড়িবে। প্রতিজ্ঞা ও চেতনা বাক্য উভয়ই তিনি ভুলিয়া গেলেন; তাহাতে সদাপ্রভু তাঁহাকে তৃতীয়বার দর্শন দিয়া জ্ঞাত করিলেন যে, তাঁহা হইতে রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হইবে (১ রাজা ১১; ৯-১৩)।

(১) প্রথমে দক্ষিণ অর্থাৎ ইদোম দেশ হইতে বিপদ উপস্থিত হইল। দায়ূদের সময়ে যোয়াব ছয় মাস ধরিয়া তদ্দেশবাসী সমস্ত

---

* শলোমনের রাজবাটী মন্দির অপেক্ষা কিছু নিম্নে স্থাপিত ছিল। অতএব রাজবাটী হইতে মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ প্রবেশ দ্বার পর্য্যন্ত আড়াই শত ফুট দীর্ঘ ও বেয়াল্লিশ ফুট প্রশস্ত সোপানাবলী আশ্চর্য্য সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রস্তুত করা হয়। আজ পর্য্যন্ত ঐ পথের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে।

পুরুষকে সংহার করিয়াছিলেন। তখন পলাতকদের মধ্যে হদদ্ নামে একজন রাজ পুরুষ শৈশবাবস্থায় মিসরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানে ফরৌণ রাজা তাঁহাকে আপন বাটীতে স্থান দেন, এবং কালক্রমে মিস্রীয় রাণী তহপনেষের ভগিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। দায়ূদ ও যোয়াবের মৃত্যুর পর, হদদ্ মিসর হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, এবং এষৌর স্কন্ধ হইতে যাকোবের ভারী যোঁয়ালি ভগ্ন করণার্থে রাজবিদ্রোহী হন, এবং এলোনীয় উপসাগরের তীরস্থ বন্দর হইতে শলোমনের দ্রব্যাদি আনয়নের পথ রুদ্ধ করেন' (১ রাজা ১১ ; ১৫-২২)।

(২) সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে আর এক ব্যক্তি বিপক্ষ হইলেন। ইলিয়াদার পুত্র অরামীয় রষোণ তাঁহার নাম। সেই ব্যক্তি সোবার রাজা হদদেষর নামক আপন প্রভুর নিকট হইতে, দায়ূদের সময়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি এক দল গুণ্ডার দলপতি হইয়া, দম্মেশক অধিকার ও তথায় একটী ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন, এবং শলোমনের সমস্ত জীবন কাল ব্যাপিয়া ইস্রায়েলের বিপক্ষ ছিলেন। তাহাতে তাদমোর ও ফরাৎ নদীর অঞ্চলে বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিলক্ষণ ক্ষতি হইল (১ রাজা ১১ ; ২৩-২৫)।

(৩) রাজধানীর সন্নিকটে সর্ব্বপ্রধান শত্রু দেখা দিল। সিয়োনের উচ্চ দুর্গের নিম্নস্থ মিল্লোর প্রাচীর গাঁথিবার সময়ে, শলোমন যারবিয়ামের কার্য্যদক্ষতা ও পরিশ্রমের বিষয়ে লক্ষ্য করেন। ইফ্রয়িম গোষ্ঠীজাত নবাটের পুত্র যারবিয়াম এক জন বীর্য্যবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার গুণ দেখিয়া, রাজা তাঁহাকে নিজ গোষ্ঠীর কর সঞ্চয়কারীর পদে নিযুক্ত করেন। তৎকালে কোন এক দিন, এই ব্যক্তি যিরূশালেমের বাহিরে গেলে, শীলোর নিকটে অহিয় ভাববাদীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা কেবল দুই জন মাঠে ছিলেন।

তখন অহিয় আপনার নূতন বস্ত্রখানি দ্বাদশ খণ্ড করিয়া, তাহার দশ খণ্ড যারবিয়ামকে দিয়া কহিলেন, "সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ আমি শলোমনের হস্ত হইতে রাজ্য চিরিয়া লইব, ও দশ বংশ তোমাকে দিব।" তুমি ইস্রায়েলের রাজা হইবে। "আর যদি তুমি আমার দাস দায়ূদের ন্যায় আমার সমস্ত আদেশে মনোযোগ কর, এবং আমার বিধি ও আজ্ঞা পালনার্থে আমার পথে চল, ও আমার দৃষ্টিতে যাহা ভাল তাহা কর, তবে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব, এবং যেমন দায়ূদের জন্য করিয়াছি, তেমনি তোমার জন্যও এক দৃঢ় কুল গাঁথিব" (১ রাজা ১১; ২৬-৩৯)। এই গুরুতর প্রত্যাদেশ কোন রূপে শলোমনের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু যারবিয়াম মিসরের ক্ষমতাশালী রাজা শীশকের নিকট পলায়ন করিয়া শলোমনের রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করেন। রাজা আপনার পূর্ব্ব প্রচলিত শাসন পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া, কেবল কনানীয়দের উপরে নহে, কিন্তু ইস্রায়েলের উপরেও দাসত্বের গুরু যোঁয়ালি অর্পণ করিলেন (১ রাজা ৫; ১৩-১৪)। ইহাতে যোষেফের প্রধান গোষ্ঠীর ঈর্ষ্যানল পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অতএব যারবিয়ামের মত এক জন বীর্য্যবান পুরুষ অনায়াসে রাজ বিদ্রোহীদিগকে একত্র করিয়া, এই সময় একটা হুলস্থূল ঘটাইতে পারিলেন।

ভাবি বিপদের চিহ্ন পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া শলোমন প্রাণত্যাগ করেন (৯৭৫)। সিংহাসনে আরোহণ কালে, তাঁহার বিষয়ে যেরূপ আশা করা হইয়াছিল তাহা পূর্ণ হয় নাই। তিনি অঙ্গীকৃত মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, যিরূশালেমে আরো অনেক বৃহৎ বৃহৎ রাজবাটীও নির্ম্মাণ করিয়া সুশোভিত করিলেন; তাঁহার জ্ঞান ও বিজ্ঞতার সমাচার পাওয়ায় দূরবর্ত্তী রাজপুরুষ গণের ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি আপন শিক্ষাগুরু

নাথনের উপদেশ স্মরণ করিয়া, দায়ূদের আদর্শানুসারে অল্পকাল মাত্র আপন আহ্বানের যোগ্যরূপে আচরণ করিলেন। শেষে জাতির প্রতি দত্ত মহান ব্যবস্থাদাতার রাজ্যসংক্রান্ত প্রত্যেক বিধি তিনি পদতলে দলিত করিলেন। ফলতঃ চতুষ্পার্শ্বস্থ পূর্ব্বদেশীয় রাজগণের কুভাব তাঁহাতে ও তাঁহার রাজ্য মধ্যে প্রকাশ পাইল। সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত প্রতিমাপূজা ও তৎসংক্রান্ত রীতিনীতি বিষয়ে তিনি লোকদিগকে উৎসাহ দিলেন। তিনি বহুসংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করেন, ও প্রজাদিগের উপর গুরুতর বোঝা অর্পণ করিয়া, রাশি রাশি ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করেন। অবশেষে জগতের আড়ম্বরে ও কুঅভিলাষে মত্ত হইয়া আপন জীবনের অসারতা স্বীকারপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন (উপ ১; ১২-১৮)। মিসর দেশের নদী হইতে দম্মেশকের দ্বারপর্য্যন্ত বিস্তৃত যে রাজ্য, দর্শনে আব্রাহামকে দেখান হইয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু দায়ূদের এই পুত্রের রাজত্ব কালের পর রাজ্যের একতাবন্ধন আর থাকিল না।

দশম খণ্ড।

যিহূদা ও ইস্রায়েল রাজ্য।

প্রথম ভাগ।

পরস্পারের মধ্যে শত্রুতা।

—:-*-:—

প্রথম অধ্যায়।

দশ গোষ্ঠীর বিদ্রোহ।

১ রাজা ১২ অঃ। ২ বংশা ১০ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ৯৭৫।

শলোমনের মৃত্যু হইলে, রহবিয়াম একচল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার পদে রাজা হন। তাঁহার আধিপত্য সম্বন্ধে যিরূশালেমে কেহ আপত্তি না করিলেও, তিনি সাধারণের মনোভাব জ্ঞাত হওয়া বিহিত মনে করিলেন, এবং বিশেষরূপে যোষেফের ক্ষমতাশালী কূলকে সন্তুষ্ট করণার্থে, তাহার প্রাচীন ও ধ্বংসপ্রায় নগর শিখিমে একটী মহতী সভা আহ্বান করেন। লোকেরা যারবিয়ামকে মিসর হইতে আহ্বান করিয়া পাঠাইলে, তিনি তথায় আসিয়া উপস্থিত হন, এবং এখন সাহস পূর্ব্বক সমস্ত গোষ্ঠীর মুখস্বরূপ হইয়া, শলোমনের রাজত্বকালীন কর ও অন্যান্য ভারী যোঁয়ালি লঘু করিবার জন্য নিবেদন করেন। ইহা শুনিয়া, রহবিয়াম মন্ত্রণা করিবার জন্য তিন দিবস অবকাশ চাহিলেন। ইত্যবসরে প্রথমে তিনি আপন পিতার প্রাচীন অমাত্যবর্গের সহিত মন্ত্রণা করেন। তাঁহারা সকলে তাঁহাকে প্রজাবর্গের নিবেদনমতে ভারী যোঁয়ালি লঘু করিতে একইভাবে পরামর্শ দিলেন; কিন্তু এই সকল বিজ্ঞ অমাত্য ব্যতীত, আরো অনেক অল্পবয়স্ক পদস্থ লোক, যুবরাজের সহচর ছিল। তাহারা রাজবাটীতে তাঁহার সহিত অবস্থিতি করিত। রাজার ক্ষমতা

যে কম হয়, ইহা তাহারা সহ্য করিতে পারিল না। অতএব প্রজা-দিগের নিবেদন অগ্রাহ্য করিয়া এককালে শেষ করিতে তাহারা তাঁহাকে পরামর্শ দিল। দুর্ভাগ্যক্রমে রহবিয়াম ইহাদেরই মন্ত্রণা গ্রাহ্য করিলেন। তৃতীয় দিবসে যারবিয়াম অন্যান্য প্রধানবর্গের সহিত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি পূর্ব্বদেশীয় রাজপুরুষদিগের ভাবানুসারে উত্তর করিয়া কহিলেন, "আমার পিতা তোমাদের যোঁয়ালি ভারী করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহা আরো ভারী করিব; আমার পিতা তোমাদিগকে কশা দ্বারা শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি তোমাদিগকে বৃশ্চিক দ্বারা শাস্তি দিব" (১ রাজা ১২; ১-১৫)।

এইরূপ অজ্ঞানতাপূর্ণ উত্তর লোকদিগের কর্ণগোচর হইবামাত্র, সকলে মহাবিরক্ত হইল, ও ইফ্রয়িমগোষ্ঠী চীৎকার করিয়া কহিল, "দায়ূদে আমাদের কি অংশ? যিশয়ের পুত্রে আমাদের কোন অধি-কার নাই; হে ইস্রায়েল, তোমাদের তাম্বুতে যাও; দায়ূদ! এখন তুমি আপনার কুল দেখ" (২ শমূ ২০; ১ তুলনা)। ইহার পর ভারী গোলযোগ হইল, ও সকলে আপনাপন তাম্বুতে চলিয়া গেল; কিন্তু এই ঝটিকার পরিণাম কি হইবে, তাহা রহবিয়াম এখনও বুঝিতে পারিলেন না। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা না করিয়া, তাড়াতাড়ি আপন পিতা ও পিতামহের রাজত্বকালীন প্রধান করসংগ্রাহক বৃদ্ধ অদোরামকে লোকদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন (২ শমূ ২০; ২৪। ১ রাজা ৫; ১৪)। কিন্তু তাঁহার প্রেরিত দূতের প্রতি যাহা ঘটিল, তদ্দ্বারা সাধারণের ভাব নিশ্চিত রূপে জানা গেল। "সমস্ত ইস্রায়েল তাহাকে প্রস্তর মারিল; তাহাতে সে মরিয়া গেল।" ইহাতে রাজা অত্যন্ত ভীত হইয়া, তাড়াতাড়ি যিরূশালেমে পলায়ন করিলেন। তথায় উপ-স্থিত হইলে পর, প্রথমে বিদ্রোহীদিগকে শাসন করা বিহিত মনে করিলেন, এবং এই অভিপ্রায়ে একলক্ষ আশীসহস্র যোদ্ধৃপুরুষকে

সংগ্রহ করিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের লোক শময়িয় ভাববাদী এই যুদ্ধযাত্রা নিষেধ করিয়া বলেন, তোমরা যুদ্ধ করিও না, কারণ এই রাজ্য বিভাগ যিহোবা হইতে হইল (১ রাজা ১২; ১৮-২৪)। অতএব তাহারা আর যুদ্ধ করিল না; ইহাতে বিদ্রোহী দলের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। *

দেশের এই নূতন বিভাগানুসারে (১) যিহূদা গোষ্ঠীর অঞ্চল লইয়া যিহূদা রাজ্য হইল; তদ্ভিন্ন যিরূশালেম ইহার সীমার মধ্যে থাকাতে, বিন্যামীনও ইহার সহিত যোগ দিল, এবং অবশেষে শিমিয়োন ও দান

---

* শলোমনের রাজ্য যদিও হঠাৎ বিভক্ত হইল, তথাপি ভিতরে ইহার অনেক কারণ ছিল। ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইয়র্ক ও লাঙ্কাষ্টরের মধ্যে যেরূপ গৃহ বিচ্ছেদও হিংসাভাব দেখা যায়, ইফ্রয়িম ও যিহূদার মধ্যেও ঠিক তদ্রূপ প্রথমাবধি চলিয়া আসিতেছিল। চারি শত বৎসরাধিক কাল সমস্ত জাতির অধ্যক্ষ পদ ইফ্রয়িমের হস্তে ছিল। যিহোশূয় এই কালের এক মহা পুরুষ; জন্ম স্থান ধরিলে, শমূয়েল ভাববাদীও এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিলেন; এবং প্রথম রাজা ক্ষুদ্র বিনামীন গোষ্ঠীর লোক হইলেও, বিন্যামীন যোষেফের সহোদর বলিয়া, ও এই উভয়ের অধিকার পরস্পর সংলগ্ন থাকায়, তাহাদের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইফ্রয়িমের অঞ্চলস্থিত শিখিমে ও শীলোতে পবিত্র আবাস স্থাপিত ছিল, এজন্য দেশের সমস্ত অঞ্চল হইতে বহুসংখ্যক লোককে তথায় যাইতে হইত। অতএব কোন বিশেষ কার্য্য সাধন উপলক্ষে ইহাদের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভার না পড়িলে, ইহারা বড়ই অসন্তুষ্ট হইত। এই কারণ বশতঃ গিদিয়োন, যিপ্তহ, ও দায়ূদের বিরুদ্ধে তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছিল। কিন্তু দায়ূদের গৌরব প্রযুক্ত যিহূদা গোষ্ঠী প্রধান হইয়া দাঁড়াইলে, উহাদের প্রাধান্য ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিল। ইফ্রয়িম মহনয়িমে ঈশবোশতের সিংহাসন সাত বৎসর পর্য্যন্ত রক্ষা করিল বটে, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর এবং যিবূষের দুর্গ দায়ূদ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে পর, যিহূদা অঞ্চলে সমস্ত জাতির নিমিত্তে একটি দুর্গ ও রাজধানী স্থাপিত হইল, এবং সেখানেই পবিত্র আবাস স্থানান্তরিত করা হইল। ইহাতে শিখিমের ও শীলোর গৌরব ক্রমে লোপ পাইল। দায়ূদের গুণ ও ক্ষমতা প্রযুক্ত কিছু দিনের জন্য জাতীয় একতা স্থাপিত হইলে, ইফ্রয়িমের অনেক লোক তাঁহার প্রধানবর্গের মধ্যে আসনও প্রাপ্ত হয় (১ বংশা ১২; ৩০। ২৭; ১০, ১৪)। কিন্তু অবশালোমের বিদ্রোহী হওনের পর রাজাকে পুনর্গ্রহণ কালে সেই হিংসাভাব আবার দেখা গেল (২ শমূ ২০; ১)। অতএব শলোমনের দৌরাত্ম্য ও তাঁহার পুত্রের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত সেই হিংসানল প্রজ্বলিত হইলে, যারবিয়ামের মত একজন অধ্যক্ষকে পাইবা মাত্র চির বিচ্ছেদের জন্য আর কিছু বাকি থাকিল না।

গোষ্ঠীও ইহার মধ্যে পরিগণিত হইল। আপাততঃ কিছু কালের জন্য ইদোম দায়ূদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিল, এবং ওফীরের সহিত যে বাণিজ্য চলিতেছিল, সে তাহা রক্ষা করিল; পলেষ্টীয়েরাও নিস্তব্ধ ভাবে থাকিল। (২) অবশিষ্ট আট গোষ্ঠীর অঞ্চল লইয়া ইস্রায়েল রাজ্য গঠিত হয়; অর্থাৎ যর্দ্দনের পশ্চিমপারে ইফ্রয়িমের, অর্দ্ধমনঃশির, ইষাখরের, সবূলূনের, আশেরের ও নপ্তালির অঞ্চল, ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ অঞ্চল অর্থাৎ অক্কা হইতে যপ্পা (যাফো) পর্য্যন্ত প্রদেশ এবং নদীর ওপারে রূবেণের, গাদের ও অর্দ্ধমনঃশির অঞ্চল ছিল। মোয়াবীয় ও অরামীয় প্রভৃতি পরজাতীয় লোকও এই রাজ্যের অধীনস্থ প্রজা ছিল (২ রাজা ৩; ৪। ১ রাজা ১১; ২৪)। *

দশ গোষ্ঠীর অধ্যক্ষ বা রাজা হইলে পর, আপন রাজ্যের জন্য একটী রাজধানী স্থাপন করাই, যারবিয়ামের প্রথম কার্য্য। এই উদ্দেশ্যে, তিনি শিখিম নগর পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া, তাহা প্রাচীরবেষ্টিত করিলেন। পরে তিনি আপন রাজ্যের উত্তরস্থ ক্ষমতাপন্ন প্রতিবাসী অরামীয়দের হইতে আপন দেশ রক্ষা করণার্থে, যর্দ্দনের পারস্থ পনূয়েলের দূর্গ দৃঢ় করেন। এই দূর্গ দ্বারা সুক্কোতের পার ঘাট রক্ষা হইত, এবং তাহা গিলিয়দ হইতে দম্মেশকগামী পথের পার্শ্বে ছিল। অল্প চিন্তা করিলে পর, তিনি সহজে বুঝিতে পারিলেন যে, বৎসরে বৎসরে উৎসব উপলক্ষে সহস্র সহস্র, অযুত অযুত ইস্রায়েল, দলবদ্ধ হইয়া যতদিন পর্য্যন্ত যিরূশালেমে যাতায়াত করিবে, তাবৎ তাঁহার কর্ত্তৃত্ব স্থায়ী হইবে না। লেবীয়গণকে আপনাপন পালানুসারে বাধ্য হইয়া, দলে দলে দায়ূদের নগরে যাইতে হইবে, এবং তাহাদের অধিকাংশ লোক তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া, তথায় গিয়া বাস করিবে। কোন মন্দির নাই; নিয়মসিন্দুক নাই, যাজক-

* পালেষ্টাইনের সমস্ত ভূমি পরিমাণ প্রায় ১৩৬১০ বর্গমাইল। তন্মধ্যে যিহূদা রাজ্য ৩৬৮৩ ও ইস্রায়েল রাজ্য ৯৯২৭ বর্গমাইল পরিমিত ছিল।

বর্গও নাই; এমন অবস্থায় কিরূপে তাঁহার কর্তৃত্ব স্থায়ী হইতে পারে? যাহা হউক, তাঁহার রাজ্যের মধ্যে ইস্রায়েলের সম্মুখে, দক্ষিণে বৈথেল ও উত্তরে দান, এই দুইটী পবিত্র স্থান ছিল। তিনি মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন যে, যিরূশালেমের পরিবর্ত্তে এই দুই স্থান সমুদায় জাতির আরাধনার স্থল হইবে (১ রাজা ১২; ২৮)। যিহোবার উদ্দেশে বেদি নির্ম্মাণ না করিয়া, মিসর দেশে তাঁহার অবস্থিতি কালে যে এপিস বা ম্রেভিস নামক দেবতার আরাধনা তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহারই আদর্শে দুইটী স্বর্ণময় গোবৎস নির্ম্মাণ করিয়া এই দুই স্থানে এক একটা স্থাপন করিলেন, ও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "হে ইস্রায়েল, দেখ, এই তোমার ঈশ্বর, যিনি মিসর হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন" (১ রাজা ১২; ২৮)। অধিকন্তু যাহারা লেবির সন্তান নয়, এমন সকল লোকের মধ্য হইতে কতকগুলি নূতন যাজক স্থির করিয়া, উভয় স্থানে রাখিলেন। যে কেহ একটী যুববৃষও সাতটী মেষ উৎসর্গ করিতে পারিত, সেই ব্যক্তি উক্ত দলভুক্ত হইতে পারিত (২ বংশা ১৩; ৯)।

এই সমস্ত কার্য্যের পর, তিনি অষ্টম মাসের পঞ্চদশ দিনে তাহা প্রতিষ্ঠা করণার্থে এক মহোৎসব ঘোষণা করিলেন, এবং বৈথেলে গিয়া ধূপ দাহের জন্য স্বয়ং বেদির কাছে উঠিয়া গেলেন। বেদির সম্মুখে তাঁহার দণ্ডায়মান কালে, ঠিক এই সময় যিহূদা হইতে এক জন ভাববাদী আসিয়া তথায় উপস্থিত হন, এবং রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সাহসপূর্ব্বক প্রতিমা পূজার জন্য দৃঢ়রূপে অনুযোগ করেন, এবং এই ভাববাণী বলেন যে, ভাবিকালে যিহূদাকূলের যোশিয় নামে এক রাজা, ঐ বেদির উপর উচ্চস্থলীর যাজকদিগকে, ও মৃতদের অস্থি সকল দগ্ধ করিয়া তাহা অশুচি করিবে (২ রাজা ২৩; ১৫ দেখ)। তাঁহার এইরূপ দুঃসাহস দেখিয়া রাজা ক্রোধে প্রজ্বলিত হন, এবং তাঁহার

বিরুদ্ধে হস্তবিস্তার করিয়া নিকটবর্ত্তী লোকদিগকে বলেন, "উহাকে ধর।" তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই হস্ত শুষ্ক হইয়া গেল, বেদি ফাটিয়া গেল ও বেদি হইতে ভস্ম পড়িয়া গেল। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, রাজা অত্যন্ত ভীত হন, ও সেই গুরুতর দণ্ডাজ্ঞা রহিত করণার্থে সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিতে ভাববাদীকে অনুরোধ করেন। ইহাতে ভাববাদী সম্মত হন, ও রাজার হস্ত পুনরায় সুস্থ হয়। রাজা এই অনুগ্রহের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে ঈশ্বরের লোককে আপন বাটীতে লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ভাববাদী বিশেষ কার্য্যের উপলক্ষে প্রেরিত হওয়াতে, এবং প্রতিমাপূজাদ্বারা যে দেশ অশুচি হইয়াছে, তথায় রুটীভোজন কিম্বা জলপান করিতে, ও যে পথ দিয়া আসিয়াছেন, সেই পথ দিয়া ফিরিয়া যাইতে সম্পূর্ণ নিষেধ বলিয়া রাজার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না; অন্য পথ দিয়া চলিয়া গেলেন (১ রাজা ১৩; ১০)।

যাহা হউক, পথি মধ্যে এলা বৃক্ষের তলে বসিয়া তাঁহার বিশ্রাম করণ কালে, বৈথেলবাসী এক জন প্রাচীন ভাববাদী আপন পুত্রের মুখে উৎসবের ঘটনাদি অবগত হইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করেন। রাজাকে অনুযোগ করিতে ক্ষান্ত থাকায়, তিনিও রাজার পাপের সহভাগী হইয়াছিলেন। এখন, স্থানান্তর হইতে আগত এই ভাববাদীর সাহস দেখিয়া, তাঁহার পূর্ব্বকর্ত্তব্য মনে পড়িল। সদাপ্রভুর বিশ্বস্ত দূতের সহিত আলাপ করিলে, এখন তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষা পাইবে বলিয়া হউক, অথবা জানিয়া শুনিয়া তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া বিপদগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়েই হউক, তিনি সেই ভাববাদীর পশ্চাদ্গামন করিলেন। সাক্ষাৎ হইলে তিনি আপনাকে ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিয়া, তাঁহাকে বৈথেলে ফিরিয়া যাইতে কহিলেন। এই গুরুতর আদেশে বিশ্বাস করিয়া ভাববাদী তাঁহার সহিত সহজে

ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু যখন তাঁহারা ভোজন পান করিয়া মেজে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সদাপ্রভুর আত্মা সেই গৃহস্বামীর উপরে আবেশ করিলেন। তখন সেই প্রবঞ্চক প্রবঞ্চিত ব্যক্তির বিপরীতে দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন। ফলতঃ ঈশ্বরের লোক আপন কার্য্যে অবিশ্বস্ত হওয়াতে, পথে প্রাণত্যাগ করিবেন, ও তাঁহার মৃত দেহ পৈতৃক কবরে রাখা যাইবে না। পথিমধ্যে ঠিক তাহাই ঘটিল; একটী সিংহ তাঁহাকে পাইয়া তাঁহাকে বধ করিল (১ রাজা ১৩; ২৪)।

তিনি মৃত হইলেও কথা কহিবেন, ও যে কার্য্যের উদ্দেশে তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে গুরুতর সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। লোকে তাঁহার মৃতদেহ পথিমধ্যে পড়িয়া থাকিতে ও তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান গর্দ্দভ ও সিংহকে দেখিতে পাইল। সেই হিংস্রক পশু সেই শব খায় নাই, গর্দ্দভকেও বিদীর্ণ করে নাই। অতএব সেই ভাববাদীর মৃত্যুসম্বন্ধীয় নিগূঢ়ঘটনাদ্বারা লোকে বুঝিতে পারিল যে, ইনি নিশ্চয় ঈশ্বরের প্রেরিত লোক, এবং বৈথেলস্থ প্রাচীন ভাববাদী সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার শব আপন কবরে রাখায়, ও মৃত্যুর পর তাঁহাকেও সেই কবরে রাখিতে আপন পুত্রগণকে আদেশ করায়, তথাকার প্রতিমাপূজা বিষয়ক নীরব সাক্ষ্য যারবিয়ামের নতন রাজধানীতে চিরকালের জন্য রাখা গেল (১ রাজা ১৩; ৩০-৩২)।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রহবিয়াম ও অবিয়। যারবিয়াম ও নাদব।

১ রাজা ১৩—১৫ অং। ২ বংশা ১১—১৩ অং।

খ্রীঃ পূঃ ৯৭৫—৯৫৫।

অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত লক্ষণ দ্বারা চেতনা বাক্য প্রমাণিত হইলেও, যারবিয়ামের পক্ষে তাহা কোন ফলদায়ক হইল না। তিনি আপন কুপথ হইতে ফিরিলেন না। এই হেতু অতি শোচনীয় দুর্ঘটনার সঙ্গে তাঁহাকে জ্ঞাত করা হইল যে, তাঁহার কুল নিঃশেষে উচ্ছিন্ন হইবে। ফলতঃ তাঁহার পুত্র অবিয় পীড়িত হইল। তিনি আপন রাজ্যের 'ভাবি আশাস্থলের' ভাগ্য জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া, আপন স্ত্রীকে ছদ্মবেশে শীলোতে প্রাচীন ও অন্ধপ্রায় ভাববাদীর নিকটে যাইতে বলিলেন। সেই ভাববাদী পূর্ব্বে তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তির সংবাদ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার স্ত্রী ছদ্মবেশদ্বারা আপনাকে লুকাইতে চেষ্টা করিলেন, এবং সাধারণ লোকের ন্যায় সামান্য উপহার স্বরূপে কয়েকখান মোটা রুটী ও তিলুয়া এবং কিছু মধু দিয়াছিলেন, তথাপি ভাববাদী দ্বারের নিকটে তাঁহার পদের শব্দ শুনিবামাত্র, তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, এবং পুত্রের সম্বন্ধে তাঁহার যে ভয় ছিল, তাহা আরো দৃঢ় করিলেন। তাঁহার স্বামীর প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে অতি গুরুতররূপে তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে স্পষ্টরূপে জানাইলেন যে, তাহার পুত্রটী নিশ্চয় মরিবে। "ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি তাহারই কিঞ্চিৎ সদ্ভাব পাওয়া গিয়াছে" বলিয়া সমস্ত প্রজা তাহার জন্য বিলাপ করিয়া তাহাকে কবর দিবে; কিন্তু তাহার বংশের আর কেহই ঐরূপ সম্ভ্রমের সহিত কবর পাইবে না। তাহার এই মৃত্যুই,

তাহার পিতার বংশ নির্ম্মূল হইবার বায়না স্বরূপ। অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে মাতা বাটীতে ফিরিয়া গেলেন, এবং তির্সাতে প্রবেশ করিবা মাত্র অবিয় প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে অন্ধপ্রায় ভাববাদীর কথা সফল হইল (১ রাজা ১৪; ১-১৮)।

ইতিমধ্যে উভয় রাজ্যের মধ্যে ভয়ঙ্কর শক্রতা চলিতেছিল (১ রাজা ১৪; ৩০। ২ বংশা ১২; ১৫)। তাহাদের মধ্যে বৈরীভাব বৃদ্ধি পাইলে, আপন রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে অথচ যিহূদার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগে পনেরটী নগর প্রহরী কর্ম্মের জন্য দৃঢ় করাই রহবিয়ামের প্রথম কার্য্য হইল (২ বংশা ১১; ৫-১২)। ইহার প্রত্যেক নগরে তিনি যথেষ্ট আহারীয় সামগ্রী ও অস্ত্রাদি এবং প্রহরী দল রাখিলেন। তিনি আপন রাজত্বের প্রথম তিন বৎসর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা উত্তম, তাহা করিলেন, এবং সত্য ধর্ম্ম রক্ষার্থে অনেক যাজক ও লেবীয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। ইঁহারা আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিশ্বস্ত সেবক হওয়ায়, ইস্রায়েলের সমস্ত অঞ্চল হইতে যিরূশালেমে আসিয়া উপস্থিত হন (২ বংশা ১১; ১৩-১৭)। তথাপি শলোমনের ন্যায় রহবিয়ামও অবিলম্বে পতিত হইলেন। তিনি আঠার পত্নী ও ষাইট উপপত্নী গ্রহণ করিলেন, এবং অনেক পুত্র কন্যার জন্ম দিলেন। তিনি অবশালোমের কন্যা মাথায় পুত্র অবিয়কে রাজা করিতে মনস্থ করিয়া, অবশিষ্ট যুবরাজদিগকে প্রাচীরবেষ্টিত নগরের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে আপন বাটীর ঐশ্বর্য্য ও সিংহাসনের দৃঢ়তা প্রযুক্ত, তিনি সদাপ্রভুর ব্যবস্থা ভুলিয়া গেলেন (২ বংশা ১২; ১), এবং আপন প্রজাদিগের কুআদর্শ হওয়াতে "তাহারাও প্রত্যেক উচ্চ পর্ব্বতে ও প্রত্যেক হরিৎ বৃক্ষের তলে আপনাদের জন্য উচ্চস্থলী, স্তম্ভ ও আশেরামূর্ত্তি স্থাপন করিল" (১ রাজা ১৪; ২২-২৪)।

তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তির পাঁচ বৎসর পরে, রাজ্যের শান্তি হঠাৎ তিরোহিত হইল। মিসরের রাজা শীশক সম্ভবতঃ যারবিয়মের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, বারশত রথ, ষষ্টি সহস্র অশ্বারোহী ও অগণ্য লূবীর সুক্কীয় ও কূশীয় সৈন্যের সহিত যিহূদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিল, এবং রহবিয়ামের প্রাচীরবেষ্টিত নগর সকল হস্তগত করিয়া, রাজধানী যিরূশালেম পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে রহবিয়াম রাজবাটীর ও মন্দিরের সঞ্চিত সমস্ত ধনসম্পত্তি, এমন কি, শলোমনের নির্ম্মিত স্বর্ণময় ঢাল সকল দিয়া অপমানজনক সন্ধি ক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। মন্দিরে রাজার প্রবেশ কালে পদাতিকগণ যেন সেই সকল ঢাল ধারণ করে, এই অভিপ্রায়ে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছিল (১ রাজা ১০; ১৬-১৭)। ইহাতে মিসরের রাজা তৃপ্ত হইয়া চলিয়া গেল, আর ইতিপূর্ব্বে শময়িয় ভাববাদী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, রাজা ও প্রজাগণ যদি প্রতিমা পূজা হেতু সত্যরূপে অনুতাপ করে, তবে ঐরূপই হইবে। এই প্রগাঢ় নম্রতা প্রদর্শনের পর যিহূদার নৈতিকঅবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল, এবং রহবিয়ামের রাজত্বের অবশিষ্ট কালে বিশেষ কিছু ঘটে নাই। তিনি সতের বৎসর রাজত্ব করিয়া আটান্ন বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন (খ্রীঃ পূঃ ৯৫৭), এবং তাঁহার পুত্র অবিয় তাঁহার পদে রাজা হন।

অবিয় যারবিয়ামের সহিত যুদ্ধ করিয়া দশগোষ্ঠীকে আপনার পক্ষে আনিতে বিশেষ চেষ্টা করেন। ইফ্রয়িম পর্ব্বতস্থ সমারয়িম গিরির উপরে তিনি চারিলক্ষ সৈন্য লইয়া ইস্রায়েলের আট লক্ষ সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি ইস্রায়েলীয়দিগকে মনোহর উপদেশ দিয়া স্বপক্ষে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি তাহাদিগকে স্মরণ করাইলেন যে, ঈশ্বর ইস্রায়েলের রাজ্যপদ দায়ূদকে দেন, এবং তাঁহারই বংশ প্রকাশ্যরূপে দৃঢ় নিয়মে আবদ্ধ হয়। অপিচ

যারবিয়াম কিরূপ ভাবে রাজবিদ্রোহী হয়, তাহাও তাহাদিগকে জ্ঞাত করিয়া যিরূশালেমস্থ পবিত্র প্রাসাদের ক্রিয়াকাণ্ডের ও ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিযুক্ত যাজকবর্গের সেবানুষ্ঠানের সহিত বৈথেল প্রভৃতি স্থানের প্রতিমাপূজা তুলনা করিলেন। এইরূপে গোষ্ঠী সকলের মন স্বপক্ষে আকর্ষণ করিবার সময় যিহূদার পশ্চাদ্দিকে আক্রমণ করিতে এক দল সৈন্য যারবিয়াম কর্ত্তৃক রাখা হয়। ইহা অবগত হইলেও, তাহারা ভীত হইল না, কিন্তু সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল, ও যাজকেরা রৌপ্যময় তূরী বাজাইলে যিহূদার লোকেরা সিংহনাদ করিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিল। যারবিয়ামের পক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল, এবং অবিয় উপনগরের সহিত বৈথেল, যিশানা, ও ইফ্রোণ প্রভৃতি কতকগুলি নগর হস্তগত করিলেন। এই পরাজয়ের পর, ইস্রায়েলের রাজা "আর বলবান হন নাই" (২ বংশা ১৩ ; ২০), এবং ইহার অল্প দিন পরে, তিনি আপন পুত্র নাদবকে সিংহাসনে বসাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। যিহূদার রাজা অবিয়ও তিন বৎসর রাজত্ব করিয়া, পরলোকে গমন করেন, এবং তাঁহার পুত্র আসা তাঁহার পদে রাজা হন (খ্রীঃ পূঃ ৯৫৪)।

তৃতীয় অধ্যায়।

আসা এবং বাশা, এলা, সিম্রি ও অম্রি।

১ রাজা ১৫–১৬ অঃ। ২ বংশা ১৪–১৬ অঃ।

খ্রীঃ পূঃ ৯৫৫–৯১৮।

নাদব দুই বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। দান অঞ্চলস্থ (যিহো ১৯ ; ৪৪) গিব্বথোন নগর অবরোধ কালে, তাঁহার মৃত্যু হয়। এই নগর পরে কহাতীয় লেবীয়দিগকে প্রদত্ত হয় (যিহো ২১ ; ২৩);

কিন্তু এই সময় পলেষ্টীয়দের হস্তে ছিল। ইষাখর কূলজাত অহিয়ের পুত্র বাশা রাজবিদ্রোহী হইয়া, তাঁহাকে তথায় বধ করিলেন, এমন কি, যারবিয়াম সম্পর্কীয় শ্বাসবিশিষ্ট কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিলেন না; সকলকেই সংহার করিলেন। ইহাতে অহিয়ের ভাববাণী সিদ্ধ হইল, এবং এইরূপে ইস্রায়েলের প্রথম রাজবংশ নিঃশেষে লোপ হইল (খ্রীঃ পূঃ ৯৫৩)।

এই নূতন রাজা ও আসার মধ্যে যাবজ্জীবন যুদ্ধ চলিল। ধর্ম্ম-রক্ষার্থে রাজা হইয়াছেন জানিয়া, আসা সিংহাসন পাইবামাত্র, সমস্ত রাজ্যের মধ্যে ধর্ম্ম সংশোধন আরম্ভ করিলেন। তিনি আপন পিতার-স্থাপিত পুত্তলি সকল দূরীভূত করিলেন, উচ্চস্থলী সকল উঠাইয়া ফেলিলেন ও আশেরা মূর্ত্তি ছেদন করিলেন। এমন কি, মহিষীপদ-প্রাপ্তা আপন পিতামহী মাখার জাতীয় ধর্ম্মও নষ্ট করিলেন, এবং তাঁহার প্রতিমাগুলি ভস্ম করিয়া, কিদ্রোণ স্রোতোমার্গে ফেলিয়া দিলেন। এইরূপে যিহোবার সেবানুষ্ঠান পূর্ব্ববৎ পবিত্র ও শুচি করিলে পর, তিনি দেশের সীমান্ত প্রদেশ গুলি প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া আপন রাজ্য দৃঢ় এবং বহু সংখ্যক বিক্রমশালী সৈন্য প্রস্তুত করিলেন। এমন সময়ে শীশকের পরবর্ত্তী রাজা কূশদেশীয় সেরহ (সম্ভবতঃ ২য় ওসর্কোণ) আপন বাহিনী লইয়া উপস্থিত হইলে, আসা তাহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। মিস্রীয় বাহিনী যিহুদার নিম্ন অঞ্চল মারেশা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। সেখানে আসা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে সম্পূর্ণ ভরসা রাখিয়া, পুরস্কার স্বরূপ আশ্চর্য্য জয়লাভ করিলেন, ও মিস্রীয় বাহিনী গরার পর্য্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল, তাহাতে যিহুদা প্রচুর লুট দ্রব্য লইয়া আসিল (২ বংশা ১৪; ৯-১৫)।

এইরূপে কৃতকার্য্য হইলে পর, আসা অসরিয় ভাববাদী দ্বারা উৎসাহিত হইয়া ধর্ম্ম সংশোধন কার্য্যে অধিকতর উদ্যোগী হইলেন।

যিরূশালেমে উপস্থিত হইলে, তিনি একটী মহতী সভা আহ্বান করিয়া তাহাতে যিহূদা ও বিন্যামীনকে ও তাহাদের মধ্যে প্রবাসী ইফ্রয়িম, মনঃশি ও শিমিয়োন হইতে আগত লোকদিগকে একত্র করেন। তাহাতে লোকেরা আসার রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরের তৃতীয় মাসে সদাপ্রভুর উদ্দেশে যথেষ্ট বলি উৎসর্গ করিয়া তাঁহার সহিত নিয়মে পুনরায় আবদ্ধ হয়। সমাগত লোকেরা " উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনিপূর্ব্বক তুরী ও শৃঙ্গ বাজাইয়া " সদাপ্রভুর ও রাজার সাক্ষাতে শপথ করিল, এবং যে কেহ যিহোবার প্রতি অবিশ্বস্ত হইবে, তাহার প্রাণদণ্ড করা যাইবে, ইহাও স্থির করিল (২ বংশা ১৫ ; ১-১৫)।

এ পর্য্যন্ত প্রজাগণ অবাধে যে শান্তি ভোগ করিয়া আসিতেছিল, এখন তাহা বাশা কর্ত্তৃক নষ্ট হইল। তিনি যিহূদার প্রতিকূলে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া অপহৃত নগর গুলি পুনরুদ্ধার করিলেন, এবং আপন বিপক্ষকে বিরক্ত করিলেন কেবল তাহা নয়, কিন্তু যিহূদার রাজা আসার কাছে ইস্রায়েলের কাহাকেও গমনাগমন করিতে না দিবার আশয়ে যিরূশালেম হইতে তিন ক্রোশ উত্তরস্থিত রামায় একটী দূর্গ স্থাপন করিলেন ; এমন কি, ইস্রায়েলের মধ্যঅঞ্চলের সহিত আসার যে সম্বন্ধ ছিল, তাহাও একেবারে নষ্ট করিলেন। ইহা দেখিয়া আসা অরামীয় রাজা ১ম বিনহদদের সাহায্য লওয়া বিহিত মনে করিলেন। অতএব ইস্রায়েলের সহিত বিনহদদের বন্ধুতা নষ্ট করিবার আশয়ে, তিনি মন্দির ও রাজবাটীর ভাণ্ডার হইতে সমস্ত রৌপ্য ও স্বর্ণ বাহির করিয়া তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিলেন। বিনহদদ তাঁহার অনুরোধে পালেষ্টাইনের উত্তরে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য পাঠাইলে, তাহারা ইয়োন, দান, আবেল-বৈৎমাখা ও সমস্ত কিন্নেরৎ ও নপ্তালির সমস্ত অঞ্চল হস্তগত করিল। বাশা এই সমাচার পাইয়া, আপন দল বলের সহিত, যিহূদা হইতে তির্সাতে প্রতিগমন করিলেন। এদিকে

আসা সমস্ত যিহূদাকে আহ্বান করিয়া, রামাস্থ দুর্গের প্রস্তর ও কাষ্ঠাদি সমস্ত লইয়া গিয়া তদ্দ্বারা নিজের জন্য গেবায় ও মিস্পাতে দুইটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। যিহূদার এইরূপ দুর্ভাগ্য অবস্থায় এই প্রথমবার পৌত্তলিক রাজগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা হয়। ভাববাদি-গণ ইহাতে চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ফলতঃ হনানি দর্শক এই রূপ মাংসিক পরাক্রমের উপর নির্ভরতাহেতু, আসাকে তিরস্কার করিয়া বলেন যে, অতঃপর ইহার জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিতে হইবে। প্রকাশ্যরূপে তিরস্কৃত হওয়ায়, আসা ক্রোধে প্রজ্বলিত হন, এবং সাহসী ভাববাদীকে কারারুদ্ধ করেন। এতদ্ভিন্ন আর আর সমস্ত বিষয়ে আসা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া, উদ্যোগ ও বিজ্ঞতা সহকারে আপন রাজ্য শাসন করেন। পরে তাঁহার পায়ে রোগ হইলে, আপন রাজত্বের একচল্লিশ বৎসরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাহাতে লোকেরা তাঁহার নিমিত্তে বিলাপ করিয়া তাঁহাকে কবর দিল, এবং তাঁহার পুত্র যিহোশাফট সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন খ্রীঃ পূঃ ৯১৪ (২ বংশা ১৬; ৭-১৪)।

ইতিমধ্যে ইস্রায়েল রাজ্যে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। যারবিয়ামের সমস্ত কুল ধ্বংস করিলে পর, বাশা আপনার নিমিত্তে তির্সা * নামক একটী সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। হনানির পুত্র যেহূ ভাববাদী কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ চেতনা পাইলেও, তিনি যারবিয়ামের পথে চলিয়া ইস্রায়েলকেও পাপ করাইলেন (১ রাজা ১৬; ১-৭)। আসার বিপক্ষতাচরণ করাই তাঁহার চব্বিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বের প্রধান বিষয় ছিল, এবং এই শত্রুতা প্রযুক্ত তিনি আপন

* ইফ্রয়িম অঞ্চলে অনেক উর্ব্বরা তলভূমি ও জঙ্গলময় পাহাড় থাকাতে অশূর ও পারস্য দেশের মত রাজ-উদ্যান প্রস্তুত করা সহজ ছিল। তির্সা এই প্রকার একটী রাজ-উদ্যান। ইহা শিখিমের নিকটস্থ, ও পূর্ব্বকালাবধি কনানীয় রাজগণের প্রিয় স্থান ছিল।

রাজ্যের উত্তর বিভাগস্থ অনেক অঞ্চল আসার বন্ধু বিনহদদের কাছে হারাইলেন। ৯৩০ খ্রীঃ পূঃ তাঁহার পুত্র এলা রাজা হন, ও এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। তিনি তির্সাতে আপন গৃহাধ্যক্ষের গৃহে ভোজে পান করিয়া মত্ত হইলে, তাঁহার "অর্দ্ধেকসংখ্যক রথের অধ্যক্ষ" সিম্রি নামক এক জন দাস কর্ত্তৃক হত হন (খ্রীঃ পূঃ ৯২৯)। রাজ বিদ্রোহী সিম্রি বাশার কুল নিঃশেষে নষ্ট করিলেন, কিন্তু সাতদিন পরে সেনাপতি অম্রি, গিব্বথোন অবরোধ ছাড়িয়া দিয়া, তির্সাতে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। কোন সাহায্য প্রাপ্তির আশা নাই দেখিয়া, সিম্রি রাজবাটীতে অগ্নি দিয়া নিজে মরিলেন, ও ইহাতে তাঁহার শত্রুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

অম্রি রক্তরঞ্জিত সিংহাসন গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু সমস্ত প্রজা তাঁহার পক্ষ হইল না। ফলতঃ অর্দ্ধেক লোক তাঁহার ও অন্য অর্দ্ধেক গীনতের পুত্র তিব্‌নির অনুগামী হইল (১ রাজা ১৬; ২১)। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত পরস্পর যুদ্ধ করিয়া উভয়েই রাজত্ব করেন; অবশেষে তিব্‌নির মৃত্যু হইলে অম্রি সমস্ত ইস্রায়েলের রাজা হন। ছয় বৎসর পর্য্যন্ত তিনি ধ্বংসপ্রায় রাজধানী তির্সাতে ছিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে অন্য স্থানে রাজধানী স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। শিখিমের উত্তর-পশ্চিমে তিন ক্রোশ দূরে তিন শত হাত উচ্চ এক পাহাড় ছিল; তাহা চতুষ্পার্শ্বস্থ সমভূমি হইতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। পালেষ্টাইনের মধ্যে এমন সুন্দর, উর্ব্বরা ও শত্রু হইতে রক্ষা পাইবার দৃঢ় স্থান আর ছিল না। অম্রি দুই মণ রৌপ্য মূল্য দিয়া শেমরের কাছে তাহা ক্রয় করেন, এবং তাহার উপরে একটী নগর পত্তন করেন। তিনি তাহার অধিকারী শেমরের নামানুসারে তাহার নাম শমরোণ * (শেমরের নগর) রাখেন; পরে ইহা কলদীয় ভাষায়

* এই স্থান অতি দৃঢ়। অশূরীয় ও অরামীয় বাহিনী বার বার তাহা আক্রমণ

শেমরিণ ও গ্রীক ভাষায় শমরিয়া নামে আখ্যাত হয়। অম্রি এই স্থানে আরো ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি উদ্যোগী অথচ বিবেকহীন রাজা ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত রাজগণ অপেক্ষা তিনি অধিক দুরাচার ছিলেন। সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতেন। তিনি ১ম বিনহদদের সহিত নিয়ম স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে কতকগুলি নগর দান করেন (১ রাজা ২০; ৩৪); অরামীয় দূত-দিগকে শমরিয়াতে বাস করিতে অনুমতি দেন, এবং আপন পুত্র আহাবের সহিত সীদোনীয়দের ইৎবাল রাজার কন্যা ঈষেবলের বিবাহ দেন (১ রাজা ১৬; ৩১)। এইরূপে তিনি আপন রাজ্যে বালের পূজা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

যিহূদা ও ইস্রায়েল রাজ্য।

দ্বিতীয় ভাগ।

পরস্পরের মধ্যে মিত্রতা ও অরামীয়দের প্রতি শত্রুতা।

প্রথম অধ্যায়।

আহাবের রাজত্ব ও এলিয়ের বিবরণ।

১রাজা ১৭-১৯অঃ। ২বংশা ১৭অঃ। খ্রীঃ পূঃ ৯১৮—৯১৫।

যিহুদার রাজা আসার মৃত্যুর পরে, যিহোশাফট্ তাঁহার পদে রাজা হইয়া সর্ব্ব প্রথমে আপন রাজ্যস্থ সমস্ত দুর্গাদি দৃঢ় করেন, এবং তাঁহার পিতা ইফ্রয়িমের যে সকল নগর হস্তগত করিয়াছিলেন, সেই সকল নগরে সৈন্যদল স্থাপন করেন (২ বংশা ১৭; ২)। সত্য

করিয়াছিল। অরামীয়েরা কিছুতেই তাহা হস্তগত করিতে পারে নাই; অশূরীয়েরা তিন বৎসর অবরোধের পর তাহা অধিকার করে (২ রাজা ১৮; ১০)।

ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ থাকায়, উচ্চস্থলী ও আশেরামূর্ত্তি সকল দূর করিতে তিনি বিশেষ উদ্যোগী হন, এবং সদাপ্রভুর ব্যবস্থাপুস্তক লোকদিগকে শিক্ষাদিবারনিমিত্তে রাজপুরুষ, যাজক ও লেবীয়গণকে নগরে নগরে প্রেরণ করেন (২ বংশা ১৭; ৬-৯)। তাঁহার এই উদ্যোগ প্রযুক্ত তিনি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হন। ফলতঃ "সদাপ্রভু তাঁহার হস্তে রাজ্য দৃঢ় করিলেন," ও চারিদিকে তাঁহাকে শান্তিভোগ করিতে দিলেন। কেবল তাঁহার নিজের প্রজাগণ নহে, কিন্তু পলেষ্টীয়েরা ও আরবীয়েরাও করস্বরূপে তাঁহার কাছে উপঢৌকন আনিল (২ বংশা ১৭; ৫-১১)। তদ্দ্বারা তিনি যিহূদার রাজ্যে অনেক দুর্গ ও ভাণ্ডারনগর নির্ম্মাণ করিতে, ও একটী বৃহৎ স্থায়ী বাহিনী রাখিতে সক্ষম হইলেন (২ বংশা ১৭; ১২-১৯)।

ইতিমধ্যে ইস্রায়েল রাজ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার ঘটিল। আহাব রাজার স্ত্রীর পিতা ইত্তোবালস (তাহার সহিত বাল) বা ইৎবাল (বালের সহিত) ফৈনিকীয় দেবী অস্তাতির একজন যাজক ছিল। সে আপন ভ্রাতা ফালেসের রাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লয় (খ্রীঃ পূঃ ৯৪০-৯০৮)। ঈষেবল আপন পিতার স্বভাব প্রাপ্ত হইল, এবং অনতিবিলম্বে আপন দুর্ব্বলমনা স্বামীর উপর এরূপ প্রভাব জাল বিস্তার করিল যে, রাজা তাহার হস্তের পুত্তলিকাস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। তাহার এই ক্ষমতা প্রভাবে সর্ব্ব প্রথমে বালের পূজা দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। শমরিয়াতে রাজবাটীর নিকটে এই ফৈনিকীয় দেবতার সম্ভ্রমার্থে একটীমন্দির ও একটীউপবন প্রস্তুত করা হইল। অপিচ বালের চারিশতপঞ্চাশ জন ও আশেরার চারিশত জন যাজক এখানে অবস্থিতি করিয়া, রাণীরদ্বারাপ্রতিপালিত হইতে লাগিল (১রাজা ১৬; ৩১-৩২। ১৮; ১৯)। অধিকন্তু, সে এই দেবদেবীর আরাধনা রাজকীয় আইন মতে বিধিবদ্ধ করিয়া, আপন স্বামীর প্রজাদিগের

মধ্যে প্রচলিত করিতে সঙ্কল্প করিল, এবং যিহোবার ভাববাদিগণের প্রতি এরূপ ভয়ানক তাড়না আরম্ভ করিল যে, তাঁহারা পলায়ন করিয়া পর্ব্বতের গহ্বরে আশ্রয় লইলেন, ও তথায় অতি কষ্টে তাঁহাদিগকে দিন যাপন করিতে হইল (১ রাজা ১৮; ১৩)। এইরূপে সে যখন সদাপ্রভুর দাসদিগকে তাড়না করিতে ব্যস্ত ছিল, তখন তাহার স্বামী ও সুন্দর ২ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে মনোযোগী থাকিলেন। তিনি কতক গুলি নগর নির্ম্মাণ ও হস্তিদন্তের একটী প্রাসাদ প্রস্তুত করেন, এবং শমরিয়া তাঁহার রাজধানী হইলেও, যিষ্রিয়েলে (ঈশ্বরীয় বীজ বপনের স্থান) একটী সুন্দর রাজধানী স্থাপন ও উদ্যানাদিতে তাহা সুশোভিত করেন। ইহা কিরূপ উর্ব্বরা ক্ষেত্র, তাহা নামের অর্থ দ্বারা বুঝা যায়।

ইস্রায়েলরাজ্যের পক্ষে এই ঘোরমেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে হঠাৎ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ত্রাসজনক একজন অতিআশ্চর্য্য লোক দেখা দিলেন। যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থ জঙ্গলভূমি হইতে, অসভ্য যোদ্ধা ও বিচারকর্ত্তা যিপ্তহের দেশহইতে ভাববাদগণের পরিচ্ছদপরিহিত হইয়া "গিলিয়দপ্রবাসীদের মধ্যবর্ত্তী তিশবীয়এলিয়" আহাবের রাজবাটীতে উপস্থিত হন। ফলতঃ, তাঁহার কটিদেশে চর্ম্মপটুকা বদ্ধ, ও স্কন্ধদেশে মেষচর্ম্মনির্ম্মিত শাল ছিল; দীর্ঘ ও ঘন কেশগুচ্ছ তাঁহার পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল (২ রাজা ১; ৮)। তিনি রাজার তুষ্টিজনক কোন কথা না বলিয়া, রাজা যাঁহার অপমান করিয়াছিলেন, সেই যিহোবার নামে ভয়ানক দণ্ড ঘোষণা করিয়া কহিলেন, "আমি যাঁহার সাক্ষাতে দণ্ডায়মান, ইস্রায়েলের ঈশ্বর সেই জীবৎসদাপ্রভুর দিব্য, এই কএক বৎসর শিশির, কি বৃষ্টি পড়িবে না; কেবল আমার বাক্যক্রমে পড়িবে" *। এইরূপে অতি-

* তিন বৎসর ছয়মাস পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় নাই (লূক ৪; ২৫ তুলনা)। সোর দেশের ইতিহাসে ইৎবালের রাজত্ব কালীন এক বৎসরের দুর্ভিক্ষবিবরণ পাওয়া যায়। এই রাজা আহাবের রাজত্ব কালেও জীবিত ছিল।

সাহস পূর্ব্বক সংবাদ দিয়া, তিনি আপন প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করিয়া করীৎস্রোতের ধারে লুকাইয়া থাকিলেন। এখানে তিনি কতকদিন আশ্চর্য্যরূপে প্রতিপালিত হন। ফলতঃ "তথায় কাকেরা তাঁহার জন্য প্রাতঃকালে রুটী ও মাংস এবং সন্ধ্যাকালেও রুটী ও মাংস আনিয়া দিত, এবং তিনি স্রোতের জল পান করিতেন" (১ রাজা ১৭; ১-৭)।

কালক্রমে ঐ স্রোতোমার্গ শুষ্ক হয়; তাহাতে ঈশ্বরের আদেশ মতে ভাববাদী সোর ও সীদোনের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রতীরস্থ ফৈনিকীয় গ্রাম সারিফতে (লূক ৪; ২৫-২৯) যাত্রা করেন। ইহার চারি দিকে ফৈনিকীয় পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করিত। এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলে এক বিধবার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; সে কাষ্ঠ কুড়াইতেছিল। সে এত দরিদ্রা ছিল যে, তাহার ঘরে একমুষ্টিময়দা ও কিছু তৈল ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সে খানদুই কাষ্ঠ কুড়াইয়া, তাহা দ্বারা আপনার ও ছেলেটার জন্য রুটী প্রস্তুত করিতে, ও তাহা খাইয়া পরে অনাহারে মরিতে মনে মনে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু ভাববাদী প্রথমে আপনার জন্য একটী ক্ষুদ্র পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া আনিতে তাহাকে আজ্ঞা করেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন, "যে দিন পর্য্যন্ত সদাপ্রভু ভূতলে বৃষ্টি না দেন, সেইদিন পয্যন্ত তোমার ময়দার জালা শূন্য হইবে না ও তৈলের ভাঁড় শুকাইয়া যাইবে না।" স্ত্রীলোকটী বিশ্বাসে বলবান হইয়া, তাঁহার কথামতে কার্য্য করিল, তাহাতে ভাববাদীর বাক্যও সফল হইল। সেই স্ত্রী ও তাহার সন্তান একবৎসর পর্য্যন্ত যথেষ্ট ভোজন করিল, কোন অভাব হইল না। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তাহার গৃহে একটী দুর্ঘটনা ঘটিল। ফলতঃ তাহার সন্তান পীড়িত হইয়া, মরণাপন্ন হইল। সে শোকে পাগলিনী হইয়া, মনে করিল যে, ভাববাদী তাহার গৃহে অবস্থিতি করায় এরূপ ঘটিয়াছে। কিন্তু এলিয় ছেলেটীকে মৃত দেখিয়া আপন কুঠরীতে লইয়া গেলেন, এবং

আপন শয্যায় শোয়াইয়া তিনবার মৃত শবের উপর আপনার শরীর বিস্তার করিয়া অতিশয় ক্রন্দন করিতে করিতে সদাপ্রভুর কাছে বালকের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। সদাপ্রভু তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন। তাহাতে "বালকটীর প্রাণ তাহার মধ্যে ফিরিয়া আসিল, আর সে পুনর্জ্জীবিত হইল" ও ভাববাদী তাহার মাতার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলেন। ইহাতে সেই স্ত্রী এখন এলিয়কে ঈশ্বরের লোক, এবং সদাপ্রভুর যে বাক্য তাঁহার মুখে আছে, তাহা সত্য বলিয়া মান্য করিল (১ রাজা ১৭ ; ৮-২৪)।

ইতিমধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী মহাদুর্ভিক্ষ হেতু ইস্রায়েলরাজ্য বিষম কষ্টের মধ্যে ছিল। অনাবৃষ্টি হেতু ক্ষেত্র একেবারে শুষ্ক হইয়া ফাটিয়া গিয়াছিল ; ঘাসের নামগন্ধও ছিল না ; চারিদিকে মাঠ ধূ ধূ করিতেছিল ; অশ্ব, গো, মেষাদি পশুপাল খাদ্য ও জল অভাবে বিনষ্ট হইতেছিল। দেশের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল যে, আহাব শমরিয়াস্থ আপন বিলাসভবন ত্যাগ করিয়া রাজবাটীর অধ্যক্ষ ওবদিয় ও আপনার মধ্যে সমস্ত দেশ দুই ভাগ করিলেন, ও আপনাদের অবশিষ্ট পশুপাল রক্ষার্থে দেশের মধ্যে যত জলের উনুই ও স্রোতোমার্গ ছিল, সেগুলি পরীক্ষা করিতে, ও তৃণাদি কিছু পাওয়া যায় কি না, তাহা দেখিতে যাত্রা করিলেন। এই ওবদিয় আপনার প্রাণসংশয় হইলেও, আপনার যিহোবার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। যাহা হউক, আহাব স্বতন্ত্র এক পথে, এবং ওবদিয় স্বতন্ত্র অন্য পথে যাত্রা করিলেন। পথের মধ্যে যাইতে যাইতে হঠাৎ এলিয়ের সহিত ওবদিয়ের সাক্ষাৎ হইল। ঐশ্বরিক আদেশ ক্রমে এলিয় সারিফৎ ত্যাগ করেন, এবং ওবদিয়কে দেখিবা মাত্র তাঁহার আগমনের সংবাদ আপনপ্রভু আহাবকে দিতে বলেন। ওবদিয় প্রথমে অসম্মত হন। রাজার কাছে এই সংবাদ দিতে গেলে, পাছে ঈশ্বরের আত্মা ভাববাদীকে কোন স্থানে লইয়া যান, এবং পরে

তাঁহাকে না পাওয়াতে রাজা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বধ করেন, ইহা মনে করিয়া ওবদিয় ভীত হন; কিন্তু এলিয় তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, আমি অদ্য অবশ্য রাজারসহিত সাক্ষাৎ করিব। অতএব ওবদিয় গিয়া, আহাবকে সংবাদ দিলেন, ও আহাব ঈশ্বরের দাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন। ভাববাদী সেই দুর্ব্বলমনা স্ত্রীপরবশ রাজাকে দেখিয়া, অল্প অথচ স্পষ্টবাক্যে তাঁহাকে অনুযোগ করিলেন। প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে গুরুতররূপে তিরস্কার করিলে পর, তিনি বালের চারিশতপঞ্চাশ জন ও আশেরার চারিশতজন যাজককে কর্ম্মিল পর্ব্বতের উপরে একত্র করিতে রাজাকে আদেশ করেন। ভাববাদীর ভাব ভঙ্গী দেখিয়া রাজা ভীত হইলেন, ও তাঁহার কথা অমান্য করিতে সাহস করিলেন না। অতএব ভাববাদীর কথামত নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাজকগণ ও বহু সংখ্যক লোক একত্র হয়। এই স্থান কর্ম্মিল পর্ব্বতের পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত, ইহার পশ্চাৎদিকে সমুদ্র, ও সম্মুখ ভাগে প্রকাণ্ড সমতল ভূমি। এই পর্ব্বত পশ্চিমদিকে ছয়শতফুট ও পূর্ব্বদিকে ষোলশত ফুট উচ্চ; এবং ভূমধ্যসাগরের তীর হইতে ছয় ক্রোশ দীর্ঘ। এই পর্ব্বত ইজ্রায়েলন ও শারোণ, এই দুই প্রান্তরকে পৃথক করে। ইহা এখনও সুন্দর সুন্দর গাছ ও নানা প্রকার লতাদির জন্য বিখ্যাত (যিশা ৩৩; ৯। ৩৫; ২। মীখা ৭; ১৪। আমোষ ১; ২)।

ইস্রায়েলের দশ গোষ্ঠীর ইতিহাসে এই দিন অতি গুরুতর ছিল। বাল ও যিহোবা, এই উভয়ের মধ্যে কে সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর, ইহা অদ্যই চিরকালের জন্য প্রমাণীকৃত হইবে। একমাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া এলিয় বাজানুবাদের স্থলে বিষয়টী মীমাংসা করণার্থে উপস্থিত হন, এবং সমাগত জনতার নিকটে একটী প্রস্তাব করেন। দুইটী বৃষ দত্ত হউক, বালের যাজকেরা তাহার একটী লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া বেদির উপরে রাখুক, কিন্তু তাহাতে অগ্নি না দিউক। পরে তাহারা আপনাদের দেবতার নামে

ডাকুক, এবং যে ঈশ্বর অগ্নি দ্বারা উত্তর দিবেন, তিনিই একমাত্র সত্য ও জীবিত ঈশ্বর। সকলেই এই প্রস্তাব অনুমোদন করিল। বেদি নির্ম্মাণ হইল; পশু বলিদান করা গেল; খণ্ড সকল সাজান হইল; এবং বালের যাজকেরা আপনাপন মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিল। "কিন্তু কোন বাণী হইল না, এবং কেহই উত্তর দিল না।" প্রাতঃকাল গত হইল, মধ্যাহ্ন উপস্থিত, তথাপি কোন উত্তর নাই। তখন এলিয় বিদ্রূপ করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, "উচ্চৈঃস্বরে ডাক, কেননা সে দেবতা; সে ধ্যান বা বিহার কিম্বা যাত্রা করিতেছে, কিম্বা হয়ত নিদ্রা গিয়াছে, তাহাকে জাগান চাই।" এই কথা শুনিয়া, যাজকেরা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আরো উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, এবং "আপনাদের ব্যবহারানু-সারে গাত্রে রক্তের ধারা বহন পর্য্যন্ত ছুরিকা ও শলাকা দ্বারা আপনা-দিগকে ক্ষতবিক্ষত করিল।" কিন্তু তাহাদের বিনতি, চীৎকার ও রক্তপাত এ সকলই বৃথা হইল (১ রাজা ১৮; ১-৩০)।

সন্ধ্যাকালীন বলিদান উৎসর্গ করিবার সময় প্রায় উপস্থিত। এলিয় সমস্ত লোককে নিকটে আসিতে অনুরোধ করেন। যাকোবের সন্তানদের বংশ সংখ্যানুসারে এলিয় দ্বাদশ খানি প্রস্তর লইয়া তদ্দ্বারা পর্ব্বত চূড়ায় একটী পুরাতন ভগ্ন বেদির স্থলে আর একটা বেদি নির্ম্মাণ করেন। বোধ হয়, ঈষেবল উক্ত পুরাতন বেদিটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। যাহা হউক বেদির চারিদিকে এক প্রণালী খনন করাইলেন, এবং বৃষ বধ করিয়া বেদির উপর সাজাইলেন। তৎপরে যাবৎ চতুর্দ্দিকস্থ প্রণালী জলে পরিপূর্ণ না হইল, তাবৎ একবার দুইবার, হাঁ তিন বার বেদির ও মাংসের উপর জল * ঢালিতে

* ইহার নিকটবর্ত্তী কোন উনুই হইতে এই জল আনয়ন করা হয়। আজ পর্য্যন্ত এখানে এল্‌মোরাখের নিকটে একটা উনুই আছে। একটী গোলাকার সমভূমির এক পার্শ্বে একটী প্রাচীন উনুই দৃষ্ট হয়। যে আধারে উনুইয়ের জল থাকিত, তাহা প্রস্তর নির্ম্মিত একটা বর্গক্ষেত্র, আট ফুট গভীর। তাহাতে নামিবার জন্য সিঁড়ির ভগ্নাবশেষ আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। ইহা যথেষ্ট গভীর; ইহার

আজ্ঞা করিলেন। ইহা করা হইলে, ঈশ্বরের ভক্ত একা সমস্ত প্রাণের সহিত আব্রাহামের, ইসহাকের ও ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিকট বিনতি পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, যেন তিনিই যে একমাত্র প্রভু, ও এলিয় যে তাঁহার বাক্যানুসারে এই সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা সেই দিনে প্রমাণ দেন। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রার্থনার উত্তর হইল। ফলতঃ "সদাপ্রভুর অগ্নি পতিত হইয়া, হোমীয় বলি, কাষ্ঠ, প্রস্তর ও ধূলি গ্রাস করিল, এবং প্রণালীস্থিত জলও চাঁটিয়া খাইল।" ইহার ফলও তৎক্ষণাৎ দেখা গেল। ফলতঃ সমস্ত লোক উবুড় হইয়া পড়িয়া একস্বরে কহিল, "সদাপ্রভুই ঈশ্বর, সদাপ্রভুই ঈশ্বর" (১ রাজা ১৮ ; ৩০-৩৯)।

এখন অতিশয় গুরুতর কার্য্য করিবার সময় হইল। এক মনুষ্যের মত সকলের হৃদয় নত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া, এলিয় তাহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা বালের ভাববাদিগণকে ধর, তাহাদের এক জনকেও পলাইয়া রক্ষা পাইতে দিও না।" অতএব লোকেরা তাহাদিগকে ধরিয়া পর্ব্বতের উপর হইতে কীশোন স্রোতোমার্গে সমতল ভূমিতে তাহাদিগকে লইয়া চলিল। সেখানে সমস্ত জাতির কণ্টক স্বরূপ এই যাজকেরা হত হইল। এই গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনের পর, ভাববাদী রাজাকে তাঁহার সহিত পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া বলিদান সম্বন্ধীয় ভোজে যোগ দিতে কহিলেন। যখন আহাব ভোজন পান করিতেছিল, এমন সময়ে এলিয় আরো উচ্চতর স্থানে উঠিয়া ভূমির দিকে উবুড় হইলেন, ও জানুদ্বয়ের মধ্যে আপন মুখ রাখিয়া, প্রার্থনায় মগ্ন থাকিলেন, এবং আপন ভৃত্যকে আরো কিছু উপরে উঠিয়া, ভূমধ্যসাগরের নীলবর্ণ জলের দিকে চাহিয়া দেখিতে বলিলেন। সে ছয়বার দৃষ্টিপাত করিয়া, আসিয়া বলিল, কিছুই নাই ;

জল বিদ্যমান থাকে। এলিয়ের সময়ে তিন বৎসর অনাবৃষ্টি হেতু যখন তৎকালীন সমস্ত জলাশয় শুষ্ক হইল, ও কীশোন নদীর স্রোত বদ্ধ ও স্থানে স্থানে শুষ্ক হইল, তখনও বর্ণিত পর্ব্বতস্থ এই উনুইতে জল ছিল।

কিন্তু সপ্তম বারে সে কহিল, "দেখুন, মনুষ্য হস্তের ন্যায় ক্ষুদ্র একখানি মেঘ সমুদ্র হইতে উঠিতেছে।" বহুদিন হইতে যে বৃষ্টিপাতের আশা করিতেছিলেন, ইহা তাহারই চিহ্ন জানিয়া, ভাববাদী তৎক্ষণাৎ রাজাকে রথে চড়িয়া বাটী যাইতে কহিলেন। রাজা তাহাই করিলেন। ইতিমধ্যে ঐ ক্ষুদ্র মেঘ বৃদ্ধি পাইয়া, সন্ধ্যাকালে সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল; প্রবল বেগে বাতাস বহিতে লাগিল; কর্ম্মিলের বৃক্ষলতাদি হেলিতে দুলিতে লাগিল; অতিশয় বৃষ্টি হইল। আহাব কীশোন নদী পার হইয়া, দ্রুত বেগে যিষ্রিয়েলগামীপথে আপন রথ চালাইলেন, এবং এলিয় আত্মার প্রভাবে বলবান হইয়া, কটিবন্ধন পূর্ব্বক আট ক্রোশ পথ রাজার রথের অগ্রে অগ্রে দৌড়িয়া * গেলেন।

এ পর্য্যন্ত ভাববাদী সম্পূর্ণ জয়ী হইলেন; কিন্তু এখন জয় তাঁহার হাতের মধ্যে থাকিলেও সাহসে কুলাইল না। ঈষেবল কর্ম্মিলের ঘটনাদি শুনিয়া এলিয়ের নিকটে বলিয়া পাঠাইল যে, তোমাকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। এলিয় পূর্ব্বে কর্ম্মিলে হাজার হাজার লোকের সাক্ষাতে অসাধারণ সাহস দেখাইলেও, এখন একজন স্ত্রীলোকের ভয়ে দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিয়া, বেরশেবাতে উপস্থিত হইলেন। এখানে আপন ভৃত্যকে রাখিয়া, আপনি এক দিনের পথ পালেষ্টাইনের দক্ষিণস্থ প্রান্তরে অগ্রসর হইলেন। তিনি ক্লান্ত ও হতাশ হইয়া, একরোতম

* এলিয়ের এই ব্যবহার উত্তম রূপে বুঝিতে পারিলে গুরুতর শিক্ষা লাভ হয়। ঈশ্বরের বিশ্বস্ত দাসের ন্যায় তিনি রাজাকে আপন প্রজাদের সম্মুখে লজ্জিত ও অপমানিত করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রজাগণের পক্ষে তাঁহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, ও তাঁহার পূর্ব্ব সম্মানের হানি হওয়াই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা দ্বারা রাজার হস্ত দুর্ব্বল করিতে, বা রাজবিদ্রোহিদিগকে উত্তেজিত করিতে এলিয়ের অভিপ্রায় ছিল না: এই হেতু ঈশ্বর হইতে আদেশ পাইয়া, তিনি প্রকাশ্যরূপে রাজার সম্মান করেন। রথের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হওয়াতে পূর্ব্ব-দেশীয় প্রথানুসারে তাহা সম্ভ্রম প্রকাশের একটী বিশেষ চিহ্ন ছিল। আজ পর্য্যন্ত পালেষ্টাইন, তুরস্ক, ও অন্যান্য দেশে এই প্রথা প্রচলিত আছে।

বৃক্ষের তলে বসিয়া আপনার মৃত্যু প্রার্থনা করিলেন, ও তথায় শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলেন। অল্পক্ষণ পরে স্বর্গীয় এক দূত তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে জাগ্রত করিলেন, ও তপ্ত অঙ্গারে পক্ক একখান পিষ্টক ও এক ভাঁড় জল দেখাইয়া, ঈশ্বরের পর্ব্বত হোরেবে যাত্রা করণোপযোগী বল লাভার্থে তাহা খাইতে বলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, সেই ভয়ানক পর্ব্বতের একটী গহ্বরে রাত্রি যাপন করিলেন। প্রাতঃকালে সদাপ্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "এলিয়, তুমি এখানে কি করিতেছ?" ভাববাদী উত্তর করিয়া, যিহোবার পক্ষে আপন গৌরবান্বিত কার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, বেদি সকল উৎপাটন ও ভাববাদিগণকে খড়্গ দ্বারা বধ করিয়াছে, আর আমি কেবল একামাত্র অবশিষ্ট আছি; আবার আমারও প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ নিরাশ ভাবাপন্ন বিরক্তিজনক অবস্থায় তিনি আপন কর্ত্তব্য সাধন করিতে যোগ্য ছিলেন না; এই হেতু সদাপ্রভু তাঁহাকে গহ্বর হইতে বাহির হইয়া, আপনার সম্মুখে পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইতে বলেন। তিনি আপন সমস্ত প্রভাব ও উপস্থিতি, এলিয়কে প্রকাশ্যরূপে দেখাইতে চাহিলেন। প্রথমতঃ প্রবল প্রচণ্ড বায়ু পর্ব্বত বিদীর্ণ ও শৈল সকল খণ্ড বিখণ্ড করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু "সেই বায়ুতে সদাপ্রভু ছিলেন না।" পরে ভূমিকম্প দ্বারা সমস্ত পাহাড় কম্পিত হইল, ও ভয়ানক শব্দসহকারে পাহাড় টলটলায়মান হইল। "সেই ভূমিকম্পেও সদাপ্রভু ছিলেন না।" পরে অগ্নি নির্গত হইয়া ভয়ানক তেজ প্রকাশ করিল, ও সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিল; কিন্তু "সেই অগ্নিতেও সদাপ্রভু ছিলেন না।" পরে সমস্ত নিস্তব্ধ হইল। প্রকৃতি চুপ করিয়া রহিল; হঠাৎ ঈষৎ শব্দকারী একটী ক্ষুদ্র স্বর শুনা গেল। এলিয় আপন শাল দিয়া মুখ ঢাকিয়া শুনিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, এখনও তাঁহার কার্য্য বাকি আছে, এবং সদাপ্রভু

কেবল তাঁহারই দ্বারা যে সেই কার্য্য সাধন করিবেন তাহা নহে। তিনি ফিরিয়া গিয়া, অরামের উপরে হসায়েলকেও ইস্রায়েলের উপরে নিম্‌শির পুত্র যেহূকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন, ও আপনার পদে ভাববাদী হইবার জন্য আবেল-মহোলা-নিবাসী ইলীশায়কে অভিষেক করিবেন। তাঁহাকে আরো স্পষ্টরূপে জানান গেল যে, তিনিই কেবল যিহোবার একমাত্র বিশ্বস্ত সেবক, তাহা নহেন; কিন্তু ইস্রায়েলের মধ্যে আরো সাতসহস্র লোক অবশিষ্ট আছে; "সেই সকলের জানু বালের সম্মুখে পাতিত হয় নাই, ও সেই সকলের মুখ তাহাকে চুম্বন করে নাই" (১ রাজা ১৯; ১-১৮)।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আহাবের সহিত বিন্‌হদদের যুদ্ধ।

১ রাজা ২০ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ৯০১।

পূর্ব্বে যেরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, তদনুসারে এলিয় তিনটী বিশেষ কার্য্য সাধনার্থে ঈশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, শেষোক্ত কার্য্যটী সম্পাদন করিতে অগ্রসর হন। হোরেব হইতে যাত্রা করিয়া তিনি যর্দ্দন উপত্যকার উত্তর অঞ্চলস্থ আবেল-মহোলাতে উপস্থিত হন। এখানে শাফটের পুত্র ইলীশায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইলীশায় সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন; তিনি দ্বাদশ যোড়া বলদ লইয়া হাল বহিতেছিলেন, আর শেষ যোড়ার সহিত তিনি স্বয়ং ছিলেন। এমন সময়ে এলিয় আপনার শালখানি লইয়া ইলীশায়ের গাত্রে ফেলিয়া দিলেন। এই সঙ্কেত দ্বারা ভাববাদী তাঁহাকে আপন পুত্র বলিয়া গ্রহণ, ও আপনার পশ্চাদগামী হইতে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তিনি আপন পিতামাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, এবং বিদায় উপলক্ষে ভোজে আপন লোকদের সহিত ভোজন করিয়া, মহান ভাববাদীর অনুগমন

করিলেন। এই সময় হইতে সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, তিনি তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন।

শমরিয়া সমগ্র রাজ্যের রাজধানী হইলেও, ইতিমধ্যে আহাব ইজ্রায়েলন তলভূমিস্থ যিষ্রিয়েলেও এক রাজপ্রাসাদ ও সুরম্য উদ্যান প্রস্তুত করেন। এইরূপে যখন তিনি সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিতে ব্যাপৃত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহাকে হঠাৎ সেই কার্য্য হইতে স্থগিত হইতে হইল। ফলতঃ অরামের রাজা ২য় বিনহদদ্ আপন অধীনস্থ বত্রিশ জন রাজার সহিত এক যোগে বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্ত লইয়া শমরিয়া অবরোধ করিলেন *। এই সময়ে পূর্ব্বদেশীয় রাজগণের প্রথানুসারে তিনি আপন শত্রুর সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদি ও স্ত্রীপুত্র পরিবার-বর্গ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে কহিলেন। বিষম বিপদের আশঙ্কা করিয়া, আহাব অরামীয় রাজার দাসত্ব স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু বিনহদদ আহাবের এই দুর্ব্বলতা ও ভয় দেখিয়া, দতগণকে পাঠাইয়া বলিলেন যে, কল্য এই সময়ে আমার দাসগণ গিয়া সত্য সত্যই তোমার গৃহ অনুসন্ধান করিবে, ও ভাল ভাল দ্রব্যাদি বাহির করিয়া লইয়া আসিবে। এই অপমান জনক সংবাদ পাইবামাত্র রাজা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, ও দেশের সমস্ত প্রাচীনবর্গকে একত্র করিয়া তাহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহা কিছু ঘটুক না কেন, শমরিয়া রক্ষা করা চাই, ইহা স্থির হইল। বিনহদদকেও তাহার সমাচার দেওয়া গেল; তাহাতে তিনি আবার লোক পাঠাইয়া কহিলেন, আমি শমরিয়া একেবারে ভূমিসাৎ করিব। তাহাতে আহাব উত্তর করিলেন, "তোমরা

* ভূগর্ভ হইতে যে সকল প্রস্তর ফলক বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী প্রস্তরে এই সময়ে বর্ত্তমান এক জন অশূরীয় রাজার ইতিহাস উল্লিখিত আছে। তাহাতে দেখা যায় যে, দম্মেশকের রাজা বিনহদদ যুদ্ধ কালে আপনার অধীনস্থ অনেক রাজার সাহায্য লাভ করিলেন; তাহাদের সহায়তায় তিনি অশূর রাজের সহিত বার বার যুদ্ধও করিলেন। এইরূপ বিভিন্ন তিনটী যুদ্ধের বিবরণও তাহাতে পাঠ করা যায়।

তাঁহাকে বল, যে ব্যক্তি সজ্জা ধারণ করে, সে সজ্জাত্যাগীর ন্যায় শ্লাঘা না করুক।" ইহা শুনিবা মাত্র বিন্‌হদদ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া নগরের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ সৈন্য রচনা করিতে আদেশ করিলেন।

এই সময় একজন ভাববাদী আসিয়া, শত্রুপক্ষীয় বৃহৎ বাহিনীর উপর তাঁহার সম্পূর্ণ জয়লাভের সংবাদ আহাবকে জ্ঞাত করিলেন। তাঁহার পরামর্শমতে রাজা প্রদেশাধ্যক্ষদের দুই শত বত্রিশজন যুবককে অরামীয় শিবিরে প্রেরণ করেন, ও তাহাদের পশ্চাতে সাত সহস্র সৈন্যও যাত্রা করে। এই ক্ষুদ্র দল শমরিয়ার নগর দ্বার ছাড়িয়া অরামীয় শিবিরের দিকে অগ্রসর হইল। যদিও এখন কেবল বেলা দুই প্রহর মাত্র, তথাপি বিনহদদ ও তাঁহার সঙ্গী রাজগণ পান করিয়া মত্ত হইয়াছিলেন। নগর হইতে একটী ক্ষুদ্র দল বাহির হইয়া আসিয়াছে শুনিয়া, মত্ত অবস্থাতেই রাজা আজ্ঞা করিলেন যে, তাহারা সন্ধির নিমিত্তে অথবা যুদ্ধের জন্য যে কোন কারণে আসুক না কেন, তাহাদিগকে জীবন্ত ধর। যাহারা এই আদেশ পালন করিতে বাহির হইল, তাহারা কৃতকার্য্য হইল না। প্রদেশাধ্যক্ষদের সেই যুবকগণ প্রত্যেকে আপনাপন প্রতিযোদ্ধাকে বধ করিল। এই ঘটনা, এবং সাত সহস্র লোক তাহাদের অনুগমন করিতেছে দেখিয়া, অরামীয়েরা পলায়ন করিল। বিনহদদও দ্রুতগামী অশ্বারোহণে পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলেন, এবং ইস্রায়েলের রাজা নির্গত হইয়া মহাসংহারে তাহাদিগকে সংহার করিলেন (১ রাজা ২০ ; ১-২২)।

এইরূপে শমরিয়া রক্ষা পাইল ; কিন্তু যে ভাববাদী এই জয়লাভের বার্ত্তা ঘোষণা করেন, তিনিই আবার আহাবকে চেতনা দিয়া বলেন, আপনি গিয়া আপনাকে বলবান করুন, কেননা আগামী বসন্তকালে উহারা আবার আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে ; আর তাহাই ঘটিল। পরাজিত হওয়াতে অরামীয়েরা মনে করিল, উহারা পর্ব্বতবাসী, আর উহাদের ঈশ্বরও পর্ব্বতগণের ঈশ্বর, এইজন্য উহারা জয়ী হইয়াছিল।

অতএব এবার সমভূমিতে যুদ্ধ করিতে, ও গতবারে যে করাধীন রাজগণ সর্ব্ব প্রথমে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া, তাহাদের পদে বলবান সেনাপতিগণকে নিযুক্ত করিতে, এবং পূর্ব্ববৎ অশ্ব, রথ ও সৈন্য সংগ্রহ করিতে তাঁহারা স্থির করিল। উক্ত ভাববাদীর কথানুসারে বৎসরের আরম্ভে অরামীয় বৃহৎ বাহিনী যর্দ্দনের পূর্ব্বপারে ও সুরিয়া হইতে ইস্রায়েল দেশগামী রাজপথের পার্শ্বে সমভূমিতে অবস্থিত অফেকে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইস্থানে আহাবের বাহিনীও উপস্থিত হইয়া শিবির স্থাপন করিল; কিন্তু তাহাদের সহিত তুলনায় "ইস্রায়েলসন্তানগণ দুই ক্ষুদ্র ছাগপালের ন্যায়" বোধ হইল। এদিকে উহাদের শত্রুগণ দেশময় ব্যাপিয়া গেল। এবারও আর একজন ভাববাদী আহাবের নিকট আসিয়া এই দ্বিতীয়বার জয়লাভের বিষয়ে বলেন যে, "অরামীয়েরা বলিয়াছে যে, সদাপ্রভু পর্ব্বতগণের ঈশ্বর, তলভূমির ঈশ্বর নহেন" কিন্তু এবার তাহারা জানিবে যে, তিনি তলভূমিরও ঈশ্বর (১ রাজা ২০: ২৮)।

সাত দিন পর্য্যন্ত উভয় দল সম্মুখাসম্মুখি হইয়া রহিল; তৎপরে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অরামীয়েরা পুনরায় সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন হইল, এবং বিশৃঙ্খল ভাবে অফেকে পলায়ন করিয়া, পুনরায় দলবদ্ধ হইতে স্থির করিল। কিন্তু তথায় একত্র হইলে, অকস্মাৎ ভূমিকম্প হওয়াতে সহরের সমস্ত প্রাচীর পড়িয়া গেল, ও তাহাতে সাতাইশ সহস্র লোক মারা পড়িল। বিন্‌হদদ ও তাঁহার অনুচরগণ পলাইয়া রক্ষা পাইলেন, এবং অনুচরবর্গের পরামর্শ মতে বিজেতার নিকট দয়া ভিক্ষা চাহিতে স্থির করিলেন। তদনুসারে কটিদেশে চট পরিয়া, মাথায় রজ্জু দিয়া দূতগণ আহাবের নিকট যাত্রা করিলে, আহাব আপন রথে বসিয়া তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিলেন, এবং আপন ভয়ানক শত্রুর মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "তিনি আমার ভ্রাতা।" এই ভ্রাতা সম্বোধন শুনিয়া, অরামীয় দূতগণের সাহস বৃদ্ধি হইল, এবং তাহারা আহাবের আদেশ মতে

আপনাদের প্রভুকে তাঁহার নিকটে ডাকিয়া আনিল। বিন্‌হদদ উপস্থিত হইলে, আহাব আপন রথে তাঁহাকে উঠাইয়া লইলেন। এই আশ্চর্য্য দয়া হেতু তিনি কৃতজ্ঞ হইয়া ইস্রায়েলের রাজার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন, ইস্রায়েলের যে সকল নগর আমার পিতা হরণ করিয়াছেন, সে গুলি আমি ফিরাইয়া দিব, এবং শমরিয়াতে আমার পিতা আপনার জন্য যেমন পল্লী করিয়াছেন, তদ্রূপ আপনিও দম্মেশকে আপনার জন্য পল্লী করুন (১ রাজা ২০; ৩৪)।

ইস্রায়েলের ভয়ানক শত্রুর প্রতি অবিবেচনাপূর্ব্বক কৃত এই দয়া প্রকাশ হেতু, শিষ্য ভাববাদিগণের মধ্যে একজন আহাবকে গুরুতররূপে তিরস্কার করেন। সেই ভাববাদী অন্যের দ্বারা আপনাকে আহত করিয়া চক্ষুর উর্দ্ধে পাগড়ী বাঁধিয়া ছদ্মবেশে পথে আহাবের অপেক্ষায় থাকিলেন। আহাব আসিবামাত্র তাঁহাকে বলেন, "আপনার দাস আমি যুদ্ধে গিয়াছিলাম, আর দেখুন, এক ব্যক্তি পার্শ্বে ফিরিয়া আমার নিকটে একটা পুরুষকে আনিয়া কহিল, এই পুরুষকে রক্ষা কর; ইহাকে যদি কোন ক্রমে না পাওয়া যায়, তবে ইহার প্রাণের পরিবর্ত্তে তোমার প্রাণ যাইবে, নতুবা তোমাকে একমণ রৌপ্য দিতে হইবে। কিন্তু আপনার দাস আমি এদিকে ওদিকে ব্যস্ত ছিলাম, ইতিমধ্যে সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে।" রাজা তৎক্ষণাৎ বিচার করিয়া কহিলেন, "ঐটী তোমার দণ্ড।" তাহাতে সেই ব্যক্তি পাগড়ীটী খুলিয়া ফেলিলে, রাজা তাঁহাকে ভাববাদীদের মধ্যে একজন বলিয়া কেবল চিনিতে পারিলেন তাহা নয়, কিন্তু তাঁহার কথিত দৃষ্টান্তের ভাবও সহজে বুঝিতে পারিলেন। ফলতঃ যিহোবা যাহাকে বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিতে স্থির করিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন; এই হেতু, বিনহদদকে যে দণ্ড দিতে তিনি সঙ্কুচিত হইয়াছেন, সেই দণ্ড তাঁহার ও তাঁহার প্রজাবৃন্দের উপর বর্ত্তিবে (১ রাজা ২০; ৩৫-৪৩)।

তৃতীয় অধ্যায়।

নাবোতের হত্যা—রামোৎ-গিলিয়দের যুদ্ধ।

১ রাজা ২১—২২ অঃ। ২ বংশা ১৮ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ৮৯৮।

এই সমস্ত ঘটনার অল্পকাল পরে, একটী দুর্ঘটনা হইল; আর ইহাই, আহাব ও তাঁহার কুলের প্রতি যে ভয়ানক দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহা সিদ্ধির কারণস্বরূপ হইয়া উঠিল। যিষ্রিয়েলস্থ রাজবাটীর পার্শ্বে নাবোৎ নামক একব্যক্তির দ্রাক্ষাক্ষেত্র ছিল। এই দ্রাক্ষাক্ষেত্র রাজবাটী সংলগ্ন ভূমির সহিত যোগ করিয়া সব্জির ক্ষেত্র করিতে আহাবের একান্ত বাসনা হইল। তিনি নাবোতের নিকট ঐ ক্ষেত্র ক্রয় করিবার, অথবা উহার পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত উত্তম অন্য এক ক্ষেত্র দিবার প্রস্তাব করেন; কিন্তু নাবোৎ আপন পৈতৃক অধিকার ত্যাগ করিতে কোন মতে স্বীকৃত হইল না (লেবী ২৫; ২৩। গণ ৩৬; ৮)। ইহাতে রাজা অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া আপন প্রাসাদে গমন করিলেন, ও শয্যাতে শয়ন করিয়া মুখ ফিরাইয়া থাকিলেন, কিছুই আহার করিতে চাহিলেন না। এই সময়ে ঈষেবলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, তিনি আপন দুঃখের কারণ তাহাকে জ্ঞাত করেন। সে তৎক্ষণাৎ এ বিষয় বন্দোবস্ত করিবার ভার নিজ হস্তে লইয়া আপন স্বামীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল, সেই ক্ষেত্রের জন্য আর দুঃখ করিতে হইবে না; আমি সেই "দ্রাক্ষাক্ষেত্র তোমাকে দিব।" অতএব ঈষেবল আহাবের নাম করিয়া একখানি আজ্ঞাপত্র লিখিল, ও রাজার মুদ্রায় তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া নগরের প্রাচীনবর্গের নিকটপ্রেরণ করিল। ইহাতে আজ্ঞা দেওয়া হইল যে, কোন গুরুতর দুর্ঘটনা প্রযুক্ত তোমরা উপবাস ঘোষণা কর, ও নাবোৎ ঈশ্বরের ও রাজার নিন্দা করিয়াছে, এই সাক্ষ্য দিবার জন্য দুই জন পুরুষকে তাহার সম্মুখে দাঁড়

করাও। তৎপরে তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ কর (যাত্রা ২২; ২৮। লেবী ২৪; ১৫-১৬)। যাহাহউক যিষ্রিয়েলস্থ প্রাচীনবর্গ এই পাশবিকআজ্ঞা প্রতিপালনে আদৌ কোন আপত্তি করে নাই। ইহা দ্বারা সেই সময়ের অবস্থা কেমন শোচনীয়, তাহা বেশ বুঝা যায়। যাহাহউক, নাবোতকে বিচারাসনের সম্মুখে টানিয়া আনা হইল; দোষারোপ করণের পর, সে দোষী বলিয়া সাব্যস্তও হইল; শেষে সে আপন পুত্রগণের সহিত প্রস্তরাঘাতে হত হইল (২ রাজা ৯; ২৬ দ্রষ্টব্য)। পরে প্রাচীনবর্গ রাণীর নিকট সমাচার দিল যে, যিহোবার ও তাঁহার অভিষিক্তের নিন্দাজনিত অপরাধের প্রতিশোধ লওয়া হইয়াছে। এখন নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই রাজসরকারের অধীন করা হইল। তাহাতে ঈষেবল আপন স্বামীকে তথায় গিয়া সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্র অধিকার করিতে বলিল। রাজা তথায় উপস্থিত হইলে, মহান ভাববাদী এলিয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এলিয় এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডপ্রযুক্ত রাজাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া, সদাপ্রভু হইতে ভয়ানক দণ্ড ঘোষণা করেন। ফলতঃ যারবিয়ামের ও বাশার কূলের ন্যায় রাজার ও তাঁহার কূলের গতি হইবে; কুকুরেরা যিষ্রিয়েলের প্রাচীরের কাছে ঈষেবলকে খাইবে, এবং যেখানে কুকুরেরা নাবোতের রক্ত চাটিয়া খাইয়াছে, সেই স্থানে রাজার রক্তও চাটিয়া খাইবে বলা হইল। এই ভয়ঙ্কর দণ্ডের কথা শুনিয়া, আহাব আপন বস্ত্র চিরিলেন, ও চট পরিধান করিয়া উপবাস করিলেন, এবং প্রকৃত অনুতাপের অনেক লক্ষণ দেখাইলেন। এই সমস্ত করায়, ঈশ্বর তাহা গ্রাহ্য করিলেন। তাহাতে এলিয় ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে কহিলেন, এই দণ্ড তোমার জীবন কালে ঘটিবে না; কিন্তু তোমার পুত্রের রাজত্ব কালে তোমার কূলের উপরে নিশ্চয় ঘটিবে (১ রাজা ২১; ২৯)।

ষষ্টি বৎসর পূর্ব্বে শিখিমে যিহুদা ও ইস্রায়েলের মধ্যে যে রাজ্য-বিভাগ হইয়াছিল, তদবধি আর তাহাদের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা দেখা

যায় নাই ; কিন্তু এই সময়ে তাহাদের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। তাহাদের মধ্যে যুদ্ধাদি স্থগিত হইল কেবল তাহা নহে, কিন্তু আহাব ও ঈষেবলের কন্যা অথলিয়ার সহিত যিহোশাফটের পুত্র যোরামের বিবাহ হওয়াতে তাহাদের মধ্যে বিশেষ কুটুম্বতাও স্থাপিত হইল। অধিকন্তু (খ্রীঃ পূঃ ৮৯৮) আহাবের রাজত্বের ষোড়শ বৎসরে যিহূদার রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আহাব অতি সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গী লোকদের জন্য অনেক মেষ ও বলদ মারিলেন (২ বংশা ১৮ ; ২)। এই সময়ে ইস্রায়েলরাজ সুবিধা বুঝিয়া রামোৎ-গিলিয়দ পুনরধিকার করণার্থে তাঁহার সহিত যাত্রা করিতে আপন বন্ধুর নিকট প্রস্তাব করিলেন। ইহার বর্ত্তমান নাম এস্-সল্ট ; ইহা গাদ অঞ্চলস্থ একটী পর্ব্বতশিখরে স্থাপিত। অবস্থানাদি দেখিয়া মোশি ইহা আশ্রয় নগররূপে মনোনীত করেন (দ্বিঃ বিঃ ৪ ; ৪৩। যিহো ২০ ; ৮। ২১ ; ৩৮)। পরে এখানে শলোমনের এক জন গৃহাধ্যক্ষ বাস করিত (১ রাজা ৪ ; ১৩)। ইহা যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থ একটী বিশেষ অঞ্চলের রক্ষার্থে শ্রেষ্ঠ দুর্গ ও চাবিস্বরূপ ছিল ; ইতিপূর্ব্বে ১ম বিনৃহদদ তাহা অম্রির নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন। যাহা-হউক, যিহোশাফট এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্মতি দান করিলেন ; কিন্তু প্রথমতঃ ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানিতে তাঁহার বাসনা হইল। তদনুসারে আহাব আপন রাজ্যস্থ চারিশত জন ভাববাদীকে আহ্বান করেন। তাহারা সকলেই তাঁহাকে একস্বরে একই পরামর্শ দিয়া কহিল, আপনি সেখানে যুদ্ধ যাত্রা করুন, সদাপ্রভু তাহা আপনার হস্তে সমর্পণ করিবেন (১ রাজা ২২ ; ৬)।

যিহূদারাজ ইহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। যাহা দ্বারা সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়, এমন কোন যথার্থ ভাব-

বাদী আছে কি না, তাহা জানিতে চাহিলেন। আহাব স্বীকার করিয়া কহিলেন, হাঁ যিম্লের পুত্র মীখায় নামে এক জন আছে বটে, কিন্তু আমি তাহাকে ঘৃণা করি; কারণ সে আমার অমঙ্গল বই কখনও মঙ্গলের ভাবোক্তি প্রচার করে না। যিহোশাফট ইহা শুনিয়া রাজার এই আপত্তি খণ্ডন করিলেন; তাহাতে মীখায় আহাব কর্তৃক যে কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, তথা হইতে আনীত হইলেন। ইতিমধ্যে উভয় রাজা আপনাপন রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শমরিয়ার প্রবেশদ্বারে স্ব স্ব সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, এবং তাঁহাদের সম্মুখে সেই চারিশতজন ভাববাদী দণ্ডায়মান হইয়া এই যুদ্ধ যাত্রায় কৃতকার্য্য হওন সম্বন্ধে ভাবোক্তি প্রচার করিতেছিল। বিশেষতঃ, তাহাদের মধ্যে কনানার পুত্র সিদিকিয় লৌহময় শৃঙ্গযুগল দৃষ্টান্তভাবে দেখাইয়া বলিল, যাবৎ অরামীয়েরা বিনষ্ট না হয়, তাবৎ এইরূপে আপনারা তাহাদিগকে গুঁতাইবেন। কিন্তু মীখায় অতি সাহসপূর্ব্বক সেই সকলের বিপরীতে ভাবোক্তি প্রচার করিলেন। প্রথমে তিনি এক প্রকার রহস্যভাবে বলেন, যাত্রা করুন, কৃতকার্য্য হইবেন। কিন্তু আহাব তাঁহাকে সত্য কথা বলিতে অনুরোধ করায়, তিনি সাহসপূর্ব্বক দৃঢ়রূপে বলেন, যে, আপনি যেন এই যাত্রায় পতিত হন, এ জন্য এই সকল ভাববাদী মিথ্যাবাদী আত্মায় পূর্ণ হইয়াছে, আর আপনি তাহাদেরই উপর নির্ভর দিতেছেন, আপনার মঙ্গল হইবে না। এই স্পষ্ট বাক্যে অন্যান্য ভাববাদিগণ ঈশ্বরের এই বিশ্বস্ত দাসকে তুচ্ছভাবে বিদ্রূপ করিতে লাগিল, এবং আহাবও তাঁহাকে নগরস্থ কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিতে, ও তাঁহার আহারার্থে কষ্টযুক্ত অন্ন ও জল দিতে আদেশ করিলেন (১ রাজা ২২; ২৭)।

অপর দুই জন রাজা যর্দ্দন পার হইয়া রামোৎ-গিলিয়দে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, বিনূহদদ ও তাঁহার সঙ্গী রাজগণ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। আহাব পূর্ব্ব হইতে আপন দুর্ভাগ্যের

অবস্থা জ্ঞাত হওয়াতে আপনি ছদ্মবেশে যুদ্ধে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু যিহূদার রাজাকে আপন রাজবস্ত্র পরিধান করিয়া যাইতে বলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, বিন্‌হদদের বত্রিশ জন সেনাপতি যে আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তদনুসারে, যিহোশাফটকে ইস্রায়েলের রাজা মনে করিয়া তাঁহাকেই বধ করিতে অগ্রসর হইল; কিন্তু তাঁহার স্বর দ্বারা তাহারা বুঝিল যে, তিনি আহাব নহেন। তখন তাহারা তাঁহার পশ্চাদগমন হইতে নিবৃত্ত হইল। আহাব অন্য বেশ ধারণকরিলেও, ভাবি বিপদ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। "একটা লোক লক্ষ্য ব্যতিরেকে ধনুক আকর্ষণ করিয়া ইস্রায়েলের রাজার উদরত্রাণের ও বর্ম্মের সন্ধিস্থানে বাণাঘাত করিল।" সৈন্যগণ যেন ভগ্নোৎসাহ না হয়, এজন্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহাকে আপন রথে দণ্ডায়মান করিয়া রাখা হইল, পরে তিনি মরিয়া গেলেন। লোকেরা তাঁহার মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আনিয়া, শমরিয়াতে কবর দিল; কিন্তু যে পুষ্করিণীর ধারে নাবোৎ ও তাহার পুত্ত্রগণকে হত্যা করা হয়, সেই পুষ্করিণীতে তাঁহার রক্তমাখা রথ প্রক্ষালন করণ সময়ে, সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে কুকুরেরা তাঁহার রক্ত চাটিয়া খাইল। পালকহীন ও প্রভুহীন প্রজাগণ ছিন্ন ভিন্ন হইল, ও শত্রুদের সম্মুখে পরাজিত হইয়া, আপনাপন স্থানে প্রস্থান করিল। এইরূপে এলিয়ের (১ রাজা ২১; ১৯) ও মীখায়ের কথিত (১ রাজা ২২; ১৭) ভাববাণী সম্পূর্ণরূপে সফল হইল।



চতুর্থ অধ্যায়।

যিহোশাফটের রাজত্ব কালীন যুদ্ধ ও এলিয়ের স্বর্গারোহণ।

২ রাজা ১—২ অঃ। ২ বংশা ১৯—২০ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ৮৯৬।

যে যুদ্ধে যিহোশাফট প্রায় মৃত্যুদ্বারে উপস্থিত হন, সেই যুদ্ধ হইতে গৃহে প্রত্যাগমনের পর, একজন ভাববাদী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইস্রায়েলরাজের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপন হেতু গুরুতর রূপে তাঁহাকে অনুযোগ করেন (২ বংশা ১৯ ; ২)। ইহাতে তিনি আপন প্রজাগণের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য আপন জীবনের অবশিষ্ট কাল ব্যয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এই উদ্দেশ্যে, তিনি স্বয়ং বেরশেবা অবধি ইফ্রয়িম পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশে দ্বিতীয়বার যাত্রা করিয়া, আপন প্রজাদিগকে যিহোবার পক্ষে ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হন। এতদ্ভিন্ন তিনি বিচারপ্রণালীরও উন্নতি সাধন করেন; প্রাচীরবেষ্টিত নগরসমূহের মধ্যে, প্রতিনগরে বিচারকর্তৃগণকে নিযুক্ত ও আপন রাজধানীর বিচারপ্রণালী সংশোধন করেন। অতঃপর তিনি বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে মনোযোগী হইয়া ওফীরের সহিত স্বর্ণের ব্যবসা করণাভিপ্রায়ে ইৎসিয়োনগেবরে কতকগুলি জাহাজ নির্ম্মাণ করাইলেন। আহাবের পুত্র ইস্রায়েলের রাজা অহসিয় এই কার্য্যে তাঁহার সহিত যোগ দিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহাতে কৃতকার্য্য না হওয়ায়, যিহোশাফট অহসিয়ের সহিত আর সংস্রব রাখিলেন না (২ বংশা ২০ ; ৩৭। ১ রাজা ২২ ; ৪৯-৫০)।

তাঁহার রাজত্বের শেষাংশ শান্তিপূর্ণ ছিল না। ফলতঃ মোয়াবীয় অম্মোনীয় ও ইদোমীয় লোকদের এক বৃহৎ বাহিনী আসিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল। তাহারা হৎসসোন্-তামরে অর্থাৎ ঐনগদীতে শিবির স্থাপন করিল। ইহাতে তিনি যারপরনাই ভীত হইয়া সমস্ত

রাজ্যে উপবাস ঘোষণা করাইলেন; তাহাতে যিহূদার লোকেরা স্ব স্ব স্ত্রীপুত্রপরিবারের সহিত ঈশ্বরের সাহায্য লাভার্থে যিরূশালেমে একত্র হইল। অতি বিনয়পূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকট তাঁহার প্রার্থনা করণ কালে আসফবংশজাত যহসীয়েল নামক একজন লেবীয়েতে সদাপ্রভুর আত্মা আবেশ করিলেন। (এই সময়ে তিনি মন্দিরের সেবানুষ্ঠান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন)। তিনি রাজাকে কহিলেন, কল্য নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে: তোমরা কেবল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে ও দেখিবে। ইহা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ধন্যবাদ প্রদানার্থে একটী গীত গান করা হইল (১৩৬ গীত ১। তুলনা ৪৮ ও ৯২ গীত। যোয়েল ৩; ২, ১২)। প্রাতঃকালে উঠিয়া যিহূদার বাহিনী, ও তাহাদের অগ্রে অগ্রে লেবীয়দের গায়ক দল পবিত্র নগরী ছাড়িয়া যিরূশালেম হইতে বার ঘণ্টার পথ দূরবর্ত্তী তকোয় * প্রান্তরের দিকে যাত্রা করিল। দায়ূদও তাঁহার সঙ্গীগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণকালে অনেকবার এখানকার গুহায় আপনাদিগকে লুকাইলেন। মরুভূমিবাসীদের পক্ষে ইহা বড় বিপদজনক স্থান; ইহা উচ্চ ও নিম্নভূমি সমাকীর্ণ, ও স্থানে স্থানে গুহা ও জঙ্গলপূর্ণ হওয়াতে কে কখন্ কোথা হইতে আসিতেছে, তাহা স্থির করা কঠিন। এই স্থানে অম্মোনের ও মোয়াবের সন্তানগণ সেয়ীর পর্ব্বত হইতে আগত আপনাদের সাহায্যকারী ইদোমীয়দিগকে দেখিবামাত্র তাহাদিগকে শত্রু মনে করিয়া পরস্পর একজন অন্যের বিরুদ্ধে খড়্গ চালনা করিল। যিহূদার যোদ্ধৃবর্গ তকোয় প্রান্তরের প্রহরিদুর্গে উপস্থিত হইলে, রাশীকৃত মৃতদেহ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইল না। এই সমস্ত

---

* তকোয় রহবিয়াম কর্ত্তৃক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হয় (২ বংশা ১১; ৬); ইহা আমোষ ভাববাদীর জন্ম স্থান (আমো ১; ১); পরে পূর্ব্বদিকস্থ প্রান্তরও ঐ নামে আখ্যাত হয় (২ বংশা ২০, ২০)। বর্ত্তমান কালে এই পথ দিয়া ডাকাইতের দল সচরাচর মোয়াব হইতে পালেষ্টাইনের দক্ষিণাঞ্চলে যাতায়াত করে।

শব হইতে বহুমূল্য অলঙ্কার খুলিয়া লইতে, ও শত্রুদের তাড়াতাড়ি প্রযুক্ত যাহা যাহা ফেলিয়া গিয়াছিল, সেই সমস্ত ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করিতে তাহাদের তিনদিন লাগিল। চতুর্থ দিনে তাহারা * বরাখা (ধন্যবাদ) তলভূমিতে একত্র হইয়া যিহোবার স্তব ও ধন্যবাদ করিল; পরে যিহোশাফটের সৈন্যগণ তুরী বাজাইতে বাজাইতে যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিল (২ বংশা ২০; ২৬ ২৮)।

ইতিমধ্যে অহসিয় ঘোর বিপদের মধ্যে অল্পকালমাত্র রাজত্ব করেন। ফলতঃ রামোৎ-গিলিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাজনিত কুফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল। অরামীয়েরা যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থ অঞ্চলের কর্ত্তা হওয়ায়, করাধীন রাজ্য মোয়াবের সহিত, তাঁহার যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা রহিত হইল। তাহাতে মোয়াব ইস্রায়েলের অধীনতা ত্যাগ করিয়া, যে এক লক্ষ মেষশাবক ও এক লক্ষ মেষ বার্ষিক করস্বরূপে প্রদান করিত, তাহা আর দিল না (২ রাজা ৩; ৪)। অহসিয় এই বিদ্রোহ দমন করিবার পূর্ব্বেই শমরিয়াস্থিত রাজবাটীর জানালার মধ্য দিয়া পড়িয়া গিয়া অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হন। তিনি আপন মাতার ন্যায় ফৈনিকীয় দেবতাভক্ত ছিলেন বলিয়া, শুভাশুভ জানিতে পলেষ্টীয়-ইক্রোণের দেবতা বাল-সবূবের মন্দিরে লোক প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে এলিয়ের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। যিহোবার পরিবর্ত্তে পরজাতীয় দেবতার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে দেখিয়া, তিনি তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন, এবং স্পষ্টই কহিলেন, তোমাদের কর্ত্তা যে খট্টায় শয়ন করিয়া আছে, তাহা হইতে আর নামিবে না, নিশ্চয়ই মরিবে। তাহারা ফিরিয়া গিয়া অহসিয়কে সবিশেষ জানাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ব্যক্তি এই প্রকার কথা কহিলেন,

* বরাখার বর্ত্তমান নাম বেরাইকুট; বৈৎলেহেম হইতে হিব্রোণগামী রাজপথও তকোয়ের ঠিক মধ্যস্থানে ইহার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

তিনি কি প্রকার লোক? তাহারা উত্তর করিয়া কহিল, তিনি লোমশ পুরুষ, ও তাঁহার কটিদেশে চর্ম্ম পটুকাবদ্ধ। তাহা শুনিয়া রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পিতার পরম শত্রু এলিয়ই সেই ব্যক্তি। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইলেও, ইহাতে তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল। তখন তিনি কর্ম্মিল পর্ব্বত হইতে এলিয়কে ধরিয়া আনিতে পঞ্চাশ জন সৈন্যের সহিত এক জন অধ্যক্ষকে তথায় প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি উঠিয়া গিয়া এলিয়কে পর্ব্বতের উপরে বসিয়া থাকিতে দেখিল, এবং সে তাঁহাকে কহিল, "হে ঈশ্বরের লোক, রাজা বলিয়াছেন, তুমি নামিয়া আইস।" তাহাতে এলিয় উত্তর করিলেন, "যদি আমি ঈশ্বরের লোক হই, তবে আকাশ হইতে অগ্নি নামিয়া তোমাকে ও তোমার পঞ্চাশ জন লোককে গ্রাস করুক।" ইহা বলিবামাত্র অগ্নি নামিয়া তাহাকে ও তাহার পঞ্চাশজন লোককে গ্রাস করিল। ঠিক সেইরূপ আর এক দল সৈন্য রাজাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইলে, তাহাদের ভাগ্যেও সেইরূপ ঘটিল *। পরে তৃতীয় সেনাপতি প্রেরিত হইলে, সে এলিয়কে নামিয়া আসিতে নম্রভাবে অনুরোধ করিল। অপিচ তাহার সহিত নামিয়া যাইতে কোন ভয় নাই, ইহা ঈশ্বর কর্ত্তৃক জ্ঞাত হইয়া তাহার সঙ্গে রাজদরবারে তিনি উপস্থিত হইলেন, এবং রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার মৃত্যু যে আসন্ন, তাহা জ্ঞাত করিলেন। কএক দিনের মধ্যে অহসিয়ের মৃত্যু হয়, তাহাতে তাঁহার পুত্র যিহোরাম তাঁহার পদে রাজা হন (২ রাজা ১; ২-১৭)।

আহাবের পরিবারস্থ লোকের সহিত এলিয়ের এই শেষ দেখা। যিহুদার রাজগণের সহিত এলিয়ের সম্বন্ধে, ইতিহাসে কেবল একবার

---

* আমাদের প্রভু যীশু যখন আপন শিষ্যগণের সহিত কম্মিলের পার্শ্ব দিয়া যিরূশালেমে যাত্রা করেন, তখন শমরীয়দের কুব্যবহার হেতু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া যাকোব ও যোহন স্বর্গ হইতে অগ্নি নামাইয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন (লূক ৯; ৫১-৫৬)।

উল্লেখ দেখা যায়। ফলতঃ যিহোশাফটের পুত্র আপন পিতার জীবদ্দশায় কিছু রাজ্যের ভার প্রাপ্ত হন; কিন্তু আপন পিতার পথে না চলিয়া আহাবের ও ইস্রায়েলের রাজাদের পথে চলিতেছেন শুনিয়া এলিয় প্রতিমাপূজা হেতু তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া ভাবি দণ্ডের বিষয় জ্ঞাত করিতে এক খানি পত্র লিখেন (২ বংশা ২১; ১২-১৫)।

কিছুদিন পরে এলিয় বুঝিতে পারিলেন যে, পৃথিবী হইতে তাঁহাকে শীঘ্র চলিয়া যাইতে হইবে। অতএব তিনি, ইলীশায় তাঁহাকে না ছাড়ায় অগত্যা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ইফ্রয়িম পর্ব্বতের পশ্চিমপ্রান্তস্থ গিলগল হইতে বৈথেলে যাত্রা করেন। সেখানে শিষ্যভাববাদিগণের মধ্যে দুইজনের সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারা ইলীশায়কে জিজ্ঞাসা করেন, অদ্য আপনার প্রভু আপনার নিকট হইতে নীত হইবেন, ইহা কি জানেন? ইলীশায় কহিলেন, আমি তাহা জানি, তোমরা চুপ কর। তাঁহার বিশ্বস্ত পরিচারক যেন বৈথেলে অবস্থিতি করেন, তজ্জন্য এলিয় বিশেষ চেষ্টা করিলেও, ইলীশায় কোন মতে তাঁহাকে ছাড়িলেন না। অতএব তাঁহারা উভয়ে যিরীহোতে আসিলেন। এখানেও ভাববাদিগণ পূর্ব্ববৎ ইলীশায়কে তদ্বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিলে তিনি কহিলেন, আমি তাহা জানি, তোমরা চুপ কর। তাঁহারা উভয়ে যর্দ্দনের দিকে যাত্রা করিলে, শিষ্য ভাববাদিগণের মধ্যে পঞ্চাশ জন লোক নগরের পশ্চাদ্ভাগে নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে উঠিয়া, ঘটনা কি হয় দেখিবার জন্য দাঁড়াইলেন। তাঁহারা নদীতীরে উপস্থিত হইলে এলিয় আপন শালখানি ধরিয়া জড় করিয়া জলে আঘাত করিলেন, তাহাতে জল এদিকে ওদিকে বিভক্ত হইল। তখন তাঁহারা দুই জনে শুষ্ক ভূমি দিয়া পার হইলেন। পার হইলে পর, এলিয় আপন দেশের সীমায় উপস্থিত হইলেন। অতএব আপন দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট হইতে আমার নীত হইবার পূর্ব্বে আমি তোমার জন্য কি করিব? ইলীশায়

উত্তর করিলেন, "আপনকার আত্মার দুই অংশ আমাতে বর্ত্তুক।" যদিও তিনি অতি কঠিন বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার নিকট হইতে এলিয়ের নীত হওন কালে যদি তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান, তবে যাচিতবর প্রাপ্ত হইবেন, এরূপ প্রতিজ্ঞা করা হইল। তাঁহারা যাইতে যাইতে কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে হঠাৎ অগ্নিময় এক রথ ও অগ্নিময় অশ্বগণ আসিয়া উভয়কে পৃথক করিল, এবং এলিয় এইরূপে ঘূর্ণবায়ুতে স্বর্গারোহণ করিলেন। এলিয়ের স্বর্গে নীত হওন কালে ইলীশায় অতি দুঃখের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "হে আমার পিতঃ হে আমার পিতঃ! হে ইস্রায়েলের রথ ও তাহার অশ্বারূঢ়গণ!" কিন্তু তিনি তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। দুঃখের চিহ্নস্বরূপ আপন বস্ত্র চিরিয়া দুইখান করিলেন, ও আপন প্রভুর শালখানি তুলিয়া লইয়া নদীর ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। পরে শালখানি জড়াইয়া এলিয়ের ন্যায় জলে আঘাত করিয়া কহিলেন, "এলিয়ের ঈশ্বর সদাপ্রভু কোথায়?" তাহাতে জল এদিকে ওদিকে বিভক্ত হইল, এবং ইলীশায় পার হইয়া গেলেন। ইতিমধ্যে শিষ্যভাববাদিগণ এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে যিরীহো হইতে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে ভূমিতে প্রণিপাত করিলেন, এবং ইলীশায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহারা পঞ্চাশজন বলবান লোককে এলিয়ের অন্বেষণ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, কি জানি সদাপ্রভুর আত্মা তাঁহাকে তুলিয়া কোন পর্ব্বতে বা উপত্যকাতে ফেলিয়া গিয়াছেন। তিনদিন পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিলেও তাঁহারা তাঁহাকে পাইলেন না। এইরূপে ইস্রায়েলের সমস্ত ভাববাদীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মহান ব্যক্তির কার্য্য শেষ হইল; তিনি পরলোকে নীত হইলেন (২ রাজা ২; ১১-১৮)।

পঞ্চম অধ্যায়।

যিহোশাফট ও যিহোরাম; ইলীশায়ের বৃত্তান্ত।

২ রাজা ২—৪ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ৮৯৫।

ইলীশায় কিছুদিনের জন্য পুনর্নির্ম্মিত যিরীহো নগরে অবস্থান করেন, ও এখানে তিনি আপনার দ্বিতীয় অলৌকিক কার্য্য সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে সাধন করেন। নগরের পশ্চাদ্বর্ত্তী উচ্চ পর্ব্বতের নিম্নে দুইটী উনুই ছিল, তাহার জল কখনও শুকাইয়া যাইত না। যর্দ্দনের যে তলভূমি জলাভাবে মরুভূমিবৎ শুষ্ক স্থানে পরিণত হইত, তাহা এই দুই উনুইয়ের সাহায্যে গ্রীষ্মকালেও ফলশস্যাদি উৎপন্ন করণে সমর্থ হইত; কিন্তু এই সময়ে এই দুইয়ের মধ্যে একটীর জল বিষাক্ত ও ব্যবহারের অনুপযোগী হইল। অতএব তন্নিবাসী লোকদের বিশেষ অনুরোধে ইলীশায় সেই উনুয়ের জলে কিছু লবণ ফেলিয়া তাহা ভাল ও ব্যবহারের উপযোগী করেন (২ রাজা ২; ১৯-২২)। তথা হইতে তিনি বৈথেলে যাত্রা করেন। এখানে শিষ্য ভাববাদিগণের শিক্ষার্থে একটী টোল থাকিলেও, ইহা যারবিয়ামের স্থাপিত গোবৎস প্রতিমাপূজার কেন্দ্র স্থান ছিল। একটী সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া তাঁহার নগরে যাত্রা কালে কতকগুলি যুবক আসিয়া গম্ভীর ভাবাপন্ন এলিয়ের নম্র উত্তরাধিকারীকে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল, "রে টাক পড়া, উঠিয়া আয়।" তখন তিনি পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইয়া সদাপ্রভুর নামে তাহাদিগকে শাপ দিলেন; তাহাতে বন হইতে দুইটী ভল্লূকী আসিয়া, তাহাদের মধ্যে বেয়াল্লিশ জনকে বিদীর্ণ করিল। ইলীশায় অতঃপর কর্ম্মিল পর্ব্বতে গিয়া কিছু দিন অবস্থিতি করেন, এবং তথা হইতে শমরিয়াতে প্রত্যাগমন করিয়া তথায় বসতি করেন (২ রাজা ২; ১৫)।

শমরিয়া রাজধানী হওয়াতে যিহোরাম তথায় বাস করিতেন; তিনি আপন পিতার ন্যায় প্রতিমাপূজায় আসক্ত ছিলেন। বোধ হয়, এলিয়ের কার্য্য গুণে তিনি বালের প্রতিমা দূর করিয়া দিয়া যারবিয়ামের স্থাপিত গোবৎসের পূজা প্রচলিত করেন। তিনি আপন ভ্রাতা অহসিয়ের মৃত্যুপ্রযুক্ত এ পর্য্যন্ত বিদ্রোহীমোয়াবীয়দিগকে শাসন করিতে পারেন নাই। এখন তিনি যিহোশাফটের সাহায্য পাইয়া, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। মৃত হ্রদের উত্তরে যর্দ্দন নদী পার না হইয়া, তাহারা দক্ষিণদিক দিয়া যাত্রা করেন, ও ইদোমের উত্তর বিভাগে উপস্থিত হইলে, তথাকার রাজাও তাঁহার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। এই রূপে তাহারা সকলে সাতদিনের পথ ঘুরিয়া গেলে, সমস্ত বাহিনী জলাভাবে ব্যাকুল হইল। এইরূপ বিপদ সময়ে যিহোশাফট যিহোবার কোন এক জন ভাববাদীর পরামর্শ গ্রহণ করা বিহিত জ্ঞান করিলেন। অনুসন্ধানের পর, ইলীশায় নিকটে আছেন শুনিয়া, তিন জন রাজা তাঁহার পরামর্শ লইতে গমন করিলেন। ইস্রায়েলরাজের সহিত কথা বলিতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না; তথাপি ধার্ম্মিক যিহুদারাজের উপস্থিতি হেতু তিনি এক জন বীণা-বাদককে ডাকিলেন। এই ব্যক্তি বীণা বাজাইলে, ঈশ্বরের আত্মা ইলীশায়ের উপর আবেশ করিলেন। তখন তিনি স্রোতোমার্গ খাতময় করিতে বলেন, ও এই ভাববাণী প্রকাশ করেন যে, "সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা বায়ু দেখিবে না, ও বৃষ্টি দেখিবে না, তথাপি এই স্রোতোমার্গ জল পরিপূর্ণ হইবে।" কেবল তাহা নহে, "তিনি মোয়াব-কেও তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন।"

পরদিন যিরূশালেম মন্দিরে প্রাতঃকালীন নৈবেদ্য উৎসর্গ করণ কালে, ইদোমের পূর্ব্বঅঞ্চলস্থ পর্ব্বতে হঠাৎ অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়াতে তথা হইতে রাঙ্গা মাটীর জল আসিয়া খাতসকল পরিপূর্ণ করিল।

মোয়াবীয়েরা প্রত্যুষে উঠিয়া তিনজন রাজার আক্রমণের অপেক্ষায় তাহাদের শিবিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। হঠাৎ এই জলস্রোত তাহাদের দৃষ্টিপথে পড়িলে, প্রাতঃকালীন সূর্য্যের কিরণ পতিত হওয়ায় তাহা রক্তের ন্যায় দৃষ্ট হইল। তাহাতে তাহারা মনে করিল যে, রাজগণ পরস্পর কাটাকাটি করিয়া মরিয়াছে। অতএব লুট পাইবার আশায় তাহারা তৎক্ষণাৎ ইস্রায়েলের শিবিরের দিকে ধাবমান হইল। কিন্তু শিবিরে উপস্থিত হইবামাত্র, তাহারা অপ্রস্তুত অবস্থায় ইস্রায়েলকর্তৃক আক্রান্ত হইল, এবং সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন হইয়া তাহাদের সম্মুখহইতে পলায়ন করিল। তাহারা আপন নগরে পলায়ন করিলেও, রাজগণ তাহাদের পশ্চাদগমন করিয়া বৃক্ষসকল কাটিয়া ফেলিল, কূপসকল বুজাইল ও নগরসকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এমন কি উর্ব্বরাক্ষেত্রে প্রস্তর ফেলিয়া তাহা অকর্ম্মণ্য করিয়া দিল। কেবল কীরহরাসতে মোয়াবীয়দের অধিকার থাকিল। এখানে মোয়াবের রাজা সাত শত খড়্গধারীকে সঙ্গে লইয়া ইদোমীয়-বাহিনী ভেদ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অকৃতকার্য্য হওয়াতে, অবশেষে আপন উত্তরাধিকারী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইয়া ইস্রায়েলের সাক্ষাতে প্রাচীরের উপরে কমোশ দেবের উদ্দেশে হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিল। এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া সেই তিন জন রাজা অত্যন্ত দুঃখিতমনে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন (২ রাজা ৩ ; ২০-২৭)।

যিহোরামের রাজত্বকালে ইলীশায় আরো অনেক অলৌকিক কার্য্য করেন। তাহার বৃত্তান্ত শুনিলে সত্যধর্ম্মের প্রতি অনেকের বিশ্বাস দৃঢ় হইবে, সন্দেহ নাই।

(১) শিষ্য ভাববাদিগণের মধ্যে এক জনের বিধবা স্ত্রী ঋণগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছিল। মহাজন তাহার দুই পুত্রকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিতে চাহিল। এই বিপদে পড়িয়া

সে ভাববাদীকে সবিশেষ জানাইয়া কহিল, গৃহে এক বাটী তৈল ভিন্ন আমার আর কিছুই নাই। এই তৈলটুকু ইলীশায় এত বৃদ্ধি করিলেন যে, সেই স্ত্রীলোক অনেক শূন্যপাত্র চাহিয়া আনিলেও, সে সমস্ত পূর্ণ হইল। পরে সে সেই তৈল বিক্রয় করিয়া, মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিল (২ রাজা ৪ ; ১-৭)।

(২) ইষাখর গোষ্ঠীর মধ্যে শূনেম নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লী ছিল। ভাববাদী অনেকবার ঐ পথ দিয়া যাতায়াত করিতেন। তথায় এক ধনবতী স্ত্রীলোক ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি তাঁহার গৃহে একবার অবস্থিতি করেন। সেই স্ত্রীলোক ভাববাদীর জন্য একটী ছোট কুঠরী নির্ম্মাণ করিতে আপন স্বামীকে অনুরোধ করেন, যেন তিনি ঐ পথ দিয়া যাতায়াত কালে ইচ্ছামত তথায় থাকিতে পারেন। এক দিন ইলীশায় আপন ভৃত্য গেহসিকে সঙ্গে লইয়া ঐ কুঠরীতে প্রবেশ করিয়া অবস্থিতি করেন। গৃহস্বামিনীর দয়া প্রযুক্ত তিনি কৃতজ্ঞ হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "রাজার কিম্বা সেনাপতির নিকটে তোমার কি কোন নিবেদন আছে?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি আপন লোকদের মধ্যে বাস করিতেছি।" উহাঁর জন্য কি করা যায়, ভাবিয়া গেহসি কহিল, উহাঁর পুত্র নাই, স্বামীও বৃদ্ধ। তখন ইলীশায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন, আগামী বৎসরে এই সময় তোমার একটী পুত্রলাভ হইবে। সময়ে তাঁহার বাক্য সফল হইল। ছেলেটী বড় হইলে একদিন ঘটনাক্রমে শস্যক্ষেত্রে আপন পিতার নিকট গমন করিল; তথায় সূর্য্যের অত্যন্ত উত্তাপ লাগাতে ব্যথিত হইয়া সে আপন পিতাকে কহিল, আমার মাথা! আমার মাথা! তাহাতে পিতার আজ্ঞানুসারে একজন দাস তাহার মাতার নিকটে তাহাকে লইয়া গেল, মধ্যাহ্ন সময়ে মাতার কোলে বালকটী মরিল। এই ভয়ানক বিপদে পড়িয়া স্ত্রীলোকটী তৎক্ষণাৎ ভাববাদীর কুঠরীতে লইয়া গিয়া তাঁহার খাটে

তাহাকে শয়ন করাইলেন। পরে তিনি একজন দাসকে সঙ্গে লইয়া গাধায় চড়িয়া আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী কর্ম্মিল পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন। তখন ইলীশায় তথায় ছিলেন ; দূর হইতে তিনি তাঁহাকে চিনিয়া আপন দাস গেহসিকে তাঁহার আগমনের কারণ জানিতে পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি এক জন দাসকে আপন মনের দুঃখ কেন বলিবেন? অতএব অগ্রসর হইয়া তিনি ভাববাদীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, ও তাঁহার সম্মুখে উবুড় হইয়া চরণ চুম্বন করিলেন। তাঁহার পুত্রের বিষয় শুনিবামাত্র ইলীশায় সমস্ত অবগত হইয়া গেহসিকে বলিলেন, কটিবন্ধন কর, আমার যষ্টি হস্তে লইয়া দৌড়িয়া যাও, ও বালকটীর মুখের উপর তাহা রাখিও। গেহসি চলিয়া গেল। বালকটীর মাতা না ছাড়াতে ইলীশায়ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলে গেহসির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। সে বলিল, বালকটীর মুখের উপর যষ্টি রাখিয়াছি বটে, কিন্তু "কোন শব্দ কিম্বা অবধানের কোন লক্ষণ পাওয়া গেল না।" ঘরে উপস্থিত হইলে ইলীশায় একাকী আপন কুঠরীতে প্রবেশ করিলেন, এবং দ্বার বদ্ধ করিয়া সদাপ্রভুর নিকট অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে প্রার্থনা করিলেন। পরে তিনি মৃতদেহের উপর শয়ন করিলে, বালকটীর গাত্র গরম হইতে লাগিল ; তাহাতে সে সাতবার হাঁচিয়া চক্ষু মেলিল। পরে গেহসি শূনেমীয়াকে ডাকিয়া আনিলে, তিনি আপন পুত্রকে জীবিত দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, ও তাহাকে তুলিয়া লইয়া বাহিরে গেলেন * (২ রাজা ৪ ; ৮-৩৭)।

* এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে, ও শমরিয়াতে নামানের যাত্রার পূর্ব্বে, (তুলনা ২ রাজা ৮ ; ১-৪) দেশের মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে শূনেমীয়া পলেষ্টীয়দের নিম্ন অঞ্চলে গিয়া প্রবাস করেন। দুর্ভিক্ষ শেষ হইলে তিনি আপন পুত্রের সহিত স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন, তাঁহার বসতিবাটী ও ভূসম্পত্তি আদি অন্যে ভোগ দখল করিতেছে। এক দিন রাজা গেহসির মুখে ইলীশায়ের কৃত মহৎ কর্ম্ম সকলের, বিশেষতঃ শূনেমে সাধিত সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য কর্ম্মের বৃত্তান্ত শুনিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ ঐ স্ত্রীলোকটী আপন পুত্রের সহিত রাজার

(৩) দুর্ভিক্ষের সময়ে ইলীশায় পুনরায় গিলগলে উপস্থিত হন। তাঁহার সম্মুখে শিষ্যভাববাদিগণ বসিয়াছিল; তাহাদের জন্য তরকারি পাক করিতে বলায়, তাহাদের এক জন কতক বনশসা ও দ্রাক্ষাফল আনিয়া পাকের হাঁড়িতে দিল; কিন্তু খাইতে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "হাঁড়ির মধ্যে মৃত্যু আছে।" তখন ইলীশায় তাহাতে কিছু ময়দা ফেলিয়া দিলে, তাহার বিষ কাটিয়া গেল, ও তাহা আহারের উপযুক্ত হইল (২ রাজা ৪; ৩৮-৪১)।

(৪) গিলগলে ইলীশায়ের অবস্থানকালে বাল-শালিশা হইতে (১ শমূ ৯; ৪) একজন লোক যবের কুড়ি খান রুটী ও ছালায় করিয়া কিছু শস্যের তাজা শীষ আনিয়া তাঁহাকে দিল (তুলনা গণ ১৮; ৮, ১২। দ্বিঃ বিঃ ১৮; ৩-৪)। সেই সময়ে তাঁহার নিকট একশত লোক উপস্থিত ছিল। ইলীশায় উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে তাহা পরিবেষণ করিতে আপন দাসকে আদেশ করেন; কিন্তু তাহা অল্প দেখিয়া সে আপত্তি করে। তাহাতে ইলীশায় বলেন, "ইহা লোকদিগকে দেও, তাহারা ভোজন করুক; কেননা সদাপ্রভু কহিতেছেন, তাহারা ভোজন করিবে ও উদ্বৃত্ত রাখিবে" তাহাতে সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে তাহারা ভোজন করিল, আর উদ্বৃত্ত রাখিল (২ রাজা ৪; ৪২-৪৪)। এইরূপে ইলীশায় আমাদের প্রভুর কৃত অভিজ্ঞানকর্ম্মের নিদর্শন দেখাইলেন।

নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে গেহসি তাঁহাকে দেখাইয়া কহিল, এই সে স্ত্রী ও এই তাঁহার পুত্র; ইহাকেই ইলীশায় পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। তখন রাজা তাঁহার সর্ব্বস্ব এমন কি, বিদেশে প্রবাসকালীন ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যাদি পর্য্যন্ত তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে আদেশ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ইলীশায় ও নামান—শমরিয়া অবরোধ।

২ রাজা ৫-৭ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ৮৯৪-৮৯২।

কিয়দ্দিনের মধ্যেই ইলীশায়ের সুখ্যাতি দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই সময়ে নামান নামে এক ব্যক্তি অরামীয় রাজা বিনহদদের সেনাপতি ছিলেন (লূক ৪; ২৭)। তিনি নিজ প্রভুর পক্ষে নানা স্থানে যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করায়, ও আপন বীরত্ব প্রযুক্ত সকলের নিকট সম্ভ্রমের পাত্র হইয়া উঠেন। প্রায় সর্ব্বদা তাঁহাকে রাজার নিকটে থাকিতে হইত; কিন্তু "তিনি কুষ্ঠ রোগী ছিলেন।" তিনি এক জন ইস্রায়েলীয় লোক হইলে, এই ভয়ানক রোগ প্রযুক্ত ব্যবস্থানুসারে তাঁহাকে সমাজের বাহিরে থাকিতে হইত; কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত সেনাপতি পদে নিযুক্ত থাকায়, অরামীয়দের মধ্যে এই ব্যবস্থা-প্রচলিত ছিল না বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, ইস্রায়েলদেশহইতে আনীতা এক ছোট বালিকা তাঁহার স্ত্রীর পরিচর্য্যা করিত। বোধ হয়, কোন সময়ে যুদ্ধ করিতে গিয়া তাহাকে বন্দি করিয়া আনা হয়। বালিকাটী ইলীশায় ও তাঁহার ক্ষমতা সম্বন্ধে ভালরূপে জানিত, তাই সে একদিন আপন কর্ত্রীকে বলিল, শমরিয়ার ভাববাদীর সহিত যদি আমার প্রভুর একবার সাক্ষাৎ হইত, তবে তিনি নিশ্চয় এই রোগ হইতে মুক্ত হইতেন। এই বালিকার সমস্ত কথা নামানকে বলা হয়; তাহাতে নামান বিনহদদকে সবিশেষ জ্ঞাত করেন। অরামীয় রাজা ইহা শুনিয়া ইস্রায়েলরাজ যিহোরামের নিকটে একখান পত্র লিখেন, ও তৎসঙ্গে আপন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। নামান উপঢৌকন স্বরূপ দশমণ রৌপ্য, ছয়সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও দশজনকের বিখ্যাত ছয়খান বহুমূল্য বস্ত্র লইয়া প্রস্থান করেন। শমরিয়াতে উপস্থি

হইলে, নামান পত্রখানি যিহোরামের হস্তে প্রদান করেন। তিনি অরামীয়রাজার "প্রেরিত সংক্ষিপ্ত 'আদেশ পত্র' পাঠ করিবামাত্র আপন বস্ত্র চিরিয়া কহিলেন, "মারিবার ও বাঁচাইবার ঈশ্বর কি আমি যে, এই ব্যক্তি এক জন মনুষ্যকে কুষ্ঠ হইতে উদ্ধার করণার্থে আমার কাছে আজ্ঞা পাঠাইতেছে?" তিনি এই পত্র প্রেরণের একমাত্র উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, সে আমার বিরুদ্ধে সূত্র অন্বেষণ করিতেছে" (২ রাজা ৫; ৭)।

নামানের আগমনবার্ত্তা ও তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্য এবং রাজার হতাশ হওনের সংবাদ ইলীশায়ের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ নামানকে তাঁহার কাছে পাঠাইতে যিহোরামের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, যেন তিনি জানিতে পারেন যে, "ইস্রায়েলের মধ্যে এক জন ভাববাদী আছেন।" অতএব নামান আপন অশ্বগণ, রথ ও অনুচরবর্গ সঙ্গে লইয়া ইলীশায়ের গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন; কিন্তু ভাববাদী স্বয়ং বাহিরে না আসিয়া একজন দাসের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, আপনি যর্দ্দনে যাইয়া স্রোতের জলে সাতবার স্নান করুন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবেন। ভাববাদীর এইরূপ ভাব দেখিয়া, ও তিনি স্বয়ং বাহিরে না আসিয়া এক জন দাসের দ্বারা অবানা ও পর্প্‌র * নামক বিখ্যাত নদীবিশিষ্ট দেশের লোককে "যর্দ্দনে স্নান করিয়া আইস" বলিতে শুনিয়া, নামানের ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল, ও তিনি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু পাছে এই কষ্ট সাধ্য দীর্ঘ যাত্রা বৃথা হয়, এই ভয়ে তাঁহার অনুচরগণ এক বার পরীক্ষা

---

* অবানা। গ্রীক ভাষায় ইহার নাম ক্রাইসোরোয়াস, বর্ত্তমান নাম বরাদা: ইহা দম্মেশকের প্রধান নদী; নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। চৌদ্দটী প্রধান গ্রাম এখনও ইহার তীরে অবস্থিত আছে; ও দেড় লক্ষ লোক ইহার জল পান করে।

পর্প্‌রের বর্ত্তমান নাম আওয়াজ; ইহা দম্মেশক হইতে কিছু দূরে প্রবাহিত ক্ষুদ্র নদী বটে, কিন্তু ইহার স্রোত অতি প্রবল।

করিয়া দেখিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিল। তখন নামান যর্দ্দনের স্রোতের জলে নামিয়া সাতবার ডুব দিলেন, "তাহাতে ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় তাঁহার নূতন মাংস হইল, ও তিনি শুচি হইলেন।" এই অতুলনীয় উপকার লাভ করিয়া নামান কৃতজ্ঞতাতে পূর্ণ হইলেন, এবং অনুচর-গণের সহিত শমরিয়াতে পুনরায় ফিরিয়া গিয়া ভাববাদীর গৃহদ্বার সমীপে উপস্থিত হইলেন। এবার তিনি বাহিরে না দাঁড়াইয়া একে-বারে ভিতরে প্রবেশ করিলেন, ও অতি কৃতজ্ঞহৃদয়ে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের ক্ষমতা স্বীকার করিয়া ভাববাদীকে তাঁহার আনীত উপঢৌকন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। নামান পুনঃ পুনঃ জিদ করিলেও ভাববাদী কিছুই লইলেন না; কিন্তু ঐ কৃতজ্ঞ সেনাপতি একটা কিছু না কিছু করিতে স্থির করিলেন। তিনি যে দেশে এমন মহা উপকার লাভ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ যিহোবার উদ্দেশে একটা বেদি নির্ম্মাণার্থে তথা হইতে দুইটী অশ্বতরের ভারযোগ্যপবিত্রমৃত্তিকা সঙ্গে না লইয়া অমনি যাইতে পারেন না। কিন্তু ইহার মধ্যে একটী বিশেষ বাধা ছিল। তিনি যদি যিহোবার দাস হন, তবে কিরূপে আপন কর্ত্তার সহিত অরামীয় দেবতা * রিম্মোনের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রণিপাত করিতে পারেন? ইলীশায় সরল ভাবে উত্তর করিয়া কহিলেন, "কুশলে গমন করুন।" তাহাতে তিনি আপন পথে প্রস্থান করিলেন (২ রাজা ৫; ১-২০)।

এই উপঢৌকন গ্রহণ সম্বন্ধে গেহসি আপন প্রভুর উদার ভাব বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছিল। অতএব অরামীয় সেনাপতি কিছু দূর গেলে, সেও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল। নামান তাহাকে

---

* রিম্মোণ। হদদ-রিম্মোনের সংক্ষিপ্ত নাম। হদদ অরামীয়দের সূর্য্যদেবতা; গ্রীষ্মকালে এই দেবতা দাড়িম্ব ও অন্যান্য ফল পাকাইয়া নিজে 'মরিয়া যাইত' অর্থাৎ তাহার তেজ কম হইয়া আসিত, ও লোকে তাহার জন্য বিলাপ করিত (তুলনা সখ ১২; ১১)।

আপনার পশ্চাতে দৌড়িতে দেখিয়া রথ হইতে নামিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, মঙ্গল ত? "সে কহিল, মঙ্গল।" আমার প্রভু এই বলিয়া আমাকে পাঠাইলেন, "দেখুন, ইফ্রয়িম পর্ব্বত হইতে শিষ্যভাববাদীদের মধ্যে দুই জন যুবক আসিল; বিনয় করি, তাহাদের জন্য এক মন রৌপ্য ও দুই যোড়া বস্ত্র দান করুন।" নামান তাহাকে দুই মণ রৌপ্য ও দুই যোড়া বস্ত্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতে দুই জন দাসকেও পাঠাইয়া দিলেন। গৃহের নিকটবর্ত্তী হইলে, সে তাহাদের হস্ত হইতে ঐ সকল দ্রব্য লইয়া কোন গুপ্তস্থানে রাখিয়া দিল। পরে ভিতরে গিয়া আপন প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। ইলীশায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথায় গিয়াছিলে? সে বলিল, কোন স্থানে যাই নাই; কিন্তু ভাববাদী তাহার দুষ্টতা বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত ছিলেন। ইলীশায়ের হৃদয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। অতএব তিনি গুরুতররূপে তিরস্কার করিয়া তাহার ভয়ানক দণ্ডের কথা প্রকাশ করেন; তাহাতে "গেহসি হিমের ন্যায় ধবল কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল" (২ রাজা ৫; ২৭)।

অতঃপর ইলীশায় আবার যিরীহোতে উপস্থিত হন; এখানে বাসস্থানের অকুলান হওয়াতে শিষ্য ভাববাদিগণ যর্দ্দনের নিকটে একটী নূতন বাসস্থান প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিল। ইলীশায়ও তাহাদের সহিত যাত্রা করিলে, তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া নদীর তীরস্থ জঙ্গলে গাছ কাটিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন একটী কুড়ালি ধার করিয়া আনিয়া কাষ্ঠ ছেদন করিতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ কুড়ালির ফলা জলে পড়িয়া গেল। সে ইলীশায়কে তদ্বিষয় জ্ঞাত করিলে, তিনি একখণ্ড কাষ্ঠ কাটিয়া সেই স্থানে ফেলিতে বলেন। তাহাতে লৌহ ফলাটী ভাসিয়া উঠিল, এবং সে হাত বাড়াইয়া তাহা তুলিয়া লইল (২ রাজা ৬; ১-৭)।

ইহার কিছু দিন পরে অরামীয়েরা আপনাদের সেনাপতিকে সুস্থ দেখিয়া পুনরায় ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাপূর্ব্বক যে যে স্থানে ইস্রায়েলরাজ প্রায় সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন, সেই সকল স্থানে শিবির স্থাপন করিল। ইলীশায়ের পরামর্শানুসারে সতর্ক হওয়াতে যিহোরাম দুই এক বার নয়, অনেক বার তাহাদের ফাঁদ হইতে রক্ষা পাইলেন। বিনহদদ আপন মন্ত্রণা পুনঃ পুনঃ বিফল হইতে দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং আপন দাসগণকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া সন্দেহ করিলেন। কিন্তু তাঁহার দাসদিগের মধ্যে একজন প্রকৃত ঘটনা তাঁহাকে জ্ঞাত করিয়া বলিল যে, যিনি আমাদের সেনাপতিকে সুস্থ করিয়াছিলেন, তিনিই ইস্রায়েলের রাজাকে সমস্ত জ্ঞাত করেন। এমন কি, মহারাজ আপন শয়নাগারে যে সকল কথাবার্ত্তা করেন, সে সমস্তই যিহোরামকে জানাইতে তিনি সমর্থ। তখন অরামীয় রাজা ইলীশায়কে ধরিয়া আনিতে শমরিয়া হইতে তিন ক্রোশ উত্তরস্থিত দোথনে অনেক অশ্ব, রথ ও এক বৃহৎ সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। তাহারা গিয়া ঐ নগর বেষ্টন করিল; তাহা দেখিবা মাত্র ভাববাদীর পরিচারক তাঁহার নিকটে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে কহিল, "হায়, হায় প্রভো! আমরা কি করিব?" কিন্তু ইলীশায় তাহার ভয় দূর করিবার জন্য কহিলেন, "উহাদের সঙ্গী অপেক্ষা আমাদের সঙ্গী অধিক।" পরে ইলীশায়ের প্রার্থনায় যুবার চক্ষু প্রসন্ন হইলে, সে আপন প্রভুর রক্ষার্থে তাঁহার চতুর্দ্দিকে অগ্নিময় অশ্বে ও রথে পরিপূর্ণ দেখিল। সেই সময়ে অরামীয় সৈন্যদল ইলীশায়ের বাক্যানুসারে একেবারে অন্ধ হইয়া গেল, তাহাতে তিনি অনায়াসে তাহাদিগকে শমরিয়াতে লইয়া গেলেন। যিহোরামের সম্মুখে তাহারা উপস্থিত হইলে, তাহাদের চক্ষু খুলিয়া গেল। তাহা-দিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিতে রাজার একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু

ইলীশায় রক্ষা করিয়া পুনরায় বিনহদদের নিকট তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে অরামের সৈন্যদল কিছুদিনের জন্য ইস্রায়েল দেশে আর আসিল না (২ রাজা ৬; ৮-২৪)।

এই ঘটনা প্রযুক্ত অরামীয় রাজার যেরূপ অপমান হইল, তাহা আর কত দিন সহ্য হইতে পারে? অতএব বিনহদদ রাজা আপনার সমস্ত বাহিনী সঙ্গে লইয়া শমরিয়া অবরোধ করিতে যাত্রা করিলেন (৮৯২ খ্রীঃ পূঃ), এবং তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাহা অবরোধ করিয়া থাকিলে দেশের মধ্যে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইল। তাহাতে দুইটী স্ত্রীলোক আপনাদের প্রাণরক্ষার্থে আপনাপন ছেলেকে পাক করিয়া খাইতে পরামর্শ করিল (তুলনা দ্বিঃ বি ২৮; ৫৩, ৫৭) এক জন সত্য সত্যই তাহা করিল, কিন্তু অন্য জন মমতাহেতু আপন ছেলেটীকে লুকাইয়া রাখিল। নগর প্রাচীরের উপরে রাজার ভ্রমণকালে এই শোচনীয় ব্যাপারটী তাঁহাকে বলা হয়। তাহা শুনিয়া তিনি দুঃখপ্রকাশার্থে আপন বস্ত্রের নীচে চট পরিধান করেন; কিন্তু ইলীশায়ের দোষে জাতির প্রতি এই ভয়ানক বিপদ ঘটিয়াছে মনে করিয়া, তিনি তাঁহার প্রাণবধ করিতে স্থির করেন, এবং তজ্জন্য এক জন লোককেও তাঁহার গৃহে পাঠাইয়া দেন। তখন ইলীশায় নগরস্থ প্রাচীনবর্গের সহিত আপন গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন। যাহা হউক গৃহ দ্বারে তাহার পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই ইলীশায় আপন বিপদের বিষয় জ্ঞাত হইয়া প্রাচীনবর্গকে কহিলেন, দেখ, সেই দূত আসিলে তাহাকে বাহিরে ঠেলিয়া দিও। এমন সময়ে যিহোরাম স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি অধৈর্য্য হইয়া কহিলেন, "এই অমঙ্গল সদাপ্রভু হইতে হইল, আমি কেন আর সদাপ্রভুর অপেক্ষাতে থাকিব?" (তুলনা ইয়োব ২১; ১৫। মালা ৩; ১৪)। তাহাতে ভাববাদী উত্তর করিলেন, "সদাপ্রভুর বাক্য শুন; কল্য এই বেলায় শমরিয়ার দ্বারে শেকলে

এক পসূরী সূজি ও শেকলে দুই পসূরী যব বিক্রয় হইবে।” ইহা শুনিয়া, রাজা যে সেনানীর হস্তে নির্ভর দিয়াছিলেন, সে কহিল; “দেখুন, যদি সদাপ্রভু গগনে গবাক্ষ করেন, তথাপি কি এমন হইতে পারিবে?” ইলীশায় উত্তর করিলেন। “দেখ, তুমি স্বচক্ষে তাহা দেখিবে, কিন্তু তাহার কিছুই খাইতে পাইবে না।” (২ রাজা ৭ ; ২)।

এই আশ্চর্য্য ভাববাণী সম্পূর্ণরূপে সফল হইল। যে চারিজন কুষ্ঠী সচরাচর নগর দ্বারে পড়িয়া থাকিত, তাহারা আপনাদের জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়া সেই দিন সন্ধ্যা কালে অরামীয়দের শিবিরে যাত্রা করিতে স্থির করিল। পরে শিবিরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া তাহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইল ; দেখিল, সেখানে কেহই নাই। ইতিপূর্ব্বে অরামীয়েরা বহুসংখ্যক রথের, অশ্বের ও মহাবাহিনীর শব্দ শুনিয়া ভীত হয়, আর তাহা ইস্রায়েলের সাহায্যার্থে আগত হিত্তীয় ও মিস্রীয়দের মহাবাহিনী মনে করিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি আপনাদের শিবির ও সমস্ত দ্রব্যাদি যেমন ছিল তেমনি ফেলিয়া পলায়ন করে। এই অন্ধকারের মধ্যে কুষ্ঠীরা এক তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করিল, এবং পরে তথা হইতে কিছু স্বর্ণ রৌপ্য ও বস্ত্রাদি লইয়া লুকাইয়া রাখিল। পুনশ্চ, আর এক তাম্বুর মধ্যে গিয়াও সেইরূপ করিল ; কিন্তু তাহার পর এমন আনন্দজনক সুসমাচার গোপন করা নিতান্ত মন্দ মনে করিয়া, তাহারা তাড়াতাড়ি শমরিয়াতে ফিরিয়া গিয়া, দ্বার রক্ষককে সবিশেষ জ্ঞাত করিল (২ রাজা ৭ ; ১০)। তাহারা বলিল, আমরা অরামীয়দের শিবিরে গিয়াছিলাম ; দেখ, সেখানে কেহ নাই, কেবল বাঁধা অশ্ব সকল ও বাঁধা গর্দ্দভ সকল, আর তাম্বু সকল যেমন ছিল, তেমনি আছে। ইহা শুনিয়া দ্বাররক্ষকেরা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে এই সংবাদ দিতে গেল, ও তাহারা আবার রাজবাটীতে সংবাদ দিল। তখন দুই প্রহর রাত্রি হইলেও যিহোরাম জাগিয়া উঠিলেন ; তাহাতে

তাঁহাকেও এই আশ্চর্য্য সংবাদ দেওয়া গেল। ইস্রায়েলীয়দিগকে নগর হইতে বাহিরে টানিয়া লইবার অভিপ্রায়ে শত্রুগণ এইরূপ কৌশল করিয়াছে মনে করিয়া, তিনি দুই জন অশ্বারোহীকে তাহার সত্য মিথ্যা জানিতে প্রেরণ করিলেন। তাহারা যর্দ্দন পর্য্যন্ত গমন করিয়া দেখিল, অরামীয়েরা তাড়াতাড়িতে যাহা যাহা ফেলিয়া গিয়াছিল, সেই সকল বস্ত্র ও পাত্রে সমস্ত পথ পূর্ণ আছে। অতএব তাহারা ফিরিয়া গিয়া এই সুসংবাদ দিলে, নগরের সমস্ত লোক জাগিয়া উঠিল। অনাহারে শীর্ণ ও ক্ষুধার্ত্ত নগরবাসিগণ একেবারে দ্বারের দিকে ধাবমান হইল, ও বাহিরে গিয়া অরামীয়দের শিবির লুট করিতে লাগিল। যে রাজকর্ম্মচারী ইতিপূর্ব্বে ইলীশায়ের ভাবোক্তি শুনিয়া তুচ্ছ করিয়াছিল, তাহাকে রাজা লোকদিগকে নিয়মিতরূপে বাহির করিবার জন্য নগরদ্বারের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করেন; কিন্তু সমস্ত লোকের তাড়াতাড়িপ্রযুক্ত এমন চাপাচাপি হইল যে, সেই অধ্যক্ষ পদদলিত হইয়া মারা পড়িল। এইরূপে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ভাববাদীর প্রত্যেক কথা সফল হইল। ফলতঃ শেকলে এক পসূরী সূজি ও শেকলে দুই পসূরী যব বিক্রয় হইল, এবং শমরিয়া নগরও উদ্ধার পাইল (২ রাজা ৭; ১৭-২০)।

যিহূদা ও ইস্রায়েল রাজ্য।

তৃতীয় ভাগ।

পরস্পরের মধ্যে পুনরায় শত্রুতার আরম্ভ ; অশূরের দ্বারা উভয় রাজ্যের অবনতি।

প্রথম অধ্যায়।

যেহূর রাজত্ব প্রাপ্তি।

২ রাজা ৮—১০ অঃ। ২ বংশা ২২ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ৮৮৪।

বিনহদদ এইরূপে পরাজিত হইয়া দম্মেশকে ফিরিয়া যান, ও কিছু দিনের মধ্যে তিনি পীড়িত হইয়া এই শেষবার শয্যাগত হন। এই সময়ে ইলীশায় তথায় উপস্থিত ছিলেন। ইহা শুনিয়া, এই পীড়াতে তিনি বাঁচিবেন কি না জিজ্ঞাসা করিতে রাজা হসায়েল্ নামক আপনার একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে ভাববাদীর নিকটে প্রেরণ করেন। তাহাতে হসায়েল চল্লিশটী উষ্ট্রে করিয়া দম্মেশকের সর্ব্ব প্রকার বহুমূল্য দ্রব্য উপহার দিবার জন্য লইলেন, এবং ভাববাদীর নিকটে উপস্থিত হইয়া অতি বিনীত ভাবে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য জানাইলেন। ইলীশায় উত্তর করিয়া কহিলেন, আপনার প্রভু "অবশ্য বাঁচিতে পারেন," কিন্তু তথাপি তিনি বাঁচিবেন না। এই আশ্চর্য্য কথায় হসায়েল অবাক হইয়া অনেকক্ষণ তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তখন ভাববাদী অস্থির হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইহাতে হসায়েল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার প্রভু কেন রোদন করেন?" ইলীশায় হসায়েলকে বিনহদদের উত্তরাধিকারী জানিয়া কহিলেন, "কারণ এই, আপনি ইস্রায়েল-সন্তানগণের যে অনিষ্ট করিবেন, তাহা আমি জানি; আপনি তাহাদের দৃঢ় দুর্গ সকল অগ্নিতে দগ্ধ করিবেন, তাহাদের যুবগণকে

খড়্গে বধ করিবেন, তাহাদের শিশুগণকে ভূমিতে আছড়াইবেন, ও তাহাদের গর্ব্ভবতী স্ত্রীদিগের উদর বিদীর্ণ করিবেন।" আপনার সম্বন্ধে এইরূপ ভাববাণী শুনিয়া হসায়েলের অন্তঃকরণে কোন দুঃখের উদয় হইল না, বরং তিনি ইহা অসম্ভব মনে করিলেন। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, "আপনার এই কুকুরতুল্য দাস কে যে, এমন মহৎ কর্ম্ম করিবে?" ভাববাদী ঐ বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া, অনেক দিন পূর্ব্বে এলিয়ের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, কেবল তাহাই স্পষ্টরূপে জ্ঞাত করিলেন। "সদাপ্রভু আমাকে দেখাইয়াছেন, যে আপনি অরামের রাজা হইবেন" (২ রাজা ৮; ৭-১৩)। এই নিগূঢ়বাক্য শুনিয়া হসায়েল আপন প্রভুর নিকট ফিরিয়া গেলেন, এবং ভাববাদীর সমস্ত কথা না বলিয়া কেবল অর্দ্ধেক মাত্র তাঁহাকে জানাইলেন। সেই দিন বিনহদদের জীবনের শেষ দিন। পরদিন প্রাতে লোকে দেখিল যে, বিনহদদ মরিয়া পড়িয়া আছেন, ও তাঁহার মুখের উপর একখান ভিজা কম্বল চাপান রহিয়াছে। হসায়েল কর্ত্তৃক এই কার্য্য সাধিত হউক বা না হউক, তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন বাধা ছিল না; তিনিই অরামের রাজা হইলেন। *

ইতিমধ্যে যিহূদারাজ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। ইদোমের করাধীন রাজাকে দমন করিতে গিয়া যিহোরাম অকৃতকার্য্য হন (২ রাজা ৮; ২০। ২ বংশা ২১; ৮-১০। তুলনা আদি ২৭; ৪০)। তৎপরে

* ভূগর্ভ হইতে যে সমস্ত খোদিত প্রস্তর ফলক বাহির করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বিনহদদের পর হসায়েল রাজা হন। অপিচ ইস্রায়েল রাজ যেহূর নামও পাওয়া গিয়াছে। বিনহদদের রাজত্বের শেষাংশের বিষয় ইহাতে লেখা আছে যে, 'কালক্রমে অশূর রাজ্য অতিশয় বলবান হইয়া উঠে; এমন কি অশূরের রাজা, বিনহদদকে তিনবার আক্রমণ করেন। বিনহদদ হৈনিকীয়, হিত্তীয়, ও হমাতীয়দের সাহায্য পাইলেও, ইহতে অকৃতকার্য্য হন, ও তাঁহার বিংশতি সহস্র সৈন্য বিনষ্ট হয়।' বোধ হয় এই সময় তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিতে হসায়েলের সুবিধা হইল।

তাঁহার মৃত্যু হয়, ও তিনি ঈষেবলের কন্যাকে বিবাহ করাতে তাহারই গর্ভজাত পুত্র অহসিয় তাঁহার পদে রাজা হন (খ্রীঃ পূঃ ৮৮৫)। ইনি আপন মাতার পথে চলিয়া জঘন্য প্রতিমাপূজায় আসক্ত হন (২ বংশা- ২২; ৩), এবং অবিলম্বে ইস্রায়েলের রাজার ন্যায় অরামীয় নূতন রাজা হসায়েলের ক্ষমতার পরিচয় পান। ফলতঃ তিনি রামোৎ-গিলিয়দ পুনঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত উদ্যোগী হন; তাহাতে যিহূদাও ইস্রায়েলরাজ উভয়ে বন্ধুভাবে মিলিত হইয়া তাহার রক্ষার্থে যর্দ্দন পার হন। এই যুদ্ধে যিহোরাম গুরুতর রূপে আহত হইয়া অগত্যা যিষ্রিয়েলে ফিরিয়া যান, এবং অহসিয়ও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে তথায় গমন করেন (২ রাজা ৯; ২৮-২৯)।

তাঁহারা উভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া, ও আহাব-কূলের উপর ভয়ানক দণ্ড পড়িবার সময় আসন্ন জানিয়া, ইলীশায় শিষ্য ভাববাদিগণের মধ্যে একজনকে তৈলের শিশি লইয়া নিম্‌শির পৌত্র যিহোশাফটের পুত্র যেহূকে ইস্রায়েলের রাজপদে অভিষিক্ত করিতে রামোৎ-গিলিয়দে প্রেরণ করেন। এই যেহূ আহাবের সেনাপতি বিদ-করের সহিত আপন প্রভুর পার্শ্বে রথে চড়িয়া নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, এবং এলিয়ের মুখে নাবোতের হত্যাকারীর গুরুতর দণ্ডের কথাও শুনিয়াছিলেন (২ রাজা ৯; ২৫)। সেই দিন হইতে তিনি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করেন, এবং তাঁহার উদ্যোগও পরিশ্রম-শীলতা সম্বন্ধে যেমন, রথচালনে নিপুণতা সম্বন্ধেও তেমনি বিখ্যাত হইয়া উঠেন। ইলীশায়ের আজ্ঞামতে শিষ্যভাববাদী রামোৎ-গিলিয়দে গেল, ও তথায় যেহূকে সেনাপতিগণের মধ্যে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে কহিল, কেবল আপনার নিমিত্তে একটী সমাচার আছে। পরে উভয়ে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে, শিষ্যভাববাদী যেহূর মস্তকে তৈল ঢালিয়া তাঁহাকে বলিল, সদাপ্রভু আপনাকে ইস্রায়েলের

রাজপদে নিযুক্ত করিলেন। আপনি আহাবের কূল সম্পূর্ণরূপে উচ্ছিন্ন করিবেন। ইহা বলিয়া সে দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিল।

কিছুক্ষণ পরে যেহূ আপন সহচরদিগের নিকটে বাহিরে আসিলে তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সমাচার কি? ঐ পাগলটা কেন আসিয়াছিল? প্রথমে তিনি ইহার উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করেন, কিন্তু পরে তাহাদের আগ্রহপ্রযুক্ত ভাববাদীর সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিতে হইল। উপস্থিত সকলেই ভাববাদীর বাক্য সত্য জানিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকে আপনাপন বস্ত্র খুলিল, ও তদ্দ্বারা এক প্রকার সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া যেহূকে তাহার উপরে স্থাপন করিল, এবং তূরী বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "যেহূ রাজা হইলেন।" পরে যেহূ মুহূর্তমাত্র অনর্থক ব্যয় না করিয়া অবিলম্বে রথারোহণে যর্দ্দন পার হন, এবং তথা হইতে যিষ্রিয়েলের দিকে দ্রুতবেগে ধাবমান হন। যিষ্রিয়েলের দুর্গ হইতে তিনক্রোশ দূর পর্য্যন্ত সমস্ত দেখা যায়। অতএব প্রহরী তাঁহার দ্রুতগামী রথ আসিতে দেখিয়া যিহোরামকে সংবাদ দিল। তাহাতে যিহোরাম তৎক্ষণাৎ এক জন অশ্বারোহীকে পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "মঙ্গল ত?" চতুররাজবিদ্রোহী অশ্বারোহীকে আপনার অনুগামী হইতে বলেন। এইরূপে আর এক জন প্রেরিত হইল, সেও যেহূর পশ্চাদ্গামী হইল। কিছু অগ্রসর হওয়াতে ক্ষণকালের মধ্যে প্রহরী তাঁহাকে নিম্‌শির পুত্র যেহূ বলিয়া চিনিতে পারে। তখন ইস্রায়েলের রাজা আপন রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ করেন; রথ সাজাইলে তিনি ও যিহূদার রাজা অহসিয় আপনাপন রথে চড়িয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে, ও বোধ হয় অরামীয় যুদ্ধের সংবাদ জানিতে অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি অবিলম্বে ভয়ানকরূপে তাঁহার জালে ধরা পড়িলেন। "যেহূ! সকল মঙ্গল ত?" এই প্রশ্নের উত্তরে যেহূ তাঁহার মাতা ঈষেবলের ঘৃণিত প্রতিমাপূজাপ্রযুক্ত তাঁহাকে ভয়ানক তিরস্কার

করেন। তখন যিহোরাম আপন বিপদ বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ যিষ্রিয়েলের দিকে রথ ফিরাইয়া পলায়ন করেন; কিন্তু যেহু আপন সমস্ত বলে ধনুক আকর্ষণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বাণাঘাত করেন। পরে যেহু আপন সেনানী বিদকরকে তাঁহার মৃতদেহ তুলিয়া নাবোতের ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করেন। ইতিমধ্যে অহসিয় পশ্চিমস্থ প্রান্তর দিয়া বৈৎ-গান অথবা এনগান্নিম (উদ্যানগৃহ) পল্লীর অভিমুখে পলায়ন করেন; কিন্তু কতক সৈন্য উপস্থিত হইয়া তথায় তাঁহাকে আঘাত করে। তাহাতে তিনি মগিদ্দোতে পলায়ন করিয়া সেখানে প্রাণত্যাগ করেন।

ইহার পর যেহু যিষ্রিয়েলে যাত্রা করেন। এখানে রাজমাতা ঈষেবলের ক্ষমতা এ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। অতএব বিদ্রোহী আসিতেছে শুনিয়া, সে স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে গিয়া দোষারোপ করিতে স্থির করিল। পূর্ব্বদেশীয় উচ্চবংশোদ্ভব স্ত্রীলোকদের ন্যায় সে আপন চক্ষে "অঞ্জন দিয়া ও কেশবেশ করিয়া" জানালার কাছে দাঁড়াইল, এবং রাজবাটীর পার্শ্ব দিয়া যেহুর যাত্রা কালে তাঁহাকে ডাকিয়া কহিল, "রে সিম্রি! রে প্রভুঘাতক! মঙ্গল ত?" তখন যেহু উপর দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "কে, আমার পক্ষে? কে?" তাহাতে দুই তিন জন নপুংসক মুখ দেখাইলে, উহাকে নিচে ফেলিয়া দিতে তিনি তাহাদিগকে আদেশ করিলেন। তখন তাহারা তাহাকে রথের সম্মুখে ফেলিয়া দিল, তাহাতে তাহার কতক রক্ত রাজ বাটীর ভিত্তিতে ও কতক অশ্বদের গাত্রে ছিটকিয়া পড়িল। যেহু নির্দ্দয় রূপে তাহাকে পদতলে দলিত করাইলেন, ও রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়া ভোজন পান করিলেন। পরে নিচে নিক্ষিপ্তা রাণীর কথা মনে হইলে, তিনি তাহাকে কবর দিতে আজ্ঞা করেন। প্রেরিত লোকেরা তাঁহার আদেশ মতে বাহিরে গেলে, নগরের প্রাচীর পার্শ্বে তাহার মাথার খুলি, পা ও

করতল ব্যতিরেকে আর কিছু পাইল না। পূর্ব্বদেশের নগরসমূহে যে সকল কুকুর মুক্ত হইয়া পথে পথে বেড়াইত, তাহারা সমস্ত খাইয়া ফেলিয়াছিল। এইরূপে এলিয়ের এই বাক্য সফল হইল, যথা, "যিষ্রি-য়েলের ক্ষেত্রে কুকুরেরা ঈষেবলের মাংস খাইবে" (২ রাজা ৯; ৩৬)।

এখন শমরিয়ার দিকে বিজেতা যেহূর চিন্তা গেল। এখানে আহাবের কুলের সত্তর জন পুত্র পৌত্রাদি ছিল। তিনি সেই নগ-রের প্রাচীনবর্গের নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, ও তাহাদিগকে পরামর্শ দিলেন, যেন তাহারা আহাবের পুত্রদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তিকে পিতার সিংহাসনে বসাইয়া আপন প্রভুর কুলের পক্ষে যুদ্ধ করে। এই প্রস্তাব শুনিয়া প্রাচীনবর্গ ভীত হইল, এবং এই কথা বলিয়া পাঠাইল, আমরা আপনার দাস; আমরা আপনার বিরুদ্ধে কাহাকেও রাজা করিতে চাহি না; আপনি যাহা যাহা বলিবেন, সে সমস্তই করিব। ইহা শুনিয়া যেহূ তাহাদের বিশ্বস্ততার পরীক্ষার্থে দ্বিতীয় পত্রে আদেশ করেন, যেন তাহারা পরদিনে আহাব কুলের সেই সত্তর জনের মুণ্ড যিষ্রিয়েলে প্রেরণ করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। তাঁহার আজ্ঞামতে সত্তর জনের মুণ্ড প্রেরণ করা হয়, এবং নগরের প্রবেশ দ্বার সমীপে তাহা দুইটী ঢিবি করিয়া রাখা হয়। প্রাতঃকালে তিনি বাহির হইয়া উপস্থিত ভীতলোকসমূহের নিকট স্বীকার করিয়া বলেন, আমি আমার প্রভুকে মারিয়া ফেলি-য়াছি; কিন্তু শমরিয়াবাসী আহাব কুলের রক্ষকেরা ইহাদিগকে বধ করিয়াছে, এবং এইরূপে এলিয়ের বাক্য সফল হইয়াছে। পরে তিনি যিষ্রিয়েলবাসী আহাবের পক্ষীয় রাজবাটীর সমস্ত অধ্যক্ষকে, তাঁহার আত্মীয় স্বজনদিগকে ও অষ্টারোতের যাজকবর্গকে বিনষ্ট করিয়া অব-শেষে শমরিয়াতে যাত্রা করেন (২ রাজা ১০; ১২)।

পথের মধ্যে যিহূদার মৃত রাজার বেয়াল্লিশ জন পুত্রের বা ভ্রাত-

পুত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাহাদের পরিচয় পাইয়া তিনি যিষিয়েলের ও শমরিয়ার মধ্য স্থানে মেষলোমচ্ছেদন গৃহের কূপের কাছে তাহাদিগকে বধ করান। তথা হইতে অল্প দূর গেলে, কেনীয় রেখবের পুত্র যিহোনাদবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইনি আপন বংশকে দ্রাক্ষারস পান, গৃহাদিনির্ম্মাণ, বীজবপন ও উদ্যানাদি প্রস্তুত করিতে নিষেধ করিয়া তাম্বুতে বাস করিতে আজ্ঞা দেন (যিরি ৩৫; ৬-৭)। যেহূ যিহোনাদবকে দেখিবামাত্র কহিলেন, "তোমার প্রতি আমার মন যেমন, তেমনি কি তোমার মন সরল?" তিনি কহিলেন, হাঁ সরল। তখন যেহূ তাঁহাকে আপনার কাছে রথে বসাইয়া কহিলেন, "সদাপ্রভুর নিমিত্তে আমার যে উদ্যোগ তাহা দেখ।" এইরূপে পাশাপাশি বসিয়া উভয়ে নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, আহাবের অবশিষ্ট আত্মীয় সকলকে নিঃশেষে বধ করিলেন; কিন্তু ইহার পরে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে তিনি অগ্রসর হন। দেশের সমস্ত লোকের একটী মহাসভা করিয়া অতি আড়ম্বরের সহিত বালের পূজা করিতে বন্দোবস্ত করেন। তিনি বলিলেন, "আহাব বালের অল্পই সেবা করিতেন, কিন্তু যেহূ তাহার অধিক সেবা করিবে।" এই অভিপ্রায়ে দেবতার উদ্দেশে আহাবের নির্ম্মিত প্রকাণ্ড মন্দিরে সমস্ত ইস্রায়েলের মধ্যে বালের যাবতীয় যাজককে ও পূজককে একত্র হইতে বলেন। অপিচ যে কেহ অনুপস্থিত হইবে, সে বাঁচিবেনা, ইহাও বলা হয় (১ রাজা ১৬; ৩২)। নির্দ্দিষ্ট দিনে মন্দির এক প্রান্ত অবধি অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত অসংখ্য লোকে পূর্ণ হইল। পূজা উপলক্ষে শুভ্রবস্ত্র বাহির করা হইল, এবং পূজক মাত্রেই তাহা পরিধান করিল। পরে যিহোবার আরাধনাকারী যতলোক ছিল, সকলকে তথা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল, এবং অবশেষে যেহূ ও যিহোনাদব,উভয়ে প্রবেশ

করিলে, রাজা স্বয়ং হোমবলি উৎসর্গ করিলেন। ইহা শেষ হইতে না হইতে, আশীজন বিশ্বস্ত যোদ্ধা হঠাৎ তথায় প্রবেশ করিয়া গুপ্ত আদেশানুসারে অস্ত্রহীন নিরুপায় লোকদিগকে বধ করিতে লাগিল। বালের প্রকাণ্ড প্রতিমা ভগ্ন হইল, ছোট ছোট প্রতিমা সকল দগ্ধ করা গেল, এবং মন্দির ভাঙ্গিয়া সেখানে মলগৃহ প্রস্তুত করা হইল (২ রাজা ১০ ; ২৬-২৭)।



দ্বিতীয় অধ্যায়।

অথালয়া ও যোয়াশ—ইলীশায়ের মৃত্যু।

২ রাজা ১১-১৪ অঃ। ২ বংশা ২২-২৩। খ্রীঃ পূঃ ৮৮৪-৮৩৯।

মনোনীত জাতির ইতিহাসের মধ্যে যেরূপ ঘটনা আর কখনও দেখা যায় নাই, তাহা সংঘটনের পরে যেহূ আটাইশ বৎসর বিশেষ ক্ষমতা ও গৌরব সহকারে রাজত্ব করেন। এই কালের ইতিহাস প্রায় কিছু জানা যায় না। কেবল মাত্র ইহা আমরা জানি যে, আহাবের কুল ধ্বংস করাতে তিনি ঈশ্বরের সন্তোষপাত্র হন, এবং পুরস্কার স্বরূপ চতুর্থপুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশ সিংহাসনে বসিবে, এরূপ প্রতিশ্রুত হন ; তথাপি যেহূ সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরেরপথে না চলিয়া যারবিয়ামের পথে চলিতেন, এবং দান ও বৈথেলস্থ গোবৎসের পূজা পূর্ব্ববৎ প্রচলিত রাখিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে দেশের মধ্যে কোন শান্তি ছিল না। সদাপ্রভু উত্তরোত্তর ইস্রায়েলকে হ্রাস পাইতে দিলেন ; তাহাতে হসায়েল ইস্রায়েলকে আক্রমণ করিয়া যর্দ্দনের পূর্ব্বপারস্থ গোষ্ঠী সকলের প্রদেশগুলি অধিকার করিয়া লইলেন ২ রাজা ১০ ; ৩৩)।

ইতিমধ্যে যিহূদারাজ্যেও দিন দিন এই প্রকার অবনতি দেখা গেল। অহসিয়ের মৃত্যুর পর (খ্রীঃ পূঃ ৮৮৪) তাঁহার মাতা অথলিয়া স্বয়ং রাজকর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। সম্ভবতঃ, অহসিয় যিষ্রিয়েলে যাত্রাকালে আপন মাতার উপর কর্তৃত্বভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। অতএব এখন তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে রাজবংশের যে সকল লোক যেহূর খড়্গ এড়াইয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি বিনষ্ট করিলেন। রাজবংশের এইরূপ হত্যার মধ্য হইতে কেবল অহসিয়ের কনিষ্ঠ পুত্র যোয়াশ কোন মতে রক্ষা পাইলেন। অতঃপর, তাঁহার পিসী যিহোয়াদা মহাযাজকের স্ত্রী যিহোশেবা তাঁহাকে ছয়বৎসর কাল সদাপ্রভুর গৃহে লুকাইয়া রাখেন (২ বংশা ২২ ; ১১-১২)। এই কয়েক বৎসর ধরিয়া সমস্ত প্রজা অথলিয়ার দৌরাত্ম্য নীরবে সহ্য করিল; কিন্তু তাঁহার রাজত্বের সপ্তম বৎসরে (খ্রীঃ পূঃ ৮৭৮) সম্ভবতঃ, পরজাতীয়দের পূজাপদ্ধতি প্রচলিতকরণহেতু, যিহূদার সমস্ত লোক তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া মহাযাজক অথলিয়াকে রাজ্যচ্যুতা করিতে উপযুক্ত সময় বুঝিলেন। দায়ূদকুলের-পক্ষীয় প্রধানবর্গকে একত্র করিয়া, তিনি মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের নিকট যাজক ও লেবীয়দের তিন দল লোক শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দাঁড় করাইলেন, এবং দায়ূদ রাজার যে সকল বড়শা ও ঢাল সদাপ্রভুর গৃহে ছিল, যাজকশতপতিদিগকে তাহা দিয়া সুসজ্জিত করিলেন। পরে তিনি রাজপুত্র যোয়াশকে এই সুসজ্জিত লোকদের ও অন্যান্য যত লোক এই মন্ত্রণায় সন্তুষ্ট ছিল, তাহাদের সকলের সম্মুখে বাহির করিয়া আনিলেন, ও প্রকাশ্যরূপে তাঁহাকে রাজপদে অভিষেক করিয়া, তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট ও হস্তে একখণ্ড ব্যবস্থাগ্রন্থ দিলেন। লোকদিগের জয়ধ্বনি রাণীর কর্ণগোচর হইলে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, ও দেখিলেন যে, তাঁহার পৌত্র রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট

আছেন। যিহোয়াদা ইতিপূর্ব্বে দৃঢ়রূপে আদেশ দিয়াছিলেন, যেন কেহ তাঁহাকে পবিত্র প্রাঙ্গণের মধ্যে বধ না করে। এই হেতু, তিনি "রাজদ্রোহ, রাজদ্রোহ" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিলে, লোকে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া রাজবাটীর নিকটস্থ অশ্ব-দ্বারের প্রবেশস্থানে তাঁহাকে বধ করিল (২ রাজা ১১; ৪-১৬। ২ বংশা ২৩; ১২-১৫)।

অতঃপর মহাযাজক আপনার, রাজার, লোকদের ও সদাপ্রভুর, মধ্যে এক নিয়ম করিলেন। সকলে তাহা বিশ্বস্তভাবে পালন করিতে আপনাদিগকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিল, ও ইহার প্রমাণ দিবার জন্য সমস্ত লোক মিলিত হইয়া অথলিয়ার নির্ম্মিত বালের মন্দির, যজ্ঞবেদি ও প্রতিমা প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, সমস্তই চূর্ণ করিল, এবং তাহার যাজক সমূহকে বধ করিল। প্রাচীন শিক্ষাগুরু যিহোয়াদার বর্ত্তমান সময়ে, অল্পবয়স্ক রাজা বিজ্ঞতাপূর্ব্বক আপন প্রজাদিগকে শাসন করেন, এবং অনেক বিষয়ে আশীর্ব্বাদ পাইয়া সমৃদ্ধিশালীও হন। রাজ-বিদ্রোহিতার কালে মন্দিরের যে সকল স্থান ভগ্ন হইয়াছিল, তিনি আপন রাজত্বের ত্রয়োবিংশ বৎসরে তাহা মেরামত করিতে আরম্ভ করেন। এই উদ্দেশ্যে সমস্ত রাজ্যে দূত প্রেরণ করিয়া, অধ্যক্ষ বর্গের ও প্রজাগণের নিকট হইতে স্বেচ্ছাদত্ত দান সংগ্রহ করেন, কিন্তু একশত ত্রিশ বৎসর বয়সে মহাযাজকের মৃত্যু হইলে, রাজার স্বভাব ও কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। যিহূদার অধ্যক্ষগণের পরামর্শানুসারে ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা উপেক্ষা করিয়া বালদেবের ও অষ্টারোৎ দেবীর পূজা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হইল। অতএব, এইরূপে ধর্ম্মভ্রষ্টতা হেতু তিরস্কার করিতে ঈশ্বর ভাববাদিগণকে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কেহই তাহাতে মনোযোগ করিল না। উক্ত ভাববাদি-গণের মধ্যে মৃত মহাযাজকের পুত্র সখরিয়, আপন সরলতা ও সৎসাহস

প্রযুক্ত রাজআজ্ঞায় পবিত্র স্থান ও যজ্ঞবেদির মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত হইলেন (মথি ২৩ ; ৩৫)। "সদাপ্রভু দৃষ্টিপাত করিয়া ইহার শোধ লইবেন" তাঁহার এই শেষ বাক্য অবিলম্বে সফল হইল। বৎসর শেষ হইতে না হইতেই, হসায়েল অরামীয় বাহিনী লইয়া যিরূশালেমে উপস্থিত হন (২ রাজা ১২ ; ১৭)। কিছু দিন পূর্ব্বে এই বাহিনী পলেষ্টীয় সহর গাতের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া তাহা হস্তগত করে। তাহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও, যিহূদার মহাবাহিনী পরাস্ত করিল, এবং সদাপ্রভুর গৃহের ভাণ্ডারে ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে যত ধনসম্পত্তি ছিল, সে সমস্ত লইয়া দম্মেশকে ফিরিয়া গেল। এই অপমানের পর যোয়াশকে অনেকদিন বাঁচিতে হয় নাই। এই যুদ্ধে গুরুতর রূপে আহত হইয়া, বা অন্য কোন কারণে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া তিনি মিল্লো দুর্গে শয্যাগত হন, এমন সময়ে তাঁহার দুইজন দাস হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বধ করে (২ রাজা ১২ ; ২০-২১। ২ বংশা ২৪ ; ২৬)।

হসায়েলের অধীনে অরামীয়েরা কেবল পলেষ্টীয়দের উপরে জয় লাভ করিয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু ইস্রায়েলের রাজা যেহূর পুত্র যিহোয়াহসের উপরেও জয়ী হইল। অরামীয় রাজা তাঁহাকে আপনার এরূপ অধীনস্থ করিলেন যে, তিনি আপনার জন্য দশ সহস্র পদাতিক, পঞ্চাশ জন অশ্বারূঢ় ও দশ খানি রথ ভিন্ন আর কিছুই রাখিতে পাইলেন না। যিহোয়াহস এইরূপে যারপরনাই অপমানিত হন, এবং আপন পুত্র যিহোয়াশ বা যোয়াশকে সিংহাসন প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন (খ্রীঃ পূঃ ৮৪১)। এই সমস্ত চেতনাজনক ঘটনা দেখিয়া শুনিয়াও, যোয়াশের চৈতন্য হইল না ; তিনি প্রতিমাপূজায় পূর্ব্ববৎ আসক্ত থাকিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে বৃদ্ধ ভাববাদী ইলীশায় পীড়িত হন, তাহাতে ইস্রায়েলরাজ যোয়াশ তাঁহার গৃহে গিয়া রোদন করেন। এলিয়ের স্বর্গে নীত হওন কালে ইলীশায় যেরূপ কথা বলেন, যোয়াশও

মনোদুঃখে তাহাই উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, “হে আমার পিতঃ, হে আমার পিতঃ, হে ইস্রায়েলের রথ ও অশ্বারূঢ়গণ!” কিন্তু ভাববাদীর মৃত্যু বিষয়ক চিন্তা ব্যতীত আরো গুরুতর চিন্তা উভয়ের মনে ছিল। হসায়েল্ ইস্রায়েলকে দিন দিন হীনবল করিতেছিলেন, এবং নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী প্রদেশ সকল দগ্ধ করিতেছিলেন। অতএব যে দিকে সেই ঘৃণিত অরামীয় রাজ্য ছিল, বৃদ্ধ ভাববাদী রাজাকে সেই পূর্ব্বদিকের জানালা খুলিতে, এবং আপন ধনুকে বাণ যোগ করিতে বলেন। পরে ইলীশায়, রাজার হস্তের উপর আপন হস্ত রাখিয়া বাণ নিক্ষেপ করিতে তাঁহাকে আদেশ করেন। বাণ নিক্ষিপ্ত হইলে তিনি আশীর্ব্বাদযুক্ত ভাববাণী উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, “এ সদাপ্রভুর বিজয়বাণ, অরামের বিপক্ষ বিজয়বাণ; কেননা আপনি অফেকে অরামীয়দিগকে আঘাত করিতে করিতে তাহাদিগকে সংহার করিবেন।” অতঃপর রাজা ভাববাদীর আদেশানুসারে কতকগুলি বাণ লইয়া ভূমির দিকে তিনবার আঘাত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন; কিন্তু উদ্যোগ বা মনের সহিত তাহা না করায়, ভাববাদী বলিলেন যে, এখন আপনি তিন বার মাত্র অরামকে আঘাত করিয়া তাহার উপর জয় লাভ করিবেন (২ রাজা ১৩; ১৪-১৯)।

ইহার কিছুদিন পরে ইলীশায় প্রাণত্যাগ করেন; কিন্তু তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা তখনও শেষ হইল না; তাঁহার মৃতদেহ কবরস্থ করার অল্পকাল পরে, মোয়াবীয় দস্যুদল নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে লুট-পাট করিয়া বেড়াইত। তৎকালে, একদিন লোকেরা একটা মৃতদেহ কবর দিবার জন্য, সেই কবর স্থানে লইয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে তাহারা সেই দস্যুদল দেখিয়া, তাড়াতাড়ি ভাববাদীর কবরে তাহা ফেলিয়া পলায়ন করিল। তখন মৃতদেহ ভাববাদীর অস্থিতে স্পর্শ হইবামাত্র, “জীবিত হইয়া পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল।” ইলীশায় যে

জয় লাভের কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল। যোয়াশ তিনবার আঘাত করিয়া অরামীয় বাহিনীর উপর জয় লাভ করেন; তাহাতে ইস্রায়েলের যে সকল নগর তাহারা ইতিপূর্ব্বে হস্তগত করিয়াছিল, সে সমস্ত পুনর্লাভ হইল (২ রাজা ১৩; ২৫)।

তৃতীয় অধ্যায়।

অমৎসিয় ও ২য় যারবিয়াম। যোনাহের বিবরণ।

২ রাজা ১৪ অঃ। ২ বংশা ২৫ অঃ। যোনা ১-৪ অঃ।

খ্রীঃ পূঃ ৮৪০—৭৫৮।

ইতিমধ্যে অমৎসিয় যিহূদার রাজা হন। সিংহাসন প্রাপ্তির পরেই, যাহারা তাঁহার পিতাকে বধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি বধ করেন। কিন্তু তৎকাল প্রচলিত প্রথানুসারে না চলিয়া মোশির ব্যবস্থানুসারে তাহাদের সন্তানদের প্রতি দয়া দেখাইলেন, তাহাদিগকে বধ করিলেন না (দ্বিঃ বিঃ ২৪; ১৬। যিহি ১৮, ৪, ২০)। অতঃপর তিনি অবাধ্য ইদোমীয়দিগকে শাসন করিবার অভিপ্রায়ে যিহূদা হইতে তিনলক্ষ সৈন্য মনোনীত করেন, এবং একশত মণ রৌপ্য বেতন দিয়া ইস্রায়েল হইতে একলক্ষ বলবান লোক সংগ্রহ করিয়া (২ বংশা ২৫; ৬) যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু একজন ভাববাদী তাঁহাকে আপন বাহিনীর সহিত প্রতিমাপূজক ইস্রায়েলীয়দিগকে যুদ্ধে লইয়া যাইতে নিষেধ করায়, তিনি তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দেন। ইহাতে তাহারা অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যায়। পরে তিনি আপন বাহিনী লইয়া ইদোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন, এবং মৃত সাগরের দক্ষিণস্থ লবণোপত্যকায় তাহাদিগকে মহাসংহারে সংহার করিয়া পাহাড়স্থিত সেলা বা পেত্রা নামক তাহাদের রাজধানী

হস্তগত করেন, এবং তাহাদের দশ সহস্র লোককে বন্দি করিয়া পর্ব্বত শিখর হইতে নিচে ফেলিয়া দিয়া তাহাদিগকে চূর্ণ করেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি যে জাতিকে সংহার করিয়াছিলেন, তাহাদেরই দেবগণকে যিরূশালেমে স্থাপন করিয়া তাহাদের পূজা করেন (২ বংশা ২৫; ১৪)। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য একজন ভাববাদী আসিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যে দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করেন, তাহা অনতিবিলম্বে সফল হইবার সময় উপস্থিত হইল।

বেতনজীবী ইস্রায়েলীয় সৈন্যগণ আপনাদিগকে যুদ্ধলব্ধ লুট দ্রব্যের অংশে বঞ্চিত দেখিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন কালে যিহূদার অনেক সহর লুট করিয়াছিল। এই অত্যাচারের সংবাদ শুনিয়া, অমৎসিয় নির্বুদ্ধিতা বশে ইস্রায়েলরাজকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করেন। যিহোয়াশ তাঁহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া শিয়ালকাঁটা ও লিবানোনস্থ এরস বৃক্ষের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া উত্তর প্রদান করেন, ও গর্ব্বিত হইতে নিষেধ করেন। কিন্তু অমৎসিয় কিছুতেই ছাড়িলেন না। অতএব দুইটী বাহিনী পরস্পর সম্মুখীন হইয়া, দান ও পলেষ্টীয়ের মধ্যবর্ত্তী বৈৎ-শেমশে যুদ্ধ করে; তাহাতে যিহূদার বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। তখন যিহোয়াশ আপন শত্রু অমৎসিয়কে বন্দি করিয়া যিরূশালেমে লইয়া যান; যিরূশালেমের উত্তরদিকস্থ প্রাচীরের চারিশত হস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলেন, এবং সদাপ্রভুর গৃহে স্থিত স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্রাদি, এবং কতকগুলি লোককে লইয়া শমরিয়াতে ফিরিয়া যান। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়; তাহাতে তাঁহার পুত্র ২য় যারবিয়াম (খ্রীঃ পূঃ ৮২৫) সিংহাসন প্রাপ্ত হন। অমৎসিয় আরো পনের বৎসর জীবিত ছিলেন। লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলে তিনি লাখীশে পলায়ন করেন; সেখানে তিনি হত হইলে, তাঁহার পুত্র অসরিয় বা উষিয় রাজা হন (খ্রীঃ পূঃ ৮১০। ২ রাজা ১৪; ১৯-২০)।

২য় যারবিয়াম একচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে ইস্রায়েলের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, পূর্ব্বে বা পরে আর কখনও তাদৃশ হয় নাই। এই নূতন রাজা আপন দেশ আক্রমণকারী অরামীয়দিগকে দূর করিয়া দিলেন, কেবল তাহা নহে. কিন্তু তাহাদের দেশে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া তাহাদের রাজধানী দম্মেশক হস্তগত করেন, ও হমাৎ হইতে মরু সাগর পর্য্যন্ত ইস্রায়েলের সমস্ত অধিকার পুনর্লাভ করেন, এবং মোয়াবীয়দের ও অম্মোনীয়দের দেশও তাঁহার অধীন হয়। সবূলূন গোষ্ঠীর অঞ্চলস্থ গাৎহেফরীয় অমিত্তয়ের পুত্র যোনাহ্ ভাববাদী তাঁহার এই সমস্ত জয় লাভের বিষয়ে ভাবোক্তি প্রচার করিয়াছিলেন (২ রাজা ১৪ ; ২৫)। তাঁহার ভাববাণী কেবল নয়, কিন্তু তাঁহার লিখিত গ্রন্থও আমাদের হস্তে আছে। যাহা হউক, এই রাজার প্রতিমাপূজা হেতু হোশেয় ভাববাদী (হোশে ১ ; ১), ও তকোয়স্থ পালরক্ষক আমোষ (আমো ১ ; ১), তাঁহার বিরুদ্ধে ভাবোক্তি প্রচার করেন। আমোষের কথায় বৈথেলস্থ মহাযাজক অমৎসিয় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া (আমো ৭ ; ১০) রাজাকে সংবাদ দিয়া কহিল, আমোষ কহিতেছে, রাজপরিবার উচ্ছিন্ন ও ইস্রায়েল স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইবে (আমো ৭ ; ১১-১৭)। এই ভাববাণী তাঁহার রাজত্বকালে না হইলেও, কিছু দিন পরে সিদ্ধ হইল। *

যিহূদার নূতন রাজা উষিয় বাওয়ান্ন বৎসরকাল রাজত্ব করেন, এবং কএকটী যুদ্ধেও কৃতকার্য্য হন। তিনি পলেষ্টীয়দিগকে জয় করিয়া

এই শেষোক্ত ভাববাদীদ্বয় হইতে, এই সময়ে ইস্রায়েলের নৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তদ্বিষয়ে আমরা অনেক জানিতে পারি। বৈথেলে গোবৎসের পূজা ভারি ধূমধামের সহিত চলিতেছিল ; এখানে রাজা স্বয়ং পূজা করিতেন (আমো ৭ ; ১৩) ; প্রজাগণও নানাপ্রকার অশুচিতা, মত্ততা, এবং দরিদ্র, পিতৃ-মাতৃহীন ও বিধবাদের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি নানা প্রকার পাপের জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠে (আমো ২ ; ৭-৮। ৪ ; ১। হোশে ১ ; ২। ৪ ; ১২-১৪ ; ১৩ ; ৬)।

গাৎ ও অস্‌দোদ ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করেন, এবং আরবীয় ও মিয়ূনীয়দিগকে করাধীন করেন। লোহিতসাগরের তীরস্থ এলৎ নামক বিখ্যাত বন্দর পুনর্লাভ করেন (২ বংশা ২৬; ২, ৭)। এতদ্ব্যতীত তিনি আপন রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। ফলতঃ যিরূশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ ও যুদ্ধের উপযোগী প্রাচীরভাঙ্গাযন্ত্র প্রস্তুত, এবং এক স্থায়ী বাহিনী সংগ্রহ করেন। ইহা ছাড়া কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করেন, ও তাহা রক্ষার জন্য স্থানে স্থানে উচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার বহুসংখ্যক পশুপালের নিমিত্ত, সমতল ভূমিতে অনেক কূপ খনন করান, ও পর্ব্বতপৃষ্ঠে দ্রাক্ষার অনেক উদ্যান প্রস্তুত করেন (২ বংশা ২৬; ৯-১৫)। কিন্তু এইরূপ শ্রীবৃদ্ধি কালে, সর্ব্বনাশের জন্য তাঁহার মন উদ্ধত হইয়া উঠিল। যাজকদিগের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া, তিনি স্বর্ণময় ধূপবেদির উপর ধূপ জ্বালাইতে সদাপ্রভুর গৃহে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন। এইরূপ ব্যবস্থা লঙ্ঘন করায়, মহাযাজক অসরিয় ও অন্যান্য লেবীয়গণ তাঁহাকে প্রতিরোধ করেন, তাহাতে হঠাৎ রাজার উপরে দণ্ড উপস্থিত হয়। তিন ধূপবেদির নিকট ধূনাচি হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে থাকিতেই, তাঁহার কপালে কুষ্ঠ রোগ দেখা গেল। তখন তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি পবিত্র প্রাঙ্গণ হইতে বাহিরে যান। কুষ্ঠরোগ প্রযুক্ত তিনি রাজকার্য্য করিতে অনুপযুক্ত হওয়ায়, এই দিনাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র গৃহে বাস করেন; তাহাতে তাঁহার পুত্র যোথম রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। পরে উষিয়ের মৃত্যু হইলে, (খ্রীঃ পূঃ ৭৫৮) যোথম আপন পিতার পদে রাজা হন (২ রাজা ১৫; ৫। ২ বংশা ২৬; ১৬-২২)।

বিশ্বাসঘাতক ইস্রায়েলের শাসনার্থে, যে বৃহৎ সাম্রাজ্য অস্ত্র স্বরূপ হইবে, ইতিমধ্যে তাহা চারিদিকে বিস্তৃতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল। যেহূর ও তাঁহার কুলের অধ্যক্ষ অরামীয়দের ওপারস্থিত অশূর সাম্রাজ্য

দিন দিন সতেজে শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতেছিল। যে যে দেশের মধ্য দিয়া টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয় প্রবাহিত হয়, সেই সমস্ত রাজ্য এবং কাপ্পদকিয়া, আর্ম্মানিয়া ও বাবিলোনীয়া দেশ, এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বিখ্যাত নীনবী মহানগর তাহার রাজধানী; তন্নি-বাসীগণ আপনাদের পাপপ্রযুক্ত অনুতাপ না করিলে, তাহাদের উপরে ভয়ানক দণ্ড আসিবে, তাহা ঘোষণা করিতে যোনাহ ভাববাদী তথায় প্রেরিত হন। কিন্তু ভাববাদী এই গুরুতর কার্য্য করিতে ভীত হন, এবং অরামীয় প্রান্তর দিয়া না গিয়া, যাফোতে চলিয়া যান, এবং স্পেন দেশের দক্ষিণ উপকূলেস্থিত তর্শীশে যাইবার জন্য, সেখানে এক জাহাজে আরোহণ করেন (যোনা ১; ৩)। কিন্তু, এইরূপে জলযাত্রায় প্রবল ঝড় উপস্থিত হইল, ও তিনি আপনার দোষ স্বীকার করিলেন। নাবি-কেরা ভীত হইয়া তাঁহারই ইচ্ছামত তাঁহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ একটা প্রকাণ্ড মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করিল, এবং তিন দিবা রাত্রির পরে আবার শুষ্ক ভূমিতে জীবিত অবস্থায় তাঁহাকে উদ্গীরণ করিয়া দিল (মথি ১২; ৪০। ১৬; ৪। লূক ১১; ৩০)। এই প্রকারে আশ্চর্য্যরূপে উদ্ধার পাইলে পর, ঈশ্বর দ্বিতীয়বার তাঁহাকে তথায় যাত্রা করিতে বলেন। এবার তিনি অবাধ্য হইতে সাহস না করিয়া, নীনবীতে গেলেন (খ্রীঃ পূঃ ৮৬০-৭৮০)। ভাববাদিগণের পরিধেয় উষ্ট্রলোমজাত বস্ত্র পরিয়া, হঠাৎ তিনি নীনবীতে উপস্থিত হইলেন, এবং পথে পথে, গলিতে গলিতে উচ্চৈঃস্বরে এই কথা ঘোষণা করিলেন, "আর চল্লিশ দিন গতে নীনবী উৎপাটিত হইবে।" তাঁহার এই ভয়ানক বাক্য শুনিয়া সকলেই ব্যাকুল হইল, এবং অবিলম্বে সেই বার্ত্তা রাজবাটীতেও পঁহুছিল। রাজা মহাআড়ম্বরের সহিত নিজ অমাত্যবর্গে বেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এই অপরিচিত ভাববাদীর বাক্য রাজার হৃদয় স্পর্শ করিল। তাহাতে "তিনি আপন সিংহাসন হইতে উঠিলেন, গাত্রের শাল

রাখিয়া দিলেন, এবং চট পরিধানপূর্ব্বক ভস্মে বসিলেন” (যোনা ৩ ; ৬)। কেবল তাহা নহে, কিন্তু দেশের সর্ব্বত্র এই আদেশ প্রচার করাইলেন যে, ক্ষুদ্র ও মহান সকলেই চট পরিধান করুক, এমন কি, গোমেষাদি পশুগণকেও দুঃখপ্রকাশক অবস্থায় রাখা হউক। এই আজ্ঞামত নীনবী-বাসী সমস্ত লোক আমোদপ্রমোদ ও ভোজনপান ত্যাগ করিয়া উপবাস করিল, এবং মনস্তাপের বাহ্যিক চিহ্ন স্বরূপ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া চট পরিল। পরে আপনাদিগকে নত করিয়া স্ব স্ব মন্দ কার্য্য ত্যাগ করিল, এবং দয়া পাইবার জন্য পরাৎপর ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন ঈশ্বর তাহাদের অনুতাপ গ্রাহ্য করিলেন। যে মহানগরে “যাহারা দক্ষিণ হস্ত হইতে বাম হস্তের প্রভেদ জানে না” এমন এক লক্ষ বিংশতি সহস্র শিশু সন্তান ছিল, ঈশ্বর মহা দয়া করিয়া তাহার দণ্ড রহিত করিলেন। ভাববাদী নগরের পূর্ব্বদিকে খর্জ্জুর পত্র দ্বারা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বসিয়া তাহাদের কি দশা হয়, দেখিবার অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সেই আশা এখন বৃথা হইল। দণ্ড রহিত হওয়ায়, অকারণ তিনি ঈশ্বরের প্রতি অসন্তোষ ভাব দেখাইলেন। মনুষ্য অপেক্ষা ঈশ্বর অতি কৃপাময় ও স্নেহশীল এবং দয়াতে মহান, এই কারণেই নীনবী আর একশত বৎসর পর্য্যন্ত নিরাপদে থাকিতে সুযোগ পাইল (যোনা ৪ ; ৫—১১)।

চতুর্থ অধ্যায়।

ইস্রায়েল রাজ্যের অবনতি ও বন্দিত্ব।

২ রাজা ১৫—১৭ অং। খ্রীঃ পূঃ ৭৭৩—৭২১।

যারবিয়ামের, মৃত্যুর পর (খ্রীঃ পূঃ ৭৮৩), ইস্রায়েল রাজ্যের মধ্যে ভয়ানক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা দেখা দিল। অবশেষে এগার বৎসর

গত হইলে, তাঁহার পুত্র সখরিয় রাজা হন (খ্রীঃ পূঃ ৭৭৩)। তিনি ছয় মাস কাল রাজত্ব করেন ; এই কালের মধ্যে প্রতিমাপূজায় আসক্তি ভিন্ন তাঁহার আর কিছুই দেখা যায় না। তখন শল্লুম তাঁহাকে বধ করিয়া যেহূর কুল শেষ করেন। রাজবিদ্রোহী শল্লুমের রাজত্বকাল আরো ক্ষণস্থায়ী ছিল। এক মাস মাত্র রাজত্ব করিলে পর, গাদির পুত্র মনহেম (খ্রীঃ পূঃ ৭৭২), তাঁহাকে বধ করিয়া রাজা হন। তাঁহার রাজত্বের আরম্ভে, অথবা দশবৎসর রাজত্বের সময়ে, নূতন রাজা তির্সা ও তিপ্‌সহের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলবাসীদিগকে সংহার করেন। বোধ হয়, তাঁহার বিপক্ষদিগকে ভয় দেখাইয়া স্বপক্ষে আনিবার অভিপ্রায়ে এই নিষ্ঠুর কার্য্য সাধন করেন (২ রাজা ১৫ ; ১৪)। তাঁহার রাজত্ব-কালীন আর একটী গুরুতর ঘটনা উল্লেখ করা আবশ্যক। তাঁহার রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে অশূরীয়েরা উপস্থিত হয়। দম্মেশকের সহিত যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইলে পর, অশূররাজ পূল, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মনহেম আপন ষষ্টি সহস্র প্রজার মধ্যে প্রত্যেকের নিকট হইতে পঞ্চাশ পঞ্চাশ শেকল আদায় করিয়া এক সহস্র মণ রৌপ্য সংগ্রহ করেন, ও তাহা অশূররাজ পূলকে দেওয়ায়, তিনি স্বদেশে ফিরিয়া যান (২ রাজা ১৫ ; ২০)।

মনহেম শান্তিতে প্রাণত্যাগ করিলে, তাঁহার পুত্র পকহিয় (খ্রীঃ পূঃ ৭৬১) তাঁহার পদে রাজা হইয়া দুই বৎসর কাল রাজত্ব করেন। পরে তাঁহার দেহরক্ষক দলের সেনাপতি রমলিয়ের পুত্র পেকহ রাজ বাটীতে তাঁহাকে বধ করেন (খ্রীঃ পূঃ ৭৫৯)। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ অপেক্ষা ইহাঁর অধিকতর উদ্যোগ দেখা যায়। অশূররাজের জন্য যে কর সংগ্রহ করা হইল, তাহাতে রাজ্য একেবারে নিঃসম্বল হইয়া পড়িল। তখন তিনি এই ক্ষতি পূরণার্থে অরামীয়দের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া যিহুদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন।

যোথমের বীরত্ব প্রযুক্ত, তাঁহার রাজত্বকালে তিনি এই কল্পনা সাধন করিয়া উঠিতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অকর্ম্মণ্য পুত্র আহস রাজা হইলে (খ্রীঃ পুঃ ৭৪২), পেকহ্ অরামের রাজা রৎসীনের সহিত এক যোগে যিরুশালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তাঁহারা ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়া যিহূদার অনেক লোককে বন্দি করিয়া লইয়া যান; কিন্তু ওদেদ ভাববাদীর পরামর্শমতে, পরে বন্দি-দিগকে মুক্ত করিয়া বিদায় করেন (২ বংশা ২৮; ৮-১৫)। এই যুদ্ধ যাত্রায় অরামীয়দের বিশেষ লাভ হইল। রৎসীন এলৎ বন্দর হস্তগত করিয়া, তথা হইতে যিহূদীদিগকে দূর করিয়া দেন, ও তথায় অরামীয় উপনিবেশ স্থাপন করেন। কিন্তু অরামীয়দের সহিত বন্ধুত্ব করায়, ইস্রায়েলের পক্ষে বিশেষ কুফল উৎপন্ন হইল; আহস অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হওয়াতে, পূলের * পরবর্ত্তী রাজা তিগ্লৎপিলেষরের সাহায্য লাভ করিতে স্থির করিয়া, এই অভিপ্রায়ে সদাপ্রভুর গৃহে ও রাজবাটীর ভাণ্ডারে সঞ্চিত সমস্ত স্বর্ণরৌপ্য লইয়া বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন (২ রাজা ১৬; ৭)। ইহাতে অশূরের রাজা অরামের ও ইস্রায়েলের ক্ষমতা নষ্ট করিতে সুযোগ বুঝিয়া, তৎক্ষণাৎ সম্মত হন, এবং অরামীয় রাজধানী দম্মেশকের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া (খ্রীঃ পূঃ ৭৪০) তাহা অধিকার করেন। ইহাতে রৎসীন হত হন, ও প্রজাগণ বন্দি হইয়া কীরে নির্ব্বাসিত হয় (২ রাজা ১৫; ২৯)। এই ঘটনা সম্বন্ধে যিশায়াহ ভাববাদী গুরুতর ভাববাণী প্রকাশ করেন (যিশা ৭; ১-১৬)। পরে তিনি আরো পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া, পেকহের রাজ্যস্থ উত্তরাঞ্চল আক্রমণ করেন। এই যাত্রায় তিনি ইয়োন,

* এই রাজার বিষয়ে খোদিত প্রস্তর ফলকে এমন কিছু দেখা যায় না; কিন্তু একটী প্রস্তর ফলকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, তিনি অম্রির বংশ (বৈৎ-খুম্রি) হইতে কর আদায় করেন।

আবেল-বৈৎ-মাখা হাৎসোর প্রভৃতি নগর হস্তগত করেন, এবং তন্নিবাসীদিগকে আপন রাজ্যে লইয়া গিয়া মেসপতমিয়ার উত্তর বিভাগস্থ বিলিখ ও খাবোর নদীর তীরে তাহাদিগকে বসতি করান। এইরূপে পেকহ অশূরীয় রাজ্যের "মহাপ্রভুর" করাধীন দাস হওয়াতে, অগত্যা আহসের প্রতি বিপক্ষতাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু এই স্বল্পকাল স্থায়ী সাহায্য লাভ করণার্থে, আহসকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। ইহার জন্য তাঁহাকে মন্দিরস্থ ভাণ্ডারে সঞ্চিত প্রচুর সম্পত্তি করস্বরূপ তিগ্লৎ-পিলেষরের নিকট পাঠাইতে হইল; কেবল তাহা নহে, কিন্তু করাধীন দাসের ন্যায় দম্মেশকে যাইয়া রাজার সম্মুখে প্রণিপাত করিতে ও উদ্ধারকর্ত্তার নিকট আপনাকে অবনত করিতে হইল; এমন কি, তাহার দেবতার সম্মুখেও ভক্তি-ভাবে দাঁড়াইতে হইল। তিনি বলিলেন, "অরামীয় রাজাদের দেব-গণই তাহাদের সাহায্য করেন; অতএব আমি তাহাদের উদ্দেশে বলিদান করিব, তাহাতে তাঁহারা আমরাও সাহায্য করিবেন।" তিনি আপন রাজ্যে যে কেবল পরজাতীয়দের রীতিনীতি প্রতিষ্ঠিত করেন, এমন নহে; কিন্তু অরামীয় রাজধানীতে যেরূপ যজ্ঞবেদি দেখিয়া-ছিলেন, তাহার তুল্য এক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়া, যিরূশালেমে উরিয় মহাযাজকের নিকট একটী আদর্শ লিখিয়া পাঠা ইয়া দেন। তাহাতে মহাযাজক তাঁহার আজ্ঞানুসারে একটি যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া মন্দিরের পবিত্র প্রাঙ্গণে স্থাপন করেন, এবং রাজা আসিয়া স্বয়ং তাহার উপর বলিদান উৎসর্গ করেন। তদ্ভিন্ন রাজ্যস্থ প্রত্যেক নগরে তিনি আপন রাজধানীর ন্যায় প্রতিমাপূজা প্রচলিত করেন, আর তিনি ইতর দেবগণের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইতে প্রত্যেক নগরে উচ্চস্থলী নির্ম্মাণ করেন। পূর্ব্বদেশের সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত প্রথানুসারে ভূতুড়িয়ার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া (যিশা ৮; ১৯), ও আপন সন্তান-

দিগকে হিন্নোম উপত্যকায় মোলকের উদ্দেশে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করাইয়া (২ রাজা ১৬ ; ৩), ও সূর্য্যদেবের উদ্দেশে অশ্ব প্রতিষ্ঠা এবং গৃহের ছাদে সূর্য্য, চন্দ্র নক্ষত্রাদির উদ্দেশে বেদি নির্ম্মাণ করিয়া, সকলের কুআদর্শ হন (২ রাজা ২৩ ; ১২। ২ বংশা ২৮ ; ২-৪)।

এইরূপে যখন যিহূদারাজ্য উত্তরোত্তর দেবপূজায় আসক্ত হইতেছিল, তখন ইস্রায়েল রাজ্যের অবস্থা আরো শোচনীয় হইয়া উঠিল। পেকহের বিংশতি বৎসর রাজত্বের পর, এলার পুত্র হোশেয় (খ্রীঃ পূঃ ৩৩৭) তাঁহাকে বধ করেন। সাত বৎসর পর্য্যন্ত দেশ অরাজক অবস্থায় থাকিলে পর, হোশেয় প্রবল হইয়া রাজা হন (খ্রীঃ পূঃ ৭৩০)। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের ন্যায় তিনি দুষ্ট ছিলেন না (২ রাজা ১৭ ; ২); কিন্তু ইস্রায়েলের সর্ব্বনাশ ঘটিবার দিন নিকটবর্ত্তী হইল। তাঁহার রাজত্বের কএক বৎসর পর, অশূররাজ তিগ্লৎপিলেষরের পদপ্রাপ্ত শলমনেষর যুদ্ধযাত্রা করিয়া ইস্রায়েলকে করাধীন করেন। ইহাতে হোশেয় গুপ্তভাবে মিসরের রাজা সো অর্থাৎ প্রথম সাবাকোর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন ; কিন্তু এইরূপ চক্রান্তের কথা অশূররাজের কর্ণগোচর হইলে, তিনি হোশেয়কে দম্মেশকে উপস্থিত হইয়া তদ্বিষয়ে কৈফিয়ৎ দিতে বলেন, ও পরে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। পরে আপনার সমস্ত বাহিনী লইয়া গিয়া, শমরিয়া অবরোধ করেন (খ্রীঃ পূঃ ৭২৩)। নগরটী সাধারণতঃ এরূপ দৃঢ় যে, তিনি তিন বৎসর পর্য্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে না পারিয়া, দম্মেশকে ফিরিয়া যান। তথায় তাঁহার সেনাপতি সার্গোন রাজবিদ্রোহী হইয়া জয় লাভ করেন, এবং স্বয়ং রাজা হইয়া শমরিয়া হস্তগত করেন *। শলমনেষর যে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, এইরূপে

* সাধারণ লোকের ধারণা এই যে শলমনেষর শমরিয়া হস্তগত করেন, এবং শাস্ত্র পাঠ করিলে এই ভাবই মনে উদয় হয় ; কিন্তু স্পষ্ট তাহা বলা হয় নাই (তুলনা ২ রাজা ১৭ ; ৬। ১৮ ; ১০)। খোদিত প্রস্তরফলকে সার্গোন লিখিয়া

তাহা সমাপ্ত হয় (খ্রীঃ পূঃ ৭২১)। ইস্রায়েলের অবশিষ্ট বহুসংখ্যক লোক এখন দেশ নির্ব্বাসিত হইল। তাহাদের কতক লোক গোষণ প্রদেশে বা মাদীয়দের নানা নগরে বসতি করিল, এবং কূথা, হমাৎ ও সফর্বয়িম হইতে লোক আসিয়া ইস্রায়েলসন্তানদের পরিবর্ত্তে শমরিয়ার নগর সমূহে বাস করিতে লাগিল। এইরূপে ইস্রায়েলরাজ্যের স্বাধীনতা চিরকালের জন্য শেষ হইল।

পঞ্চম অধ্যায়।

হিষ্কিয়ের রাজত্ব।

২ রাজা ১৮-২০ অঃ। ২ বংশা ২৯—৩২ অঃ।

খ্রীঃ পূঃ ৭২৬—৬৯৮।

এই প্রকারে ইস্রায়েলরাজ্যের পতন হইলে, যিহূদারাজ্য হঠাৎ পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল। দুষ্ট আহসের রাজত্ব শেষ হইলে পর তাঁহার পুত্র হিষ্কিয় সিংহাসন প্রাপ্ত হন (খ্রীঃ পূঃ ৭২৬)। দায়ূদকূলের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। রাজা হইবামাত্র, তিনি সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্ম সংশোধন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, এবং এই অভিপ্রায়ে উচ্চস্থলী সকল উচ্ছিন্ন করিলেন, ও প্রতিমা সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এমন কি, মোশির নির্ম্মিত পিত্তলময় সর্পও নষ্ট করিলেন, কারণ প্রান্তরে ভ্রমণ কালাবধি অতি আদরের সহিত উহা রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। অবশেষে তাহা লোকদের নিকট পূজ্যবস্তু হইয়া উঠিল; কিন্তু হিষ্কিয়

গিয়াছেন, যে শলমনেষর নহে, কিন্তু তিনিই আপন রাজত্বের প্রথম বৎসরে (খ্রীঃ পূঃ ৭২১) শমরিয়া হস্তগত করেন, এবং তথা হইতে ২৭,২৮০ পরিবারকে বন্দি করিয়া লইয়া যান। সার্গোন যে ভাবে আপন প্রজাদিগকে দেশ নির্ব্বাসিত করেন, অন্য কোন রাজা সেই রূপে করেন নাই।

তাহার নাম নহুষ্টন (পিত্তল খণ্ড) রাখিলেন (২ রাজা ১৮; ৪)। অতঃপর তিনি সদাপ্রভুর গৃহ পরিষ্কারও পবিত্র করেন, এবং বহুসংখ্যক বলিদান উৎসর্গ করিয়া মহাধুমধামের সহিত পুনরায় মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই অভিপ্রায়ে লেবীয় ও যাজকগণকে নিয়মিত রূপে নিযুক্ত করা হয় (২ বংশা ২৯; ২০-৩৬)। এই সমস্ত করিলেও, তিনি তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। শেষে, একটী বিশেষ নিস্তার পর্ব্ব পালন করিতে, পালেষ্টাইনের মধ্যে যত লোক ইব্রীয় নামে পরিচিত ছিল, তাহাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করেন (২ বংশা ৩০; ১—১০)।

এই উপলক্ষে যিহূদার সমস্ত প্রদেশে, ও উত্তরদিকে সবূলূন, ইফ্রয়িম ও মনঃশি গোষ্ঠীর সমস্ত অঞ্চলে দূতদিগকে প্রেরণ করেন। যোষেফের পরাক্রান্ত গোষ্ঠী এই নিমন্ত্রণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অগ্রাহ্য করিল; কিন্তু যিহূদাও অন্যান্য ক্ষুদ্রগোষ্ঠী হইতে অনেকেই যিরূশালেমে উপস্থিত হইয়া, এই মহোৎসবে যোগদান করিল। এই নিস্তারপর্ব্ব দ্বিতীয় মাসে পালন করা হয় (গণ ৯; ১০—১১)। চতুর্দ্দশ দিন ধরিয়া তাহারা মহোৎসব করিল। প্রাচীন কালে স্থাপিত এই পর্ব্ব পালন করাতে পূর্ব্বপূর্ব্ব ঘটনাবলী লোকদের মনে পড়িল। তাহাতে সত্য ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের ভক্তি ও উদ্যোগ পুনঃ বৃদ্ধি পাইল। অতএব তাহারা যিরূশালেম হইতে যিহূদার ও বিন্যামীনের নগরে নগরে, এমন কি উত্তরাঞ্চল স্থিত নানা স্থানে গমন করিয়া, মন্দির ও প্রতিমা সকল নিঃশেষে উৎপাটন করিল (২ বংশা ৩১; ১)।

উচ্চমনা ভাববাদী যিশায়াহ, এই সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্যে রাজাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেন, তাহাতে তিনি অনেক বিষয়ে কৃতকার্য্যও হন। তাঁহার এই উদ্যোগের জন্য ঈশ্বর পুরস্কার স্বরূপে চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুর উপর তাঁহাকে জয়ী করেন। তিনি পলেষ্টীয়দিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হন, ও তাঁহার পিতার রাজত্বকালে যে সকল অঞ্চল তাহারা হস্তগত

করিয়াছিল, সে সমস্তই পুনরধিকার করেন, কেবল তাহা নহে, কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলও লাভ করেন। (২ রাজা ১৮; ৭-৮)। ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়ায়, তিনি অশূররাজের যোঁয়ালি ভাঙ্গিতেও সাহসী হন, এবং নিয়মিতরূপে আর কর প্রেরণ করিলেন না। কিছুদিন পূর্ব্বে অশূর, শমরিয়া জয় করাতে বিশেষ উৎসাহিত হয়, সুতরাং এই অবাধ্যতার প্রতিকার করিতে সে অধিক বিলম্ব করিবে না বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু তাহা ঘটে নাই, কারণ প্রথমে ঐশ্বর্য্যশালী ফৈনিকীয় রাজধানী সোর অশূরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। তন্নিবাসীগণ কিছুতেই তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিল না; পাঁচ বৎসর কাল পর্য্যন্ত অবরোধের পর অশূর নিরাশ হৃদয়ে স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

ইতিমধ্যে হিষ্কিয় নিশ্চিন্ত ছিলেন না; অশূরের আক্রমণ প্রতিরোধ করণাভিপ্রায়ে তিনি নানা উপায়ে আপন রাজধানী দৃঢ় করেন। ফলতঃ, তিনি ভগ্নপ্রাচীর গাঁথিলেন, দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সৈন্যদিগের উপর সেনাপতিদিগকে নিযুক্ত করিলেন, নগরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহের কূপ সকল বন্ধ করিয়া জলস্রোতের মুখ ফিরাইয়া দিলেন (২ বংশা ৩২; ৩-৪) ও যুদ্ধের উপযোগী অস্ত্রাদি প্রস্তুত করাইলেন। তাঁহার প্রজাগণ অশূররাজের আগমনে ভীত হইলেও, এবং তাঁহার মন্ত্রীগণ ফরৌণের সহিত বন্ধুত্ব করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিলেও, তিনি যিশায়াহ ভাববাদীদ্বারা উৎসাহিত হন। এইহেতু, ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি তাঁহার বিশ্বাস অটল হইয়া রহিল। অবশেষে, তাঁহার রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে (২ রাজা ১৮; ১৩)* সার্গোনের উত্তরাধিকারী সন্হেরীব "যিহূদার প্রাচীরবেষ্টিত সমস্ত নগরের বিরুদ্ধে আসিয়া সে সকল হস্তগত করিতে লাগিলেন।" ইহা দেখিয়া হিষ্কিয় তাঁহার ক্রোধ নিবারণার্থে তাঁহাকে তিন শত মণ রৌপ্য ও ত্রিশমণ স্বর্ণ দিতে স্বীকৃত হন। ইহার জন্য তাঁহাকে সদাপ্রভুর গৃহে ও রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত ধনসম্পত্তি এমন

কি, তিনি মন্দিরের যে কবাট ও যে যে বাজু স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া ছিলেন, তাহাও কাটিয়া দিতে বাধ্য হইলেন (২ রাজা ১৮ ; ১৪-১৬)। কিন্তু ইহাতেও তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন না। দুই বৎসর গত হইলে, সন্‌হেরীব বলবান্ মিস্রীয় জাতিকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে যিহূদার মধ্য দিয়া যুদ্ধযাত্রা করেন। তাঁহার এক জন সেনাপতি যখন অসদোদ আক্রমণ করিয়া হস্তগত করে, তখন তিনিও সমুদ্রতীরস্থ মিসরের অধীন লাখীশ ও লিব্‌না নগর অবরোধ করেন। লাখীশের সম্মুখে অবস্থিতি-কালে তিনি তর্ত্তন (প্রধান সেনাপতি) কে, রবসারীস (প্রধান নপুংসক) কে, ও রবশাকি (প্রধান পানপাত্রবাহক) কে বৃহৎ সৈন্যদলের সহিত হিষ্কিয়কে শাসন করিতে যিরূশালেমে প্রেরণ করেন। এই সময়ে প্রেরিত লোকদের মধ্যে পানপাত্রবাহক সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। তিনি "উচ্চতর পুষ্করিণীর প্রণালীর কাছে" দাঁড়াইয়া ইব্রীয় ভাষায় হিষ্কিয়ের মন্ত্রীগণকে ও প্রাচীরের উপরিস্থ লোকদিগকে অশূররাজের কথা জ্ঞাত করেন। তিনি তাহাদিগকে অনুরোধ করিয়া বলেন, যেন তাহারা সাহায্যের জন্য মিসরে নির্ভর না করে, এমন কি, ঈশ্বরেও ভরসা না রাখে ; কারণ তাঁহার প্রভুর হস্ত হইতে কোন দেশ ও প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে কোন দেবতাই সমর্থ হয় নাই (২ রাজা ১৮ ; ৩৩, ৩৪)।

হিষ্কিয়ের আজ্ঞানুসারে সকলেই নীরব থাকিল, এক কথারও উত্তর করিল না। অশূররাজের প্রেরিত দূতের কথা শুনিয়া, রাজা আপন বস্ত্র চিরিলেন, ও চট পরিধান করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার মন্ত্রীগণকেও তদ্রূপ চট পরিধান করাইয়া যিশায়াহের নিকট তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা গিয়া, এই বিপদ কালে প্রজাদের জন্য যিহোবার নিকট প্রার্থনা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন ; তাহাতে সেই সাহসী ভাববাদী রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন, তুমি শত্রুদের কোন কথায় ভীত বা নিরাশ হইও না"। অশূর যে ঈশ্বরের অপমান করিয়াছে,

তিনিই আপন সম্ভ্রম রক্ষা করিবেন। তিনি তাহার মধ্যে এক আত্মা দিবেন, তাহাতে সে কোন সংবাদ শুনিয়া আপন দেশে ফিরিয়া যাইবে, ও সেখানে খড়্গাঘাতে হত হইবে। এই অটল বিশ্বাসের কথা শুনিয়া রাজা ও প্রজাগণ উৎসাহিত হন, এবং অশূররাজের দূতগণ ভয় দেখাইয়া যিহূদার রাজধানী হস্তগত করিতে না পারায়, শেষে সন্হেরীবের কাছে ফিরিয়া গেল। তখন তিনি লাখীশ ছাড়িয়া লিব্নাতে অবস্থিতি করিতেছিলেন (২ রাজা ১৯; ৮)।

সেখানে অবস্থান কালে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, কূশদেশের ক্ষমতাশালী রাজা তির্হক তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন। ইহাতে তিনি হিষ্কিয়কে আর এক বার ভয় দেখাইতে স্থির করিলেন। অতএব তিনি দ্বিতীয় বার দূতগণকে প্রেরণ করিয়া নগর সমর্পণ করিতে তাহাকে পত্র দ্বারা আদেশ করেন। কোন্ কোন বিখ্যাত নগরের দেবগণ তাঁহার হস্ত হইতে নগর উদ্ধার করিতে পারে নাই, তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়া হিষ্কিয়কে বলেন যে, তুমিও উদ্ধার পাইবে না। এই পত্র পাইয়া হিষ্কিয় সদাপ্রভুর গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা বিস্তার করিয়া অতি বিনীতভাবে করূববদ্বয়ের মধ্যে গৌরবপ্রকাশক ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন (২ রাজা ১৯; ১৫)।

তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। যিশায়াহ ঈশ্বরকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজাকে তাহার বিষয়ে কহিলেন, অনূঢ়া সিয়োনকন্যা এই অহঙ্কারী শত্রুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে, ও তাহাকে পরিহাস করিতেছে। সে অনেক সহর নষ্ট করিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, যিহোবা আপন অভিপ্রায় সাধনার্থেই উহাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন। এখন তিনি সেই অশূরের রাজার নাসিকায় আপন কড়া * ও তাহার মুখে আপন বল্গা দিবেন; তাহাতে সে যে পথ দিয়া আসিয়াছে, সেই

* ইংলণ্ড দেশে বৃষের ও পূর্ব্ব দেশের সিংহ ভল্লুকাদির, এমন কি, বন্দিদিগেরও

পথ দিয়া ফিরিয়া যাইবে। সে এ নগরে প্রবেশ করিবে না, ইহার বিরুদ্ধে জাঙ্গালও বাঁধিবে না (২ রাজা ১৯ ; ৩২)।

এই ভাববাণী অবিলম্বে অতি গুরুতররূপে সফল হইল। লিব্না হস্তগত করিয়া সনহেরীব 'সেথস্ নামক মিস্রীয় রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে পেলুসিয়মের অভিমুখে যাত্রা করেন। কূশদেশীয় রাজা তির্হকের আগমনের পূর্ব্বে এই কার্য্য সাধন করিতে তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল। যাহাহউক, অশূরের ও মিসরের উভয় বাহিনী পরস্পর সম্মুখাসম্মুখী হইয়া, পর দিনে যুদ্ধের জন্য সমস্ত রাত্রি অপেক্ষা করিতেছিল ; কিন্তু সেই রাত্রিতে যিহোবার দূত হঠাৎ মহামারী পাঠাইয়া, বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা-প্রভাবে অন্য কোন ভয়ানক কর্ম্ম করিয়া, অশূরীয় রাজার সমস্ত অহঙ্কার একেবারে চূর্ণ করিলেন। ফলতঃ রাত্রিযোগে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার বাহিনীর উপর হঠাৎ ভয়ানক দণ্ড উপস্থিত হইল ; তাহাতে পর দিন প্রাতঃকালে উঠিলে, শিবির মধ্যে এক লক্ষ পঁচাশী সহস্র মৃতদেহ দেখা গেল। অতএব সনহেরীব আপন বাহিনীর অবশিষ্ট লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশে পলায়ন করিলেন। সতের বৎসর পরে, সেখানে আপনার নিষ্রোক দেবতার মন্দিরে পূজা করণ সময়ে (৬৮০) অদ্রম্মেলক্ ও শরেৎসর নামক তাঁহার দুই পুত্র কর্ত্তৃক হত হন, আর এসর্‌হদ্দোন নামক তাঁহার পুত্র তাঁহার পদে রাজা হন (২ রাজা ১৯ ; ৩৭)।

ইহার কিছু কাল পরে, কিম্বা কেহ কেহ মনে করেন, এই আশ্চর্য্য উদ্ধারের কিছু পূর্ব্বে, হিষ্কিয়ের সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল*; তাহাতে যিশায়াহ ভাববাদী তাঁহাকে বলেন, " তুমি আপন বাটীর ব্যবস্থা করিয়া রাখ, কেননা তোমার মৃত্যু হইবে।" তিনি জীবদ্দশায় সুআদর্শ দেখাইয়া আপন প্রজাদিগকে সৎপথে চালাইতে, ও তাহাদের ধর্ম্ম

নাসিকায় এই প্রকার কড়া দেওয়া হইত। মনঃশি রাজার সম্বন্ধে দেখ (২ বংশা ৩৩ ; ১১ তুলনা যিশা ৩৭ ; ২৯। যিহি ২৯ : ৪ ; ৩৮ ; ৪)।

সংশোধন করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন; এতদ্বিষয়ে কতক] পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। এখন সেই কার্য্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইবে শুনিয়া, ধার্ম্মিক রাজার মনে বড় কষ্ট হইল। তিনি ভিত্তির দিকে মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন, যেন তাঁহাকে আরো কিছু দিন থাকিতে দেওয়া হয়। ঈশ্বর তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন। যিশায়াহ ঈশ্বরের আদেশানুসারে তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন যে, তিনি আরো পঞ্চদশ বৎসর জীবিত থাকিবেন। ইহার প্রমাণার্থে তাঁহাকে একটী অভিজ্ঞান দত্ত হইল। ফলতঃ তাঁহার পিতা আহসের সূর্য্য ঘটিকার দশ অংশ পীছে ফিরিয়া গেল, এবং ডুমুর ফলের চাপ (পুলটিস) তাঁহার স্ফোটকের উপর দিলে তিনি সুস্থ হইলেন। তাঁহার এই সুস্থ হওনের বৃত্তান্ত ও এই আশ্চর্য্য ঘটনার কথা দেশবিদেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাহাতে সেই সকল দেশবিদেশ হইতে পত্র ও উপঢৌকন দ্রব্য লইয়া রাজদূতগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে বাবিলরাজ মরোদকবলদনও এক দল রাজদূত তাঁহার কাছে প্রেরণ করেন। হিষ্কিয় দূতগণকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আপন ভাণ্ডারস্থিত সমস্ত ধনসম্পত্তি তাহাদিগকে দেখাইলেন। এই অহঙ্কার বশতঃ যিশায়াহ তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া স্পষ্টরূপে জ্ঞাত করেন যে, তোমার বাটীতে যে কিছু ধনসম্পত্তি আছে, সে সমস্তই বাবিলে নীত হইবে, এবং তোমার ঔরসজাত সন্তান সকলের মধ্যে কয়েক জন বাবিলে নীত হইয়া রাজপ্রাসাদে পরিচর্য্যা করণার্থে নপুংসক হইবে, এমন সময় আসিতেছে (২ রাজা ২০; ১৭-১৯)। হিষ্কিয় আপন রাজত্বের অবশিষ্ট কাল নির্ব্বিঘ্নে ও শান্তিতে যাপন করেন তাঁহার ভাণ্ডারগৃহ স্বর্ণরৌপ্যাদিতে পূর্ণ ছিল; কৃষিকর্ম্ম সম্বন্ধে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ হইল; অনেক নূতন দুর্গাদি নির্ম্মাণ দ্বারা রাজধানী দৃঢ় করা হইল। অতএব তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত যিহূদা ও যিরূশালেমবাসীগণ

অত্যন্ত শোক করিল, এবং "দায়ূদ-সন্তানগণের কবরস্থানের উর্দ্ধগামী পথের পার্শ্বে" বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে কবর দিল (৬৯৮) (২ বংশা ৩২; ২৭-৩৩)।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মনঃশির রাজত্ব; যোশিয় রাজার ধর্ম্ম-সংশোধন।

২ রাজা ২১–২৩ অঃ। ২ বংশা ৩৩–৩৫ অঃ।

খ্রীঃ পূঃ ৬৯৮—৬২৩।

হিষ্কিয়ের মৃত্যুর পরে, তাঁহার পুত্র মনঃশি অতি অল্প বয়সে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। বোধ হয়, তিনি আপন পিতার মৃত্যুর বার বৎসর পূর্ব্বে রাজপদে নিযুক্ত হন (৭১০)। তাঁহার মাতা হিফ্‌সীবা (উহাতে আমার প্রীতি, যিশা ৬২; ৪) যিরূশালেমস্থ কোন রাজবংশোদ্ভবা কন্যা ছিলেন। তাঁহার নাম যিহূদী জাতির ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়াছে, এবং আর কাহাকেও এই নাম দেওয়া হয় নাই। যিহূদার চিরবৈরী ইফ্রয়িম গোষ্ঠীর পরে, মনঃশি গোষ্ঠী তাহার প্রধান বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। কেহ কেহ মনে করেন যে, উত্তরাঞ্চলস্থিত সকল গোষ্ঠীকে ও মনঃশির অবশিষ্টাংশকে এক বিশ্বাসে ও এক ধর্ম্মে আনয়ন করিবেন, এই প্রত্যাশায় হিষ্কিয় আপন পুত্রের এই নাম রাখিয়াছিলেন।

দ্বাদশ বৎসর বয়সে মনঃশি রাজ্য গ্রহণ করেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি আপন পিতার পথে না চলিয়া, বিপরীত ভাবে চলিতে লাগিলেন। বোধ হয়, আহসের রাজত্বকালীন প্রতিমাপূজক দল হিষ্কিয়ের সময়ে এক প্রকার মরিয়া গিয়াছিল, এখন আবার তাহারা পুনর্জীবিত ও প্রবল হইয়া এই অল্পবয়স্ক রাজাকে আপনাদের অধীন করিয়া ফেলিল। যে কোন প্রকারে হউক, হিষ্কিয় আপন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন; কিন্তু এখন

তাহার পরিবর্ত্তে আহসের রাজত্বকালীন প্রতিমাপূজা অপেক্ষা আরো বিস্তৃতরূপে পরজাতীয় দেবগণের পূজা চলিতে লাগিল*। ভগ্ন উচ্চস্থলী সকল পুনর্নিম্মিত হইল, কেবল তাহা নহে, কিন্তু আহাবের প্রচলিত যাবতীয় জঘন্য কাণ্ডও যিরূশালেমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। পবিত্র মন্দিরের প্রাঙ্গণে বালদেবের, অষ্টারোৎ দেবীর ও আকাশের সমস্ত বাহিনীর উদ্দেশে বেদি নির্ম্মিত হইল (২ বংশা ৩৩ ; ৪-৫)। রাজা স্বয়ং " গণকতা, মোহনব্যবহার ও মায়া ক্রিয়া করিতেন, এবং ভূতুড়িয়া দিগকে ও গুণীদিগকে রাখিতেন " (২ বংশা ৩৩ ; ৬) ; কেবল তাহা নহে, কিন্তু আপন কতক সন্তানকে হিন্নোমের পুত্রের উপত্যকায় মোলকের উদ্দেশে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করাইলেন, ও অন্যদিগকে বধ করিলেন (যিহি ২৩ ; ৩৭-৩৯)। অম্মোনীয়দের এই ঘৃণিত দেবতার সম্ভ্রমার্থে যাহাদিগকে উৎসর্গ করা হইল, তাহাদের ক্রন্দনধ্বনি ও চীৎকার শব্দ হিন্নোম উপত্যকায় বার বার শুনা গেল, এবং যিহোবা যে নগরের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন, আমি এখানে আপন নাম চিরকালের জন্য রাখিব, সেই পবিত্র নগরীতে সদোম ও ঘমোরার জঘন্য পাপ প্রচলিত হইল (২ বংশা ৩৩ ; ৪)। ইহার নৈতিক অবনতি যারপরনাই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল ; সত্য ধর্ম্ম সর্ব্বত্র উপেক্ষিত ও পদদলিত হইল ; যিহোবার উদ্দেশে নির্ম্মিত বেদি সকল ভগ্ন হইল (২ বংশা ৩৩ ; ১৬) ; এমন কি, নিয়মসিন্দুক পর্য্যন্ত অন্য স্থানে নীত হইল (২ বংশা ৩৫ ; ৩)। চর্ম্মনিম্মিত পবিত্র শাস্ত্র প্রায় উচ্ছিন্ন হইল ; তাহাতে পঞ্চাশ বৎসর পরে ব্যবস্থার একখণ্ড পাওয়া গেলে, সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত ও উল্লাসিত হইল (২ রাজা ২২ ; ৮)। ইহা ছাড়া, মনোনীত জাতি ও যিহোবার মধ্যে স্থাপিত নিয়মের বিশেষ চিহ্ন যে পবিত্র বিশ্রামবার, তাহাও অশুচি করা হইল (যিশা ৫৬ ; ২। ৫৮ ; ১৩), এবং রাজা ও তাঁহার প্রতিমাপূজক মন্ত্রীগণ, প্রজাদিগকে এরূপে লওয়াইলেন যে,

"সদাপ্রভু ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে যে জাতিদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাদের অপেক্ষাও অধিক কদাচরণ করিতে" থাকিল (২ রাজা ২১ ; ৯)।

ভাববাদিগণ এতাবৎকাল নীরব থাকেন নাই। তাঁহারা আপনাদের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা নিশ্চিত জানিলেও, সদাপ্রভুর বিশ্বস্ত পরিচারক হওয়াতে ঈশ্বরের নামে রাজার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন। তাঁহারা কহিলেন, দেখ, যিহূদার ও যিরূশালেমের উপরে এমন অমঙ্গল ঘটিবে যে, তাহা শুনিলে লোকের কর্ণদ্বয় শিহরিয়া উঠিবে (২ রাজা ২১ ; ১২)। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, "আমি যিরূশালেমের উপরে শমরিয়ার সূত্র ও আহাব-কুলের ওলন বিস্তার করিব ; যেমন কেহ থালা মুছিয়া ফেলে, এবং মুছিলে পর তাহা উল্টাইয়া উবুড় করে, তদ্রূপ আমি যিরূশালেমকে মুছিয়া ফেলিব * * * ও তাহাদের শত্রুদের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিব" (২ রাজা ২১ ; ১৩-১৪)। বলা বাহুল্য যে, এই সমস্ত চেতনা-বাক্য বলা প্রযুক্ত ভাববাদিগণকে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া হইল। ফলতঃ যিশায়াহ্ ভাববাদীকে করাত দ্বারা দ্বিখণ্ড করা গেল, এবং বিশেষ বিখ্যাত না হইলেও, তাঁহার ন্যায় বিশ্বস্ত যিহোবার অনেক দাস নিহত হইলেন ; তাহাতে যিরূশালেমের পথে তাঁহাদের রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইল (২ রাজা ২১ ; ১৬)।

এই প্রকার দুষ্কার্য্যের ফল কাটিতে অধিক বিলম্ব হইল না। ফলতঃ পলেষ্টীয়, মোয়াবীয় ও অম্মোনীয় জাতি দ্বারা দেশের অনেক ক্ষতি হইল (সফ ২ ; ৪-১৫। যিরি ৪৭-৪৯ অঃ), এবং তাহাদের পরেই অশূরীয়েরা আসিয়া যিহূদা দেশ আক্রমণ করিল (২ বংশা ৩৩ ; ১১)। এসর-হদ্দোনের * সেনাপতি বাবিলরাজ মরোদকবলদনকে পরাজয় করিয়া

* যিরূশালেম অবরোধের কিছু কাল পূর্ব্বে বা পরে এই রাজা মিসর দেশে গিয়া তির্হকে পরাজয় পূর্ব্বক তাঁহার রাজধানী হস্তগত করেন, এবং থিবস বা নো-আমন পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করেন।

যিরূশালেম অবরোধ করেন, ও মনঃশিকে বন্দি করিয়া বাবিলে † লইয়া যান। সেখানে তাঁহার পায়ে বেড়ি দিয়া তাঁহাকে কারাগারে রাখা হয়। কারাগারে থাকিয়া যিহূদারাজ আপন পাপের জন্য পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের সম্মুখে আপনাকে অতি নম্র করিলেন। তাহাতে ঈশ্বর আপন অসীম অনুগ্রেহে তাঁহার বিনতি শুনিয়া গ্রাহ্য করিলেন। এসর-হদ্দোনও তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া যিরূশালেমে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন (২ বংশা ৩৩ ; ১৩)। বন্দি অবস্থায় রাজা যে শিক্ষা পাইয়া-ছিলেন, স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলে তাহা তিনি ভুলিয়া যাননাই ; তাঁহার দুর্ব্বল প্রকৃতি অনুসারে যত দূর সম্ভব ছিল, তিনি ধর্ম্ম সংশোধন করিলেন, তাহাতে যিহোবার আরাধনা পুনঃস্থাপিত হইল ও তাঁহার সম্ভ্রমার্থে আবার বলিদানাদি উৎসর্গ হইতে লাগিল, এবং পবিত্র মন্দিরের প্রাঙ্গণে বিজাতীয় দেবগণের উদ্দেশে যে সমস্ত যজ্ঞবেদি ছিল, তাহা উচ্ছিন্ন করা হইল, সত্য বটে, কিন্তু তথাপি এই ধর্ম্মসংশোধন সম্পূর্ণ ছিল না (২ বংশা ৩৩ ; ১৭)। পঞ্চান্ন বৎসর রাজত্বের মধ্যে যে সমস্ত পাপ ও অশুচিতা দেশময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা সহজে দূর করা অসম্ভব। তিনি যে সমস্ত নির্দ্দোষ রক্তপাত করিয়াছিলেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হইবার নহে। তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজাদের কবরে নয়, কিন্তু "আপন বাটীস্থ উদ্যানে অর্থাৎ, উষের উদ্যানে" কবর প্রাপ্ত হইলেন (খ্রীঃ পূঃ ৬৪৩) (২ রাজা ২১ ; ২৬)।

---

† এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, অশূরের রাজা বন্দীকৃত রাজাকে আপনার রাজধানী নীনবীতে না লইয়া গিয়া বাবিলে লইয়া যান কেন? বাবিলের সহিত অশূরের সম্পর্ক কি? প্রস্তরফলক দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অশূরের সমস্ত রাজার মধ্যে কেবল এক জন (এসর-হদ্দোন) বাবিলেরও রাজা হন। তিনি সেখানে আপনার জন্য একটী রাজ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন ও সময়ে সময়ে তথায় অবস্থিতি করিয়া বিচারাদি করিতেন, তজ্জন্য এথন মনঃশিকে সেখানে পাঠাইয়া দেন।

তাঁহার পুত্র আমোন তাঁহার পদে রাজা হইয়া দুই বৎসর রাজত্বের পর, আপন দাসগণের চক্রান্তে নিজ বাটীতে হত হন। কিন্তু প্রজাগণ চক্রান্তকারীদিগকে বধ করিয়া আমোনের পুত্র যোশিয়কে আট বৎসর বয়সে আপন পিতার পদে রাজ্যাভিষিক্ত করিল (খ্রীঃ পূঃ ৬৪১)।তাঁহার এত অল্প বয়স হইলেও, তিনি যিহোবার প্রতি আশ্চর্য্য বিশ্বস্ততা দেখাইলেন, এবং সত্যধর্ম্ম পুনঃ স্থাপনার্থ পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণ অপেক্ষা অধিক উদ্যোগ প্রকাশ করিলেন। তিনি আপন রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে (খ্রীঃ পূঃ ৬২৯) ধর্ম্ম-সংশোধন আরম্ভ করেন (২ বংশা ৩৪ ; ৩)। ফলতঃ যিরূশালেমে বালদেবের ও আকাশের বাহিনীর উদ্দেশে যে সমস্ত যজ্ঞবেদি স্থাপিত ছিল, তাহা দূর করিয়া দিলেন, অশেরার মূর্ত্তি ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত বস্তু দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম কিদ্রোণ নদীতে ভাসাইয়া দিলেন, এবং সূর্য্যদেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট অশ্বগুলিও নষ্ট করিলেন। পরে স্বয়ং যিহূদার ও ইস্রায়েলের সমস্ত অঞ্চলে অর্থাৎ শিমিয়োনের, ইফ্রয়িমের, মনঃশির, এমন কি, দূরবর্ত্তী নপ্তালির অঞ্চলেও যাত্রা করিলেন (২ বংশা ৩৪ ; ৬)। তিনি বৈথেলে গিয়া যারবিয়ামের মন্দির দেখিলেন, এবং তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কথিত অবাধ্য ভাববাদীর বাক্যানুসারে যারবিয়ামের স্থাপিত যজ্ঞবেদি ও উচ্চস্থলী সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। নিকটবর্ত্তী কবরস্থান হইতে অস্থি সকল বাহির করিয়া ভগ্নবেদির উপর সেই সমস্ত অস্থি ছড়াইয়া দিলেন। কিছু দূরে আর একটী কবরের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল; তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অবগত হইলেন যে, 'বৈথেলস্থ প্রাচীন ভাববাদী ও যিহূদা হইতে আগত ঈশ্বরের লোক উভয়ে তথায় কবরপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞামতে কেহই সেই কবর স্পর্শ করিল না তাহাতে তাহারা সম্ভ্রমের সহিত উভয়ের অস্থি রক্ষা করিল (২ রাজা ২৩ ; ১৫—১৯)।

যিরূশালেমে ফিরিয়া গিয়া, তিনি আপন রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসরে মন্দিরের ভগ্নস্থান সারাইবার জন্য বিশেষ বিশেষ লোকদের উপর ভারার্পণ করেন, ও এই কার্য্যের জন্য স্বেচ্ছাদত্ত দান সংগ্রহ করিতে বিশেষরূপে আজ্ঞা দেন। এই কার্য্য সাধনের সময়ে হিল্কিয় মহাযাজক মন্দিরের ভগ্ন কুঠরী হইতে জড়ান এক খণ্ড ব্যবস্থাপুস্তক (বোধ হয়, দ্বিতীয়-বিবরণ) বাহির করেন, এবং তাহা রাজার কর্ণগোচরে পাঠ করণার্থ শাফন লেখকের হস্তে প্রদান করেন। তাহাতে রাজার সাক্ষাতে তাহার কতক অংশ পাঠ করা হইলে, গুরুতর দণ্ডের কথা শুনিয়া, তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া সেই বিশ্বাসঘাতক জাতির উপর যেন দণ্ড না পড়ে, তজ্জন্য কি করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিতে মহা-যাজককে আদেশ করিলেন। মহাযাজক ও তাঁহার সহচরগণ শল্লুমের বিধবা স্ত্রী হুল্দা ভাববাদিনীর নিকটে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন। তিনি মন্দিরের কোন এক পবিত্র কুঠরীতে বাস করিতেন। ভাববাদিনী স্পষ্টাক্ষরে জ্ঞাত করিলেন যে, ঐশ্বরিক দণ্ডাজ্ঞা নিশ্চয়ই সফল হইবে, কিন্তু বাল্যকালাবধি যিহোবার প্রীতিভাজন হওয়াতে যোশিয়ের রাজত্ব-কালে তাহা ঘটিবে না ; তাঁহার মৃত্যুর পর অবশ্যই ঘটিবে। প্রেরিত লোকেরা রাজাকে এই সমস্ত সমাচার দিলে, তিনি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সদাপ্রভুর গৃহে গমন করিলেন, এবং প্রতিমাপূজা ও অন্যান্য অবিশ্বস্ততা হেতু ঈশ্বরের দণ্ডাজ্ঞাবচন সমাগত লোকদের কর্ণগোচরে পাঠ করিতে বলিলেন। ইহাতে অতি আশ্চর্য্য ফল হইল। ফলতঃ লোকসমূহ আপনাপন বিবেকে আঘাত পাইয়া অত্যন্ত ভীত হইল, ও গুরুতর নিয়মে আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া সেই দিন হইতে সত্য ঈশ্বরের আরাধনায় আসক্ত থাকিতে প্রতিজ্ঞাও করিল। অপিচ ধর্ম্মসংশোধন যেন আরো অধিকতর রূপে সম্পূর্ণ হয়, তিনি এমন অনুমতি দিলেন। ফলতঃ মন্দিরে লেবীয়দের সেবানুষ্ঠান পূর্ব্বকালের ন্যায় নিয়মিতরূপে চলিতে লাগিল, ও

এরূপ মহাড়ম্বরের সহিত সমস্ত জাতি সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তার পর্ব্ব পালন করিল যে, এ পর্য্যন্ত এতাদৃশ উৎসব পালন কেহ কখনও দেখে নাই (২ রাজা ২৩; ২১—২৩)।

সপ্তম অধ্যায়।

যোশিয়ের মৃত্যু; যিহূদার বন্দিত্ব।

২ রাজা ২৩—২৪ অঃ। ২ বংশা ৩৫—৩৬ অঃ।

খ্রীঃ পূঃ ৬২৩—৫৮৮।

এই ধাম্মিক রাজার ধর্ম্মসংশোধনের গুণে তাঁহার রাজ্য ভাবী দণ্ড এড়াইতে পারিল না। এই সময়ে অশূরীয় * মহান্ সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল, এবং মিস্রীয় সাম্রাজ্য নখো † নামক এক জন পরাক্রান্ত রাজার অধীনে তাহার পূর্ব্বতন গৌরব পুনঃপ্রাপ্ত হইতেছিল।

এই সময়ে নখো ফরাৎ নদীর তীরস্থ প্রদেশের প্রধান স্থান কর্কিমিশ অধিকার করিতে মনস্থ করিয়া তদভিমুখে যাত্রা করেন; কিন্তু কি কারণে

---

* দুই তিনটী কারণে অশূরীয় সাম্রাজ্য হ্রাস পাইতেছিল। ৬৩৪—৬০৩ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত মাদীয়দের সহিত তাহাদের যুদ্ধ হয়। ইহারা পূর্ব্বদেশস্থ রাজ্য সমূহ হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু স্কুথিয়দের আক্রমণ হেতু (৬৩০) অশূর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; ইহাতে তাহাদের অনেক সহর নষ্ট হয় ও রাজবাটী সমস্ত ভূমিসাৎ হয়। এই স্কুথিয়দের বাহিনী পালেষ্টাইন পর্য্যন্ত গিয়াছিল; কিন্তু সেখানে সাম্‌মেটিকস্ পরাজিত হয়। স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সময় তাহাদের কতক লোক বৈৎশান ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চল সমূহ উৎকৃষ্ট মনে করিয়া সেখানে বসতি করে, তাহাতে তাহার নাম স্কুথিয়পলিস হইল।

† ইজিপ্ট দেশের ইতিহাসবেত্তা মানিথো ইহার নাম নেকাও বলেন, এবং খোদিত প্রস্তরফলকে লিখিত আছে, যথা—১ম সাম্‌মেটিকসের পুত্র নেকু পরে আপন পিতার পদ প্রাপ্ত হন। হেরডটাস লিখিয়াছেন, পালেষ্টাইনবাসী অরামীয়দের সহিত তিনি একটী ভয়ানক যুদ্ধ করেন। আর সেই যুদ্ধ ম্যাগডোলাস অর্থাৎ নপ্তালি অঞ্চলস্থ মিগ্দলএল (যিহো ১৯; ৩৮) নামক স্থানে হইয়াছিল।

বলা যায় না, যোশিয় আপন রাজ্যের মধ্য দিয়া মিসররাজকে যাইতে দিতে চাহিলেন না। এই বিষয়ে কোন বাধা না দিতে নখো আপন দূত দ্বারা তাঁহাকে বিনতি করিয়া পাঠাইলেন। যোশিয় তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া আপন বাহিনীর সহিত মগিদ্দোতে যাত্রা করেন, এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভাবি বিপদের আশঙ্কা করিয়া তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করেন। তাঁহার ভয় কার্য্যে পরিণত হইল। মিস্রীয় ধনুর্দ্ধরেরা তাঁহাকে বাণ মারিল, তিনি আহত হইলেন ; তাহাতে তাঁহার দাসেরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে যিরূশালেমে লইয়া গেল। তথায় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন. তাহাতে তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার পিতৃ-পুরুষদের কবরে তাঁহাকে কবর দিল, ও তাঁহার জন্য অত্যন্ত শোক করিল ; বিশেষতঃ যিরমিয় ভাববাদী যিহূদার রাজাদের মধ্যে শেষ ও ধার্ম্মিক রাজার স্মরণার্থক বিলাপগীত রচনা করিলেন (৬১০) (২ বংশা ৩৫ ; ২৫। বিলা ৪ ; ২০)।

তাঁহার পুত্র যিহোয়াহস্ বা শল্লুম (যির ২২ ; ১১) তিন মাস মাত্র রাজত্ব করেন। মিসররাজ কর্কিমিশ হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় যিহূদাদেশের এক শত মণ রৌপ্য ও এক শত মণ স্বর্ণ দণ্ড স্থির করিলেন, ও নূতন রাজাকে হমাৎ দেশস্থ রিব্লাতে পাঠাইয়া দিলেন। পরে তাঁহাকে মিসরে লইয়া গেলে, তিনি তথায় প্রাণত্যাগ করেন (২ রাজা ২৩ ; ৩৪)। তাঁহার ভ্রাতা ইলীয়াকীম মিসররাজের আদেশানুসারে রাজপদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া যিহোয়াকীম রাখা হয় ; কিন্তু যিহোয়াকীমের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে (৬০৬) নবূখদ্নিৎসর আপন পিতা নবপলাসরকর্ত্তৃক অশূরীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য মিসর দেশে যাত্রা করেন। তাহাতে কর্কিমিশে একটী ভয়ানক যুদ্ধ হয় (যির ৪৩ ; ১-১৬)। এই যুদ্ধে তিনি ফরৌণনখোকে সম্পূর্ণ-

রূপে পরাজিত করিয়া কীলেস্থুরিয়ার অঞ্চল ও ফৈনিকীয়া এবং পালেষ্টাইনের উত্তর বিভাগ অধিকার করেন। তথা হইতে যিহুদা রাজ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া, যাহারা প্রাচীরবেষ্টিত নগরে বাস করিত না, [তাহাদের মধ্যে কতক রেখবীয় লোক ছিল (যির ৩৫; ১১)] তাহাদিগকে যিরূশালেমের দিকে তাড়াইয়া দিলেন, ও অবশেষে সেই নগরও হস্তগত করিয়া যিহোয়াকীমকে বন্দি করিলেন। মন্দিরের সমস্ত ধনসম্পত্তি ও পবিত্র পাত্র গুলি লুট করিয়া ও ইব্রীয়দের রাজপুরুষগণকে ও অধ্যক্ষবর্গকে এবং তাহাদের অনেক সন্তান সন্ততিকে বন্দি করিয়া বাবিলে লইয়া যান। ইহাদের মধ্যে দানিয়েল ও তাঁহার তিন বন্ধু অর্থাৎ হনানিয়, মীশায়েল ও অসরিয় ছিলেন (দানি ১ ; ১ ৬)।

বাবিলরাজের সম্পূর্ণ বাধ্য হইতে প্রতিজ্ঞা করায় যিহোয়াকীম আবার তিন বৎসরের জন্য রাজ্য প্রাপ্ত হন ; কিন্তু তাহা নামমাত্র ছিল। তিন বৎসরের পর, তিনি বাবিলের দাসত্ব-যোঁয়ালি ভগ্ন করিবার অভিপ্রায়ে বিদ্রোহী হইলেন। ইহাতে তাঁহার রাজ্যের বিপদ আরো বৃদ্ধি পাইল *। তাঁহাকে দমন করিতে নবূখদ্‌নিৎসর স্বয়ং যাইতে পারিলেন না ; কিন্তু কলদীয়দের, অরামীয়দের, মোয়াবীয়দের ও অম্মোনীয়দের অঞ্চল হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য তাঁহার প্রতিকূলে প্রেরণ করিলেন (২ রাজা ২৪ ; ২)। তাহারা গিয়া সমস্ত দেশ একেবারে ছাইয়া ফেলিল, তাহাতে লোকদিগের দুঃখের আর সীমা রহিল না।

* যির ১৯ অঃ ও যিহি ৮ অঃ পাঠ করিলে এই সময়ের নৈতিক ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত অবনতি সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া যায়। ধার্ম্মিক ভাববাদিগণের প্রতি দৌরাত্ম্য (যির ২৬ অঃ) যিরমিয়ের লিখিত চর্ম্ম পুস্তক রাজা কর্ত্তৃক দগ্ধ হওন (যির ৩৬ অঃ) এবং ভয়ানক দুরবস্থায় পড়িলেও রাজার স্বার্থপরতা ও অত্যাচার (যির ২২ ; ১৩-১৭) বিষয়ে লিখিত আছে।

এই অবনতির কালে তিনি আপন শত্রুপক্ষীয় কোন লোকের দ্বারা, অথবা ভয়ানক দুঃখ ও ক্লেশ প্রযুক্ত উত্তেজিত আপন প্রজাবর্গের কাহারও দ্বারা, হত হন। তাঁহার মৃতদেহের প্রতি কোন সম্ভ্রম প্রকাশ করা হইল না, তাহা অনেক ক্ষণ বাহিরে পড়িয়া থাকিল। পরে অতি সামান্য ভাবে "গর্দ্দভের কবরের ন্যায় যিরূশালেমের দ্বারের বাহিরে" তাঁহাকে কবর দেওয়া গেল (যির ২২ ; ১৮-১৯। ৩৬ ; ৩০)।

তাঁহার পুত্র যিহোয়াখীন (যকনীয় বা কনিয়) আপন পিতার পদে রাজা হন (২ বংশা ৩৬ ; ৯)। কিন্তু তিন মাস দশ দিন রাজত্ব করিলে পর, নবূখদ্‌নিৎসরের বাহিনী যিরূশালেমে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই অল্পবয়স্ক রাজা ও তাঁহার অনুচরগণ যুদ্ধ করা নিষ্ফল বুঝিয়া, বাবিল রাজার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। তাহাতে তিনি মন্দিরস্থ স্বর্ণময় অবশিষ্ট পাত্রগুলি বাবিলে লইয়া গেলেন, এবং দেশের কতকজন দরিদ্র ব্যতিরেকে সমস্ত প্রধান লোক ও শিল্পকর, রাজা ও প্রজা, ক্ষুদ্র ও মহান সকলকেই বন্দি করিয়া স্বরাজ্যে লইয়া গেলেন (২ রাজা ২৪ ; ৮-১৬)।

বন্দীকৃত রাজার পিতৃব্য মত্তনিয় এখন বাবিলরাজকর্ত্তৃক রাজ-পদে নিযুক্ত হন, এবং তাঁহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সিদিকিয় রাখা হয়। তিনি যিরমিয় ভাববাদীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া নিতান্ত অবিবেচকের ন্যায় (যির ২৭ ; ২৮ অঃ তুলনা যিহি ১৭ ; ১২-২১) মিসরের নূতন রাজা ফরৌণ হফ্রা বা অপ্রিয়েসের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। তৎক্ষণাৎ বাবিলের মহাবাহিনী আসিয়া যিরূশালেম, লাখীশও অসেকা এই তিন স্থান ব্যতীত যিহূদার সমস্ত অঞ্চল ছাইয়া ফেলিল। ইহা শুনিয়া মিসররাজও আপন বন্ধুর সাহায্যার্থে যাত্রা করিলেন। অতএব মিস্রীয়বাহিনী জয় করাই বাবিলরাজের প্রথম কার্য্য হওয়াতে কিছু কালবিলম্ব হইল। ইহাতে কৃতকার্য্য

হইলে পর, কলদীয় সৈন্য পবিত্র নগরের বিরুদ্ধে আসিয়া শিবির স্থাপন করিল, তাহাতে ষোল মাস পর্য্যন্ত নগর অবরুদ্ধ থাকিল। হতভাগ্য নগরবাসিগণ যারপরনাই বিপদগ্রস্ত হইল; নগরের মধ্যে মহা-দুর্ভিক্ষ দেখা দিল (২ রাজা ২৫। ৩)। ফলতঃ তদ্বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যথা, "স্তন্যপায়ী শিশুর জিহ্বা পিপাসায় তালুতে সংলগ্ন হইয়াছে; বালক বালিকারা রুটী চাহিতেছে, তাহাদিগকে কেহ বাঁটিয়া দেয় না। যাহারা উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিত, তাহারা অনাথ হইয়া পথে পথে রহিয়াছে। যাহাদিগকে সিন্দুরবর্ণ গদীতে বহন করা যাইত, তাহারা সারের ঢিবি অবলম্বন করিতেছে"। এমন কি, "স্নেহবতী স্ত্রীগণের হস্ত আপনাপন শিশু রন্ধন করিয়াছে" (বিলাপ ৪; ৪-৫, ১০)। অবশেষে সদাপ্রভু সেই জাতির কৃত অপরাধের জন্য আপন ক্রোধ নগরের উপর ঢালিয়া দিলেন। কল-দীয় সৈন্যগণ প্রাচীরের একাংশ ভাঙ্গিয়া নগরে প্রবেশ করিল। সিদিকিয় আপনার কয়েক জন সৈন্য সঙ্গে করিয়া যিরীহোতে পলায়ন করিলেন, কিন্তু কলদীয় সৈন্য তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে ধরিল, ও রিব্লাতে বাবিলরাজের নিকট তাঁহাকে পাঠাইয়া দিল। তখন তিনি তাঁহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিলেন (২ রাজা ২৫; ৬) ও তাঁহার পুত্রগণকে তাঁহারই সাক্ষাতে বধ করা হইল; পরে তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করত হাতকড়ি দিয়া তাঁহাকে বাবিলে পাঠান গেল (৫৮৮)। এইরূপে যির ৩২; ৪ ও যিহি ১২; ১৩ পদোক্ত বচন সম্পূর্ণরূপে সফল হইল।

এইরূপে রাজা দণ্ডিত হইলে পর, নবূষরদন নামক বাবিলরাজের রক্ষক সেনাপতি নগরটী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত যিরূশালেমে প্রেরিত হন। তাঁহার আজ্ঞা মতে সদাপ্রভুর গৃহ, রাজবাটী ও ধনী-দিগের বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সমস্তই দগ্ধ করা হইলে, চতুর্দ্দিকের

প্রাচীর ভূমিসাৎ করা হইল; যিহোবার গৌরবান্বিত গৃহের অবশিষ্ট পবিত্র পাত্রাদি লুট করা হইল। পিত্তলময় দুই স্তম্ভ খণ্ড খণ্ড করা হইল; প্রধান যাজকগণ হত হইলেন; এবং অধিবাসীগণের অধিকাংশই বন্দি হইয়া বাবিলে নীত হইল। দ্রাক্ষাক্ষেত্রের রক্ষার্থে ও ভূমিকর্ষণ করিতে, দেশে জনকতক দরিদ্র লোককে রাখা গেল (যির ৫২; ১৬), এবং তাহাদের শাসনকর্ত্তারূপে কলদীয় দলের সহিত গদলিয়কে নিযুক্ত করিয়া (যির ৪০; ১, ২, ৫) যিরূশালেম হইতে তিন ক্রোশ উত্তরস্থিত দৃঢ় দুর্গ মিস্পাতে স্থাপন করা হইল (যির ৪০; ৬। ২ রাজা ২৫; ২৩)। যিরমিয় বাবিলে না গিয়া, এই অবশিষ্ট লোকদের সহিত বাস করিতে স্থির করিলেন (যির ৪০; ৬)। কিন্তু এই সমস্ত ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিলেও, এই হতভাগ্য অবশিষ্ট লোকদের মধ্য হইতে বিদ্রোহী ভাব দূরীভূত হয় নাই। গদলিয়, রাজবংশজাত ইশ্মায়েল নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া হত হন (২ রাজা ২৫; ২৫। যির ৪১; ১-১০ দ্রষ্টব্য) যোহানন্ নামক যিহূদার এক জন সেনাপতি গদলিয়কে তাঁহার এই বিপদের কথা জ্ঞাত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা নিস্ফল হইল (যির ৪০; ১৩-১৬)। যোহানন্ কতকগুলি সৈন্য সঙ্গে লইয়া গিবিয়োন পর্য্যন্ত ঐ হত্যাকারীর অনুগমন করিলেন; কিন্তু সে যর্দ্দন পার হইয়া অম্মোনীয়দের দেশে আশ্রয় লইল (যির ৪১; ১৫)। পরে, যিহূদার এই অবশিষ্ট ক্ষুদ্র দল বাবিলরাজার ভয়ে যিরমিয়ের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া (যির ৪২; ৭-২২) মিসরে পলায়ন করিল। প্রথমে তাহারা তফনহেষে অবস্থান করে (যির ৪৩; ৭); কিন্তু তৎপরে দেশে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মিগ্‌দোল, নোফ, পথ্রোষ প্রভৃতি নানা স্থানে বসতি করে (যির ৪৪; ১)। যিরমিয়ও তাহাদের সঙ্গে গমন করেন, ও তাহাদের দুঃখের ভাগী হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করেন *।

* যিহূদা ও ইস্রায়েল রাজ্যসম্বন্ধে মন্তব্য।

(১) ইস্রায়েল রাজ্য (খ্রীঃ পূঃ ৯৭৫-৭২১) ২৫৪ বৎসর ও যিহূদারাজা (খ্রীঃ পূঃ ৯৭৫ ৫৮৮) ৩৮৭ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

(২) উভয় রাজ্যের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ—;

(ক) পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা (খ্রী পূঃ ৯৭৫-৯১৮)। যিহূদার প্রথম তিন রাজা রহবিয়াম, অবিয়, ও আসা অবশিষ্ট দশ গোষ্ঠীর উপরে রাজত্ব প্রাপ্তির আশায় ছিলেন বলিয়া ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত উভয় রাজ্যের মধ্যে শত্রুতা চলিয়াছিল।

(খ) পরস্পরের মধ্যে মিত্রতা ও অরামীয়দের বিরুদ্ধে শত্রুতা (খ্রীঃ পূঃ ৯১৮-৮৮৪)। যিহোশাফটের রাজত্ব প্রাপ্তির কাল হইতে উভয় রাজ্যের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। বিবাহ দ্বারা ঐ বন্ধন আরও দৃঢ় করা হয়: কিন্তু অরামীয় রাজ্যের ক্ষমতা নাশ করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

(গ) পরস্পরের মধ্যে পুনঃশত্রুতা এবং অশূরসাম্রাজ্যের ক্ষমতা দ্বারা উভয় রাজ্যের পতন। উভয় রাজ্যের মধ্যে যে মিত্রতা ছিল, তাহা যেহূর রাজ্য প্রাপ্তিতে সম্পূর্ণরূপে লোপ হইল; যেহূ অহসিয়কে বধ করেন, এবং এইরূপে যে শত্রুতার আরম্ভ হয়, তাহা অমৎসিয়ের, যিহোয়াসের ও পেকহের রাজত্ব কালে শেষ হইল।

(৩) উভয় রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য:

(ক) যিহূদারাজ্য; (১) ইহাতে একটী স্থায়ী রাজধানী ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রধান স্থান ছিল; (২) বাহিনী ও তাহার অধ্যক্ষগণ সর্ব্বদা রাজার বশীভূত ছিল, (৩) রাজার উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে কোন গোলযোগ ঘটে নাই, বরাবর একই বংশ রাজত্ব করিল; (৪) যাজকবর্গ সর্ব্বদাই রাজার প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাইল।

(খ) ইস্রায়েল রাজ্য; (১) কোন স্থায়ী রাজধানী ও সত্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রধান স্থান ছিল না; (২) বাহিনীও তাহার অধ্যক্ষগণ বার বার বিদ্রোহী হইল: (৩) রাজার উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে বরাবর গোলযোগ ঘটিল, ১৯ জন রাজার মধ্যে নয়টী বিভিন্ন বংশ রাজত্ব করিল, এবং তাহাতে দেশের মধ্যে নয় বার রাজবিদ্রোহ হইল; (৪) লেবীয় মাত্রেই দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াতে, যারবিয়াম সামান্য লোকদের মধ্য হইতে যাজকদিগকে নিযুক্ত করেন; তাহারা কেহই ঈশ্বরের মনোনীত ছিল না, বরং প্রথমাবধি সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য। অতএব ইস্রায়েলরাজ্যে ভাববাদিগণই ঈশ্বরের নিযুক্ত পরিচারক ছিলেন, ও তাঁহাদের পরিচর্য্যা কার্য্যে যে যে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, যিহূদা রাজ্যে তাহার ন্যায় কিছু ঘটে নাই।

একাদশ খণ্ড।

বন্দিত্বের কাল হইতে পুরাতন নিয়মের শেষ পর্য্যন্ত ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

দানিয়েল ও নবূখদ্‌নিৎসর।

দানি ১-৩ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ৬০৬-৫৭০।

ইব্রীয় জাতি এক্ষণে যে দেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, তাহার সহিত তাহাদের নিজ দেশের তুলনা করিলে, সর্ব্ব বিষয়ে প্রভেদ দেখা যায়। ফলতঃ তাহাদের দেশ পর্ব্বতাকীর্ণ; কোন শৃঙ্খলা নাই। অতি গভীর উপত্যকার মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত প্রবাহিত হয়। তাহাদের রাজধানী স্থান যিরূশালেম এই প্রকার পর্ব্বতময় প্রদেশে শৈলশৃঙ্গে অবস্থিত; কিন্তু বাবিল একটী প্রকাণ্ড বর্গক্ষেত্র, সমতল ভূমির উপরে স্থাপিত। তাহার মধ্য দিয়া প্রশস্ত নদী ফরাৎ প্রবাহিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে সমতল ভূমি বিস্তৃত ভাবে দেখা যায়, আর সেই সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক দীর্ঘ ও সরল খাল দৃষ্ট হয়; ঐ খালের দুই পার্শ্বে এক প্রকার ছোট ছোট গাছ দেখা যায়। যিহূদীদের পবিত্র মন্দির ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু অতি সুন্দর রূপে অলঙ্কৃত; ইহা একটী শৈলের উপরে আপন প্রাঙ্গণের মধ্যে এরূপে স্থাপিত যে, দেখিলে বোধ হয় যেন নগরের প্রহরী কার্য্য করিতে দণ্ডায়মান; কিন্তু বাবিল নগরের বাহিরে কলদীয় বালদেবের মন্দির অতি প্রকাণ্ড। ইহা সমভূমির উপর অবস্থিত, পিরামিডের ন্যায় পরস্পর সংযুক্ত হইয়া আটতালায় বিভক্ত। ইহার

উচ্চতা ৪৪০ হাত। বাবিল নগর যত বড়, রাজপ্রাসাদ ও তৎসংযুক্ত উদ্যান তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চারি বর্গক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া ছিল। এই উদ্যান অতি আশ্চর্য্য; বহুসংখ্যক খিলানের উপর তাহা এরূপে স্থাপিত ছিল যে, দেখিবামাত্র একটী ঝুলান বাগান বলিয়া ভ্রম হইত। ইহার সমস্তই কৃত্রিম, মনুষ্যের কৌশলে নির্ম্মিত। ইহার সহিত তুলনা করিলে তাহাদের নিজ দেশ কেমন স্বতন্ত্র; তথায় জিতবৃক্ষ ও দ্রাক্ষালতা সকল স্থানেই আপনা আপনি উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি পাইত, এবং গ্রীষ্মকালীন প্রখর রৌদ্রের সময়ে তাহারা ছায়াবিশিষ্ট শীতল উপত্যকায় কেমন বিশ্রামসুখ ভোগ করিত! এই সকল কারণে, তাহারা আপনাদের দেশের বিষয় স্মরণ করিয়া যে বাবিলীয় নদী সকলের তীরে বসিয়া কাঁদিত, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে (১৩৭ গীত ১)।

এইরূপে তাহারা স্বদেশ হইতে দূরীকৃত হইয়া, বিদেশে বিজাতীয় ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে অবস্থিতি করাতে, এবং বিজেতাদিগকে সর্ব্ব বিষয়ে সন্তুষ্ট করিতে বাধ্য হওয়াতে, যিহূদী নামে আখ্যাত স্বতন্ত্র জাতি-টীর অস্তিত্ব লোপ পাওয়াই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু তাহা ঘটে নাই। দশ গোষ্ঠীর বিষয়ে কিছু জানা যায় না বটে; কিন্তু যিহূদা গোষ্ঠী ও বিন্যামীনের অবশিষ্টাংশ বাবিলে অবস্থিতি করিলেও, তাহাদের বিজেতাদিগের সহিত তাহারা মিশ্রিত হইল না; বরং তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক জাতি থাকিয়া আপনাদের জাতীয় ক্রিয়া-কাণ্ড ও প্রথা রক্ষা করিল। এখানে যিহূদীজাতি বন্দি ও ক্রীত দাস হইয়াছিল, ইহা মনে করা বড় ভুল। তাহারা বন্দিভাবে ছিল না, কিন্তু তাহাদের দ্বারা একটী উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল মাত্র। তাহারা স্থানে স্থানে কৃষিকার্য্যের জন্য ভূমি ও পশুপালের চরাণীর জন্য মাঠ, রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের নিকট হইতে পাইয়াছিল; তাহারা

বিজেতাদিগের দৃষ্টিতে এমন কার্য্যোপযোগী লোক হইয়া উঠিল যে, শেষে তাহাদের মধ্যে কয়েক জন উচ্চ উচ্চ পদে, এমন কি, রাজ-মন্ত্রীপদেও নিযুক্ত হইল (দানি ২ ; ৪৮)। সংখ্যাতে ও ধনমানে বৃদ্ধি পাইলেও, তাহারা আপনাদের জাতীয় শাসন ও মর্য্যাদা এবং বংশাবলী সযত্নে রক্ষা করিল (নহি ৭ ; ৫,৬, ৬৪) ; এমন কি, উপাসনার জন্য কোন প্রধান স্থান না থাকিলেও, তাহারা মোশির ব্যবস্থা যথাসাধ্য পালন করিল : ত্বক্‌ছেদ, শুচিঅশুচি খাদ্যাখাদ্য ও অন্যান্য বিষয়ক ব্যবস্থাও রক্ষা করিল (দানি ১ ; ৮। ইষ্টের ৩ ; ৮ তুলনা)। যে যিহোবা তাহাদিগকে দীর্ঘকাল হইতে এতাবৎ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি নির্ব্বাসন কালেও * তাহাদিগকে ত্যাগ করেন নাই। ভাববাদিগণ নীরব না থাকিয়া, বরং এখন আরো স্পষ্টরূপে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। যিহূদীজাতির ইতিহাসে, এই দুঃখজনক অবস্থার আরম্ভে যেমন যিরমিয় ভাববাদী তাহাদিগকে চেতনা ও উৎসাহ দিয়াছিলেন, তেমনি যিহিষ্কেল ভাববাদী নির্ব্বাসিত অবস্থায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে আর এক জন উচ্চ বংশোদ্ভব ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ পদে নিযুক্ত হইয়া, নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদের পক্ষে এক প্রকার 'মোশি' হইয়া উঠিলেন। তিনি মহান্ ভাববাদিগণের মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তি ছিলেন।

যিহোয়াকীমের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে (৬০৬) নবূখদ্‌নিৎসর পালেষ্টাইন হইতে আনীত রাজবংশোদ্ভব কয়েক জন যুবাকে রাজপ্রাসাদে রাখিতে আপন প্রধান নপুংসককে আদেশ করেন ; তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া রাজকার্য্যের জন্য তাহাদিগকে মনোনীত করিতে

---

* এই কালের গীতাবলী ; ১০, ১৩-১৫, ২৫-২৭, ৩৬, ৩৭, ৪৯, ৫০, ৫৩, ৬৭, ৭৭, ৮০, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৩, ১২৩, ১৩০, ১৩৭। এই সকল গীতে নির্ব্বাসিত অবস্থার ঘটনাসম্বন্ধে কিছু না কিছু উল্লেখ হইয়াছে।

রাজার অভিপ্রায় ছিল। ইহাদের মধ্যে দানিয়েল এক জন রাজ-বংশোদ্ভব ছিলেন (দানি ১ ; ৩) ; তাঁহার গুণাবলী সাধারণ লোকের মত ছিল না (দানি ১ ; ৪)। অতএব তাঁহাকে ও যিহূদা গোষ্ঠীর হনানিয়, মীশায়েল ও অসরিয় নামক তাঁহার তিন জন বন্ধুকে রাজবাটীতে আনা হইল, এবং সেখানে তাঁহারা রাজকর্ম্মের উপযোগী "কলদীয় গ্রন্থে ও ভাষায় শিক্ষিত" হইতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন, তৎকাল-প্রচলিত প্রথানুসারে চারি জনের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া বেল্টশৎসর, শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্‌নগো নাম হইল। এই রূপে তিন বৎসর ধরিয়া শিক্ষিত হইলেও, তাঁহারা আপন পিতৃপুরুষগণের ব্যবস্থা ও ধর্ম্ম বিস্মৃত হন নাই ; এমন কি, আশ্চর্য্য সাহস ও স্থির বিশ্বাস দেখাইয়া, তাঁহারা রাজার মেজ হইতে আনীত মাংস ও দ্রাক্ষারস প্রভৃতি দৈনিক ভক্ষ্যও অগ্রাহ্য করিলেন। বোধ হয়, অশূরদেবতার উদ্দেশে ঐ সকল দ্রব্য উৎসৃষ্ট হওয়াতে, অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ, তাঁহারা তাহা দ্বারা আপনাদিগকে অশুচি করিতে চাহিলেন না। যৎসামান্য আহার-সামগ্রী ভোজন করিলেও, তাঁহারা রাজার ভক্ষ্যভোগী যুবকগণ অপেক্ষা অধিকতর হৃষ্টপুষ্ট ও তেজস্বী হইয়া উঠিলেন, এবং নবূখদ্‌নিৎসরের সম্মুখে দাঁড়াইলে, সমস্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে তাঁহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান দেখা গেল। অতএব তাঁহারা রাজকর্ম্মে বিশেষ বিশেষ পদে নিযুক্ত হইলেন (দানি ১ ; ১৫)।

যখন তাঁহারা এই প্রকারে বিশেষ বিশেষ পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ফলতঃ, নবূখদ্‌নিৎসর একটী স্বপ্ন দেখিলেন। তাহাতে তাঁহার মন অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। তিনি মায়াবী ও গণকদিগকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ স্বপ্নের অর্থ করিতে আদেশ করিলেন। তখন তাহারা তাঁহার স্বপ্নের অর্থ করিবার জন্য স্বপ্নটী শুনিতে চাহিল ; কিন্তু যদিও স্বপ্নটী রাজার মনে ছিল না, তথাপি তিনি পুনঃ পুনঃ তাহার

অর্থ বলিতে তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন। ইহাতে যখন তাহারা উত্তর করিল, ইহা অসম্ভব, তখন তিনি আপন রাজ্যস্থ যাবতীয় বিদ্বানলোককে বধ করিতে আদেশ দিলেন। রাজসেনাপতি অরিয়োকের উপর ইহার ভারার্পণ করা হয়; তিনি দানিয়েলকে এই প্রচণ্ড আজ্ঞার বিষয় জ্ঞাত করেন। নির্ব্বাসিত যিহূদী তৎক্ষণাৎ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন, এবং ঐ বিষয় আলোচনা করিতে কিছুকাল অবসর পাইলে পর, তিনি আপন তিন জন বন্ধুর সহিত নির্জন স্থানে গিয়া, যাঁহার নিকটে কোন গুপ্ত বিষয় লুক্কায়িত নাই, সেই ঈশ্বরের নিকটে দৃঢ়রূপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যেন সেই স্বপ্ন ও তাহার অর্থ তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করা হয়। তাঁহাদের এই প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হইল। অতএব দ্বিতীয় বার দানিয়েল রাজার কাছে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার রাত্রিকালীন দর্শন প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "হে মহারাজ, আপনি নিরীক্ষণ করিয়া এক প্রকাণ্ড প্রতিমা দেখিয়াছিলেন, সেই প্রতিমা বৃহৎ, এবং অতিশয় তেজো-বিশিষ্ট; তাহা আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, আর তাহার দৃশ্য ভয়ঙ্কর। সেই প্রতিমার বৃত্তান্ত এই; তাহার মস্তক সুবর্ণময়, বক্ষঃ ও বাহু রৌপ্যময়, উদর ও কটিদেশ পিত্তলময়; তাহার জঙ্ঘা লৌহময়, এবং চরণ কিছু লৌহময় ও কিছু মৃত্তিকাময় ছিল। আপনি নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে, শেষে বিনাহস্তে খনিত এক প্রস্তর সেই প্রতিমার লৌহ ও মৃন্ময় দুই চরণে আঘাত করিয়া তাহা চূর্ণ করিল। তখন সেই লৌহ, মৃত্তিকা, পিত্তল, রৌপ্য ও সুবর্ণ একসঙ্গে চূর্ণ হইয়া গ্রীষ্মকালীয় খামারের তুষের ন্যায় হইল, আর বায়ু সে সকল উড়াইয়া লইয়া গেল; তাহাদের জন্য আর কোথাও স্থান পাওয়া গেল না। কিন্তু যে প্রস্তরখানি ঐ প্রতিমাকে আঘাত করিয়াছিল, তাহা বাড়িয়া মহাপর্ব্বত হইয়া উঠিল, এবং সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ করিল।" এইরূপে দানিয়েল দর্শনের বিষয়ে উল্লেখ করিয়া তাহার তাৎপর্য্যও বলেন।

আপনি সেই স্বর্ণময় মস্তক; স্বর্গের ঈশ্বর আপনাকে রাজ্য, ক্ষমতা, পরাক্রম ও মহিমা দিয়াছেন। আপনার পশ্চাৎ আপনা অপেক্ষা ক্ষুদ্র আর এক রাজ্য উঠিবে; পরে পিত্তলময় তৃতীয় এক রাজ্য উঠিবে, তাহা সমস্ত পৃথিবীর উপরে কর্তৃত্ব করিবে। আর চতুর্থ রাজ্য লৌহবৎ দৃঢ় হইবে; সেই রাজ্য সকলই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিবে। পরে এক রাজ্য উঠিবে, তাহার চরণদ্বয় ও চরণের অঙ্গুলি সকল কিছু মৃত্তিকার ও কিছু লৌহের; ইহাতে বুঝা যায় যে, তাহা বিভক্ত রাজ্য হইবে। সেই রাজ্যের একাংশ দৃঢ় ও অন্যাংশ ভঙ্গুর হইবে; কিন্তু যেমন লৌহ মৃত্তিকার সহিত সংলগ্ন থাকে না, তদ্রূপ সেই রাজ্যের প্রজারা পরস্পর সংলগ্ন না থাকায় দুর্ব্বল হইবে। তাহাতে স্বর্গের ঈশ্বর স্বয়ং আর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন; তাহা ঐ সকল রাজ্য চূর্ণ ও বিনষ্ট করিয়া আপনি চিরস্থায়ী হইবে * (দানি ২; ৩১-৪৫)।

বাবিলের মহারাজা এই ঐশ্বরিক জ্ঞান প্রাপ্তির প্রমাণ পাইয়া অবাক হইলেন, ও উবুড় হইয়া দানিয়েলকে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহার উদ্দেশে নৈবেদ্য ও ধূপ উৎসর্গ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহাকে মহান্ করিয়া অনেক বহুমূল্য উপহার দিলেন, ও বাবিলের সমস্ত প্রদেশের কর্তৃত্বপদে ও বাবিলস্থ যাবতীয় প্রধান লোকদের উপরে কর্ত্তা করিয়া তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপ সৌভাগ্যের অবস্থাতেও দানিয়েল আপন তিন বন্ধুকে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার অনুরোধে তাঁহারাও উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত হইলেন, এবং তিনি স্বয়ং "রাজদ্বারে থাকিতেন" (অর্থাৎ রাজমন্ত্রী হইলেন) (দানিয়েল ২; ৪৬-৪৯)।

এই স্মরণীয় ঘটনার সময়ে, এই নূতন মন্ত্রী আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ছিলেন। দানিয়েল, রাজার নিকটে স্পষ্টরূপে

---

* (১) কল্দীয়, (২) মেদ-পারস্য, (৩) মাকিদোনীয় বা গ্রীক ও (৪) রোমীয় সাম্রাজ্য; এবং (৫) ঈশ্বরের রাজ্য অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় রাজ্য।

স্বীকার করিয়া বলিলেন যে, তিনি নিগূঢ় প্রকাশক ঈশ্বর হইতেই এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তাহাতে এই মহারাজাও নম্রভাবে স্বীকার করিলেন যে, দেবতাদের মধ্যে ঈশ্বরদের ঈশ্বর ও প্রভুদের প্রভু এক প্রধান ঈশ্বর আছেন। এ সমস্ত স্বীকার করিলেও, নবূখদ্‌নিৎসরের মনে এই ভাব অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। তিনি আপন অস্ত্রবলে যে সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ছিল, এবং সকলের উপরে তিনি শ্রেষ্ঠ। অতএব পূর্ব্বদেশীয় রাজগণ যেরূপ মনে করিতেন, তিনিও তদ্রূপ মনে করিলেন যে, সমস্ত দেবতা ও যাবতীয় প্রজা তাঁহারই ইষ্টদেবতার অধীন। এই দেবতার নাম মহান্ বেল বা বেলমরোদক; "দেবতাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আকাশ ও পৃথিবীর রাজা। রোমীয় দেবগণের মধ্যে যুপিতর যেমন, কল্‌দীয়দের মধ্যে বেলও তদ্রূপ। এই সময়ে রাজা দূরা নামক প্রান্তরে এই দেবতার একটী প্রকাণ্ড প্রতিমা স্থাপন করেন। ইহা ষষ্টি হস্ত উচ্চ ও ছয় হস্ত স্থূল এবং স্বর্ণের পাত দ্বারা মণ্ডিত। রাজা দেশপ্রদেশ হইতে সকলকে একত্র করিয়া আদেশ করেন যে, যে সময়ে সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজিবে, তখন ক্ষুদ্র কি মহান সকলেই এই প্রতিমার সম্মুখে উবুড় হইয়া প্রণাম করিবে। যে কেহ উবুড় হইয়া প্রণাম না করিবে, তাহাকে প্রজ্বলিত, অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা যাইবে (দানি ৩; ৫-৬)।

এই রাজাজ্ঞা মতে বাবিলের রাজবাটীর অধ্যক্ষগণ ও যাবতীয় প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃগণ, দূরা নামক প্রান্তরে সমাগত হইয়া সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রের বাদ্য শুনিবামাত্র, আপনাদের মহারাজার স্থাপিত প্রকাণ্ড অবাক প্রতিমার সম্মুখে উবুড় হইয়া পড়িল; কিন্তু শদ্রক মৈশক ও অবেদ্‌নগো নামক দানিয়েলের তিন বন্ধু, এই ভয়ানক পরীক্ষার কালে আপনাদের পৈতৃক ধর্ম্মে বিশ্বস্ত থাকিলেন; অন্যান্য লোকের সহিত

উবুড় হইয়া পড়িলেন না, অথবা প্রতিমাপূজাও করিলেন না। এই নির্ব্বাসিত যিহুদীদের উন্নতি দেখিয়া, যে সকল কল্‌দীয় লোকের ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, এই অবাধ্যতার বিষয় জানিতে তাহাদের বিলম্ব হইল না; ইহা দেখিবামাত্র তাহারা তৎক্ষণাৎ নবূখদনিৎসরকে সবিশেষ জ্ঞাত করিল। তখন রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, ও তাহাদিগকে আপনার সম্মুখে আনিয়া আপন আজ্ঞা পুনরায় তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন। অপিচ, রাজাজ্ঞা অমান্য করিলে, তাহারা উচ্চ পদাভিষিক্ত বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবে না, অবশ্যই তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে, ইহাও তাহাদিগেকে বুঝাইয়া দিলেন; কিন্তু তাঁহার এই সমস্ত কথা বৃথাই হইল। সাক্ষীদিগের তেজস্বী সেনার মধ্যে এই তিন জন ধর্ম্মবীর উত্তর করিয়া রাজাকে কহিলেন, আপনাকে ইহার উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে নিস্প্রয়োজন। আমরা যাঁহার সেবা করি, আমাদের সেই ঈশ্বর প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ আছেন। তিনি আপনার হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিলেও করিতে পারেন; যদি নাও করেন, তবু হে মহারাজ, আপনি জানিবেন, আমরা আপনার দেবগণের সেবা করিব না, ও আপনার স্থাপিত প্রতিমার পূজাও করিব না (দানি ৩; ১৬-১৮)।

এই প্রকাশ্য অনাজ্ঞাবহতাপ্রযুক্ত, নবূখদ্‌নিৎসরের ক্রোধ আরো প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। "তাঁহার মুখ বিকটাকার হইল; আর তিনি অগ্নিকুণ্ডকে যথাযথ পরিমাণ অপেক্ষা সপ্ত গুণ প্রজ্বলিত করিতে আজ্ঞা দিলেন;" পরে আপন সৈন্যদলের কয়েকজন বীর্য্যবান্ সেনাপতিকে ডাকিয়া, এই তিন জনকে বন্ধনপূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করা হইল; কিন্তু অগ্নিকুণ্ড অতি উত্তপ্ত হওয়াতে সেই সেনাপতিগণই অগ্নিশিখায়

হত হইল। সে যাহা হউক, সেই তিন জন সাক্ষ্যমর দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছে মনে করিয়া, যখন রাজা অগ্নির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। কেননা "তাঁহারা মুক্ত হইয়া অগ্নির মধ্যে গমনাগমন করিতেছেন;" তাঁহাদের কোন হানি হয় নাই। তাঁহাদের সঙ্গে চতুর্থ এক ব্যক্তি আছেন, তাঁহার মূর্ত্তি "দেবপুত্রের সদৃশ"। তখন নবূখদ্‌নিৎসর সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের দ্বারসমীপে গিয়া, তাঁহাদিগকে বাহির হইয়া আসিতে কহিলেন। তাহাতে তাঁহারা অগ্নির মধ্য হইতে নির্গত হইলে, সকলে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল যে, "অগ্নি তাঁহাদের শরীরের উপরে কিছুই শক্তি প্রকাশ করে নাই, তাঁহাদের মস্তকের কেশও দগ্ধ হয় নাই, বস্ত্রও বিকৃত হয় নাই, এবং গাত্রে অগ্নির গন্ধও নাই।" তাঁহাদের অটল বিশ্বাস দেখিয়া রাজা চমৎকৃত হইলেন, এবং রাজাজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "যে কোন দেশের লোক, জাতি ও ভাষাবাদী ইব্রীয়দের ঈশ্বরের প্রতিকূলে কোন ভ্রান্তির কথা বলিবে, সে খণ্ডবিখণ্ড হইবে, ও তাহার গৃহ সারের ঢিবি করা যাইবে; কেননা এই প্রকার উদ্ধার করিতে সমর্থ আর কোন দেবতা নাই" (দানি ৩; ২৯)।

—:-০-:—

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নবূখদ্‌নিৎসর, বেলশৎসর ও দারিয়াবস।

দানি ৪—৬ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ৫৭০-৫৩৮।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নবূখদ্‌নিৎসরের অনেক জ্ঞান লাভ হইল বটে, কিন্তু পরাৎপরের সহিত তাঁহার নিজের কি সম্বন্ধ, তাহা তাঁহাকে জ্ঞাত করণার্থে আরো গুরুতর শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। বাবিলীয়

রাজাদের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন; তাঁহার নাম ও অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় পূর্ব্বদেশীয় ক্ষুদ্র ও মহান্ সকলেই জ্ঞাত ছিল। তিনি সুরিয়া, ফৈনিকীয়া, সোর ও পালেষ্টাইন প্রভৃতি নানা দেশ জয় করেন, ও আপন দেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নানা শোভায় তাহা সুশোভিত করেন; তিনি অনেক বড় বড় নগর পত্তন করেন; সুন্দর সুন্দর দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন; বাবিল নগর এরূপ সুশোভিত ও দুর্গাদি নির্ম্মাণ দ্বারা দৃঢ় করেন যে, তাহা প্রায় নূতন হইয়া উঠিল। তিনি জাহাজের জন্য সুন্দর সুন্দর পোতাশ্রয় নির্ম্মাণ করেন; জল রক্ষার্থে প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃহৎ চৌবাচ্চা নির্ম্মাণ, এবং পুষ্করিণী ও খাল খনন করান; এই সমস্ত এমন সুন্দররূপে ও আশ্চর্য্যভাবে প্রস্তুত করেন যে, কোন দেশের ইতিহাসে সেরূপ দেখা যায় না। এই রাজা আপনার নাম চিরস্মরণীয় করণার্থে যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার অর্দ্ধেকও কেহ কখনও করিতে পারেন নাই। তিনি বাবিলে আপনার জন্য যে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন, তাহার সহিত তিন সারি প্রাচীর, ঝুলান বাগান, ধাতুমণ্ডিত স্তম্ভও নির্ম্মিত হয়। তাঁহার বর্ত্তমান কালে ইহা জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুতকীর্ত্তির মধ্যে একটী কীর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত হইল, এবং বর্ত্তমানেও সেই নগরের ভগ্নাবশেষ ইষ্টক প্রস্তরাদির উপর তাঁহার নাম অঙ্কিত দেখা যায়। এই সমস্ত জাগতিক আড়ম্বরের মধ্যে তিনি উন্নতি লাভ করিয়া, অসাধারণ পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন। তাঁহার মহিমা মহৎ ও গগনস্পর্শী হইয়াছিল, এবং তাঁহার কর্ত্তৃত্ব পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইহাতে তিনি অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আপনাকে দেবতুল্য মনে করিলেন, এবং যিনি "মনুষ্যদের রাজ্যে কর্ত্তৃত্ব করেন, ও যাঁহাকে তাহা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাহা দেন," তিনি যে তাঁহারই হস্তের অস্ত্রমাত্র, ইহা বিস্মৃত হইলেন (দানি ৪; ১৭)।

এখন তাঁহাকে এই বিষয় শিক্ষা করিতে হইল; ফলতঃ তিনি এইরূপে সেই শিক্ষালাভ করেন। রাত্রিযোগে তিনি পুনরায় একটী স্বপ্ন দেখিলেন; কোন বিদ্বান ব্যক্তিই তাহার তাৎপর্য্য বলিতে না পারায়, দানিয়েল আর এক বার তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলেন, এবং রাজার মুখে স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনিলেন। তিনি কহিলেন, "আমি নিরীক্ষণ করিলাম, আর দেখ, যেন ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে এক বৃক্ষ রহিয়াছে, তাহা উচ্চে বিশাল। সেই বৃক্ষ বৃদ্ধি পাইয়া, অতি বলবান ও উচ্চতায় গগনস্পর্শী হইল, ও সমস্ত পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত দৃশ্যমান হইল। তাহার সুন্দর সুন্দর পত্র, ও বিস্তর ফল ছিল; তাহার মধ্যে সকলের জন্য খাদ্য ছিল; তাহার তলে মাঠের পশুগণ ছায়াপ্রাপ্ত হইত, তাহার শাখায় আকাশের পক্ষিগণ বাস করিত, এবং প্রাণীমাত্র তাহা হইতে খাদ্য পাইত। পরে আমি আপন শয্যার উপরে মনের দর্শনে নিরীক্ষণ করিলাম। আর দেখ, এক জন প্রহরী, এক পবিত্র ব্যক্তি স্বর্গ হইতে নামিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে এই কথা কহিলেন, বৃক্ষটী ছেদন কর, উহার শাখা কাটিয়া ফেল, উহার পত্র ঝাড়িয়া ফেল, এবং উহার ফল ছড়াইয়া দেও; উহার তল হইতে পশুগণ ও উহার শাখা হইতে পক্ষিগণ পলায়ন করুক। কিন্তু ভূমিতে উহার মূলের কাণ্ডকে লৌহ ও পিত্তলের শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া, ক্ষেত্রের কোমল তৃণমধ্যে রাখ; তাহাতে সে আকাশের শিশিরে ভিজিবে, এবং পশুদের সহিত পৃথিবীর তৃণে তাহার অংশ হইবে। তাহার হৃদয় মানবীয় না থাকিয়া, পরিবর্ত্তিত হইবে, ও তাহাকে পশুর হৃদয় দত্ত হইবে; এবং তাহার উপরে সাত কাল ঘুরিবে।" স্বপ্ন ত এই; এখন তাহার তাৎপর্য্য কি? দানিয়েল রাজার কাছে কিছুই লুকাইলেন না। রাজাই সেই বৃক্ষ; তাঁহার সম্মুখে মহাপরীক্ষা রহিয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার পরাক্রম তাঁহা হইতে নীত হইবে। তিনি মানব-সমাজ হইতে দূরীকৃত

হইবেন, ক্ষেত্রস্থ পশুদের সহিত বাস করিবেন; যাবৎ সাত কাল গত না হয়, তাবৎ তিনি এই অবস্থায় থাকিবেন। শেষে সজ্ঞান হইয়া জানিবেন যে, পরাৎপর ঈশ্বর স্বর্গরাজ্যে রাজত্ব করেন, ও যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করেন। (দানি ৪; ১-২৭)।

এই প্রকারে তাঁহাকে চেতনা দেওয়া হইল। কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। "ধার্ম্মিকতাদ্বারা আপন পাপ সকল ও দুঃখীদের প্রতি কৃপা প্রদর্শনদ্বারা আপন অপরাধ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে" দানিয়েল তাঁহাকে যে সুপরামর্শ দিলেন, তাহা তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। বার মাসের শেষে, তিনি সেই সুন্দর রাজপ্রাসাদের উপরে বেড়াইবার সময়ে সগর্ব্বে কহিলেন, "আমি আপন বলের প্রভাবে ও আপন প্রতাপের মহিমার্থে রাজধানী করিবার জন্য যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছি, এ কি সেই মহতী বাবিল নয়?" তাঁহার মুখ হইতে এই কথা নির্গত হইতে না হইতে, তাঁহার উপরে দণ্ড আসিয়া পড়িল। ক্ষিপ্ততারূপ ঘন অন্ধকার তাঁহাকে আচ্ছাদন করিল।* মানবীয় হৃদয় তাঁহা হইতে নীত হইয়া, পশুর হৃদয় তাঁহাকে দেওয়া গেল; তাহাতে তিনি সমস্ত রাজ-পরিচ্ছদ ফেলিয়া দিয়া, মনুষ্যের সহিত আহার-বিহার ও বাস ত্যাগ করিয়া, ক্ষেত্রস্থ পশুদের সহিত মিলিত হইলেন, এবং যাবৎ "তাঁহার

---

* গ্রীক ভাষায় ইহার নাম 'লুকান থ্রোপিয়া; এই রোগে হতভাগ্য ব্যক্তি আপনাকে পশু মনে করিয়া, মনুষ্যের সংসর্গ ত্যাগ করিত। এই রাজার পীড়া-সম্বন্ধে তাঁহারই খোদিত একটা প্রস্তর-ফলকে দেখা যায়। তাহাতে লেখা আছে, "চারি বৎসর কাল পর্য্যন্ত আমি আমার সিংহাসনে বসি নাই, কোন আনন্দভোগ করি নাই। সেই সময়ে আমি সমস্ত রাজ্যে কোন কিছু স্থাপন করি নাই; ধনও সঞ্চয় করি নাই; বাবিল নগরেও আমার নিজের জন্য, বা রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কিছু নির্ম্মাণ করি নাই; এমন কি, আমার প্রভু, আমার হৃদয়ের আনন্দভূমি মরোদকের উপাসনাও করি নাই। তাঁহার রাজ্যের প্রধান সহর বাবিলে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করি নাই, তাঁহার বেদিতে কোন বলি উৎসর্গ করি নাই, এবং দেশস্থ খালগুলিও পরিষ্কার করি নাই।"

কেশ উৎক্রোশ পক্ষীর পালকের ন্যায়, ও তাঁহার নখ পক্ষীর নখের ন্যায়” না হইল, তাবৎ দিবারাত্র তাহাদের সহিত অবস্থিতি করিলেন। (দানি ৪; ৩৩)।

বোধ হয়, এতাবৎকাল তাঁহার রাণী নিতোক্রীস্ রাজকার্য্য চালাইয়াছিলেন, এবং শেষে চারি বা সাত বৎসর গত হইলে, (তিনি লজ্জা ও অভিমান ত্যাগ করিয়া আপন প্রজাদিগকে যেমন প্রকাশ্যরূপে জ্ঞাত করেন) তিনি আবার সজ্ঞান হইলেন; তাঁহার বুদ্ধি আবার তাঁহাতে ফিরিয়া আসিল; তিনি স্বর্গের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া পরাৎপরের ধন্যবাদ করিলেন, এবং নিত্যস্থায়ী ঈশ্বরের প্রশংসা ও সমাদর করিলেন; তাঁহার বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাজ্যের শ্রীও ফিরিয়া আসিল। তাঁহার মন্ত্রী ও অধ্যক্ষগণ অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে রাজবাটীতে পুনরানয়ন করিল, এবং তাঁহার মহিমা অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। তাহাতে বৃদ্ধ অবস্থায় পূর্ব্বাপেক্ষা আরো মহৎ মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া ৪৩ বৎসর রাজত্বের পর, ৮৩ বৎসর বয়সে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন (৫৬১), এবং তাঁহার পুত্র ইবিলমরেদক সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। তিনি রাজা হইয়া যিহূদারাজ যিহোয়াকীমকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন, এবং তাঁহাকে বাবিলস্থ অন্যান্য বন্দি রাজাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়া প্রতিদিন রাজার মেজে ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলেন (২ রাজা ২৫; ২৭—৩০)। কিন্তু দুই তিন বৎসরের মধ্যে রাজা হত হন। নেরিগ্লিসার নামক তাঁহার এক জন হত্যাকারী রাজপদ গ্রহণ করেন (৫৫৯)। তিনি সাড়ে তিন বৎসর রাজত্ব করিলে পর, তাঁহার পুত্র লাবরসো-আখদ রাজা হন (৫৫৬), এবং নয় মাস পরে, নবনাদিয়স (গ্রীকদের মধ্যে বিখ্যাত লাবিনেতুস) সিংহাসন প্রাপ্ত হন (খ্রীঃ পূঃ ৫৫৫)।

ইতিমধ্যে নিকটবর্ত্তী মাদীয় রাজ্যে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটে, আর ইহাতে বাবিলেরও বিপদ ঘটিল। অস্তাগীসের কন্যা মান্দেনি (৫৯৫)

মাদীয় সিংহাসন প্রাপ্ত হইলে, আকিমেনিডি নামক পারসিক রাজ-বংশজাত কাম্বিশেষের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহাদের যে পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম মহান্ কোরস (তুলনা যিশা ৪৪ ; ২৮। ৪৫ ; ১)। অস্তাগসের প্রজাগণ তাঁহার অত্যাচার ও কর্তৃত্ব সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহারা এই যুবরাজকে আহ্বান করে। তাহাতে তিনি পাসারগদির নিকটে মাদীয় রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বন্দি করেন (৫৫৯)। এইরূপে কোরস সম্মিলিত মেদ-পারস্য সাম্রাজ্যের একাধিপতি হইলেন। বিজেতা কোরস প্রথমতঃ একেবারে বাবিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন নাই। অতএব নবনাদিয়স লিডিয়ার রাজা ক্রেসসের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া, আপন রাজধানী অতি যত্নসহকারে দৃঢ় করেন, ও প্রচুর ভক্ষ্য দ্রব্য তাহার মধ্যে সংগ্রহও করেন।

কিন্তু কোরস (৫৪৬) লিডিয়ার রাজার উপরে সম্পূর্ণ জয় লাভ করেন, এবং ছয় বৎসর পরে বাবিলের সম্মুখে উপস্থিত হন। প্রথম যুদ্ধেই বাবিলীয়েরা আপনাদের প্রাচীরবেষ্টিত নগরে পলায়ন করিল (যিরি ৫১ ; ৩৬)। তাহাতে কোরস নিয়মিতরূপে নগর অবরোধ করিলেন। এই সময়ে নবনাদিয়স বাবিলে প্রবেশ না করিয়া বাসিপ্পা নগরে পলায়ন করেন, এবং তাঁহার যে পুত্র কএক বৎসর ধরিয়া তাঁহার সহিত রাজ্যের একাংশে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহাকেই বাবিলে রাখিয়া প্রস্থান করেন। ইহাঁর নাম বিল-শার-উজার (শাস্ত্রে বেলশৎসর নামে পরিচিত)। এই যুবরাজ আপন সহস্র মহল্লোকের, স্ত্রী ও উপপত্নীগণের এবং রাজ্যস্থ অধ্যক্ষবর্গের জন্য একটী মহাভোজ প্রস্তুত করেন। ভোজের সময়ে উন্মত্ত হইয়া, তিনি আপন পিতামহ নবূখদ্‌নিৎসর কর্তৃক যিরূশালেমস্থ মন্দির হইতে অপহৃত স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্র সকল আনিতে আজ্ঞা করেন, এবং ঐ সমস্ত পাত্রে উপস্থিত সকলে দ্রাক্ষারস পান করিয়া আপনাপন দেবগণের উদ্দেশে

প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই উৎসবের মধ্যে হঠাৎ একটী মনুষ্যহস্তের কএকটী অঙ্গুলি আসিয়া প্রাসাদস্থ ভিত্তির গাত্রে কোন নিগূঢ় কথা লিখিতে লাগিল। তাহা দেখিবামাত্র রাজার মুখ মলিন হইল; "তিনি ভাবনাতে বিহ্বল হইলেন, তাঁহার কটিদেশের গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িল, এবং তাঁহার জানুতে জানু ঠেকিতে লাগিল।" তিনি উচ্চৈঃস্বরে মায়াবী ও গণক ও জ্যোতির্বেত্তাদিগকে আনিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং যে কোন ব্যক্তি ঐ নিগূঢ় বাক্যের অর্থ বলিতে পারিবে, তাহাকে সম্ভ্রম, ক্ষমতা ও উচ্চপদ দিতে অঙ্গীকার করিলেন; কিন্তু রাজ্যস্থ বিদ্বান্‌গণের মধ্যে কেহই তাহা পাঠ করিতে অথবা তাহার অর্থ বলিতে পারিল না। এই রূপে যখন রাজা অত্যন্ত ভীত ও ব্যাকুল হইলেন, তখন রাজ্ঞী-মাতা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং দানিয়েলকে আহ্বান করিতে রাজাকে পরামর্শ দিলেন। এই সময়ে তিনি বৃদ্ধ হওয়াতে অবসর লইয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলে পর, রাজার অঙ্গীকৃত সমস্ত পুরস্কারের কথা তাঁহাকে বলা হইল; কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া গুরুতররূপে তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। ফলতঃ তিনি আপন পিতামহের অহঙ্কারের ফল জ্ঞাত থাকিলেও, স্বর্গের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আপনাকে উন্নত করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত পবিত্র পাত্র সকল অশুচি করিয়াছেন। এখন সেই ঈশ্বর তাঁহার কাছে এই ভয়ানক সংবাদ পাঠাইয়াছেন;—"মিনে" অর্থাৎ "গণিত"; ঈশ্বর আপনকার রাজ্যের গণনা করিয়াছেন, তাহা শেষ করিয়াছেন; "তকেল" অর্থাৎ "তুলাতে পরিমিত;" আপনি তুলাতে পরিমিত হইয়া লঘুরূপে নির্ণীত হইয়াছেন; "উপারসীন" অর্থাৎ "খণ্ডীকৃত;" আপনার রাজ্য খণ্ডীকৃত হইয়া মাদীয়দিগকে ও পার-

সিকদিগকে দত্ত হইল (দানি ৫; ২৫—২৮)। সেই রাত্রিতেই দানিয়েলের বাক্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইল। ফলতঃ ফরাৎ নদীর স্রোত ফিরাইয়া কোরস শুষ্ক পথে নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহা অধিকার করিলেন, এবং বেলশৎসরও হত হইলেন (খ্রীঃ পূঃ ৫৩৮)। এইরূপে যিশা ২১; ৯। ৪৫; ১ ও যিরি ৫১; ৩১—৩৯ পদোক্ত ভাববাণী আশ্চর্য্যরূপে সফল হইল।

কোরস অধিকৃত রাজ্যের ভার আপনার প্রতিনিধি মাদীয় দারিয়াবসের হস্তে সমর্পণ করিয়া, অন্য দিকে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। দারিয়াবস কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া, বাবিল রাজ্যস্থ অঞ্চলে একশতবিংশতি জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের উপর তিন জন প্রধান ছিলেন; দানিয়েল এই তিন জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (দানি ৬; ২)। এখন তিনি বৃদ্ধ ও পক্ককেশ হইলেও, আপন পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার উন্নতিতে অন্যান্য অধ্যক্ষগণের ঈর্ষ্যানল জ্বলিয়া উঠিল। তাহাতে তাঁহারা তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে মনস্থ করিলেন। রাজকার্য্যের বিষয়ে তাঁহার কোন দোষ না পাওয়াতে, তাঁহারা দারিয়াবসের নিকটে আসিয়া একটী অপরিবর্ত্তনীয় ব্যবস্থা স্থাপন করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন। ফলতঃ, ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত কেহই মহারাজ ব্যতিরেকে, কোন দেবতার বা মনুষ্যের নিকটে কোন কিছু প্রার্থনা করিতে পাইবে না। যে কেহ ইহার অন্যথা করিবে, সে সিংহদের খাতে নিক্ষিপ্ত হইবে। এই রাজাজ্ঞা মাদীয়দের ও পারসীকদের প্রথানুসারে পরিবর্ত্তন করা যাইবে না। এই রাজ-আজ্ঞার বিষয় দানিয়েল জ্ঞাত হইলেও, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না; তিনি আপন পিতৃপুরুষদের ধর্ম্মে স্থির থাকিয়া, যিরূশালেমের অভিমুখীন আপন গৃহের জানালা খুলিয়া, পূর্ব্বে যেমন করিতেন, তেমনি দিনের মধ্যে তিন বার জানু পাতিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে অধ্যক্ষ-

দিগের বড় সুযোগ হইল। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ রাজার নিকটে গিয়া দানিয়েলের এই ব্যবহারসম্বন্ধে সমাচার দিলেন। দারিয়াবস তাঁহা-দের হিংসা হইতে দানিয়েলকে রক্ষা করিতে অনেক চেষ্টা করিলেও তাহা বৃথা হইল। অবশেষে তিনি আপন ইচ্ছার বিপরীতে দানিয়েলের বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। অতএব বৃদ্ধ ভাববাদী সিংহের খাতে নিক্ষিপ্ত হইলেন; খাতের মুখ বদ্ধ করা হইল, এবং রাজা ও মহল্লোক-দের মুদ্রাতে তাহা মুদ্রাঙ্কিত করা হইল। রাজা উপবাসে রাত্রিযাপন করিলেন, এবং নিয়মিত গীতবাদ্যাদিও রহিত করিয়া দেওয়া হইল। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া, রাজা সিংহদের খাতসমীপে উপস্থিত হইলে, যিহোবা আপন বিশ্বস্ত দাসকে রক্ষা করণার্থে আপন দূত পাঠাইয়া সিংহগণের মুখ বদ্ধ করিয়াছেন দেখিয়া অনন্দিত হইলেন। অতএব তিনি দানিয়েলকে খাত হইতে উত্তোলন করিতে, ও তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদিগকে সেই খাতে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন; কেবল তাহা নহে, কিন্তু দেশের নিষ্ঠুর প্রথানুসারে তাঁহারা আপনাপন স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির সহিত সিংহের মুখে নিক্ষিপ্ত হইলেন। সিংহগণ তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া, রাজা দানিয়েলের ঈশ্বরকে সম্ভ্রম করিতে সাম্রাজ্যের সর্ব্বস্থানে ঘোষণা করিয়া দিলেন; "কেননা তিনি জীবৎ ঈশ্বর ও অনন্তকালস্থায়ী, এবং তাঁহার রাজ্য অবিনাশ্য, ও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে। তিনি নিস্তারকর্ত্তা ও উদ্ধারকর্ত্তা, এবং তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীতে অভিজ্ঞান ও অদ্ভুত কার্য্য করেন; তিনি দানিয়েলকে সিংহদের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন" (দানি ৬; ২৬, ২৭)।

তৃতীয় অধ্যায়।

মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ; ইষ্টের ও অক্ষশ্বেরশ।

ইয্রা ১-৪ অঃ। ইষ্টের ১-১০ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ৫৩৬-৪৭৯।

এইরূপে কোরস অশূর অপেক্ষাও এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। যিহোয়াকীমের রাজত্বকালীন যিরূশালেম আক্রমণের কাল হইতে এ পর্য্যন্ত, সত্তর বৎসর গত হইল (দানি ৯; ১, ২)। অন্যান্য রাজগণের অধীনে দানিয়েলের যেরূপ উন্নতি লাভ হইয়াছিল, এই নূতন রাজার সময়ে তাহার কোন ব্যতিক্রম হইল না। বোধ হয়, তাঁহারই গুণে মোহিত হইয়া কোরস আপন রাজত্বের প্রথম বৎসরে (৫৩৬) এই আজ্ঞাপত্র ঘোষণা করেন যে, যিহূদীরা স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহ পুনর্নির্ম্মাণ করুক। এই কার্য্যে তাহাদের উৎসাহ প্রদানার্থে, তিনি যিরূশালেম হইতে নবূখদ্‌নিৎসর-কর্ত্তৃক আনীত পাত্রগুলি তাহাদিগকে দান করেন, এবং তাহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতে দেশপ্রদেশের অধ্যক্ষগণকেও আদেশ করেন (ইয্রা ১; ১-৬)।

যে সমস্ত যিহূদী নির্ব্বাসিত অবস্থায় বিশেষ বিশেষ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ও প্রচুর ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছিলেন, তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন না। ইহাঁরাই "ছিন্নভিন্ন প্রবাসী" নামে আখ্যাত হইয়াছেন (যোহ ৭; ৩৫। ১ পিতর ১; ১। যাকো ১; ১), এবং কালক্রমে ইহাঁদেরই দ্বারা সত্য ঈশ্বরের জ্ঞান দেশবিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল; তাহাতে আদিম খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণ কার্য্য করণার্থে স্থানে স্থানে প্রস্তুত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলেন। সে যাহা হউক, ৪২,৩৬০ জন যিহূদী ও তাহাদের সহিত ৭,৩৩৭ জন দাসদাসী আপনাদের দেশে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত

হইল। যিহোয়াকীমের পৌত্র সরুব্বাবিল যিহূদা গোষ্ঠীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান হওয়ায়, তাহাদের উপরে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি বাবিলে রাজকীয় বিশেষ পদ প্রাপ্ত হওয়াতে শেশবসর নামে আখ্যাত হন। এক্ষণে কোরসকর্ত্তৃক যিরূশালেমের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া, ও প্রচুর স্বর্ণ রৌপ্যাদি উপহারস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া, তিনি যেশূয় মহা-যাজকের এবং হগয় ও সখরিয় নামক ভাববাদীদ্বয়ের সহিত যিরূশালেমে যাত্রা করেন * (ইষ্রা ১ ; ৭-১১)।

যিরূশালেমে প্রত্যাগমনের সাত মাস পরে, যজ্ঞবেদি পূর্ব্ব স্থানে পুনঃস্থাপিত হইল, এবং তদবধি যাজক ও লেবীয়গণ তাহার উপরে হোম ও অন্যান্য বলি উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। অতঃপর, বন্দিত্ব হইতে প্রত্যাগত অধ্যক্ষ আপন মহৎ কার্য্যের উপলক্ষে অর্থাৎ মন্দির পুনর্নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় আয়োজন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে কোরস এই কার্য্যের উপলক্ষে বিস্তর টাকা দান করিয়া-ছিলেন ; এখন লিবানোন পর্ব্বত হইতে সমুদ্র তীরস্থ যাফোতে অনেক এরস কাষ্ঠ আনা হইল, এবং রাজমিস্ত্রী ও সূত্রধরদিগকে নিযুক্ত করাও হইল। অতএব প্রত্যাগমনের দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসে দ্বিতীয় মন্দিরের ভিত্তিমূল যতদূর সম্ভব, অতি আড়ম্বরের সহিত স্থাপিত হইল। ফলতঃ " আপনাপন পরিচ্ছদ পরিহিত যাজকগণ তুরী লইয়া, ও আসফের সন্তান লেবীয়েরা করতাল লইয়া দণ্ডায়মান হইল " (ইষ্রা ৩ ; ১০—১১)। অপিচ প্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠা কালে

---

* যিহূদী জাতির বন্দি হওনের প্রধান প্রধান ফল, যথা—

(ক) প্রতিমাপূজার প্রতি আর আসক্তি রহিল না (তুলনা যিহি ৩৬ ; ২৪-২৮)। (খ) ব্যবস্থার প্রত্যেক অক্ষরের ও ব্যবস্থাদাতা মোশির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি উৎপন্ন হইল। (গ) কৃষিকর্ম্ম করিতে আর প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু ব্যবসা ও বাণিজ্য করিতে সকলেই উৎসুক। (ঘ) প্রচলিত ইব্রীয় ভাষা পরি-বর্ত্তিত হইয়া কল্দীয় ভাষা মিশ্রিত হইল (নহি ৮ ; ৮)।

যে গীত গান করা হইয়াছিল, তাহা গান করিতে করিতে লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিল। তথাপি ইহাদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষতঃ যে সকল প্রাচীন লোক পূর্ব্ব মন্দিরের গৌরব দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন।

এই উত্তম কার্য্য আরম্ভ হইলেও, অবাধে তাহা চলিল না। কারণ শমরীয় জাতি এই কল্পনার সমাচার পাইবামাত্র, এই কার্য্যে তাহাদের সহিত যোগ দিতে চাহিল। কিন্তু সরুব্বাবিল ও যেশূয় মহাযাজক এই নিবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। তাহাতে শমরীয়েরা নির্ম্মাণ কার্য্যের প্রতিরোধ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। নানা প্রকারে তাহাদিগকে বিরক্ত করিয়া অবশেষে তাহারা রাজার নিকটে যিহূদীদের উপর দোষারোপ করিতে মন্ত্রণাকারীদিগকে অনেক টাকা ঘুস দিল; ইহাতে তাহারা কৃতকার্য্যও হইল। ফলতঃ, কাম্বিশেষ ও স্মার্দিশ রাজার রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরের গৃহের গাঁথনি কার্য্য স্থগিত রহিল। (৫২৫—৫২১) (ইস্রা ৪; ১১—২৪)।

কিন্তু দারিয়স-হিষ্টাস্পিশের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে (৫২০) হগয় ও সখরিয় ভাববাদীর উৎসাহবর্দ্ধক বাক্যে (হগ ১;১-৮। সখ ১; ১-৬) উত্তেজিত হইয়া, সরুব্বাবিল ও যেশূয় মহাযাজক পুনরায় সেই কার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রদেশাধ্যক্ষ তত্তনয় ও শথরবোষণয় যিরূশালেমে আসিয়া কার্য্যটী দেখিলেন, এবং পারস্য, রাজার নিকটে কার্য্যটী চলিতে দেওয়া যাইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন (ইস্রা ৫; ৩-১৭)। দারিয়স অকৃমথা নামক রাজপুরীস্থ পুস্তকালয় হইতে ইতিহাস পুস্তক অনুসন্ধান করিলে, কোরসের প্রথম আদেশ তাহাতে লিখিত দেখিলেন। অতএব তিনিও সেই আদেশ পুনরায় প্রকাশ করিয়া, প্রদেশাধ্যক্ষদিগকে তাহা প্রতিরোধ করিতে নিষেধ করিলেন; কেবল তাহা নয়, কিন্তু এই কার্য্যে যিহূদীদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করি-

তেও আদেশ করিলেন (ইষ্রা ৬ ; ৫-১৩)। এইরূপে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়াতে, যিহূদীরা এমন পরিশ্রম ও উদ্যোগ প্রকাশ করিল যে, দারিয়সের রাজত্বের অষ্টম বৎসরে মন্দির নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইল ; এখন কেবল প্রতিষ্ঠা হইলেই হয় (৫১৬)। পরে তাহারা আনন্দপূর্ব্বক অতি গম্ভীরভাবে পুনর্নির্ম্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করিল। তদুপলক্ষে অসংখ্য বলি উৎসৃষ্ট হইল ; পরিচর্য্যা কার্য্যের জন্য যাজকদিগকে পুনরায় চব্বিশ পালায় বিভক্ত করা হইল ; এবং মহানন্দ সহকারে নিস্তার পর্ব্বও পালিত হইল (ইষা ৬ ;, ১৫-২২)।

দারিয়সের দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বের শেষাংশে যিহূদীরা নিরাপদে শান্তিভোগ করিল। পরে অক্ষশ্বেরশ (পারস্য ইতিহাসের জরক্সেস্) রাজা হন (৪৮৫)। * তিন বৎসর রাজত্বের পর, এই চঞ্চলমতি যথেচ্ছাচারী রাজা শূশন রাজবাটীতে আপন অধ্যক্ষ ও অমাত্যবর্গের জন্য এক মহাভোজ প্রস্তুত করেন। সপ্তম দিবসে উন্মত্ত অবস্থায় রাজা আপন রাণী বষ্টীকে ভোজগৃহে উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। রাজ্ঞী আপন সম্ভ্রম রক্ষার্থে এই আদেশ অমান্য করায়, রাজা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া, তাঁহাকে রাজ্ঞী-পদচ্যুতা করিয়া, তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য এক জনকে রাজ্ঞীপদে অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত দেশ হইতে সুন্দরী যুবতীদিগকে রাজবাটীতে একত্র করেন। (ইষ্টের ২ ; ১-৪) এই সময়ে শূশন রাজধানীতে বিন্যামীন গোষ্ঠীজাত মর্দখয় নামে এক

---

* পরজাতীয়দের ইতিহাসে পারস্যের রাজা জরক্সেসের চরিত্র সম্বন্ধে যাহা পাঠ করা যায়, তাহা এই অক্ষশ্বেরশের সহিত সম্পূর্ণরূপে ঐক্য হয়। ফলতঃ, তিনি অহঙ্কারী, স্বেচ্ছাচারী, কামুক, দেশীয় প্রথা পালন সম্বন্ধে অমনোযোগী ছিলেন ; মনুষ্যের জীবন কিছুর মধ্যে গণ্য করিতেন না, অথচ রক্তপাত প্রিয়ও ছিলেন না। অপিচ তিনি হঠাৎ কর্ম্মকারী ও চঞ্চল মতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। গ্রীক ইতিহাসেও দারিয়সের বিখ্যাত পুত্র অক্ষশ্বেরশের চরিত্র সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে।

ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার কোন সন্তানসন্ততি না থাকায়, তিনি আপন অল্পবয়স্কা পিতৃব্যকন্যা হদসাকে অর্থাৎ ইষ্টেরকে কন্যারূপে প্রতিপালন করেন। ইষ্টের অতি সুন্দরী ও রূপবতী ছিলেন; তাঁহার পিতা কি মাতা, কেহ ছিল না। অন্যান্য যুবতীদিগের সহিত তিনিও রাজবাটীতে নীতা হইলেন, এবং রাজার দৃষ্টিতে এমন মনোহরা ছিলেন যে, রাজা তাঁহার বংশ ইত্যাদির বিষয় অনুসন্ধান না করিয়া, তাঁহার রাজত্বের সপ্তম বৎসরে তাঁহাকেই রাজ্ঞীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। (ইষ্টের ২; ১৭)।

নূতন রাজ্ঞীর সহিত মর্দখয়ের আত্মীয়তাসূত্রে তিনিও উন্নতি লাভ করিলেন। তাহাতে, যাহারা রাজদ্বারে বসিত, তাহাদের মধ্যে তিনিও এক জন হইলেন (ইষ্টের ৩; ২-৩)। তাঁহার এই কার্য্য-করণ সময়ে, রাজাকে বধ করিবার ষড়যন্ত্র করা হয়। মর্দখয় তাহা জানিতে পারিয়া, রাজাকে জ্ঞাত করেন; তাহাতে ঐ ষড়যন্ত্রকারী-দিগকে বধ করা হয়, এবং মর্দখয়ের এই বৃত্তান্ত স্মরণার্থক ইতিহাস পুস্তকে লিখিয়া রাখা হয়। মর্দখয় রাজার অনুগ্রহভাজন হইলেন বটে, কিন্তু প্রাচীন অমালেকীয় রাজার বংশজাত অগাগীয় হামন রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতে বিশেষ চেষ্টান্বিত ছিল। ইহাতে সে কৃতকার্য্য হইয়া, সকলের প্রধান হইয়া উঠিল। রাজা তাহাকে রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান পদে নিযুক্ত করিলেন; তাহাকে দেখিবামাত্র সকলেই তাহার সম্মুখে নত হইয়া প্রণিপাত করিত; কিন্তু মর্দখয় নত হই-তেন না। ইহাতে মর্দখয় তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেছে ভাবিয়া, হামন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, এবং তাহার শত্রু যে এক জন যিহূদী, ইহা অবগত হইয়া, সে সমস্ত রাজ্যের যাবতীয় যিহূদীকে এককালে বিনষ্ট করিতে কল্পনা করিল। অতএব, সে মহারাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বুঝাইয়া দিল যে, যিহূদী জাতি সমস্ত রাজ্যমধ্যে দেশপ্রদেশে

ছিন্নভিন্ন হইয়া, ধর্ম্ম ও অন্যান্য দেশীয় প্রথা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে বাস করিতেছে। তাহারা ভয়ানক লোক ; সহজে তাহাদের দ্বারা মহাগোলযোগ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব ; অতএব তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করা কর্ত্তব্য। অধিকন্তু, এই কার্য্যের সহায়তার জন্য হামন দশসহস্র মণ রৌপ্য রাজভাণ্ডারে প্রেরণ করিতে প্রতিজ্ঞাও করিল। সেই সময় রাজ-ভাণ্ডার শূন্য থাকায়, এবং হঠাৎ একেবারে এত অধিক টাকা পাইবার আশায়, এই দুষ্ট রাজা হামনের নিষ্ঠুর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন, ও রাজনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। হামন অবিলম্বে পারস্য সাম্রাজ্যের তাবৎ অঞ্চলস্থিত নির্ব্বাসিত যিহূদীদের স্ত্রী, পুরুষ ও বালক, বালিকা সকলকেই কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে বধ করিবার রাজাজ্ঞা দেশবিদেশে পাঠাইয়া দিল। (ইষ্টের ৩; ৮-১৫)।

এই সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাত হইতে মর্দখয়ের বিলম্ব হইল না। তিনিই এই মহাহত্যার মূলকারণ জানিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, এবং ভস্ম মাখিয়া চট পরিধান করিয়া, রাজদ্বারের সম্মুখে আসিলেন। ইষ্টের তাঁহার এই অদ্ভুত আচরণের কথা শুনিয়া, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে লোক পাঠাইলেন। তাহাতে তিনি এই প্রথমবার হামনের লিখিত রাজাজ্ঞার বিষয় শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি এই ভয়ানক বিপদ-কালে আপন প্রাণ হাতে করিয়া, স্বজাতির উদ্ধারের জন্য রাজার নিকটে নিবেদন করিতে স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে শূশনবাসী যিহূদী-গণ তাঁহার কথামত তিন দিন উপবাস করিল। পরে রাজ্ঞী আপন রাজকীয় বহুমূল্য বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া, ও নিজ সৌন্দর্য্যে চতুর্দ্দিক আলো করিয়া, রাজার গোচরে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র মোহিত হইয়া, স্বহস্তস্থিত স্বর্ণময় রাজদণ্ড বিস্তার করিলেন, এবং তাঁহার নিবেদন কি, জানিতে চাহিলেন। তখন তিনি আপন ভোজে

উপস্থিত হইতে মহারাজকে ও হামনকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ইহাতে উভয়ে নিমন্ত্রিত সময়ে উপস্থিত হইলে, সে দিনও তিনি আপন নিবেদন জ্ঞাত না করিয়া, পুনরায় তাঁহাদের উভয়কে পরদিনের জন্য আবার নিমন্ত্রণ করিলেন। (ইষ্টের ৫ ; ৮)।

এই বিশেষ সম্মান লাভ করাতে, হামন যার পর নাই আনন্দিত হইল, ও আপন স্ত্রী পুত্রাদির নিকটে সবিশেষ জ্ঞাত করিল। তাহাদিগকে আরো বলিল, আমি যে পর্য্যন্ত যিহূদীয় মর্দখয়কে রাজদ্বারে উপবিষ্ট দেখিতে পাই, তাবৎ এ সকলে আমার শান্তি বোধ হয় না। ইহাতে তাহারা তাহাকে পঞ্চাশ হস্ত উচ্চ একটী ফাঁশিকাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে মর্দখয়কে ফাঁশি দিবার জন্য রাজার অনুমতি লইতে পরামর্শ দিল; কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেই রাত্রিতে রাজার নিদ্রা না হওয়াতে স্মরণীয় ইতিহাস পুস্তকের কিয়দংশ তাঁহার সাক্ষাতে পাঠ করা হয়। তাহাতে এক জন নির্ব্বাসিত যিহূদী কিরূপে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, এই প্রথমবার তিনি জানিতে পারিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর, রাজা জ্ঞাত হইলেন যে, এই কার্য্যের উপযুক্ত কোন পুরস্কার এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। এ দিকে অতি প্রত্যূষে হামন আপন শত্রুর সর্ব্বনাশার্থে রাজার নিকটে উপস্থিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "রাজা যাহার সম্মানে প্রীত হন, তাহার প্রতি কি করা কর্ত্তব্য ?" হামন মনে মনে ভাবিল, রাজা আমা ব্যতিরেকে আর কাহার সম্মানে প্রীত হইবেন ? অতএব সে রাজাকে কহিল, তাঁহার নিমিত্তে রাজকীয় পরিচ্ছদ ও মহারাজের অশ্ব আনীত হউক ; তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট দত্ত হউক ; এক অতি প্রধান অমাত্যের হাতে তাহা সমর্পণ করা হউক। পরে তিনি রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিহিত হইলে, সেই অশ্বে আরোহণ করাইয়া, নগরের চকে চকে লইয়া যাওয়া হউক, ও তাঁহার অগ্রে অগ্রে এই কথা ঘোষণা করা যাউক, রাজা যাঁহার সম্মানে প্রীত হন, তাঁহার প্রতি

এইরূপ ব্যবহার করা যাইবে। মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ মর্দ-খয়ের প্রতি এইরূপ করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। অবাধ্য হইতে সাহস না করিয়া, সে আপন শত্রুকে অতি সম্মানের সহিত নগরের রাস্তায় রাস্তায় লইয়া চলিল। পরে ব্যথিত মনে সে আপন ঘরে গিয়া আপন স্ত্রী ও বন্ধুবর্গকে এই সমস্ত ব্যাপার জানাইল। ভাবি বিপদের ছায়া দেখিয়া, তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে সাবধান হইতে চেতনা দিল; এমন সময়ে এক জন দূত আসিয়া তাহাকে শীঘ্র ভোজে যাইতে নিবেদন করিল। রাজা এই দ্বিতীয় বার রাণীকে তাঁহার নিবেদন জানাইতে, আদেশ করিলেন। তাহাতে ইষ্টের আপন জাতির মহা-বিপদ উল্লেখ করিয়া, দুষ্ট হামনের উপর দোষারোপ করিলেন। অক্ষ-শ্বেরশ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করিতে আদেশ করেন; কিন্তু এক জন নপুংসকের কথা মতে মর্দখয়ের জন্য তাহারই নির্ম্মিত ফাঁশিকাষ্ঠে তাহাকে ফাঁশি দিতে বলেন। (ইষ্টের ৭; ৭-১০)।

হামনের হত্যাকাণ্ড যিহূদী জাতিকে রক্ষা করণার্থে মর্দখয়ের কল্প-নার প্রথম ধাপ মাত্র। এ পর্য্যন্ত যিহূদী জাতির হত্যা সম্বন্ধে রাজাজ্ঞা পূর্ব্ববৎ প্রবল ছিল, এবং দ্রুতগামী দূতগণ তাহা লইয়া দেশের সর্ব্বত্র চলিয়া গিয়াছিল। ইহা রহিত করা পারসিকদের ব্যবস্থা বিরুদ্ধ। অত-এব আর একটী রাজাজ্ঞা প্রকাশ করা হইল; যেন যিহূদীগণ আপনা-দের প্রাণরক্ষার্থে বিপক্ষপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয়। তদনু-সারে তাহারা শূশন রাজধানীতে আটশত ও অন্যান্য অঞ্চলে পঁচাত্তর সহস্র শত্রুকে বধ করিয়া, আপনাদের ধন ও প্রাণ রক্ষা করিল। এই সময়ে হামনের দশ জন পুত্রও হত হইল। (ইষ্টের ৯; ১২-১৬)। সেই দিন হইতে এই আশ্চয্য মুক্তি স্মরণার্থে যিহূদীরা পূরীম নামক একটী পর্ব্ব পালন করিয়া আসিতেছে। এই নামের অর্থ গুলিবাঁট। তাহাদের প্রধান শত্রু হামন, এই ভয়ানক কল্পনা সাধন করিবার জন্য

একটী নির্দ্দিষ্ট দিন স্থির করণার্থে গুলিবাঁট করিয়াছিল; তাহাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য এই নাম দেওয়া হয়। যিহূদীরা অদর মাসের ১৩ই উপবাস করিয়া, ১৪ই ও ১৫ই মহানন্দ সহকারে এই উৎসব পালন করে। এই উপলক্ষে প্রত্যেক সমাজগৃহে উপাসনাকালে ইষ্টের পুস্তকখানি সমস্ত পাঠ করা হয়। পাঠ করিতে করিতে হামনের নাম উচ্চারিত হইবা মাত্র, উপস্থিত সকলে এক স্বরে চীৎকার করিয়া বলে, "উহার নাম লুপ্ত হউক, অধার্ম্মিকের নাম উচ্ছিন্ন হউক।" পরে ভোজ ও আমোদ প্রমোদ করিয়া, উৎসব শেষ করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

ইষ্রা ও নহিমিয়া; পুরাতন নিয়মের শেষ।

ইষ্রা ৭-১০ অঃ। নহি ১-১৩ অঃ। খ্রীঃ পূঃ ৪৫৭-৪১৫।

খ্রীঃ পূঃ ৪৬৪ সালে অর্তক্ষস্ত লঙ্গীমেনস পারস্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তিনি যিহূদী জাতির পরম হিতৈষী ছিলেন। যোশিয় রাজার রাজত্বকালীন মহাযাজক হিল্কিয়ের বংশজাত শাস্ত্রাধ্যাপক ইষ্রা, তাঁহার আজ্ঞানুসারে নির্ব্বাসিত আর কতকগুলি লোককে লইয়া যিরূশালেমে যাত্রা করেন (৪৫৮)। অপিচ যিরূশালেমস্থ মন্দির সুশোভিত করিবার জন্য বাবিলসাম্রাজ্য-প্রবাসী সমস্ত যিহূদীদিগের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতে কেবল নয়, কিন্তু যিহূদা দেশে বিচারকর্ত্তৃগণকে ও শাসনকর্ত্তৃগণকে নিযুক্ত করিতেও ইষ্রা অধিকার প্রাপ্ত হন। অধিকন্তু তাঁহার সাহায্য করণার্থে প্রদেশাধ্যক্ষদের প্রতিও রাজাজ্ঞা প্রদত্ত হইল (ইষ্রা ৭; ১১-২৬)। এই প্রকারে সাহায্য প্রাপ্ত ও উৎসাহিত হইয়া, ইষ্রা স্বজাতীয় ছয় সহস্র লোককে আপনার সঙ্গে যাইতে উত্তেজিত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর অনেক যাজক ছিল।

অহবা নদীর (দম্মেশকের পূর্ব্ব দিক্‌স্থিত নদী, ইহার বর্ত্তমান নাম হিত) তীরে তিন দিন উপবাস করিয়া ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পরে যাত্রা করিয়া তাঁহারা রাজার প্রহরীদলের সাহায্য না পাইলেও, নিরাপদে যিরূশালেমে উপস্থিত হইলেন (ইস্রা ৮ ; ৩২)।

যিহূদীদের অধ্যক্ষগণ অতি আনন্দের সহিত ইস্রাকে গ্রহণ করিল ; কিন্তু তিনি স্বজাতীয়দিগের অনেক দোষ দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত আদেশ বিস্মৃত হইয়া তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিকটবর্ত্তী পরজাতীয়দের কন্যাগণকে বিবাহ করিয়াছিল। অতএব ইস্রা এই সমস্ত দোষ সংশোধন করিতে অত্যন্ত উদ্যোগী হইলেন, এবং তাহাদের কৃত অপরাধ হেতু অনুতাপ করিতে উপবাস ঘোষণা করিলেন। তাঁহার অনুরোধে তাহাদের অনেকেই পরজাতীয়া স্ত্রীদিগকে ত্যাগ করিল। এই সময়ে মোশির ব্যবস্থা ও দায়ূদ রাজার বিধি অনুসারে লোকদিগের মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করা হয়, এবং ইহা সম্ভব যে, তিনি পুরাতন নিয়মের গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। বোধ হয়, সেই সময় তিনি স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ্য কথার পরিবর্ত্তে তৎকাল প্রচলিত সহজ সহজ শব্দ ব্যবহার করেন (ইস্রা ১০ ; ১-১৭)।

যিহূদীদের মন্দির পুনর্নির্ম্মাণের সাহায্য করিতে পারস্যরাজ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন, তথাপি নগর নির্ম্মাণ বিষয়ে তিনি এ পর্য্যন্ত কোন আদেশ দেন নাই। অতএব এ পর্য্যন্ত নগরের প্রাচীর ভগ্ন ও দ্বার সকল দগ্ধ অবস্থায় থাকাতে, তাহাদের পক্ষে নিরাপদ ছিল না (নহি ১ ; ৩)। ৮০ বৎসরের কার্য্যফলে মন্দির ও কতকগুলি বাসগৃহ ব্যতীত আর কিছুই নির্ম্মিত হয় নাই ; কিন্তু অর্তক্ষস্ত রাজার রাজত্বের বিংশ বৎসরে (৪৪৪) যিরূশালেম হইতে শূশন রাজধানীতে এক দল দূত প্রেরিত হয়। তাহারা রাজার পানপাত্রবাহকদের মধ্যে উচ্চ

পদ প্রাপ্ত যিহূদা গোষ্ঠীর নহিমিয় নামক এক জন যিহূদীর নিকটে নগরের শোচনীয় অবস্থার বিষয় বর্ণনা করে। নহিমিয় তৎক্ষণাৎ আপন পদমর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া স্বজাতীয়দিগের সাহায্যার্থে স্বদেশের মঙ্গল-জনক-সঙ্কল্প স্থির করিলেন। উপবাসপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া তিনি আপন সঙ্কল্পের উপরে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিলেন, এবং তাহার কিছু দিন পরে, রাজা তাঁহাকে বিষণ্ণ বদন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আপন হৃদয়ের গুরুতর অভিপ্রায় তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন, এবং তিনি যেন স্বদেশে গিয়া পুনর্নির্ম্মাণে সাহায্য করিতে পারেন, এমন অনুমতি চাহিলেন। একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফিরিয়া আসিবার সর্ত্তে অর্তক্ষস্ত তাঁহাকে অনুমতি দিলেন * এবং তাঁহাকে যিহূদার তিরসাথা (অধ্যক্ষ) পদে নিযুক্ত করিয়া দেশে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার যাত্রার সাহায্য করিতে প্রদেশাধ্যক্ষদিগকে এবং তাঁহার কার্য্যের উপযোগী কাষ্ঠাদি যোগাইবার জন্য বনরক্ষক আসফকে আজ্ঞাপত্র দেওয়া হইল (নহি ২ ; ১-৮)।

এই সমস্ত ক্ষমতা লাভ করিয়া এক দল অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নহিমিয় স্বদেশে যাত্রা করিলেন। যিরূশালেমে উপস্থিত হইয়া তিন দিন পর্য্যন্ত আপনার মনোগতভাব কাহারও নিকটে প্রকাশ করিলেন না। রাত্রিযোগে সহরের ভগ্ন স্থান উত্তমরূপে দেখিলে পর, তিনি প্রকাশ্যরূপে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য ও রাজাজ্ঞা সকলকে

* ৪৪৯ খ্রীঃ পূঃ কুপ্রদ্বীপস্থ সালামীস যুদ্ধে আথিনীয়েরা পারস্যবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। অতএব সন্ধির জন্য পারস্য রাজকে অত্যন্ত অবনত হইতে হইয়াছিল। সেই সন্ধিপত্রে এইরূপ সর্ত্ত ছিল যে, সমুদ্রতীরস্থ সমস্ত অঞ্চল পারসিকদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে ; কেবল তাহা নহে, কিন্তু সমুদ্রতীর হইতে দেড়ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূমিতে তাহারা পদার্পণও করিতে পারিবে না। যিরূশালেম ভূমধ্যসাগরের তীর হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূর, এবং মিসর দেশে যাইবার পথের মধ্যস্থিত। অতএব এইরূপ স্থান দৃঢ় করিলে, মহারাজার বিশেষ উপকার হইতে পারে।

জানাইলেন, এবং অবিলম্বে সহরের প্রাচীর পুনরায় গাঁথিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, যতদিন হহা পুনর্নির্ম্মাণ না করা যাইবে, তাবৎ যিহূদীরা আপনাদের পরিত্যক্তা নগরী ও ভগ্নমন্দির হেতু চতুর্দ্দিকস্থ লোকদের কাছে হাস্যাস্পদ থাকিবে (নহি ২ ; ১২-২০)।

সকলেই তাঁহার প্রস্তাবে আনন্দিত হইয়া সম্মতি দান করিল, এবং অবিলম্বে সেই কার্য্য আরম্ভ করিতে তাহারা স্থিরও করিল। ইতিমধ্যে নূতন অধ্যক্ষের আগমনবার্ত্তা শমরীয়বাসীদের কর্ণগোচর হইলে, হোরো-ণীয় সনবল্লট ও অম্মোনীয় টোবিয় এবং আরবীয় গেশম তাঁহার কল্পনা ব্যর্থ করিতে নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিল; কিন্তু নহিমিয় ইহাতে কিছুমাত্র ভগ্নোৎসাহ বা নিরাশ হইলেন না। যত শীঘ্র হইতে পারে, প্রাচীর সমাপ্ত করাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। অতএব তিনি যিহূদীদের মধ্যে অর্দ্ধেক লোককে কর্ম্ম করিতে ও অন্য অর্দ্ধেককে খড়্গ ধারণ করিয়া প্রহরীকার্য্য করিতে আদেশ করিলেন; এমন কি, কর্ম্মকারী লোকও এক হস্তে খড়্গ ধরিয়া অন্য হস্তে কর্ম্ম করিতে লাগিল। এইরূপে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া ৫২ দিনের* মধ্যে যিরূশালেম নগর আর একবার প্রাচীর বেষ্টিত হইল। সমস্ত প্রাচীর পুনর্নির্ম্মিত হইল; পুরাতন দুর্গ সকল দৃঢ় করা হইল, এবং নগরদ্বার কবাট ঝুলাইবার জন্য প্রস্তুত হইল (নহি ৪ ; ১৩-২৩)।

এই কর্ম্ম বলপূর্ব্বক নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া, সনবল্লট ও তাঁহার বন্ধুবর্গ নহিমিয়কে নগর হইতে বাহিরে আকর্ষণ করিবার নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিল। প্রথমে তাহারা বিন্যামীন প্রদেশস্থ ওনো সমস্থলীর কোন একটী গ্রামে একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিতে প্রস্তাব করিল। চারিবার এইরূপ প্রস্তাব করা হয়; কিন্তু নহিমিয় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। ইহাতে অকৃতকার্য্য হওয়াতে, তাহারা আরো ধূর্ত্ততা অবলম্বন করিল। ফলতঃ, সনবল্লট নহিমিয়ের নিকটে

সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সদাপ্রভুর সেবা করিতে ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করিতে, পরজাতীয়দের সহিত আর কোন সম্বন্ধ না রাখিতে, বিশ্রামবার ও অন্যান্য পবিত্র দিন পালন করিতে, ও সেই সমস্ত দিনে ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করিতে, বিশ্রাম বৎসর স্মরণ করিয়া সমস্ত ঋণ মোচন করিতে, মন্দিরের পরিচর্য্যা কার্য্যের জন্য প্রত্যেকজন শেকলের তৃতীয়াংশ দান করিতে, এবং নিয়মিতরূপে অগ্রিমাংশ ও দশমাংশ উৎসর্গ করিতে, সদাপ্রভুর সহিত আপনাদিগকে বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ করিল (নহি ১০ ; ২৯-৩৯)।

এইরূপে ইস্রার সাহায্যে নিয়মসমূহ পুনঃস্থাপন করিলে পর, নহিমিয় পুনরায় পারসিক রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন (৪৩২)। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিকালে পুরাতন দোষ সকল আবার দেখা দিল। ফলতঃ, প্রজাগণ আবার পরজাতীয়দের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিল, বিশ্রামবার লঙ্ঘন করিল, এবং যে সকল বিধি পালন করিতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও বিস্মৃত হইল। এই সমাচার পাইবামাত্র, নহিমিয় রাজার অনুমতি লইয়া পুনরায় যিরূশালেমে দেশাধ্যক্ষরূপে উপস্থিত হন। তিনি শূশন রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া এপর্য্যন্ত নয় বৎসরকাল তথায় অবস্থিতি করেন ; এখন ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, ইলিয়াশীব মহাযাজক অম্মোনীয় টোবিয়কে মন্দিরস্থ এক বৃহৎ কুঠরীতে বাস করিতে অনুমতি দিয়াছেন। সেই কুঠরীতে পূর্ব্বে কুন্দুরু, পবিত্র পাত্রাদি, শস্য, দ্রাক্ষারস ও তৈলের দশমাংশ রাখা যাইত। নহিমিয় এই দুঃসাহসী পরজাতীয়কে সেই কুঠরী হইতে বাহির করিয়া দিতে আজ্ঞা করেন, ও তথায় নিবেদিত ভক্ষ্যনৈবেদ্যাদি রাখিয়া এক দল লেবীয়কে তাহার রক্ষকস্বরূপ নিযুক্ত করেন (নহি ১৩ ; ১-১৫)। পরে তিনি বিশ্রামবারে ক্রয় বিক্রয় একেবারে রহিত করিয়া দিলেন, এবং কেহ যেন পরজাতীয়দের মধ্যে আপন পুত্র কন্যার বিবাহ না দেয়, এরূপ

সুবন্দোবস্ত করিলেন। এমন কি, ইলিয়াশীব মহাযাজক আপন পৌত্রের (যিহোয়াদার পুত্রের) সহিত হোরোণীয় সন্‌বল্লটের কন্যার বিবাহ দেওয়াতে, তাঁহাকেও পদচ্যুত করিলেন (নহি ১৩ ; ১৫—২৮)। এই প্রকারে দ্বিতীয়বার ধর্ম্ম সংশোধন করিলে পর, বোধ হয় এই ধার্ম্মিক ও স্বদেশ-হিতৈষী অধ্যক্ষ পুনরায় পারস্য রাজ্যে ফিরিয়া যান, ও তথায় শান্তিতে প্রাণত্যাগ করেন (খ্রীঃ পূঃ ৪১৩)।

পবিত্র শাস্ত্রে পুরাতন নিয়মের ইতিহাস সমাপ্ত হইল। ইব্রীয় জাতির অধিকাংশ লোক, পরজাতীয়দের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হইয়া যে যে স্থানে অবস্থিতি করিল, সেই সেই স্থানে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা, ধর্ম্ম নিয়ম ও সামাজিক রীতিনীতিও প্রচলিত হইল। তাহাদের অবশিষ্ট একাংশ ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া বাস করিল ; তাহাতে পবিত্র মন্দির ও গৌরবান্বিত নগরী পুনঃস্থাপিত হইল। কিন্তু শলোমনের রাজত্বকালীন, অর্থাৎ যে সময়ে তাহাদের রাজ্য মিসর অবধি ফরাৎ নদী পর্য্যন্ত ও লিবানোন পর্ব্বত অবধি লোহিত সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তৎকালীন অবস্থা হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হীরমের প্রেরিত শিল্পকরেরা দায়ূদের সন্তানের জন্য যে সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার সহিত বর্ত্তমান মন্দির তুলনায় অতি সামান্য ; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান রাজার সময়ে তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা যেরূপ ছিল, বর্ত্তমান অবস্থা তদপেক্ষা অনেক গুণে ভাল। তাহারা দুঃখরূপ হাফরে পড়িয়া দেবপূজা হইতে সম্পূর্ণরূপে শুচীকৃত হইল। নির্ব্বাসিত অবস্থায় বাবিলীয় নদী সকলের তীরে বসিয়া, তাহারা বাইশী বৃক্ষে আপনাপন বীণা টাঙ্গাইয়া ধ্যান করিত ; তৎকালীন শিক্ষা বৃথা হয় নাই। এখন হইতে ঈশ্বর তাহাদের একমাত্র উপাস্য হইলেন। বালদেবের বা কমোশের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত মন্দির বা তাহাদের জন্য উচ্চস্থলী আর দেখা গেল না। অস্তারোতের অশুচি ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য আর স্তম্ভ

বা ঝোপ কিছুই ছিল না। বেনহিন্নোমের উপত্যকায় মোলকের উদ্দেশে শিশুদিগকে অগ্নির মধ্য দিয়া আর গমন করান হয় না, এবং তাহাদের আর্ত্তনাদ ও রোদনধ্বনি যেন শুনা না যায়, তজ্জন্য ঢোল বা অন্যান্য বাদ্য যন্ত্র আর বাজান হয় না। যিহূদীজাতি আর প্রতিমাপূজক নহে; এখন একমাত্র ঈশ্বরই তাঁহার ধর্ম্মের প্রধান বিষয়। যে ব্যবস্থা এত দিন উপেক্ষিত হইয়াছিল, তাহা এখন লিপিবদ্ধ হইয়া সাধারণের পাঠ ও ধ্যানের বিষয় হইল। নহিমিয় যে সময়ে সামাজিক শাসন লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, তখন ইস্রাও, এবং তৎপরে অন্যান্য শাস্ত্রাধ্যাপকগণ উদ্যোগ সহকারে পবিত্র শাস্ত্রের গ্রন্থ সকল লিপিবদ্ধ করিতে ব্যগ্র হইলেন। অবশেষে এই সমস্ত গ্রন্থ তিন ভাগে বিভক্ত হয়; (ক) ব্যবস্থা পুস্তক অর্থাৎ মোশির পাঁচ পুস্তক, (খ) ভাববাদিগণের পুস্তক, ইহাতে ঐতিহাসিক ও ভাববাদিগণের গ্রন্থ ছিল; (গ) গীত পুস্তক বা হ্যাগিয়োগ্রাফা (পবিত্র লিপি), ইহার সমস্তই পদ্যে লিখিত।

ইতিমধ্যে যদিও মনোনীত জাতির ভাগ্য ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তথাপি তাহারা অঙ্গীকৃত ত্রাণকর্ত্তার আগমন সম্বন্ধে কখনও ভুলিয়া যায় নাই। এই বিষয়ে প্রথমে এদন উদ্যানে মনুষ্যকে জানান হয় যে, তাঁহা দ্বারা ভবিষ্যতে কোন না কোন রূপে উপকার হইবেই হইবে। সেই পরিত্রাণ একের দ্বারা বা অনেকের দ্বারা, একটী জাতিদ্বারা বা একজন পুরুষের দ্বারা সাধিত হইবে, ইহা তত স্পষ্ট ছিল না; কিন্তু যে প্রতিজ্ঞা একবার দত্ত হইল, কোনরূপে তাহার সফলতা দেখানই পবিত্র ইতিহাসের একমাত্র লক্ষ্য।

নোহের পুত্রদিগের মধ্যে একজন মনোনীত হওয়ায়, একটী মহা জাতির মধ্যে; আব্রাহাম আহূত হওয়ায়, একটী বিশেষ বংশে; ও যিহূদা মনোনীত হওয়ায়, একটী বিশেষ গোষ্ঠীতে এই প্রতিজ্ঞাত পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ইস্রায়েলীয়েরা সীনয় পর্ব্বতে

ঈশ্বরের দর্শন প্রযুক্ত ভীত হইয়া যখন পলায়ন করিল, তখন মোশি আপনা অপেক্ষা একজন মহান ভাববাদীর আগমন প্রকাশ করেন। যখন যিহূদার হস্তে রাজদণ্ড দত্ত হয়, ও দায়ূদ যিহূদার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, তখন তিনি আপনা অপেক্ষা মহান একজন রাজার কথা প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহাকে আপনার প্রভু বলেন; তিনি তাঁহারই সিংহাসনে বসিবেন, অথচ তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না। শলোমনের রাজত্বকালীন দুর্ঘটনা দ্বারা জানা গেল যে, তিনি সেই শান্তিরাজ নহেন। যখন তাঁহার রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইল, ও প্রজাগণ লুণ্ঠিত বস্তুর ন্যায় দেশ বিদেশে নীত হইল, তখন বন্দিত্বকালীন দুঃখদ্বারা তাহাদের সেই অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা বিষয়ক ধারণা সংশোধিত হইল, এবং দানিয়েলের লিখিতগ্রন্থে তাঁহাকে দায়ূদের পুত্র না বলিয়া মনুষ্যপুত্র নামে অভিহিত করা হইল (দানি ৭; ১৩)। অতএব এই জাতির ইতিহাস দ্বারা প্রতিজ্ঞাটী আরো স্পষ্ট করিয়া, ও নানা-প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার সার মর্ম্ম ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

এইরূপে বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, এবং ভাববাদীর পর ভাববাদী উপস্থিত হইয়া, এই মশীহের (অভিষিক্ত) বিষয় কোন না কোন নূতন ভাববাণী প্রকাশ করিলেন। একজন তাঁহার জন্মস্থান ও তৎসম্বন্ধীয় ঘটনা (মীখা ৫; ২। যিশা ৭; ১৪), আর একজন তাঁহার পদ (সখ ৬; ১৩। যিশা ৬১; ১), কিম্বা তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে বর্ণনা করেন। তাহাতে লোকের মনে ক্রমাগত তাঁহার বিষয়ে অন্যরূপ ধারণার উদয় হইল। আর আনন্দসূচক কথা নাই; জয় ও গৌরবের বা জাতি সমূহের দমনের ও রাজ্য স্থাপনের কথাও নাই; কিন্তু ধীর ভাবে শোকজনক বাণী উক্ত হইল। ভাববাদীগণ ফুস ফুস করিয়া তাঁহার দুঃখভোগের ও ত্যক্ত হওনের কথা কহিলেন। তাঁহারা সম্পূর্ণ জয় লাভের কথা ঘোষণা করিলেন বটে, কিন্তু সাংসারিক কোন জয়ের কথা

বলিলেন না। একজন "ব্যথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত" ব্যক্তির বিষয় ঘোষণা করিয়া কহিলেন, (যিশা ৫৩ অঃ তুলনা ৯; ৬। ৪০; ১, ১২। ৪২; ১, ৪। ৪৯; ৫-৭। ৫২ অঃ ও ৫৪ অঃ) তিনি অধর্ম্মের নিমিত্ত ক্ষত বিক্ষত ও অপরাধের নিমিত্তে চূর্ণ হইবেন; তিনি উচ্ছিন্ন হইবেন, কিন্তু আপনার জন্য নহে (দানি ৯; ২৬)।

অতি প্রাচীনকালে আমাদের আদি পিতামাতার কাছে সর্ব্বপ্রথম ভাববাণী প্রকাশিত হইয়াছিল যে, নারীর বংশ সর্পের মস্তক চূর্ণ করিবে। কিন্তু ধীরে ধীরে ইহাও বলা হইল যে, সর্প তাঁহার পাদমূল চূর্ণ করিবে। সর্ব্বশেষে ভাববাণী প্রকাশ করিল যে, মশীহ (অভিষিক্ত) সম্পূর্ণ জয়ী হইবেন বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে মরিতে হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ অথচ সুশৃঙ্খলারূপে মানবকূলের মুক্তিদাতার ও তাঁহার কার্য্যের বিষয় প্রকাশ করা হয়।

অবশেষে কাল পূর্ণ হইলে (গালা ৪; ৪), বৈৎলেহম নগরে একটী শিশু জন্ম গ্রহণ করেন; তাহাতে যাবপাত্রে তাঁহাকে রাখা হইল। তিনি নারীর বংশে, শেমের মহাজাতি হইতে, আব্রাহামের কুলে, যিহূদার গোষ্ঠীতে ও দায়ূদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিলেন, মরিলেন, ও পুনরায় উঠিলেন। মোশির ন্যায়, কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা অসীমরূপে ক্ষমতাপন্ন ভাববাদী হইয়া, তিনি আমাদিগকে একটী নিত্যস্থায়ী ব্যবস্থা দিয়াছেন; হারোণের ন্যায়, কিন্তু তাঁহার ন্যায় দুর্ব্বলতাবেষ্টিত মহাযাজক নহেন; তিনি ক্রুশরূপ বেদিতে সমস্ত জগতের পাপের নিমিত্তে একটী পূর্ণ, সিদ্ধ, সার্থক বলিদান ও প্রায়শ্চিত্ত ও আত্মোৎসর্গ করিলেন; দায়ূদের ন্যায়, কিন্তু তদপেক্ষা উচ্চ ও মহিমান্বিত রাজা হইয়া ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন। যে জাতির উদ্ধারার্থে তিনি আসিয়াছিলেন, তাহারই গৌরবান্বিত স্বভাব ধারণ করিয়া, পুরাতন নিয়মের পূর্ব্বলক্ষিত মুক্তিদাতা ও নূতন নিয়মে প্রকাশিত

ত্রাণকর্ত্তা হইলেন। "যিহূদী বা গ্রীক আর হইতে পারে না, দাস বা স্বাধীন আর হইতে পারে না, নর ও নারী আর হইতে পারে না" তাঁহাতে অর্থাৎ "খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা সকলেই এক মনুষ্য" (গালা ৩; ২৮)। *

—:০:—

সম্পূর্ণ।

* প্রতিজ্ঞাত ত্রাণকর্ত্তা নারীর বংশে (আদি ৩; ১৫ তুলনা গালা ৪; ৪), শেমের মহাজাতি হইতে (আদি ৯; ২৬-২৭), আব্রাহামের কুলে (আদি ১২; ৩। মথি ১; ১-২), ইসহাক (আদি ২৬; ৪। মথি ১; ২), ও যাকোব হইতে (আদি ২৮; ১৪। মথি ১; ২), যিহূদার গোষ্ঠীতে (আদি ৪৯; ৯-১০। প্রকা ৫; ৫), দায়ূদের পরিবারে (১ বংশা ১৭; ১০-১৪। লূক ১; ৩২) একটী কুমারীর গর্ভে (যিশা ৭; ১৪। মথি ১; ২২-২৩) বৈৎলেহমে বা দায়ূদের নগরে (মীখা ৫; ২। মথি ২; ৫-৬। লূক ২; ১১) জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রকৃত ঈশ্বর (যিশা ৯; ৬। মথি ১; ২৩। কল ২; ৯)। ও প্রকৃত মনুষ্য (মথি ৪; ২। ৮; ২৪। ২৬; ৩৮। যোহন ১; ১৪। ৭; ৪৬। ১১; ৩৫। ১২; ২৭। ১৯; ২৮। ফিলি ২; ৭।), হইয়া নরজাতির পাপের নিমিত্ত মরিলেন (যিশা ৫৩; ৮। মথি ২০; ২৮। ইব্রী ৯; ২৮) তৃতীয় দিবসে কবর হইতে উঠিলেন (যোনা ১; ১৭। মথি ১২; ৩৯-৪০), স্বর্গে আরোহণ করিলেন (৬৮ গীত ১৮। মার্ক ১৬; ১৯)। এখন ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়াআছেন (১১০ গীত ১। ইব্রী ১; ৩) তথা হইতে জগতের বিচার করিতে আসিবেন (দানি ৭; ১৩-১৪। মথি ২৫; ৩১। ১থিষ ৪; ১৬), তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না (দানি ২; ৪৪। লূক ১; ৩২-৩৩)।

পরিশিষ্ট ও টীকা।

বাবিল।—হিল্লা হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে ইহার একটী ঢিবি দেখা যায়। ইহার বর্ত্তমান নাম বির্‌স-নিম্রোদ। ইহা তিনশত ফুট উচ্চ ও চল্লিশ সহস্র বর্গফুট পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া আছে; হেরডটাস নামক ইতিহাসবেত্তা (খ্রীঃ পূঃ ৫০০-৪০০) বলেন যে, ইহা পাঁচশত বর্গহস্ত পরিমিত স্থান ব্যাপ্ত, এবং একটা আর একটার উপরে নির্ম্মিত হইয়া আটতলে বিভক্ত হইয়াছে। এই তলগুলি ক্রমে অপ্রশস্ত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। যাহা হউক, জরক্সেস ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন, (খ্রীঃ পূঃ ৪৯০); পরে নবূখদ্‌নিৎসর ইহা পুনর্নির্ম্মাণ করেন, ও এইকার্য্য সম্বন্ধে এক খণ্ড গোলাকার প্রস্তরফলকের উপর লিখিয়া ভিত্তির সহিত গাঁথিয়া দেন, এবং 'পৃথিবীস্থ সপ্তজ্যোতির মন্দির' নামে ইহাকে অভিহিত করেন। অপিচ ইহা "বাসিপ্পার দুর্গ' নামেও আখ্যাত হয়। কলদীয় ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দেশে, ইহার অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই সকলের নাম জিকুরাৎ (স্মরণার্থক: তুলনা "আপনাদের নাম বিখ্যাত করি" আদি ১১; ৪)।

বাবিল কথার উৎপত্তি। ইহা কোন শব্দ হইতে উৎপন্ন হয় নাই; কিন্তু অনেক লোক পরস্পর আলাপ করিলে যে এক প্রকার গোলমাল হয়, তাহার অনুকরণে প্রতিশব্দ হইতে উৎপন্ন (তুলনা, ইংরাজী Babble)।

"মেটিয়াতৈল চূণ হইল"। এই ঢিবির শিরোভাগ ২৮ ফুট দীর্ঘ ও ২৫ ফুট প্রস্থ নিরেট প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহা বাবিলীয়দের গাঁথনি কার্য্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর নমুনা; প্রস্তরগুলি এমন দৃঢ়রূপে

সংযুক্ত করা হইয়াছিল যে, ইহার এক খানি অন্যটী হইতে কেহ পৃথক করিতে পারে নাই। গাঁথকেরা চূণের পরিবর্ত্তে মেটিয়া তৈল (বিলাতীয় মাটির সদৃশ. কিন্তু ঘন; ইহার নাম Asphelt) ব্যবহার করিল; তাহাতে সমস্ত গাঁথনি এক প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠিল। "তাহারা সকলে এক জাতি ও এক ভাষাবাদী।" ভাষাবিদ্ পণ্ডিতেরা আজকাল যতই আবিষ্কার করিতেছেন, তত স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, এক সময়ে পৃথিবীর সমস্ত লোক এক ভাষাবাদী ছিল। প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে. তিন মূলভাষা হইতে যাবতীয় ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে; (১) আর্য্য বা যেফতীয়, (২) শেমীয় ও (৩) হামীয়। অনেকে আরো বলেন যে, এই তিন ভাষা একই মূলভাষা হইতে উৎপন্ন। মেজর কণ্ডর লিখিয়াছেন যে. এই তিন শ্রেণীভুক্ত ভাষার মধ্যে প্রায় ১৭০ টী মূলশব্দ (ধাতু) সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেবল তাহা নহে; কিন্তু এই তিনটী মূল (প্রাচীন আক্কাদীয়, মিস্রীয় ও আয্য) ভাষাতে ৫০টী সাধারণ মূলশব্দ (ধাতু) পাওয়া গিয়াছে।* উদাহরণ স্থলে যথা—

আর্য্য—মর
শেমীয়—মট
মিস্রীয়—মর, বা মেট

} অর্থ একই; দ্বিতীয় পুরুষের ক্রিয়া। (তুমি মর)

বাবিল এই সমস্ত জাতির আদিম বাসস্থান। অশূরীয়েরা যে বাবিল অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল, ইহা নিশ্চিত। যেফতের বংশ ভারতবর্ষে বাস করুক বা ইউরোপখণ্ডেই থাকুক, তাহারা আপনাদিগকে আর্য্য (শ্রেষ্ঠ) বলিয়া প্রকাশ করে। সর-হেনরি-রলিন্সন্ লিখিয়াছেন, প্রাচীনকালীন বাবিলীয় ভাষার ধাতু ইত্যাদি আলোচনা করিয়া, আর্য্যভাষার সহিত তাহার মিল দেখিলে আশ্চর্য্য হইবার বিষয় নাই; কারণ সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে, বাবিলীয় প্রস্তর

খণ্ডে লিখিত ভাষার মধ্যে একটী প্রাচীন আর্য্যভাষার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে। হামীয় অর্থাৎ মিস্রীয় সভ্যতা ও ভাষা প্রভৃতি যে বাবিলঅঞ্চল হইতে প্রাপ্ত, তাহার কোন সন্দেহ নাই। রেভঃ জেঃ সিঃ বল, এক জন আদিম ভাষাজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি লিখিয়াছেন যে, চীনদেশীয় ভাষা আলোচনা করিলে, প্রাচীন আক্কাদীয় ভাষার সহিত তাহার অনেক মিল দেখা যায়। বাবিলীয়, রোমীয় ও গ্রীক লোকদের দেবতা সকলের নাম ও তাহাদের সেবানুষ্ঠান বিষয়ে অনেক মিল দেখা যায়। বাবিলোনীয়দের সহিত ফিনলণ্ড, চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশনিবাসী মায়াবীদের রীতিনীতিগত অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত মহাদুর্গের নমুনা, বাবিল সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র পাওয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের একটী নাম 'বিখ্যাতদুর্গেররাজা'। সমস্ত জগতে এই প্রকার মন্দির অনেক দৃষ্ট হয়। বিখ্যাত কোন মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থে প্রায় এইরূপ মন্দির নির্ম্মিত হয়। পিকিন নগরে অষ্টতল একটী মন্দির আছে; তাহার নাম স্বর্গের মন্দির। ভারতবর্ষে ও সিংহলদ্বীপে অনেক 'ডাগবা' (প্রকাণ্ড ঢিবি) বৌদ্ধদেবের স্মরণার্থে স্থাপিত আছে। ইহার মধ্যে, রাজা অশোক প্রায় ৮৪ হাজার মন্দির নির্ম্মাণ করেন (খ্রীঃ পূঃ ২৫০)।

জগতের আদিম অবস্থায় এক ঈশ্বরের সেবা বিষয়ে ইঙ্গিত। ঈশ্বর যে আছেন, ও তিনি যে একমাত্র, ইহা একটী প্রত্যাদেশ; তদ্ভিন্ন অন্যরূপে তাহা জানিবার উপায় নাই। তিনি আমাদের আদিপিতামাতা, হনোক, নোহ প্রভৃতি আদিপুরুষগণের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিলেন। এই আদিম প্রত্যাদেশ কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু ঈশ্বর আপন বাক্যদ্বারা জগতে তাহা পুনরায় প্রকাশ করিলেন। শাস্ত্র পাঠ করিলে দেখা যায় (রোম ১ অঃ) যে, জ্ঞান সম্বন্ধে মনুষ্যের অহঙ্কার প্রযুক্ত ঐ আদিম প্রত্যাদেশ লুপ্ত হয়,

তথাপি তাহার সারাংশ ভ্রান্তশিক্ষার মধ্যে ছিল (তুলনা, আক্কাদীয়দের মধ্যে ইলু বা এল্ একমাত্র ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হইতেন, এবং ঋগ্বেদেও পরমাত্মা নামে একমাত্র সত্য ঈশ্বরের সেবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়)। ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু তাঁহাকে প্রকাশ করিত বলিয়া, প্রথমে তাহা সমাদরের পাত্র হইল, ও পরে সৃষ্টিকর্ত্তার পরিবর্ত্তে সৃষ্টবস্তু পূঁজিত হইতে লাগিল। মিসর দেশের প্রাচীন ইতিহাসেও এইরূপ দেখা যায় যথা " ঈশ্বর একমাত্র, " " তাঁহার সঙ্গে কেহ নাই, " " তুমি একমাত্র, প্রাণীমাত্রেই তোমা হইতে আসিয়াছে," "যিনি সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি একমাত্রও অসৃষ্ট, " " তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা "। এই সমস্ত কথা মোশির একসহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তরফলকে লিখিত ছিল। খুমার-রবি নামক একজন রাজা আব্রাহামের সময়ে উর নগরে রাজত্ব করিতেন। ইহা সম্ভব যে, তিনি আদি ১৪ ; ১ পদোক্ত অম্রাফল রাজা। তিনি আপন প্রজাদের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রকাশ করেন, তাহাতেও একমাত্র ঈশ্বরেবিশ্বাস বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। মোশির দত্ত ব্যবস্থা, ভ্রান্ত ও মিথ্যাশিক্ষার জাল হইতে মুক্ত সত্য বই আর কিছুই নহে। পূর্ব্বকালাবধি মনুষ্যদিগের মধ্যে যে সমস্ত সত্য অসম্পূর্ণভাবে প্রচলিত ছিল, ঈশ্বর তাহাই প্রত্যাদেশ দ্বারা " বহুভাগে ও বহুরূপে ভাববাদিগণেতে পিতৃলোকদিগকে কথা বলিয়া এই শেষকালে পুত্র দ্বারা আমাদিগকে বলিয়াছেন " (ইব্রী ১ ; ১)। সমস্ত জগতের মধ্যে একমাত্র ঈশ্বর সম্বন্ধে যে আদি প্রত্যাদেশ ছিল, তাহা যাজকদিগের বুদ্ধির দোষেই ও সাধারণের অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত লুপ্ত হইল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সেমিটিকিদীয় জাতি একমাত্র ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার সেবা করিত। বন্দজাতি, মেক্সিকোবাসী, তহিতীয়, অষ্ট্রেলিয়, এবং মাওয়ারিজাতি ও বর্ণিয়োদ্বীপের আদিমনিবাসীর মধ্যে এই জ্ঞান দেখা যায়।

আমেরিকার লোহিতবর্ণ আদিমজাতি "একমাত্র মহান আত্মাকে" মান্য করে, ও আফ্রিকার দক্ষিণে জুলু জাতি "সকলের প্রভু" বলিয়া তাঁহার সেবা করে। সে যাহা হউক, অন্যান্য সমস্ত জাতি এই জ্ঞান হারাইলেও, প্রভু যীশুর আগমনের পূর্ব্ব হইতেই, যিহূদীদের মধ্যে এক-মাত্র সত্য ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান, ও তাঁহার আরাধনা প্রচলিত ছিল। তাহারা কোথা হইতে এই জ্ঞান পাইল? কি ক্ষমতায় ইহা রক্ষা করিল? ইহা প্রত্যাদেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আব্রাহাম।—অশূরদেশের একটী অতি প্রাচীন প্রস্তর ফলকের উপর আব্রাহামের নাম পাওয়া গিয়াছে; এবং খুমাররবি নামক রাজার লিখিত ফলকে যাকোব, যোষেফ প্রভৃতি অনেক ইব্রীয় নামও পাওয়া গিয়াছে। যে সময়ে অব্রাহাম উর নগর হইতে যাত্রা করেন, তখন খুমাররবি নামক একজন শেমীয় রাজা বা তাঁহার বংশের একজন রাজত্ব করিতেন। ইব্রীয় ও আরবীয় ভাষা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের আদিপুরুষগণ এক স্থানে এক সঙ্গে বাস করিত। সেই স্থান যে কলদীয় উর নগরের নিকটবর্ত্তী, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

উর। ইহার ইব্রীয় নাম কসদিন=কলদীয় (জেতা)। এই নগর ফরাৎনদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত; বর্ত্তমান নাম মুঘের। সর হেন্‌রি, রলিন্সন এখানে প্রাচীনকালীন কোন নিদর্শনাদি অনুসন্ধান করিতে গিয়া, নবুখদ্‌নিৎসরের লিখিত একটা ফলক প্রাপ্ত হন। ইহা দ্বারা বেলশৎসর সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। অপিচ এই ধ্বংসাবশেষ স্থান যে উর নগর, তাহাও জানা গিয়াছে। নীনবীতে আর একটী প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও এই নগরের বিষয় লেখা আছে যে, ইহা সভ্যতা, শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার প্রধান ও ঐশ্বর্য্যশালী নগর। উরের অর্থ

সহর; ইহাতে দেখা যায় যে, আব্রাহাম একজন ভ্রমণকারী আরবীয় নহেন, কিন্তু একজন উচ্চ বংশোদ্ভব নগরবাসী। * তিনি ঈশ্বরের আহ্বান অনুসারে নগরের সুখস্বচ্ছন্দতা ছাড়িয়া দিয়া, একজন প্রবাসীর ন্যায় থাকিতে প্রস্তুত হন (ইব্রী ১১; ৯)। এই সময় আব্রাহামের নিকটে আদিম প্রত্যাদেশের কিছু কিছু ছিল; কিন্তু তথাপি তাঁহার পিতৃপুরুষেরা যে ইতর দেবদেবীর আরাধনা করিতেন (যিহো ২৪; ২), এবিষয়ে বিস্তর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উর-এঙ্গুর নামক একজন রাজা, চন্দ্রদেবতার উদ্দেশে সহরটী নির্ম্মাণ করেন।• তৎকালীন আক্কাদীয়েরা আপনাপন শিশুদিগকে দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিত, এবং প্রেমদেবীর ও আকাশদেবের পূজা করিত। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইচ্ছা করিলে, আপন উদ্যানে মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আপনার অধীনস্থ কোন লোককে আদেশ করিতে পারিত। অধিকাংশ লোক সহরে বাস করিত; তাহাদের রাজা, বিচারকর্ত্তা, যাজক, ও ব্যবস্থাদি সমস্তই ছিল; তাহাদের মধ্যে জমির পাট্টাদি আদানপ্রদান চলিত। সভ্যতার আনুষঙ্গিক সুখস্বচ্ছন্দতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সহরে সুন্দর সুন্দর উদ্যান ছিল; খাল প্রভৃতি খনন করা রাজাদিগের একটী প্রধান কার্য্য। তাহাদের রাজার একটী নাম 'পিতা বা 'পালরক্ষক;' বিবাহ-বন্ধন অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত; স্ত্রীলোকেরা সম্ভ্রমের পাত্রী ছিল; ক্রীতদাসের ব্যবস্থা থাকিলেও, তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হইত। বিশ্রামবারও 'উলুখুলগাল' অর্থাৎ পৃথক দিন বলিয়া প্রতি-পালিত হইত। ইহার আর একটী নাম 'হৃদয়ের বিশ্রামদিন' ছিল।

"তৎকালে কনানীয়েরা সেই দেশে (পালেষ্টাইনে) বাস করিত।" (আদি ১২; ৬)। পরে যাহা লেখা যাইবে, তাহা ভালরূপে বুঝিবার জন্য এখানে জ্ঞাত করা হইয়াছে যে, দেশে আব্রাহামের উপস্থিত হওনকালে, কনানীয়েরা পালেষ্টাইন অধিকার করিয়া তথায় বসতি

করিতেছিল। পালেষ্টাইনের মধ্যে সর্ব্বোত্তম স্থান শিখিম কনানীয়দের অধিকৃতহওয়াতে, আব্রাহামকে তাহা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে আব্রাহামও তাঁহার বংশ অনায়াসে সমস্ত দেশে ভ্রমণ করিলেও, বাধা দিবার কেহ ছিল না। প্রাচীনকালীন প্রস্তরফলকে দেখা যায় যে, ঐ সময়ে ঐরূপে ভ্রমণ করা সহজ ছিল, কিন্তু পরে কনানীয়েরা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে আর ঐরূপ করিতে পারিত না।

আব্রাহাম ও কদর্লায়োমর্। শিনিয়রের অম্রাফল রাজা, ইল্লাসরের অরিয়োক রাজা, এলমের কদর্লায়োমর রাজা ও গোয়ীমের তিদিয়ল রাজা। প্রস্তরফলক দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, আব্রাহামের সময় এলমের রাজা পারস্যউপসাগর হইতে কাষ্পিয়ানসাগর পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব করিতেন। শূসা তাঁহার রাজধানী। কিনানদেশে আব্রাহামের আসিবার দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এলমের রাজা কুদুরনন-খুদি বাবিল হস্তগত করেন, এবং কুদুর-মাবগ নামক আর একজন ইমোরীয়দের দেশের (পালেষ্টাইনের) প্রভু হন; তাঁহার পুত্রের নাম অরিয়োক। ইনি ইল্লাসরের রাজা হন। কুদুর-লাগামর (কদর্লায়োমর), খুমার রবি (অম্রাফল) ও তুদকুলা (তিদিয়ল) এই সমস্ত রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে।

সদোম ও ঘমোরা। মৃত সাগরের দক্ষিণপশ্চিম প্রান্তে এই দুই নগরের ধ্বংসাবশেষ আজও বর্ত্তমান আছে। যে যুদ্ধক্ষেত্রে চারি রাজার সহিত পাঁচ রাজার যুদ্ধ হয়, সেই স্থান এখন সাগরজলে মগ্ন (দ্বিঃ বিঃ ২৯ ; ২১-২৩ তুলনা)।

যোষেফ। যে সমস্ত প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দ্বারা যোষেফের সমকালীন দেশের অবস্থা ও রীতিনীতির বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া যায়; আর সেই সমস্ত বাইবেল বর্ণিত বিষয়ের সহিত আক্ষরিক মিলে। ইহাতে বুঝা যায় যে, যে ইস্রায়েলীয় জাতি মিসরে বাস করিয়া দেশের অবস্থাদি জ্ঞাত ছিল, তাহাদেরই জন্য উক্ত বিবরণ লিখিত

হইয়াছে। উদাহরণ যথা—"যোষেফের চিত্র বিচিত্র বস্ত্র"; এইরূপ বস্ত্র সেই সময় অরামীয়দের দেশে প্রচলিত ছিল। মিসরের লোকেরা একবর্ণের বস্ত্র, বিশেষরূপে সচরাচর শ্বেত বর্ণ বস্ত্র ব্যবহার করিত।

তাঁহার বন্দি হওন। দেশে অল্প সংখ্যক লোক ছিল; এই প্রকারে অরামীয় লোকদিগকে ধরিয়া আনিয়া মিসরে বিক্রয় করা হইত, আর তাহাদের সৌন্দর্য্য প্রযুক্ত অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত। দোথনের মধ্য দিয়া মিসরে যাইবার পথ আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে, এবং তথাকার পর্ব্বত পৃষ্ঠে স্থানে স্থানে অনেক জলশূন্য গভীর গর্ত্ত ও দেখা যায়।

গুগ্‌গুলু ও গন্ধরস। মিসর দেশে এই প্রকার মসলা দ্বারা মৃতদেহ রক্ষা করার রীতি প্রচলিত ছিল। অপিচ ইহা দেবোদ্দেশেও উৎসর্গ করায় অরাম দেশ হইতে অধিক পরিমাণে আমদানী করা হইত।

পোটীফর। এই নাম খ্রীঃ পূঃ ১৮০০ সালের এক প্রস্তর ফলকে পেটেফ্রে (রা দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট) নাম উল্লিখিত হয়। মিসরের উত্তরাঞ্চলে এই নাম প্রচলিত ছিল।

ফরৌণেররক্ষকসৈনাধিপতি। রাজধানীস্থ প্রধান কারাগারের রক্ষক বা দারোগা (২ রাজা ২৫; ৮, ১১. ২০ তুলনা)। এই সকল উচ্চ পদ, সেই সময়ে নপুংসকেরা প্রাপ্ত হইত, এবং তাহারা বিবাহিতও হইত।

মিস্রীয় পোটীফর। মিস্রীয় রাজার একজন প্রধান কর্ম্মচারীকে মিস্রীয় নামে অভিহিত করার কারণ কি? সেই সময়ে রাজগণ শেম বংশোদ্ভব ছিলেন; তাহারা দেশাধিকার করিয়া "মেষপাল-রাজা" নামে আখ্যাত হইতেন।

আপন বাটীর অধ্যক্ষ। সেই সময়ে প্রত্যেক বৃহৎ পরিবারের মধ্যে গৃহাধ্যক্ষস্বরূপে একজন প্রধান ক্রীত দাস নিযুক্ত থাকিত। কর্ত্তার সর্ব্বস্ব তাহার হস্তে সমর্পিত হইত। মিস্রীয় স্ত্রীলোকেরা পর্দানসীন

ছিল না। ভদ্রলোকদিগের বসতিবাটী এরূপে নির্ম্মিত হইত যে, তাহার ভাণ্ডারগৃহে যাইতে হইলে সচরাচর গৃহের ভিতর দিয়া যাইতে হইত।

যোষেফ কারাবদ্ধ (আদি ৩৯ ; ১৯-২০)। রাজধানী মেম্ফিস নগরে শ্বেতপ্রস্তরের একটী দুর্গ ছিল ; ইহার মধ্যে কারাগার, মন্দির ও প্রধান সেনাপতির বাসগৃহ ছিল। আদিপুস্তকে ইহা যোহার (দুর্গের গৃহ) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আবিষ্কৃত প্রস্তর ফলকেও ইহা ঐ একই নামে অভিহিত হয়।

মিস্রীয় রাজার পানপাত্র বাহক ও মোদক। এই দুই নাম প্রস্তর ফলকে পাওয়া গিয়াছে। সেই সময়ে দ্রাক্ষারসের অধিক প্রচলন ছিল ; নৈবেদ্যের সহিত তাহা দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইত। গণনা করিবার পাত্রে দ্রাক্ষাফল নিঙ্ড়াইয়া রস রাখিত, আর ঐ রস দেবতার সম্মুখে ঢালিয়া দেওয়া হইত। স্বপ্ন ও তাহার অর্থ এবং তদ্দ্বারা উৎপন্ন ভয়সম্বন্ধে প্রস্তরফলকে লিখিত আছে।

মন্ত্রবেত্তা ও জ্ঞানী। মিসরে বাসকারী মন্ত্রবেত্তা দল একটী স্বতন্ত্র জাতি ছিল। ইহাদের প্রধানবর্গ স্বজাতির প্রতিনিধি স্বরূপে রাজধানীতে বাস করিত। অতএব প্রতিনিধিবর্গকে আহ্বান করিলে সকলকেই ডাকা হইল।

যোষেফের সমকালীন ফরৌণ। হিকৃসস্‌বংশ (মেষপাল রাজগণ) রাজত্ব করিতেন। ফরৌণ ইহাদের সাধারণ উপাধি। তাহাদের সম্মানার্থে এক প্রকাণ্ড নরসিংহের মূর্ত্তি স্থাপিত হইত। ইহার মস্তক রাজার মুখের অনুরূপে নির্ম্মিত। ইহাদের বংশোদ্ভব আপেফিস রাজার বিষয়ে লিখিত আছে যে, তিনি পূর্ব্বধর্ম্ম প্রণালী রহিত করিয়া একমাত্র ঈশ্বরের সেবা প্রচলিত করিলেন। মিস্রীয়দের মধ্যে এই একটী প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, পূর্ব্বদিক্ হইতে মন্দ উৎপন্ন হয়, এবং দক্ষিণপূর্ব্ব দিক্ হইতে চমসিন নামক এক বিশেষ বাতাস প্রবাহিত হইয়া শস্যাদি নষ্ট করে

(আদি ৪১; ২৩ তুলনা)। মিস্রীয়েরা সমস্ত দেহ ক্ষৌরী করিত। ক্ষৌরী না হইলে, কোন প্রধান লোকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া নিয়ম-বিরুদ্ধ ছিল। ফরৌণগণ সময়ে সময়ে ক্রীতদাসদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতেন। একটী প্রস্তর ফলকে লেখা আছে যে, একজন 'বেকা' অর্থাৎ ক্রীতদাস ফরৌণের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিল। তিনি তাহাকে যারপরনাই অনুগ্রহ করিলেন, ও শেষে তাহাকে সমস্ত মিসরের রাজ-গোলাবাড়ীর অধ্যক্ষ করিলেন। যে ফলকে এই সকল বিষয় লিখিত আছে, তাহার উপরে কোন দেবতার নাম লিখিত হয় নাই।

মিসরের সমস্ত দেশে। মৈরিশফরৌণের মৃত্যুর পর আপে-ফিস, উত্তর ও দক্ষিণ মিসরের রাজা হন।

"অঙ্গুরী" মিস্রীয়দের মধ্যে অঙ্গুরীর ব্যবহার প্রচলিত ছিল; বিশেষতঃ রাজগণের মধ্যে একটী বিশেষ অঙ্গুরীর প্রচলন দেখা যায়। তাহাদ্বারা সরকারী কাগজপত্রে সিলমোহর করা হইত; কবরস্থান হইতে এই প্রকার অনেক অঙ্গুরী পাওয়া গিয়াছে।

"কার্পাসের শুভ্রবসন" ইহার জন্য মিসরদেশ বিখ্যাত ছিল।

"কণ্ঠ দেশে সুবর্ণ হার" ইহার প্রকৃত অনুবাদ গলাবন্দ (কলার); ইহা সেই সময়ে ভদ্র লোকদের পোষাকের একটী প্রধান অঙ্গ ছিল।

"অব্রেক" অর্থ নমস্কার। ইহা বুঝাইবার জন্য কপ্টিক জাতি আজ পর্য্যন্ত অব্রোক শব্দ ব্যবহার করে (যোহ ৮; ৮ কপ্টিক অনুবাদ)। হাঁটু পাতিবার সময়ে আরবীয়েরা আপনাপন উষ্ট্রকে অব্রোক বলে।

"সাফেনৎ-পানেহ" ইহার প্রকৃত অনুবাদ জীবিতদের খাদ্য।

যিহোশূয়। যিহোশূয়ের গ্রন্থ পেণ্টাটিউকের অংশ নহে। (১) আদি পুস্তক প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক একজন সর্ব্বজ্ঞ মহীয়ান ব্যক্তির মনোগত ভাব লিখিয়াছেন; তিনি পূর্ব্ব হইতেই ইস্রায়েলীয়দের কর্ত্তৃক কিনান দেশ অধিকৃত হওন সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকায়, উক্ত জয়লাভের বিবরণ

লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সেই একই লেখকের জীবিত থাকিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। জন্মলাভের পূর্ব্বে সেই লেখক পরলোক গমন করিলে, তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে পুরাতন নিয়মের শেষ গ্রন্থখানি লিখিত হয়। ছিন্নভিন্ন ইস্রায়েলসন্তানগণ পুনরায় আপন দেশে ফিরিয়া যাইবে, তৎসম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী উল্লিখিত হইয়াছে। যদি তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া যায়, তবে আমরা কি বলিব যে, ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর লেখক জীবিত আছেন? আমাদের প্রভুর দুঃখভোগ সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী উক্ত হইয়াছিল, যিশায়াহ প্রভৃতি লেখকগণ জীবিত থাকিয়া কি তাহা দেখিয়াছিলেন?

(২) 'যিনি যর্দ্দন নদী পার হইয়াছিলেন, যিহোশূয়পুস্তক এমন এক ব্যক্তির দ্বারা লিখিত। যিহোশূয়ের মৃত্যু হইলে পর, ও পালেষ্টাইনে কএক বৎসর ইস্রায়েলজাতির বাস করণানন্তর এই গ্রন্থখানি লিখিত হয়। অতএব পেণ্টাটিউকের সহিত তুলনা করিলে ইহার ভাষা স্বতন্ত্র; আর ইহাই আমরা আশা করিতে পারি।

(৩) পেণ্টাটিউকের পাঁচ খানি গ্রন্থ' মোশি লিখিত ব্যবস্থাগ্রন্থ নামে অভিহিত হইয়া 'যিহূদীদের মধ্যে বরাবর পরম্পরাগত বাক্যক্রমে চলিয়া আসিতেছিল। শমরীয়দের মধ্যেও পেণ্টাটিউক ভিন্ন আর কোন শাস্ত্র ছিল না। চীন দেশের পশ্চিম প্রান্তে ছিন্নভিন্ন যিহূদীদিগের এক উপনিবেশ আছে। তথায় তাহাদের মধ্যেও পেণ্টাটিউক প্রচলিত আছে। তীমথিয়ের ন্যায় (২ তীম ৩; ১৭) যিহোশূয়ও ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা বলবান হন (যিহো ১; ৭-৮)।' এই বাক্য পাঠ ও অতি গম্ভীর ভাবে আলোচনা ও ধ্যান করিতে যিহোশূয়কে বলা হইল। এই বাক্যের মধ্যে নিস্তারপর্ব্ব ও ত্বক্‌ছেদ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ছিল। অপিচ, আশীর্ব্বাদ ও শাপ বাক্য ঘোষণা করিবার আদেশও সুস্পষ্ট ছিল। এমন কি, মোশির পাঁচ পুস্তক যিহোশূয়ের বাইবেলস্বরূপ ছিল।

যর্দ্দন পার হওন। মার্চ্চ বা এপ্রেল মাসে ইস্রায়েলসন্তানগণ যর্দ্দন পার হইল। নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে যর্দ্দনের জল সচরাচর বৃদ্ধি পাইয়া তীর মগ্ন করে। মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসেও অর্থাৎ যবশস্য ছেদনের সময়ে নদীর জল হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়া তীর মগ্ন করে। ১৩০০ খ্রীঃঅব্দে বিবাস নামক একজন মিস্রীয়সেনাপতি আদম নগরের নিকটে, যর্দ্দনে দমিয়ে নামক এক সেতু নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। তিনি বলেন যে, সেতুর উত্তর হইতে হঠাৎ স্রোত বদ্ধ হইল; তাহাতে কএকঘণ্টা নদীর তলভাগ শুষ্ক থাকিল।

বার প্রস্তর স্থাপন। এই বিষয়ে দুইটী স্বতন্ত্র ঘটনা উল্লিখিত আছে।—(১) যেখানে নিয়মসিন্দুকবাহক যাজকদিগের চরণ স্থির ছিল, সেই স্থানে যর্দ্দনের মধ্যে বারটী প্রস্তর স্থাপন করা হয়। জল ফিরিয়া আসিলে তাহা মগ্ন হইল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই (৪; ৯); কিন্তু কতক দিনের জন্য মগ্ন হইয়াছিল। (২) তাহারা আরো বার খানি প্রস্তর তুলিয়া লইয়া গিয়া রাত্রি যাপনের স্থানে রাখিল; পরে তাহা গিলগলে স্থাপন করা হয় (৮ ও ২০ পদ)।

ত্বক্‌ছেদ। এই বিধি কেবল ইস্রায়েলের মধ্যে নহে, কিন্তু বলিদানাদির ন্যায় মিস্রীয় ও অন্যান্য জাতির মধ্যেও প্রচলিত ছিল। তথাপি ঈশ্বর আপন প্রজাদের পক্ষে ইহা চিহ্নস্বরূপ করিলেন। বলিদানাদিও তদ্রূপ নিদর্শনরূপে পরিগণিত হইল। প্রথম প্রত্যাদেশের মধ্যে এই সমস্ত বিধি ছিল বলিয়া বোধ হয় (যাত্রা ৪; ২৪)। মোশি যদি এই সময়ে উক্ত বিধি সম্বন্ধে না জানিতেন, তবে কেন সদাপ্রভু তাঁহাকে বধ করিতে অগ্রসর হইলেন? বোধ হয়, তিনি আপন স্ত্রীর অনুরোধ ও বিরক্তি প্রযুক্ত জানিয়া শুনিয়া উক্ত বিধি অমান্য করেন। প্রান্তরে এই নিয়ম পালন করা হয় নাই; কারণ ঈশ্বর সেই বংশকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। পরে তাহাদের সন্তানগণ ঈশ্বরকর্ত্তৃক পুন-

গৃহীত হইয়া সেই ব্যবস্থা পালনে বাধ্য হইল (যিহো ২; ৬-৭)। মোশি ও ইস্রায়েলসন্তানগণ আদি ১৭; ৭-১৪ পদোক্ত কথা অবগত ছিলেন। অপিচ ঈশ্বর যে নিয়মলঙ্ঘনকারীদিগকে অগ্রাহ্য করেন, ইহাও উত্তমরূপে জানিতেন। বোধ হয়, তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহাদের সন্তানগণ একটী নূতন জাতির আদিপুরুষ হইবে, এবং তাহাদের সহিত ঈশ্বরের নিয়ম পুনঃ স্থাপিত হইবে।

গিল্‌গল। ইহার অর্থ চক্র বা ঘূর্ণায়মান বাতাস (৮৩ গীত ১৩)। এই ভাবার্থ লইয়া অপসারণ অর্থ করা হইয়াছে। এই স্থান নদী হইতে আড়াই ক্রোশ ও যিরীহো হইতে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী। যর্দ্দনের পূর্ব্ব-পারস্থ অবশিষ্ট ইস্রায়েলের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, এখানে একটী স্থায়ী শিবির স্থাপন করা হয়। ইহা দ্বারা যিরীহোর পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তস্থ পথ ভালরূপে রক্ষা করা হইল। অস্ত্রের নিমিত্ত চকমকি প্রস্তর এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। বৈথেলের নিকটে আর একটী গিল্‌গল (বর্ত্তমান জিল জিলিয়া) দেখা যায় (বিচার ৩; ১৯)।

বালদেবের পূজা। বাল অর্থাৎ প্রভু বা কর্ত্তা। প্রাচীনকালে সৃষ্টিকর্ত্তা সম্বন্ধে এই নাম ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বাইবেল শাস্ত্রে তৎ-পরিবর্ত্তে 'আদোনায়' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বাল' প্রকৃতির ক্ষমতা, বিশেষতঃ সূর্য্যদেব বলিয়া পূজনীয় হইল। তাহার প্রতিমা কিরণবেষ্টিত-মনুষ্যমস্তক; কিম্বা উপবিষ্ট এক জন মনুষ্য, অথবা স্তম্ভাকৃতি গোলাকার প্রস্তর, বা একখণ্ড কাষ্ঠ। মোয়াবীয় ও অম্মোনীয়দের মধ্যে তাহারই নাম মোলক; ইহার প্রতিমা বৃষের মস্তক বিশিষ্ট মনুষ্যাকৃতি।' অস্তারেৎ নাম্নী দেবী বালের সহিত একত্র পূজিত হইত। মিসর, বাবিল, গ্রীস, রোম, ও ভারতবর্ষে এই ভাব দেখা যায়' কিন্তু যিহোবার উপাসনায় ইহার কোন চিহ্ন নাই। বালের ক্রোধ মনুষ্যকে ত্রাসযুক্ত করিত; অস্তারেৎ তাহাদের মাংসিক অভিলাষ

চরিতার্থ করিত (এই শব্দদ্বয়ের বহুবচনে বালীম ও অস্তারোৎ)। প্রত্যেক সহর ও অঞ্চলে ইহার বিভিন্ন মূর্ত্তি দেখা যাইত। স্থান ভেদে প্রতিমার ক্ষমতাও সাধারণের দৃষ্টিতে কমবেশি ছিল। অস্তারেৎ দেবীর আকৃতি ছিল না, কিন্তু এক প্রকার স্তম্ভ, এবং ইহাই ইস্রায়েলীয়েরা পূজা করিতে শিখিয়াছিল। বালীমের পূজাতে কেবল পশুবলি নহে, কিন্তু নরবলি ও দেওয়া হইত। প্রত্যেক পরিবারের প্রথমজাত পুত্র-সন্তান দেবতার প্রাপ্য ছিল। অর্থদান দ্বারা বা ত্বক্‌ছেদ করণ দ্বারা তাহা হইতে ছেলেটী মুক্ত হইতে পারিত; কিন্তু বিপদ কালে অনায়াসে তাহাদিগকে বলিদান করা হইত। অস্তারেৎ দেবীর প্রসন্নতা লাভের জন্য ভক্তগণ আপন আপন শরীরে কোড়া প্রহার করিত; কখনও কখনও তাহারা আপনাদিগকে নপুংসক করিত, ও নানা প্রকারে আপনাদিগকে কষ্ট দিত। তাহার পূজার স্থান সাধারণতঃ দুষ্ট লোকদের আড্ডা। তথায় যাজকগণ, গায়ক ও গায়িকা দল, কসাই ও ক্রীত দাসদাসীগণ অবস্থিতি করিত। বীজবপন, শস্যচ্ছেদন, দ্রাক্ষাফল সংগ্রহকরণ ও মেষলোম ছেদন সময়ে তাহার উৎসব হইত। এই ভয়ানক প্রতিমা পূজা হইতে নানা প্রকার নিকৃষ্ট কুৎসিত প্রথা প্রচলিত হইল (রোম ১; ১৮—৩২)। অতএব যাত্রা ২২; ২০। ৩৩; ২৪। দ্বিঃ বিঃ ৭; ১—৬ পদোক্ত আদেশ অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। দেশ অধিকার ও তৎসঙ্গে কুৎসিত প্রতিমা পূজাও উচ্ছিন্ন করা তাহাদের বিশেষ কার্য্য ছিল।

টেল-এল-অমার্ন ইষ্টক ফলক। খ্রীঃ পূঃ ১৪০৩ সালে মিস্রীয় ১৯শ রাজপরিবারের প্রথম রাজা রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং ১৫৮৪ খ্রীঃ পূঃ ইস্রায়েলীয়েরা মিসর হইতে বহির্গত হইয়া কিনান দেশে যাত্রা করে। এই উভয় কালের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে রাজা ৪র্থ আমেন-হোতেপ দেশের ধর্ম্মসংশোধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, থিব্‌স রাজধানী ত্যাগ করত এল-অমার্ন নগর স্থাপন করেন।

এখানে তিনি প্রাচীনকালীন বহুসংখ্যক ইষ্টক ফলক লইয়া যান। এই সমস্ত ইষ্টক ফলক সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে (খ্রীঃ অঃ ১৮৮৮)। ইহার অধিকাংশই পালেষ্টাইন নিবাসী রাজ-পুরুষগণের লিপিপত্র। তাহারা মিস্রীয় রাজাকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিত। মিসর হইতে যাত্রার সময়াবধি বিচারকর্ত্তৃগণের কাল পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে এই সকল ফলক লিখিত হয়। প্রায় প্রত্যেক ফলকের উপর হাবিরী নামে এক জাতির কথা উল্লিখিত আছে। ইহারা যে ইব্রীয় জাতি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ফলতঃ এই জাতির বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—তাহারা সকলে লিবানোন পর্ব্বতে বসতি করিয়াছে। সেখানকার রাজা তাহাদের কতক লোককে আপন সৈন্যদল ভুক্ত করিয়াছেন, তাহারা শিখিম ও ইফ্রয়িম পর্ব্বত অধিকার করিয়াছে, তাহারা দেশের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া সমস্ত নগর অধিকার করিতেছে। অপিচ ঐ সমস্ত পত্রে বারম্বার তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে. কিন্তু এই জাতির নিকট হইতে কোন পত্রাদি নাই। তাহারা কাহারও অধীন নহে, কাহারও সাহায্যকারী নহে। সীদোন ভিন্ন ফৈনিকীয় সমস্ত অঞ্চল তাহাদের অধিকৃত হইয়াছে; যিরূশালেম ও তাহার রাজা তাহাদের হস্তে পড়িয়াছে। আর এক জন রাজা ভীত হইয়া লিখিতেছেন, আমার প্রভু মহারাজার সমস্ত দেশ তাহাদের হস্তগত হইয়াছে। যদি আপনি সৈন্যদিগকে প্রেরণ না করেন, তবে কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না, সমস্তই হাবিরীদিগের দখল হইবে। কোনও কোনও দেশাধ্যক্ষ তাহাদের সহিত বন্ধুতা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। কেহ কেহ তাহা করিয়াছে। বস্তুতঃ সকলেই তাহাদের হইতে অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত (তুলনা বিচার ১; ২৭-২৮)। এই আশ্চর্য্য জাতির নামমাত্র উল্লিখিত হইতেছে, কিন্তু তাহাদের রাজা বা রাজধানীর কোন উল্লেখ নাই। আদিম খ্রীষ্টীয়ানদের ন্যায় তাহাদিগকেও দেবগণের শত্রু বলা হইয়াছে। সমস্ত

দেশের ও দেবগণের বিরুদ্ধে হাবিরীদের শত্রুতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই শেষোক্ত কথায় একমাত্র ঈশ্বরের সেবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কূশন্‌-রিশিয়াথয়িম (বিচার ৩; ৮)। মিসপতামিয়া। শাস্ত্রে ইহার নাম অরামনহরয়িম অর্থাৎ দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী অরাম। মিসরের ফলকে এই স্থান "নহরীণা" নামে আখ্যাত ছিল। ইহার ও ইহার উত্তরস্থ মিতান্নিরাজ মিসরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অপিচ, উক্ত ইষ্টক-ফলকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নহরীণার ও মিতান্নিররাজা কাপ্পদকিয়া হইতে নীনবী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতেছিল: অধিকন্তু তাহাতে. মিশ্রীয় রাজ ৩য় আমেনহোতেপের সহিত তাহার বন্ধুতার ও ৪র্থ আমেন-হোতেপের সহিত শত্রুতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ইগ্লোনের হত্যা। এই ঘটনার সহিত উইলিয়ম টেল কর্ত্তৃক অষ্ট্রিয়ার অধ্যক্ষ গেসলার হত্যাকাণ্ড এবং এট্রস্কির অধ্যক্ষকে হত্যা করিতে রোমীয় কায়স ম্যুকিয়সের চেষ্টা তুলনা কর। ঈশ্বর যে এইরূপ কার্য্য করিতে আদেশ করেন, ইহা শাস্ত্রে কুত্রাপিও দেখা যায় না; কিন্তু তিনি কোন বাধা দিলেন না। এই প্রকার কার্য্য সমস্ত জগতের ইতিহাসে প্রশংসনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মোয়াব ইস্রায়েল-দেশ অধিকার করিয়া, অতি নিষ্ঠুর ভাবে দৌরাত্ম্য করিতেছিল। এহূদ আপন প্রাণ হাতে করিয়া স্বজাতির উদ্ধারার্থে অগ্রসর হন। ঈশ্বরের লোকদের প্রতি উৎপীড়ন হেতু মোয়াবের দণ্ডাজ্ঞা আবশ্যক ছিল, এবং ইগ্লোনের এই লজ্জাজনক মৃত্যু দ্বারা তাহা পূর্ণ হইল। ইহার মধ্যেও দয়া ছিল, কারণ উভয় জাতির মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে যে ভয়ানক কাণ্ড ঘটিত, ইহাতে তাহা আর ঘটিল না।

সীষরা। ১৩২৫ খ্রীঃ পূঃ ২য় রামিশেষ অস্কিলোন নগর অধিকার করেন, ও তৎপরে গালীল অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া তাবোর অবরোধ করেন।

বাইবেল পাঠ করিলে দেখা যায় যে, হাৎসোরের যাবীন (মিস্রীয় ভাষায় 'সোর' শব্দে অধ্যক্ষ) একজন সেনাপতির ও তাহার অধীনস্থ এক দল যুদ্ধরথের সাহায্য প্রাপ্ত হন। ইহারা কিম্মিলের উত্তরস্থ হরোশতে অবস্থিতি করিত। 'সীষরা' মিস্রীয় ভাষা; 'রা' অর্থাৎ সূর্য্যদেবের সন্তান। বোধ হয় সীষরা রামিশেষ কর্ত্তৃক যাবীনের ও তাঁহার অঞ্চলস্থ অধ্যক্ষবর্গের সাহায্যার্থে নিযুক্ত হইয়াছিল। রামিশেষ ইতিপূর্ব্বে অতি কষ্টে উত্তরস্থ রাজগণকে জয় করেন, এবং তাহাদের সহিত এই বন্দোবস্ত করা হয় যে, 'যদি তাহারা তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া মান্য করে, ও তাঁহার বাধ্য হয়, তবে তিনি তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন। হরোশতের বর্ত্তমান নাম এল-হরথিয়ে; ইহা ইজড্রায়েলন তলভূমিস্থ প্রবেশদ্বার স্বরূপ ও জঙ্গলময় পর্ব্বত পৃষ্ঠে অবস্থিত। "

কেনীয় যায়েল। সীষরার হত্যাকাণ্ড স্বদেশের ও স্বজাতির হিতের জন্য সাধিত হয় নাই; কারণ তিনি ইস্রায়েলীয়া ছিলেন না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তাঁহার স্বামীর অবর্ত্তমানে তাম্বুতে প্রবেশ করায় তিনি এইরূপ কার্য্য করেন; কিন্তু তজ্জন্য কোন আপত্তি করা নিষ্প্রয়োজন বোধ হয়। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, সীষরা "ইস্রায়েলেরপ্রতি কঠোর দৌরাত্ম্য করিলেন" (বিচার ৪; ৩) ও যায়েল ঈশ্বরের লোকদিগকে উদ্ধার করিলেন। তিনি সময়ে সময়ে এই সমস্ত দৌরাত্ম্যের সমাচার পাইতেন। দুগ্ধে প্রস্তুত লেবেন নামক এক প্রকার পানীয় দ্রব্য তাহাকে পান করিতে দেওয়া হয়। তাহাতে সীষরা ঘোর নিদ্রায় মগ্ন হইল। তথাকার লোকেরা আজ পর্য্যন্ত ইহা ব্যবহার করে। এক জন সাহেব ইহা পান করায়, এরূপ নিদ্রাভিভূত হন যে, সকলে তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করিয়াছিল। সীষরা নিদ্রাভিভূত হইলে, যায়েল একজন দুর্ব্বলাস্ত্রী হইলেও তাহাকে হত্যা করেন। ইহাতে ভাবী দৌরাত্ম্য ও রক্তপাত একেবারে স্থগিত হইল।

গিদিয়োন। এই কালের ঘটনা মিস্রীয় প্রস্তরফলকে লিখিত আছে যথা, ইস্রায়েলীয়েরা বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদের আর বংশ নাই; কিন্তু মিনেফ্থা রাজার মৃত্যুর পর মিস্রীয়দের ক্ষমতা হ্রাস পাইল, ও ইহাতে মিদিয়নের সাহস ও বল বৃদ্ধি পাইল। তাহারা লোকদিগকে হত্যা বা তাহাদের গৃহাদি দগ্ধ করিল না, কিন্তু বৎসরের মধ্যে দুইবার আসিয়া শস্য ছেদনের কালে তাহা লুট করিয়া লইয়া যাইত। 'তূরী' (গণ ১০; ৯ তুলনা), ইহাতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ইস্রায়েলীয়দের হস্তে এই পুস্তক ছিল। 'এফোদ' (বিচার ৮; ২৪—২৬), মোশির ব্যবস্থানুসারে মহাযাজক ইস্রায়েলের চালক ও পরামর্শ দাতা হওয়াতে ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইবার সময় তাঁহাকে এইরূপ এফোদ পরিধান করিতে হইত। গিদিয়োনের এফোদ, পরিধান করিবার জন্য নয়, কিন্তু সদাপ্রভু যে তাহাদের চালক ও মুক্তিদাতা, ইহা স্মরণ করাইবার জন্য প্রস্তুত করা হয়। ইহতে গিদিয়োনের পাপ হয় নাই, কিন্তু লোকেরা যখন তাহা পূজা করিল, এবং তিনি তাহা রক্ষা করিলেন, তখনই তাঁহার পাপ হইল (যাত্রা ২৮; ৬ তুলনা)। ইহাতেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যাত্রাপুস্তকের ব্যবস্থা ইস্রায়েলীয়েরা অবগত ছিল।

যোথম। যোথমের উক্ত দৃষ্টান্ত কথায় তৈলের নিমিত্তে ঈশ্বর গৌরব করেন, এবং দ্রাক্ষারস ঈশ্বরকে প্রসন্ন করে, এই উভয় বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। যাত্রা ৩০; ২৩—৩১ ও গণ ১৫; ৪—১০ পদোক্ত কথা পাঠ করিলে জানা যায় যে, তৈল ও দ্রাক্ষারস ব্যবস্থার মধ্যে উল্লিখিত ছিল। তিনি এই তৈলাদির বিষয় কিছু বুঝাইয়া দেন না, কারণ তিনি জানিতেন যে, ইস্রায়েলীয়েরা তাহা বিলক্ষণ অবগত আছে।

যিপ্তহের মানত। বিচার ১১; ২৪ পদে অম্মোনীয় রাজার প্রতি উক্ত যিপ্তহের কথার সহিত বালদেবের যাজকগণের প্রতি কথিত এলিয়ের বাক্য তুলনা কর। অম্মোনীয়দের বিশ্বাস ছিল যে, মোলক

প্রকৃত দেবতা। তাহাদের ভ্রম বিশ্বাস অনুসারে যিপ্তহ উক্ত কথা কহিলেন। যিপ্তহের দিব্য। বিচার ১১; ২৯—৪০। যিপ্তহ কি সত্য সত্যই ঈশ্বরের উদ্দেশে নরবলি উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইলেন? তিনি কি আপন কন্যাকে হোমার্থক বলিরূপে উৎসর্গ করিলেন? পরজাতীয়দের মধ্যে ইহা সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে যিহুদী ও খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে অনেকের ধারণা এই যে, তিনি তাহা করিয়াছিলেন।

এই সম্বন্ধে মূল কথা।—ইস্রায়েল জাতি ইতি পূর্ব্বে গুরুতররূপে প্রতিমা পূজায় আসক্ত হইয়াছিল; এখন তাহারা সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত অনুতাপ করিয়া ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়াছে। তাহারা আপনাদের ব্যবস্থানুসারে জ্ঞাত ছিল যে, "ঈশ্বর নরবলি ঘৃণা করেন (দ্বিঃ বিঃ ১২; ৩১-৩২)। এই অবস্থায় যিপ্তহ যে, এইরূপ কার্য্য করিবেন ইহা কি সম্ভব? তাহার কুমারীত্ব সম্বন্ধে বিলাপ করিতে দুই মাস সময় দেওয়া হয়। ইত্যবসরে সমস্ত লোক ঘটনাটী শুনিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। অতএব প্রজাগণ ঈশ্বরের নিকটে প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে নত হওন কালে কি এমন কার্য্য করিতে দিবে? (শৌল ও যোনাথন তুলনা ১ শমূ ১৪ অঃ)। ৩৯-৪০ পদ পাঠ করিলে সমস্ত বুঝা যায়। যে শব্দ 'বিলাপ' কথায় অনুবাদিত, তাহার প্রকৃত অর্থ স্মরণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাহাদের ইতিহাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য কার্য্যের স্মরণার্থে যে, বৎসরে বৎসরে চারি দিন পালন করিবে, তাহা একেবারে অসম্ভব; বরং সুন্দর আত্মোৎসর্গ স্মরণার্থে তাহারা এই পর্ব্ব পালন করিত বলিয়া বোধ হয়। লেবী ২৭; ১-৪ পাঠ করিলে জানা যায় যে, এই প্রকার মানত পালনার্থে মনুষ্যের প্রাণের পরিবর্ত্তে বিশেষ মূল্য দানের ব্যবস্থা ছিল। যাত্রা ৩৮; ৮, পদে নিয়মতাম্বুর দ্বার সমীপে পরিচর্য্যাকারিণী (গণ ৪; ২৩ তুলনা)

স্ত্রীলোকদের কথা উল্লিখিত আছে। তাহারা আপনাদিগকে উৎসর্গ করাতে আপনাদের দর্পণ গুলিও উৎসর্গ করিল (তুলনা লূক ২ ; ৩৭ বিধবা হান্নার সেবা)। যিপ্তহ একটী রাজবংশ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন ; অধিকন্তু কোন ইস্রায়েলীয় নিঃসন্তান হইয়া মরিলে, তিনি তাহা অভিশাপের বিষয় মনে করিতেন (১১ ; ৯-১১। ৩৪-৩৫)। তাঁহার কন্যা অকালে মৃত্যুর জন্য নয়, কিন্তু কুমারীত্ব বিষয়ে বিলাপ করিতে সময় চাহিয়াছিল।

শিব্বোলেৎ (প্রবাহিত জল)। ইফ্রয়িমীয়েরা মোয়াব অঞ্চলে বাস করিতেছিল। ইমোরীয়েরা 'শ' উচ্চারণ করিতে পারিত না। তাহারা শিলো না বলিয়া সিলো বলিত। ইব্রীয়েরা 'শ' উচ্চারণ করিত। সম্ভব যে, ইমোরীয়দের সহিত বাস করায় ইফ্রয়িমের লোকেরা 'স' উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছিল।

বিচারকর্ত্তৃগণের সমাধি প্রাপ্তি। যাঁহারা সাধারণ লোকদের দ্বারা আড়ম্বরের সহিত সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, গিদিয়োন তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম। তিনি জীবদ্দশায় প্রায় রাজার মত কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে নিস্তারকর্ত্তাগণ "সোফেৎ" উপাধি প্রাপ্ত হন। কার্থাজ অঞ্চলে যে কনানীয়েরা প্রবাস করিত, তাহারাও এই নাম ব্যবহার করিত। এই সোফেৎগণ পরজাতীয় রাজগণের ন্যায় আড়ম্বরের সহিত কালাতিপাত করিত।

পলেষ্টীয় জাতি। যাত্রা ১৩ ; ১৭—১৮ পদে দেখা যায় যে, তাহারা পালেষ্টাইনের প্রান্তবাসী পরাক্রান্ত জাতি। তাহারা মিসরের করাধীন ছিল। আমো ৯ ; ৭ পদে জানা যায় যে, তাহারা কপ্তোর হইতে আগত। মিস্রীয় প্রস্তর ফলকে ইহাকে "কেফৎ—উর" বলে। ইহার অঞ্চল কায়রো ও ভূমধ্য সাগরের মধ্যবর্ত্তী। তাহারা প্রাচীন ফৈনিকীয়দের হইতে উৎপন্ন গোষ্ঠী। আদি ১০ ; ১৩—১৪ পদে কস্-

লূহীয় (ইহাদের হইতে পলেষ্টীয় জাতি উৎপন্ন) এবং কপ্তোরীয় জাতির বিষয় পাঠ করা যায়। যির ৪৭; ৪ পদে পালেষ্টীয়দিগকে কপ্তোর অঞ্চলের অবশিষ্ট জাতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এত জাতি ৩য় রামিশেষের সময় মিসর আক্রমণ করে; তাহাতে তাহারা পরাস্ত হয়, এবং রামিশেষ কপ্তোর হইতে তাহাদিগকে পালেষ্টাইনে পাঠাইয়া তথায় বসতি করান। তাঁহার রাজত্বের ১২শ বৎসরে খ্রীঃ পূঃ ১৩০০সালে ইহা ঘটে। তাহারা ইস্রায়েলীয়দিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে (খ্রীঃ পূঃ ১২০০)। এই সময় হইতে মিসরের অবনতির আরম্ভ হয়।

শমূয়েল। অশূর ভাষায় "শমু" অর্থ পুত্র; অতএব এই নামের অর্থ, ঈশ্বরের পুত্র বা বংশ। প্রাচীনকালে এই নাম ইব্রীয় ও বাবিলীয়দের মধ্যে প্রচলিত ছিল। লোকেরা ছিন্ন ভিন্ন হইলেও, অশূর ভাষায় নামটি থাকিল, কিন্তু ইব্রীয় ভাষায় কালক্রমে লোপ পাইল। অতএব ইহাতে বুঝা যায় যে, শমূয়েলের গ্রন্থ কত প্রাচীন। গ্রন্থ খানি লিখিবার সময়ে নামটা সকলের পরিচিত ছিল বলিয়া, ভক্তিশীলা মাতা আপন পুত্রকে এই নাম প্রদান করেন। হান্নার ও প্রভুর মাতা মরিয়মের গীত প্রায় এক ভাব বিশিষ্ট; তথাপি কোন স্থানে আক্ষরিক মিল নাই। ইহাতে দেখা যায় যে, তাঁহারা উভয়ে একই আত্মা দ্বারা চালিতা হইয়া গান করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ইহাও বলা যায় যে, শমূয়েল মশীহের অশেষ গুণসম্পন্ন পরিচর্য্যার প্রতিচ্ছায়া ও এক প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ। ফলতঃ, ভাববাদীর কার্য্য ফলে রাজ-সিংহাসনের ভিত্তিমূল স্থাপিত হয়, ভাবী প্রজাদিগকে আহ্বান করা হয়, ঐশ্বরিক দীপ্তি প্রকাশিত হইয়া পাপের বোধ জন্মায়, এবং রাজার আগমনের ও দণ্ডাজ্ঞার জন্য পৃথিবী প্রস্তুত হয়।

শীলো। প্রস্তর ফলকে ইহা শীলু অর্থাৎ আরাম নামে উল্লিখিত হইয়াছে; বর্ত্তমান নাম শাইলুন। যিহো ১৮; ১ পদে দেখা যায় যে,

নিয়ম তাম্বু এখানে স্থাপিত ছিল (বিচার ২১ ; ১৯)। টেল-এল-অমার্ন-ইষ্টক ফলকে এবেদ-তোব নামক যিরূশালেমের রাজা ও যাজক ইহার উল্লেখ করেন ও বলেন, এখানে পাহাড়ের মধ্যে একটী গিরিপথ আছে। এই পথের জন্য এই স্থান এখনও বিখ্যাত।০ নিয়মতাম্বুটী সদাপ্রভুর গৃহ ও মণ্ডলীর আবাস বলিয়া বিখ্যাত (১ শমূ ১ ; ৭। ২ ; ২২); তথায় সময়ে সময়ে সমস্ত ইস্রায়েল একত্র হইত (২ ; ১৪ তুলনা দ্বিঃ বিঃ ১২ ; ৫—৭। ১ শমূ ১ ; ৩, ৫)। ঈশ্বর তাহার উদ্দেশে বলেন, "আমার বাসস্থান" (২ শমূ ২৯ ; ৩২), "আমার বেদি" (২ শমূ ২৮ ; ৩৩)। এখানে নিয়মসিন্দুক, হারোণের বংশজাত যাজক বর্গ ছিল, ও বলিদান সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা প্রতিপালিত হইত। দীপবৃক্ষ সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকিত (১ শমূ ২ ; ২—৩ তুলনা যাত্রা ২৭ ; ২০—২১); শুভ্র ও সূক্ষ্ম এফোদ ছিল (১ শমূ ২ ; ১৮। যাত্রা ২৮ ; ৪—৫ ; ২৯)। ইহাতে দেখা যায় যে, মোশির ব্যবস্থা তাহাদের হাতে ছিল।

মোয়াবীয় প্রস্তর ফলক। (২ রাজা ৩ ; ৪)। ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে ক্লাইন নামে একজন জর্ম্মাণ মিসনরী মোয়াব অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন তৎকালে একজন আরবীয় ৩ ফুট ১০ ইঃ লম্বা, ২ ফুট চওড়া ও ১৪৷৷০ ইঃ স্থূল একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ফলক তাঁহাকে দেখাইয়াছিল তাহার উভয় পৃষ্ঠে কিছু লিখিত ছিল। তিনি স্বয়ং পাঠ করিতে না পারিলেও, বার্লিন মিউজিয়মে তাহা রাখিবার অভিপ্রায়ে ক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন ; কিন্তু তাহার মূল্য সম্বন্ধে জর্ম্মাণ, ফ্রান্স, ও তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট পরস্পর বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়। ইতিমধ্যে আরবীয়েরা সেই প্রস্তর ফলক খণ্ড খণ্ড করিয়া লুকাইয়া রাখে। সে যাহা-হউক, তাহার অধিকাংশ খণ্ড পাওয়া গেলে পর, পারিস নগরে তাহা আনা হয়; আর এ পর্য্যন্ত তথায় আছে। ফলকটী মোয়াবীয় রাজা মেশা কর্ত্তৃক প্রস্তুত করা হয় (তুলনা ২ রাজা ৩; ৪। ২ বংশা ২০ ;

ইস্রায়েল রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্রোহী হওন ও জয়লাভ সম্বন্ধে তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি আরো কহেন, 'অম্রি ইস্রায়েলের রাজা হইয়া বহুদিন ধরিয়া মোয়াবের প্রতি অত্যাচার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্রও মোয়াবকে দমন করিতে স্থির করেন। অম্রি মেদেবা প্রদেশ অধিকার করিলে পর, ইস্রায়েলীয়েরা তথায় বসতি করিত। অম্রির রাজত্বকালে ও তাঁহার পুত্রের রাজত্বের অর্দ্ধেক সময় পর্য্যন্ত সমুদায়ে চল্লিশ বৎসর তাহা ইস্রায়েলের অধিকার ভুক্ত থাকিল।'

মোয়াবীয়েরা আব্রাহামের ভ্রাতষ্পুত্র লোটের বংশ হওয়াতে ইব্রীয় ভাষাবাদী ছিল। প্রফেসর শেস বলেন, প্রস্তর ফলকে লিখিত ভাষা ও ইব্রীয় ভাষার মধ্যে অতি সামান্য প্রভেদ দেখা যায়। ২ রাজা ৩ অঃ বর্ণিত মেশার পরাজিত হওনের বিবরণ তাহাতে লেখা নাই; কিন্তু মেশা বলেন, কমোশ দেবতার ক্ষমতায় তিনি জয়ী হন, তুলনা ২ রাজা ৩; ২৭)। ইস্রায়েল ও যিহূদার বাহিনী মেশার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বলি দেখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। এইরূপে মোয়াবীয়দের বিবেচনায় তাহাদের দেবতার ক্ষমতা প্রযুক্ত জয় লাভ হইল।

হিত্তীয় জাতি। আদিপুস্তক হইতে যিহিষ্কেল পর্য্যন্ত নানাস্থানে এই জাতির উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু বাইবেল ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকে এই জাতির উল্লেখ দেখা যায় না। সম্প্রতি যে সকল প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হিত্তীয় জাতি একটী প্রধান ও যুদ্ধপ্রিয় জাতি ছিল। তাহারা প্রথমে উত্তরস্থ কোন দূরবর্ত্তী দেশ হইতে আসিয়াছিল। দক্ষিণ দেশে বসতি করিলে পর মিসর ও অশূরের সহিত তাহাদের বার বার যুদ্ধ ঘটে। তাহারা উত্তর অরামে অবস্থিতি পূর্ব্বক অন্য সমস্ত জাতির মধ্যে প্রধান হইবার চেষ্টা করিতেছিল। এই জাতি হাম হইতে উৎপন্ন, এখন ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এইরূপে আদি ১০; ১৫

পদোক্ত কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। আদি ২৩; ৪ পদে লেখা আছে, যে খ্রীঃ পূঃ ২০০০ সালে হিত্তীয়েরা হিব্রোণ অঞ্চলে বাস করিতেছিল। প্রস্তর ফলকে দেখা যায় যে, তাহারা প্রথমে পালেষ্টাইনের দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ১৬০০ সালে মিসরের ৩য় থংমেস তাহাদিগকে দক্ষিণ হইতে তাড়াইয়া দেন। যিহোশূয় পুস্তকে দেখা যায় যে, তাহারা খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ সালে উত্তর অরামে বাস করিতেছিল, এবং পরে ৭০০ সাল পর্য্যন্ত তথায় ছিল। লাখীস নগরে হিত্তীয় রাজার নামাঙ্কিত সিলমোহর পাওয়া গিয়াছে; ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, তাহারা যিহোশূয়ের পূর্ব্বে হিব্রোণের নিকটে বসতি করিত।

১ রাজা ১০; ২৮-২৯ পদে শলোমনের রাজত্বকালে এই জাতির উল্লেখ দেখা যায়। প্রস্তর-ফলকে দেখা যায় যে, এই সময়ে মিসরের রাজা ২য় রামিশেষ অরামের উত্তরপূর্ব্বঅঞ্চলে ওরেণ্টিশ নদীর তীরস্থ কাদেশের নিকটে হিত্তীয়দের সহিত একটী যুদ্ধ করেন। তিনি বলেন, হিত্তীয় বাহিনীতে ২৫০০ রথ ছিল। যুদ্ধের শেষে রামিশেষের কন্যার সহিত হিত্তীয় রাজার বিবাহ হয় ও তদ্দ্বারা উভয় জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়।

২ রাজা ৭; ৬-৭ পদে ইস্রায়েলের রাজা আহাবের পুত্র যোরামের রাজত্বকালে হিত্তীয়দের পুনঃ উল্লেখ দেখা যায়। এই ঘটনার ৪০ বৎসর পরে, প্রস্তরফলকে অশূরের ২য় শলমনেষর বলেন, 'হিত্তীয় রাজগণ অশূর আক্রমণ করিলেন'। ইহাতে বাইবেল শাস্ত্র ও প্রস্তর-ফলক উভয় স্থলেই "রাজগণ" শব্দ উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে অশূর ও মিসরে প্রাপ্ত প্রস্তর ফলক দ্বারা বাইবেলে বর্ণিত হিত্তীয় জাতির সত্যতা আক্ষরিকরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

অশূর! এই জাতি বাবিলীয়দের ন্যায় শেম হইতে উৎপন্ন, এবং

ইব্রীয় ও ইহাদের ভাষাও এক মূলভাষা হইতে উৎপন্ন। আসিয়া মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তবাসী সমস্ত মহাজাতির মধ্যে ইহারা সভ্যতা ও অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। টাইগ্রীস নদীর উনুই অবধি কলদীয় উপত্যকা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ ইহাদের বসতি স্থান ছিল। এই সাম্রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে তাহাদের প্রধান শত্রু বাবিলীয় লোকেরা বাস করিত। ইস্রায়েলীয়দের সহিত তাহাদের যে বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল। এই ঘনিষ্ঠতা কেবল ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে তাহা নহে; কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীতেও উক্ত হইয়াছে (তুলনা যিশা ১০; ৫-৭। ৭; ১৭)। এই জাতি অতিনিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর; তাহাদের গুণ সমূহ বিশেষ বিশেষ দোষ প্রযুক্ত আচ্ছাদিত হইয়াছে। তাহারা রক্তপাতকারী, অত্যাচারী, মিথ্যাবাদী ও সর্ব্বপ্রকার অশুচিতাপূর্ণ জাতি। আপন শত্রুদিগকে তুচ্ছজ্ঞান করাতে তাহারা ঘোর অহঙ্কারী এবং খল ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যে কোন স্থানে তাহারা যুদ্ধার্থে যাত্রা করিত, তাহা দগ্ধ করিয়া উচ্ছিন্ন করিত, ও তাহাদের প্রধানবর্গকে শূলে দিয়া, অথবা তাহাদের গাত্রচর্ম্ম উন্মোচন করিয়া মারিয়া ফেলিত। তাহাদের খোদিত প্রস্তর ফলকই ইহার প্রমাণ। তৃতীয় শতাব্দীতে অরিজেন বলেন, "অশূরের প্রাচীন ইতিহাস হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাহারা দীর্ঘকালাবধি…জাতির সহিত যুদ্ধ করিত।" প্রাচীনকালীন গ্রন্থসমূহে ইহাদের বিষয় আর কিছু উল্লিখিত হয় নাই। অশূর দেশে যে সকল সহরের ধ্বংসাবশেষ আছে, বর্ত্তমান কালে অনেক অনুসন্ধানের পর তাহার মধ্য হইতে সার্গোণের রাজবাটী ও পুস্তাকালয় (ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক প্রস্তরফলক রক্ষিত হইত), নীনবী সহর, সনহেরিব কর্ত্তৃক খোদিত প্রস্তর ফলক প্রভৃতি অনেক বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ২য় সম্‌নেজ্জের একটী প্রস্তর ফলকে পাঠ করা যায় যে, "আমি অস্রির

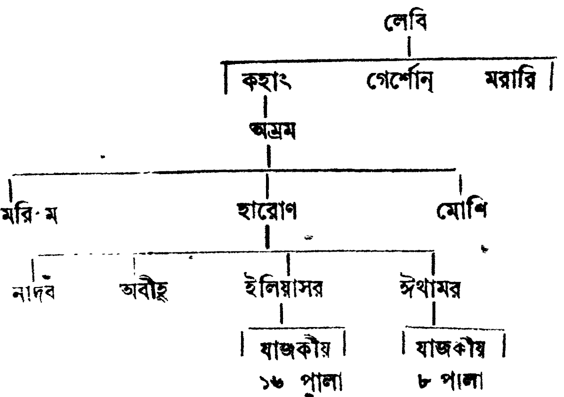
পুত্র যেহূ হইতে কর প্রাপ্ত হইয়াছি।" ইহাতে অরামের রাজা হসায়েল, যিহূদার রাজা অসরিয় ও ইস্রায়েলের রাজা পেকহ ও হোশেয় প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এলমীয় জাতি যে, বাবিল দেশ অধিকার করিয়াছিল, ইহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে (তুলনা, আদি ১৪ অঃ)। বাবিলীয় পঞ্জিকা পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে দেখা যায় যে, তাহারা সাত সাত দিনে সপ্তাহ গণনা করিত, এবং তাহার মধ্যে এক দিন পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। আর একটী প্রস্তর ফলকে জলপ্লাবনের সবিশেষ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। অশূর ক্রমশঃ একটি প্রতাপশালী যুদ্ধপ্রিয় জাতি হইয়া উঠে। ১১২০ খ্রীঃ পূঃ ১মতিগ্লৎপিলেষর উত্তর অরাম অধিকার করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ তাহা অধীনস্থ করিয়া রাখিতে পারেন নাই; কিন্তু দুইশত বৎসর পর অশূরের ক্ষমতা আবার বৃদ্ধি পাইল। ৮৮৯ খ্রীঃ পূঃ অশূরে নসিরাবল নামে এক জন বিজয়ী রাজা ছিলেন, তিনি ইস্রায়েলকে স্পর্শ করেন নাই। ৮৬০ খ্রীঃ পূঃ ২য় শলমনেষর ইস্রায়েলের রাজা যেহূর বিষয় প্রস্তর ফলকে উল্লেখ করেন (তুলনা ২ রাজা ৮; ১২। ১০; ৩১-৩৩)। অরামের রাজা হসায়েলের বিরুদ্ধে যেহূ শলমনেষরের সাহায্য প্রার্থনা করেন, এবং এই হেতু তাঁহাকে করও দেন।

২৩

পিতৃগণ ও তাঁহাদের বংশাবলী।

- তেরহ
  - হারণ,
    - যিস্কা, মিল্কা, লোট,
      - মোয়াব, অম্মোন
  - নাহোর,
    - বথূয়েল,
      - লাবণ, রিবিকা,
        - লেয়া, রাহেল
  - অব্রাহাম,
    - (হাগার হইতে)
      - ইশ্মায়েল
    - (সারা হইতে)
      - ইস্হাক
        - এষৌ, যাকোব
          - (লেয়া হইতে)
            - রূবেন, শিমিয়োন, লেবি, যিহূদা, ইষাখর সবূলূন, দীণা।
          - (বিল্হা হইতে)
            - দান, নপ্তালি,
          - (সিল্পা হইতে)
            - গাদ, আশের,
          - (রাহেল হইতে)
            - যোষেফ, বিন্যামীন,
              - ইফ্রয়িম, মনঃশি

লেবি ও যাজকত্ব।



যিহূদার ও ইস্রায়েলের রাজাগণ।

সমস্ত ইস্রায়েলের রাজগণ (রাজ্য বিভাগের পূর্ব্বে)

শৌল	... ...	খ্রীঃ পূঃ ১০৯৫।
দায়ূদ	... ...	১০৫৫।
শলোমন	... ...	১০১৫।
রাজ্য বিভাগ হয়	...	৯৭৫।

যিহূদা ও ইস্রায়েল রাজ্য (রাজ্য বিভাগের পরে)

বিভিন্ন কাল	যিহূদার রাজগণ	খ্রীঃ পূঃ	ইস্রায়েল রাজগণ	বিভিন্ন পরিবার
১	১ রহবিয়াম	৯৭৫	১ যারবিয়াম	১ম
খ্রীঃ পূঃ ৯৭৫-৯১৮	২ অবিয়	৯৫৮		
পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা।	৩ আসা	৯৫৫		
		৯৫৪	২ নাদব	
		৯৫৩-৯৩০	৩ বাশা, ৪ এলা ...	২য়
		৯২৯	৫ সিম্রি	৩য়
২		৯২৯-৯১৮	৬ অম্রি, ৭ আহাব	৪র্থ
খ্রীঃ পূঃ ৯১৮-৮৮৪	৪ যিহোশাফট ...	৯১৪		
পরস্পরের মধ্যে মিত্রতা ও		৮৯৮-৮৯৬	৮ অহসিয়, ৯ যিহোরাম	
অরামীয়দের প্রতি শত্রুতা।	৫ যিহোরাম ...	৮৯২		
	৬ অহসিয়	৮৮৫		
৩	৭ (অথলিয়া) ...	৮৮৪	১০ যেহূ	৫ম
খ্রীঃ পূঃ ৮৮৪-৫৮৮	৮ যোয়াশ	৮৭৮		
পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার		৮৫৬-৮৪১	১১ যিহোয়াহস, ১২ যোয়াশ	
পুনঃ আরম্ভ ও অশূরীয়	৯ অমৎসিয়	৮৩৯		
সাম্রাজ্যের দ্বারা উভয়ের		৮২৫	১৩ ২য় যারবিয়াম ...	
পতন।	১০ উষিয়	৮১০		

		৭৭৩	১৪ সখরিয়	৫ম
		৭৭২	৫ শল্লুম	৬ষ্ট
		৭৭২-৭৬১	১৬ মনহেম, ১৭ পকহিয়	৭ম
		৭৫৯	১৮ পেকহ	৮ম
	১১ যোথম	৭৫৮		
	১২ আহস	৭৪২		
		৭৩০	১৯ হোশেয়	৯ম
	১৩ হিষ্কিয়	৭২৬		
	১৪ মনঃশি	৬৯৮	শমরিয়া ধ্বংস, ইস্রায়েলের বন্দিত্ব। ৭২১	
	১৫ আমোন	৬৪৩		
	১৬ যোশিয়	৬৪১		
	১৭ যিহোয়াহস ...	৬১০		
	১৮ যিহোয়াকীম ...	৬১০		
	১৯ যিহোয়াখীন (কনিয়)	৫৯৯		
	২০ সিদিকিয়	৫৯৯		
	যিরূশালেম ধ্বংস ...	৫৮৮		

ভাববাদিগণ।

সাধারণ বিভাগ।	সম্ভবতঃ কালানুযায়ী শৃঙ্খলা।	ভাবোক্তি প্রচারের কাল।		
		খ্রীঃ—পূঃ।	ইস্রায়েল রাজগণ।	যিহূদারাজগণ।
মহান ভাববাদী চতুষ্টয়।	ভাববাদিগণ। (ক) বন্দিত্বের পূর্ব্বে।			
১ যিশায়াহ	১ যোনাহ "	৮৪০—৭৮৪	যিহোয়াস, ২য় যারবিয়াম	যোয়াশ, অমৎসিয়
২ যিরমিয়	২ যোয়েল "	৮১০—৭৯৫	২য় যারবিয়াম	যোয়াশ
৩ যিহিস্কেল	৩ আমোষ "	৮১০—৭৮৫	২য় যারবিয়াম	উষিয়
৪ দানিয়েল	৪ হোশেয় "	৮০০—৭২৫	২য় যারবিয়াম হোশেয়	উষিয়, যোথম, আহস
—	৫ যিশায়াহ "	৭৫৮—৬৯৯	পকহিয়—বন্দিত্ব	আহস, হিস্কিয়
দ্বাদশ ক্ষুদ্র ভাববাদী।	৬ মীখা "	৭৬৫—৬৯৮	মনহেম—বন্দিত্ব ইস্রায়েলের বন্দিত্ব	উষিয়, যোথম, আহস, হিস্কিয়
১ হোশেয় ২ যোয়েল	— বন্দিত্বের আসন্নকালে বা তৎসময়ে।			
৩ আমোষ	১ নহূম "	৭২০—৬৯৮	... ...	মনঃশি, আমোন, যোশিয়
৪ ওবদিয়	২ সফনিয় "	৬৪০—৬০৯	... ...	যোশিয়, যিহোয়াহস
৫ যোনাহ	৩ হবক্কূক "	৬১২—৫৯৮	... ...	যোশিয়, সিদিকিয়

ভাববাদীগণ।

সাধারণ বিভাগ।	সম্ভবতঃ কালানুযায়ী শৃঙ্খলা।	ভাবোক্তি প্রচারের কাল।		
		খ্রীঃ—পূঃ	ইস্রায়েল রাজগণ।	যিহুদারাজগণ।
দ্বাদশ ক্ষুদ্র ভাববাদী।	বন্দিত্বের আসন্নকালে।			
৬ মীখা	৪ যিরমিয়	৬২৮—৫৮৫	... ...	যিহোয়াহস বন্দিত্ব
৭ নহূম	৫ দানিয়েল	৬০৬—৫৩৪	... ...	যিহূদার বন্দিত্ব
৮ হবক্কূক	৬ ওবদিয়	৫৮৮—৫৮৩	... ...	
৯ সফনিয়	৭ যিহিস্কেল	৫৯৫—৫৭৪	... ...	সিদিকিয় বন্দিত্ব
১০ হগয়	——			
১১ সখরিয়	বন্দিত্ব হইতে প্রত্যাগমনের পর।			
১২ মালাখি	——			
——	১ হগয়	৫২০—৫১৮	... ...	মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ
	২ সখরিয়	৫২০—৫১০	... ...	মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা
	৩ মালাখি	৪২০—৩৯৭	... ...	নহিমিয় কর্তৃক ২য় সংশোধন, কাননের শেষ।
	——			

ইস্রায়েল সম্বন্ধীয় চতুর্দ্দিকস্থ জাতিগণ।

১। অশূরীয় সম্রাজ্য।

খ্রীঃ পূঃ	সমকালীন রাজ্য সমূহ।				
	অশূর	বাবিল	মিসর	যিহূদা	ইস্রায়েল
৭৪২	তিগ্লৎ-পিলেষর কর্ত্তৃক বাবিল আক্রমণ	নবনাসার			
৭৪১	... ...	... ...	... ...	আহস	পেকহ
৭৪০	পেকহ হইতে কর আদায় রৎসীনের পরাজয়	... ...	... ...	...	পেকহ করাধীন
৭৩৭	... ...	... ...	... ...	দম্মেশকে তিগ্লৎ পিলেষরের সম্ভ্রম প্রাপ্তি	
৭৩৩	... ...	নাদিয়স			
৭৩০	... ...	... ...	... ...	... ...	হোশেয়
৭২৬	শলমনেষর রাজা হন	ইলিলিউস	... ...	হিষ্কিয়	শলোমনেষরের অধীনতা (২ রাজা ১৭; ৩)
৭২৫	... ...	... ...	সাবাকো ১ম, সো	... ...	'সো'র সহিত সন্ধি (২ রাজা ১৭; ৪)
৭২০	সোর হস্তগত	... ...	... ...	... ...	শমরিয়া হস্তগত

৭২২	সার্গোণের বিদ্রোহ				
৭২১	সার্গোণ শমরিয়া হস্তগত করেন	মরোদক বলদন	... ...	.. ..	শমরিয়া হস্তগত
৭১৫	আরব আক্রমণ	... ...	সাবাকো ২য় সার্গোণের সহিত যুদ্ধ	.. ...	ইস্রায়েলের বন্দিত্ব
৭১৩	... ...	... ...	... ...	হিষ্কিয়ের পীড়া মরোদকবলদনের দূত প্রেরণ	
৭১১	অসদোদ্ হস্তগত	সার্গোণ কর্তৃক আক্রান্ত			
৭০২	সন্হেরিব কর্তৃক মরোদক বলদনের দূরীকৃত হওন	বেলিবস			
৭০০	মিসর ও পলেষ্টীয়ার দিকেঅগ্রসর হওন	... ...	... ...	সনহেরিবের যিরূশালেম ১ম আক্রমণ, হিষ্কিয়ের করাধীন	ইস্রায়েলের বন্দিত্ব
৬৯৯	পেলূসিয়মে পরাজিত হওন	অশূর-নাদীন	... ...	২য় আক্রমণ	
৬৯৮	... ...	... ...	... ...	মনঃশি	
৬৯০	... ...	... ...	তির্হক		
৬৮০	এসরহদ্দোন রাজা হন (২ রাজা ১৯ ; ৩৭)	এসরহদ্দোন			

ইস্রায়েল সম্বন্ধীয় চতুর্দ্দিকস্থ জাতিগণ।

১। অশূরীয় সম্রাজ্য।

খ্রীঃ পূঃ	সমকালীন রাজ্য সমূহ।				
	অশূর	বাবিল	মিসর	যিহূদা	ইস্রায়েল
৬৭৬	... ...	মনঃশির বাবিলে নীত হওন	... ...	এসরহদ্দোনের সেনাপতি কর্ত্তৃক মনঃসির নীত হওন	
৬৬০	অশূর-বানি-পাল	সাওসত্বকিনস্			
৬৬৪	... ...	... ...	সাম্মেটিকস		
৬৪৭	অশূর-এমিটিলি	সিনেদাদানস			
৬৪৩	... ...	... ...	... ...	আমোন	
৬৩০	স্কুথিয় আক্রমণ	... ...	... ...	যোশিয়	
৬২৫	নীনবী ধ্বংস	নবপলাষর			

২। বাবিল সাম্রাজ্য।

খ্রী: পূ:	বাবিলীয়	মাদীয়	মিসর	লিদিয়া	যিহূদা
৬২৫	নবপলাষর	কাইকারাসের ৮ম বৎসর	সাম্মেটিকসের ৩০শ বৎসর	আলিয়েটস	যোশিয়ের ১৫দশ বৎসর
৬১৫	... ...	কাইকারাসের লিদিয়া আক্রমণ	... ...	কাইকারাস কর্ত্তৃক আক্রান্ত	
৬১০	কাইকারাস ও আলিয়েটসের সহিত সন্ধি	... ...	নখো (২ রাজা ২৩;২৮)	সন্ধিস্থাপন	
৬০৯	নখোর আক্রমণ	... ...	সুরিয়া আক্রমণ	... ...	যিহোয়াহস
৬০৬	নখোর বিরুদ্ধে নবূখদ্‌নিৎসরের যাত্রা	... ...	যোশিয়ের পরাজয়. কর্কিমিসে পরাজয়		যিহোয়াকীম ; বূখদ্‌নিৎসরের অধীনতা
৬০৪	নবূখদ্‌নিৎসর				
৬০২	... ...	... ...	... ...	... ...	বিদ্রোহ
৫৯৯	সোর অবরোধ				
৫৯৭	যিরূশালেম অবরোধ	নবূখদ্‌নিৎসরের সাহায্য	... ...	... ...	যিহোয়াখীন
৫৯৫	... ...	অষ্টাগস			

	... ...		এপ্রিস (যিহি ১৭; ১৫)	...	আক্রমণ
৫৮৮	যিরূশালেম ২য় বার অবরোধ	... ...			
৫৮৬	যিরূশালেম হস্তগত	... ...	... ...	... ...	বন্দি করণ
৫৮৫	সোর হস্তগত				
৫৮১	মিসর আক্রমণ	... ...	... ...	... ...	যিহূদার বন্দিত্ব
৫৭০	২য় বার মিসর আক্রমণ	... ...	নবুখদ্নিৎসর কর্ত্তৃক রাজ্য ভ্রষ্ট হওন (যিরি ৪০ ; ৩০ । যিহি ২৯ ; ৩০ । ৩২ অ ;		
৫৬১	ইবেল-মরোদক	... ...	... ...	... ...	যিহোয়াখীন মুক্ত
৫৬০	... ...	... ...	... ...	ক্রেসস	
৫৫৯	নেরিগ্লিসর	পাসারগাদিতে কোরস কর্ত্তৃক পরাস্ত হওন			

বাবিল সম্রাজ্য।

খ্রীঃ পূঃ	বাবিলীয়	মাদীয়	মিসর	লিদিয়া	যিহূদা
৫৫৬	লাবর সোয়ারচদ				
৫৫৫	নবনাদিয়সের সহিত ক্রৈসসের সন্ধি				
৫৪৬	... ...	... ..	.. ...	কোরস কর্ত্তৃক জয়	
৫৩৯	বেলশৎসরের সহিত যোগে রাজত্ব				
৫৩৯	কোরস কর্ত্তৃক অধিকৃত হওন				

৩। পারসিক সাম্রাজ্য ও গ্রীস।

খ্রীঃ পূঃ	যিহূদা	পারস্য	গ্রীস
৫৩৭		কোরসের আধিপত্য। যিহূদীদের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ	
৫৩৬	যিরূশালেমে প্রত্যাগমন ও যজ্ঞবেদি স্থাপন		
৫৩৫	শমরীয়দের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওন		
৫২৯	... ...	কোরসের মৃত্যু।	
৫২৫	... ...	কাম্বিশেষের রাজা হওন	
৫২২	... ...	দারিয়স-হিষ্টাস্পিস	
৫২০	হগয় ও সখরিয়ের ভাববাণী, মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ		
৫১৬	মন্দির প্রতিষ্ঠা।		
৫১০	... ...	... ...	পিসিস্ত্রাতিদির দূরীকরণ
৪৯৯	... ...	আইয়োনিয়ান্স কর্ত্তৃক সার্দ্দিশ দগ্ধ	
৪৯৩	... ...	গ্রীসের বিরুদ্ধে দারিয়সের যুদ্ধ ঘোষণা	

৩। পারসিক সাম্রাজ্য ও গ্রীস।

খ্রীঃ পূঃ	য়িহুদা.	পারস্য	গ্রীস
৪৯০	... ...	... ...	মারাথনের যুদ্ধ
৪৮৫	... ...	জরক্সেসের রাজা হওন (অক্ষশ্বেরস)	
৪৮০	... ...	... ...	সালামীসের যুদ্ধ
৪৭৯	... ...	গ্রীসের দ্বারা পরাজয়। মর্দখয় ও ইষ্টেরের স্মরণার্থক বৎসর	
৪৬৬	... ...	... ...	ইউরিমেদনে যুদ্ধ
৪৬৫	... ...	জরক্সেসের মৃত্যু	
৪৬৪	... ...	আর্ট জরক্সেসের রাজা হওন	থেমিষ্টোকলসের পারস্যে গমন
৪৫৮	যিরূশালেমে ইষ্রার উপস্থিত ও সখরিয়ের শেষ ভাবোক্তি		
৪৪৯	... ...	আথিনীয়দের সহিত সন্ধি	সালামীর যুদ্ধে জয়লাভ
৪৪৪	নহিমিয়া কর্ত্তৃক যিরূশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ, সনবল্লটে বিরুদ্ধাচরণ		
৪৩৩	... ...	পারস্য রাজ্যে নহিমিয়ার প্রতিগমন	

৪৩২	... ...	... ...	পেলপন্নিসিয়ার যুদ্ধ
৪২৮	নহিমিয়ার প্রত্যাগমন ও সংশোধন		
৪২৩	... ...	দারিয়স-নোথসের রাজ্য প্রাপ্তি	
৪২০	মালাখির ভাবোক্তি		
৪১৩	... ...	নহিমিয়ার শেষ প্রত্যাবর্ত্তন	

সমাপ্ত

PRINTED AT THE METHODIST PRESS.
46, DHARAMTALLA STREET,
CALCUTTA.
1904